Contents

কুরআন

ও

সহীহ হাদীসের আলোকে

ফাযায়িলে আ'মাল

তাহক্বীক্ব :

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী

আল্লামা হায়সামী

আল্লামা বুসয়রী

শু'আইব আরনাউত্ব

আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির

ডক্টর মুস্তফা আল আ'যমী

এবং অন্যান্য মণীষীগণ

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ফাযায়িলে আ'মাল

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ফাযায়িলে আ'মাল

তাহক্বীক্ব

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী
আল্লামা হায়সামী
আল্লামা বুসয়রী
শু'আইব আরনাউত্ব
আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির
ডক্টর মুস্তফা আল-আ'যমী
এবং অন্যান্য মণীষীগণ

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
দাওরা হাদীস (এম. এম. 'আরাবিয়্যাহ)
এম.এ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), এম. ফিল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

Contents

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
ফাযায়িলে আ'মাল

প্রকাশনায় : আল্লামা আলবানী একাডেমী
যোগাযোগ : ০১১৯৯-১৪৯৩৮০
০১৬৮১২৭৬৭২৪

সংকলনে : আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
যোগাযোগ : ০১১৯৯-১৪৯৩৮০

চতুর্থ প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

প্রাপ্তিস্থান : **হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী**
৩৮ বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮, ৯৫৬৩১৫৫

অঙ্গসজ্জায় : সাজ্জিদুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ : আহসান কম্পিউটাস

মূল্য : ৪৮০ (চারশো আশি) টাকা

কেন এই গ্রন্থ সংকলন ?

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি।

প্রতিটি মুসলিমের ফাযীলাতপূর্ণ 'আমলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। কারণ ফাযায়িলে আ'মাল হচ্ছে এমন উত্তম ও উপকারী কার্যাবলী, যার সফলতা ও পুরস্কারের কথা স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ঘোষনা করেছেন। যেহেতু বান্দাকে সাওয়াব প্রদান একমাত্র আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনেরই কাজ তাই ওয়াহী ভিত্তিক দলীল ব্যতীত অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া এ বিষয়ে কারোর কোন মনগড়া উক্তি বা কিচ্ছা-কাহিনী গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ ইসলাম বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ ভিত্তিক নিখুঁত দ্বীন, যার কোন বিষয়েই সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রিয় পাঠক! ফাযায়েল ও অন্যান্য শিরোনামে ফাযীলাতের 'আমল সম্পর্কে বাংলাভাষায় অনূদিত ও সংকলিত বেশ কিছু কিতাব প্রচলিত আছে। যেমন, ফাযায়েলে আমাল, ফাযায়েলে ছাদাকাত, ফাযায়েলে হজ্জ্ব, ফাযায়েলে দরূদ, ফাযায়েলে তিজারাত, বার চান্দের ফজিলত ও আমল, নেয়ামুল কুরআন, মকসুদুল মু'মিনীন ইত্যাদি। কিতাবগুলোর কোনটিতে সামান্য এবং কোনটিতে বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে ফাযীলাতের 'আমলের বর্ণনা। বাংলাভাষী বহু মুসলিম ফাযীলাতের 'আমল সম্পর্কিত কিতাব পাঠে অভ্যস্ত বিধায় কিতাবগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের রেফারেন্স সহকারে সংস্কার করা হলে খুবই ভাল হয়। বরং তা একান্তই জরূরী। কারণ কতগুলো দোষনীয় দিক এ সম্পর্কিত অধিকাংশ কিতাবের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যেমন :

১। কিতাবের বহু স্থানে উল্লেখকৃত ফাযীলাতের 'আমলের পক্ষে আল-কুরআন অথবা হাদীস গ্রন্থসমূহের রেফারেন্স উল্লেখ না থাকা।

২। কোথাও বা কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স উল্লেখ না করে উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তির মনগড়া উক্তি উপস্থাপন অথবা নিজের পক্ষ থেকেই বানানো কথাকে ফাযীলাত বলে চালিয়ে দেয়া।

৩। কোথাও বা রেফারেন্সসহ হাদীস পেশ করে তার তাহক্বীক্ব উল্লেখ না করা। হাদীসটি সহীহ, যঈফ নাকি বানোয়াট, হাদীসটি 'আমলযোগ্য

নাকি প্রত্যাখ্যাত তা উল্লেখ না করা। কোথাও এ বিষয়ে আরবীতে কিছু লিখা থাকলে তা বাংলায় অনুবাদ না করা! ফলে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য কিনা অধিকাংশ পাঠক তা জানতে পারছেন না।

৪। ফাযায়েল শিরোনামের কিছু কিতাব বিভিন্ন তরীকার বহু সূফি ও পাগলদের আজগুবি কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর। কিচ্ছাগুলো আবার ভিত্তিহীন ও মনগড়া, এমনকি শির্ক ও গোমরাহীপূর্ণ। যারা তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান রাখেন না তারা ঐসব কিচ্ছা কাহিনীর মাধ্যমে ভ্রান্ত আক্বিদাহ বিশ্বাসে ধাবিত হচ্ছেন। ফলে ঈমানের মূল প্রাণ বিশুদ্ধ তাওহীদী আক্বীদাহ ও সহীহ সুন্নাতী 'আমল বিনষ্ট হচ্ছে।

৫। কোন গ্রন্থে আবার বিশেষ কিছু পাওয়ার জন্য বিভিন্ন তদ্‌বীরের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলীল প্রমাণ পেশ না করে কেবল 'বহু পরিক্ষিত' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। যা দলীল হিসেবে গন্য নয়।

৬। নাবী (সাঃ)-কে স্বপ্নে যিয়ারাত করানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভিত্তিহীন ও মনগড়া 'আমলের বর্ণনা। যেমন, বিশ, চল্লিশ, সত্তর ইত্যাদি বার অমুক সময়ে অমুক দিন বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিন অমুক 'আমল করলে নাবী (সাঃ)-কে স্বপ্নে যিয়ারাত করা যাবে, ইত্যাদি।

৭। কোন ব্যক্তি বিশেষের তৈরিকৃত আরবীতে কিছু ছন্দমালাকে বিভিন্ন দরূদ নামে আখ্যায়িত করে নতুন নতুন বিদ'আতী দরূদের প্রচলন ও তার বহু মিথ্যা ফাযীলাত বর্ণনা করা। যা কোন সহীহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীস তো দূরের কথা বরং কোন যঈফ হাদীসেও পাওয়া যায় না।

প্রিয় পাঠক! খুব ভাল করে জেনে রাখুন, ফাযীলাতের 'আমলের নামে প্রচলিত যেসব 'আমল ও তদ্‌বীরের পক্ষে আল-কুরআন অথবা সহীহ হাদীস থেকে নির্দ্দিষ্টভাবে কোন প্রমাণ উল্লেখ নেই তা দ্বীন ইসলামের অংশ নয়। সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত।

আশা করি, যেসব দ্বীনী ভাই ও প্রতিষ্ঠান এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ ও সংকলন করেছেন তারা অতিশিঘ্র তাদের প্রকাশিত কিতাবগুলো থেকে মনগড়া ও ভিত্তিহীন ফাযীলাতের কথাগুলো বিলুপ্ত করবেন এবং রেফারেন্স সহকারে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে নির্ভেজাল দ্বীনে ইসলাম প্রচারে সাহসী ভূমিকা রাখবেন।

প্রিয় পাঠক! বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ফাযীলাত সম্পর্কিত অধিকাংশ কিতাবের এরূপ করুণ অবস্থা দেখে বহু মুসলিম ভাই-বোনের মনে বিষয়টির প্রতি চরম অনিহা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধারণা, ফাযায়েলে 'আমল মানেই হচ্ছে ভেজালের ছড়াছড়ি, ফকীর-দরবেশের কিচ্ছার ঝুড়ি আর যঈফ-জাল হাদীসের সমাহার, তাই এসব থেকে দূরে থাকাই উত্তম!!

কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীসে তো ফাযীলাতের 'আমল সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, আমরা কেন দলীল ভিত্তিক সেসব 'আমল থেকে বিমুখ হবো? কোনরূপ শির্ক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও আজগুবি কিচ্ছা-কাহিনী প্রশ্রয় না দিয়ে বিশুদ্ধভাবে দলীল ভিত্তিক ফাযায়িলে আ'মাল সম্পর্কিত কোন কিতাব কি রচনা করা যায় না?- এরূপ ভেবে আমি ফাযায়িলে আ'মাল সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব সংকলনে মনোনিবেশ করি। অতঃপর এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের তাহক্বীক্বসহ গ্রহণযোগ্য হাদীসের সমন্বয়ে **"কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে- ফাযায়িলে আ'মাল"** শীর্ষক এ গ্রন্থটি সংকলন করি। গ্রন্থটি সংকলন ও প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জানাচ্ছি। যারা ফাযীলাতের 'আমলের মাধ্যমে অসংখ্য নেকী অর্জনে আগ্রহী, ইনশাআল্লাহ্ এ গ্রন্থ তাদের যথেষ্ট উপকৃত করবে।

গ্রন্থের শেষ দিকে পরিশিষ্ট-২ শিরোনামে একটি ভিন্ন অধ্যায়ে ফাযীলাত সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত কিছু দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীসও উল্লেখ করেছি। যাতে সেগুলো প্রচার ও 'আমলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, সর্বোপরি ভেজাল থেকে দূরে থাকা যায়। যদি ফাযায়িলে আ'মাল সম্পর্কিত সমস্ত যঈফ-জাল ও ভিত্তিহীন হাদীসগুলো একত্র করা যায়, তাহলে তার সংখ্যা হয়তো কয়েক হাজারে পৌঁছবে, যা একটি বিশাল ভলিউমে রূপ নিবে।

যেহেতু গ্রন্থটি সংকলনে আমার উদ্দেশ্য কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে ফাযীলাতের 'আমলের প্রতি উৎসাহিত করা, তাই এ গ্রন্থে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসে নির্দেশিত প্রতিটি নেক 'আমলই সম্পাদন করতে হবে- চাই তাতে ফাযীলাতের কথা বর্ণিত হোক বা না হোক। সুতরাং কেউ যেন কেবল ফাযীলাত অর্জনকেই মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বদান ও মূখ্য মনে না করেন। মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শর্তহীন একনিষ্ঠ আনুগত্য।

অতঃপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যা প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তা হলো : মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের একত্ববাদ তথা তাওহীদ সম্পর্কে 'আক্বীদাহ-বিশ্বাস পরিশুদ্ধ না হলে কোন নেক 'আমল ফলদায়ক হয় না।

কাজেই শির্ক-বিদ'আত পরিহার করুন, হালাল রুজি ভক্ষন করুন, এবং কারো প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকুন- ইনশাআল্লাহ ফাযীলাতের 'আমল আপনার সৌভাগ্যের পথ খুলে দেবে, আপনাকে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, গ্রন্থটিতে কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী প্রকাশে তা সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি গ্রন্থটির ব্যাপারে সুন্দর কোন পরামর্শ থাকলে তা পাওয়ারও প্রত্যাশা রইলো।

মহান আল্লাহর নিকট আবেদন, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দেন- আমীন!

বিনীত

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

চতুর্থ প্রকাশের কথা

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের প্রতি অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া যে, তাঁরই মেহেরবানীতে আমরা গ্রন্থখানি চতুর্থবার প্রকাশে সক্ষম হয়েছি। গ্রন্থটির প্রতি পাঠকদের বিপুল আগ্রহ ও সাড়া দেখে সত্যিই আনন্দিত। বাংলাদেশ ও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাভাষী বহু পাঠক বলেছেন, এ গ্রন্থটি আরো পূর্বে বের হলো না কেন, ফাযীলাত সম্পর্কে এতো সুন্দর নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ পেয়ে আমরা খুবই খুশি, ইত্যাদি। মূলত এর দ্বারা সহীহ শুদ্ধ কিতাবের প্রতি মুসলিম ভাই-বোনদের চরম আগ্রহের বিষয়টিই প্রমাণিত হয়েছে। দ্বীনী ভাই ও বোনেরা এর মাধ্যমে আরো অধিক উপকৃত হোক এটাই আমাদের কাম্য।

এ গ্রন্থে প্রদত্ত হাদীসগুলোর রেফারেন্স হিসেবে যেসব ক্রমিক নম্বর ও মূল্যবান কিতাবাদীর সূত্র উল্লেখ করেছি, তার অধিকাংশই মাকতাবা শামেলা অনুসরণে করা হয়েছে। যেমন, মাকতাবা শামেলা ইস্‌দার আওয়াল অনুসারে সহীহুল বুখারী, তাহক্বীক্ব মুসনাদ আহমাদ, ইবনু আবূ শাইবাহ, ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান'সহ প্রভৃতি কিতাবের হাদীস নম্বর দেয়া হয়েছে। শামেলা ইস্‌দার সালিস অনুসরণে সহীহ মুসলিম, হাকিম, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, সুনানু দারিমী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, শায়খ আলবানীর তাহক্বীক্ব গ্রন্থসমূহ- সহীহ ও যঈফ জামিউস সাগীর, সিলসিলাহ সহীহাহ, সিলসিলাহ যঈফাহ, সহীহ ও যঈফ আত-তারগীব, ইরওয়াউল গালীল, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর হাদীস নম্বর দেয়া হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য মাকতা প্রকাশিত কিতাব যেমন, দারুল হাদীস আল-ক্বাহিরাহ প্রকাশিত আহমাদ শাকিরের তাহক্বীক্ব মুসনাদ আহমাদ, মাকতাবুল মা'আরিফ প্রকাশিত সহীহ আত-তারগীব- তারগীবের অধিকাংশ নম্বর এর অনুসরণে দেয়া হয়েছে, দারু ইবনুল জাওযী রিয়াদ প্রকাশিত ইবনু শাহীনের ফাযায়িলে আ'মাল- তাহক্বীক্ব শায়খ সালিহ মুহাম্মাদ-এর নম্বর অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু তথ্য অন্যান্য মাকতাবার গ্রন্থাবলী থেকে দেয়া হয়েছে। আশা করি, অনুসন্ধানী পাঠক রেফারেন্সে প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী উল্লিখিত মাকতাবা প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে খোঁজ করলেই যথাস্থানে তা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

Contents

সূচিপত্র

[প্রথম অধ্যায়]

আল-কুরআনের আলোকে ফাযায়িলে আ'মাল

Contents

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

সহীহ্ হাদীসের আলোকে ফাযায়িলে আ'মাল

ফাযায়িলে কালেমা

ফাযায়িলে সলাত

(ফাযায়িলে ত্বাহারাত)

(ফাযায়িলে আযান)

(ফাযায়িলে মাসাজিদ)

(ফাযায়িলে জুমু'আহ্)

(নফল সলাতের ফাযীলাত)

ফাযায়িলে যাকাত

ফাযায়িলে হাজ্জ ও 'উমরাহ্

ফাযায়িলে সিয়াম

ফাযায়িলে ইল্‌ম

ফাযায়িলে দা‘ওয়াত ও তাবলীগ

ফাযায়িলে ইখলাস

কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ফাযীলাত

ফাযায়িলে জিহাদ

(জিহাদের ফাযীলাত)

(সর্বোত্তম জিহাদ)

ফাযায়িলে দরুদ

(নাবী সাঃ-এর উপর দরুদ পাঠের ফাযীলাত)

ফাযায়িলে কুরআন

রোগ ও রোগী দেখার ফাযীলাত

পোশাক ও সাজসজ্জার ফাযীলাত

খাদ্য বিষয়ক ফাযীলাত

সমাজ বিষয়ক ফাযায়িল

Contents

পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তির ফাযীলাত

ফাযায়িলে তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার

ফাযায়িলে নিকাহ্

ফাযায়িলে তিজারাত

বারটি (১২) চন্দ্র মাসের ফাযীলাত ও 'আমল

ফাযায়িলে দু'আ ও যিকির

[পরিশিষ্ট -১]

যা জানা জরুরী

[পরিশিষ্ট -২]

ফাযায়িলে আ'মাল সম্পর্কিত প্রচলিত যঈফ ও মাওযু হাদীস

Contents

[প্রথম অধ্যায়]

আল-কুরআনের আলোকে

ফাযায়িলে আ'মাল

ফাযায়িলে তাওহীদ

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]

(১) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শির্‌ক মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।[১] (সূরাহ আল-আন'আম : ৮২)

---

[১] **দৃষ্টি আকর্ষণ : আত্-তাওহীদ পরিচিতি**

তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। পরিভাষায় তাওহীদ হলো : মহান আল্লাহকে তাঁর রুবুবিয়্যাহ, উলূহিয়্যাহ এবং আসমা ওয়াস সিফাতে একক বলে স্বীকার করা এবং এসবে কারো অংশীদারিত্ব থাকা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা।

সুতরাং তাওহীদ তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। কেউ যদি এর কোন একটিকে সম্পূর্ণ বা আংশিক অস্বীকার করে বা এতে শির্‌ক করে, তাহলে তার তাওহীদের স্বীকৃতি সঠিক হবে না বরং বাতিল গণ্য হবে।

(এক) তাওহীদ রুবুবিয়্যাহ : তা হচ্ছে আল্লাহর কৃতকর্মে তাঁকে একক বিশ্বাস করা। যেমন সৃষ্টি করা, রিযিক্ব দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, সমগ্র রাজ্য ও বিষয়াদি পরিচালনা ইত্যাদি। কাজেই বান্দা এ কথা স্বীকার করবে যে, মহান আল্লাহ সেই রব্ব যিনি এসব কাজ পরিচালনা এককভাবেই করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" (সূরাহ আল-ফাতিহা : ১)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে কাফিররা এটিকেই স্বীকার করেছিল কিন্তু কেবল এ তাওহীদের স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি। এর বহু প্রমাণ কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান আছে।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"বলুন, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন? শ্রবণ ও দর্শনের মালিক কে? কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে

বের করেন আর কে বিষয়ের তদারকি করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। অতএব, বলুন, তোমরা কি সংযমী হবে না?" (সূরাহ ইউনুস : ৩১)

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾

"যদি আপনি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমাত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমাত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।" (সূরাহ যুমার : ৩৮, আয়াতের প্রথমাংশ সূরাহ লুকমান : ২৫, যুখরুফ : ৯)

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন? তবে তারা (কাফির-মুশরিকরা) অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?" (সূরাহ আনকাবুত : ৬১)

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।" (সূরাহ আনকাবূত : ৬৩)

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" (সূরাহ যুখরুফ : ৮৭)

তাহলে এ যুগের সেসব লোকের কী অবস্থা হবে যাদের ধারণা, ওলীগণের মধ্যে যারা গাউস ও কুতুব তারা পৃথিবী পরিচালনা করেন? নাউযুবিল্লাহ! (পৃথিবী পরিচালনা তো দূরের কথা কোন সৃষ্টিই গাউস বা কুতুব হতে পারে না)। যেমন, তরীকত ও

Contents

মা'রিফাত পন্থীদের মাঝে এমন একটি অদ্ভুত বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীগণের মধ্য থেকে কতিপয় লোকদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম পরিচালনার জন্য গাউস, কুতুব ও 'আব্দাল ইত্যাদি পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সরকারী ক্ষমতা লাভ, প্রশাসনের বিভিন্ন পদের নিয়োগ, বদলী, অপসারণ তাঁদেরই ইশারায় নাকি হয়ে থাকে। আল্লাহ তাদের হাতে কাউকে কিছু দেয়া বা না দেয়া ও কারো কল্যাণ-অকল্যাণ সাধন করার ক্ষমতা দান করে থাকেন। দেওয়ানুস সালেহীন নামে নাকি তাদের একটি পরামর্শ পরিষদও রয়েছে। সেখানে বসেই তারা যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী ফরমান জারী করেন। এ জাতীয় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা 'আবদুল কাদের জিলানীকে গাউছুল 'আযম ও যামানার কুতুব বলে থাকেন। নাউযুবিল্লাহ!

এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা এ বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ ওলীগণের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন বিধায় ওলীদের পরিচালনাগত শক্তি সীমাহীন হয়ে থাকে। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বাগদাদ, আজমীর ও মাইজভান্ডারে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ!

নাবী (সাঃ)-এর যুগে মক্কার কাফিররাও আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ব্যাপারে এমন শির্কী বিশ্বাস পোষণ করতো না। সুতরাং কেউ এরূপ শির্কী বিশ্বাস পোষণ করলে তা বর্জন না করা পর্যন্ত তার তাওহীদে রুবুবিয়্যাতে ঈমান আনয়নের দাবী সম্পূর্ণ বাতিল গন্য হবে। তাকে অবশ্যই খাঁটি তাওবাহ করতে হবে।

(দুই) তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্ বা 'ইবাদাতে তাওহীদ : তা হলো, যে সকল কাজের ('ইবাদাত ও 'আমলের) জন্য আল্লাহ বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা। যেমন, তাঁরই জন্য সলাত ক্বায়িম করা, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য সওম পালন করা, তাঁরই নামে কুরবানী করা, কেবল তাঁরই জন্য নজর (মানৎ) করা, দু'আ ও বিপদেআপদে তাঁকেই ডাকা, সব কাজে তাঁরই উপর আশা-ভরসা করা, সব বিষয়ে তাঁকেই ভয় করা, সকল কাজে তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করা। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি পরিচালনা বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্তে মহান আল্লাহ একমাত্র ইলাহ্ হিসেবে যেসব নীতিমালা অবধারিত করে দিয়েছেন তা-ই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ সকল প্রকার 'ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। যে ব্যক্তি কোন এক প্রকারের 'ইবাদাত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করবে, চাই তিনি নাবী হউন, বা ফিরিশতা হউন, অথবা কোন অলী দরবেশ বা যে কেউ হউন, তার তাওহীদের স্বীকৃতি সঠিক হবে না বরং বাতিল গণ্য হবে।

এ তাওহীদ প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾

"আর তোমাদের ইলাহ্ কেবল একজনই ইলাহ্। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৬৩)

-৩

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"তোমরা একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত করো এবং তাঁর 'ইবাদাতে কাউকে শরীক করো না।" (সূরাহ আন-নিসা : ৩৬)

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

"আপনি বলুন : আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল মুসলিম।" (সূরাহ আল-আন'আম : ১৬২-১৬৩)

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

"আর আমি মাদ্ইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে প্রেরণ করেছি, সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর 'ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ৮৫-৮৬, একই দা'ওয়াত দিয়েছিলেন নাবী নূহ, হুদ এবং সালিহ (আঃ) স্বীয় জাতিসমূহকে, দেখুন : সূরাহ আল-আ'রাফ : ৫৯, ৬৬, সূরাহ্ হূদ : ৬১)

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

"আদেশ করার (সংবিধান দেয়ার) মালিক একমাত্র আল্লাহ্! তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত না করতে। এটাই হল প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই এটা জানে না।" (সূরাহ ইউসুফ : ৪০)

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾

"তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান আর ক্বিয়ামাতের দিন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে কঠিন 'আযাবের মধ্যে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৮৫, ৮৬)

উল্লেখ্য, জাহিলী যুগে মুশরিকরা এ তাওহীদে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। তারা এতে শির্ক করেছিল। যদিও তারা বিশ্বাস করতো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা স্রষ্টা ও রিযিকদাতা, তারপরও তারা তাদের ওলী আওলিয়াদের মূর্তি, মাজার তৈরী করে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম হিসেবে তাদের পূজা করতো, মৃত্যুর পরেও ঐসব ওলীরা মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রাখেন, ইহজগতে যা কিছু হচ্ছে সবই দেখছেন ও শুনছেন, এদের মধ্যস্থতাই সফলতা আসবে এ বিশ্বাসে তারা ঐসব মৃত ওলীদের নামে মান্নত ও কুরবানী করতো, তাদেরকে ওয়াসিলাহ করে দু'আ করতো। কিন্তু তাদের এ নৈকট্য অর্জন করার 'আমলকে আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং তাদেরকে কাফির বলে সম্বোধন করেন। এদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

"জেনে রাখুন, দৃঢ় আস্থার (ইখলাসের) সাথে বিশুদ্ধ 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ওলী আওলিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তো এদের 'ইবাদাত এ জন্য করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌছিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেবেন সে বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা নিজেদের মাঝে দ্বিমত করছে। আল্লাহ ঐ লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী, কাফির।" (সূরাহ যুমার : ৩)।

খুব ভাল করে জেনে রাখুন, অত্র আয়াতসহ বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কার এমন লোকদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছেন যারা হাজ্জ করতো, কুরবানী করতো, কা'বা ঘর তাওয়াফ করতো, নেকী অর্জনের আশায় হাজীদেরকে পানি পান করাতো, বিপদের সময় কা'বা ঘরের দেয়াল ও গিলাফ ধরে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতো, তারা কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কাজও করেছিল, তারা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী বলেও দাবী করতো। কিন্তু এ সমস্ত ফাযীলাতের কাজ তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং এগুলো তাদেরকে মুসলিম বানাতে পারেনি। কারণ তাঁরা তাওহীদে উলুহিয়্যাতে অর্থাৎ আল্লাহর 'ইবাদাতে শির্ক করেছিল। শির্ক মিশ্রিত ঈমান প্রকৃত পক্ষে ঈমানই নয়। শির্ক মিশ্রিত 'আমল মুলত কোন ফাযীলাতের 'আমলই নয়, শির্ক মিশ্রিত 'আক্বীদাহ্য় বিশ্বাসী মুসলিম দাবীদার প্রকৃত মুসলিম নয়।

(তিন) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত : তা হলো, নামসমূহ ও গুণাবলীর তাওহীদ। কুরআন ও সুন্নাহ্তে আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোকে কোন বিকৃতি, বিলুপ্তি, ধরন পদ্ধতি, অপব্যাখ্যা ও তুলনা উপমা ছাড়া বিশ্বাস ও সাব্যস্ত করা। চাই গুণাবলীগুলো আচরণগত হোক বা সত্ত্বাগত।

এ তাওহীদ প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। অতএব, তোমরা তাকে এসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে (বিকৃতি ঘটিয়ে)। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই পাবে।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৮০)

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বলুন, আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো ঔরসে জন্মও নেননি। তার সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরাহ ইখলাস : ১-৪)

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার মতো কোন কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ আশ-শূরা : ১১)

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে ইমামগণের অভিমতসমূহ :

(১) ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর অভিমত :

* আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন : "আল্লাহর হাত, মুখ, অন্তর, রাগ ও সন্তুষ্টির গুণাবলী রয়েছে, তবে এগুলোর আকার ও প্রকৃতি বর্ণনা দেয়া যাবে না। কোন সৃষ্টির সাথে তার সিফাতের সাদৃশ্য বর্ণনা করা যাবে না। তিনি রাগান্বিত হন, খুশি হন- এ দু'টি তাঁর সিফাত। এর কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না। এটাই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য। আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর গযব অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর সাওয়াব। বরং আমরা আল্লাহকে সভাবেই গুণান্বিত করবো যেভাবে আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন : তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তাঁর সমকক্ষ কেউই নয়। তিনি চিরঞ্জীব, মহা ক্ষমতাবান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। আল্লাহর হাত তাঁর কোন সৃষ্টির হাতের মত নয় এবং আল্লাহর চেহারা তাঁর কোন সৃষ্টির চেহারার মত নয়।" (আল-ফিকহুল আবসাত্ব পৃঃ ৫৬, ইমাম আবূ হানিফার কিতাব- ফিকহুল আকবার)

* ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন : "আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কারো কোন কথা বলা ঠিক নয়। তবে আল্লাহ নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন তাঁকে সে গুণে গুণান্বিত করা উচিত। এক্ষেত্রে নিজের চিন্তা প্রসূত কোন কথা বলা ঠিক নয়। তিনি

তো বিশ্বজাহানের রব্ব বরকতময় মহান আল্লাহ।" (শারহু 'আক্বীদাতুত ত্বাহাবিয়্যাহ ২/৪২৭, রুহুল মা'আনী)

* ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন : "আল্লাহর হাত, নফ্স, মুখমণ্ডল আছে যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আল্লাহ নিজের হাত, নফ্স ও মুখমণ্ডল সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সবই তাঁর সিফাত। এটা বলা ঠিক নয় যে, হাত অর্থ শক্তি, কুদরত বা নিয়ামাত, কারণ এতে আল্লাহর সিফাত বাতিল হয়ে যায়। হাতের অর্থ শক্তি বা নিয়ামাত এ কথা কাদরিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে থাকে।" (আল-ফিকহুল আকবার, পৃঃ ৩০২)

* ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-কে আল্লাহর অবতরণ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "এর কোন ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা দেয়া যাবে না, ব্যাখ্যা করা যাবে না।" (মোল্লা 'আলী আল-ক্বারীর 'শারহু ফিকহুল আকবার' পৃঃ ৬০, ইমাম বায়হাক্বীর 'আসমা ওয়াস সিফাত' পৃঃ ৪৫৬, 'আক্বীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস পৃঃ ৪২)

* ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন : "যে ব্যক্তি বলে : আমি জানি না আল্লাহ আকাশে আছেন নাকি যমীনে- সে কুফরী করলো। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বলে : তিনি তো 'আরশে আছেন, তবে আমি জানি না 'আরশ কি আকাশে আছে না যমীনে- সেও কুফরী করলো।" (ফিকহুল আবসাত পৃঃ ৪৯, ইমাম যাহাবীর 'আল-'আলাভী' পৃঃ ১০১, ১০২)

* ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-কে এক মহিলা জিজ্ঞেস করল : আপনার সেই ইলাহ্ কোথায় আপনি যার 'ইবাদাত করেন? জবাবে তিনি বললেন : "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশে আছেন, যমীনে নয়।" তখন এক ব্যক্তি বলল : আপনি আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে কী বলেন : "তিনি তোমাদের সাথে আছেন।" (সূরাহ আল-হাদীদ : ৪)? জবাবে তিনি বললেন : "এটাতো সে রকম যেমন তোমরা কোন ব্যক্তিকে পত্রে লিখে থাকো 'আমি তোমার সাথেই আছি' অথচ তুমি তার থেকে দূরে অবস্থান করছো। (আসমা ওয়াস সিফাত : পৃঃ ৪২৯)

* ইমাম বাযদাভী বলেন : ইল্ম দুই প্রকার। ইল্মুত তাওহীদ ওয়াস সিফাত এবং শরীয়ত ও আহকামের ইল্ম। প্রথম প্রকারের মূল কথা হলো : এ বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহ আকঁড়ে ধরা, প্রবৃত্তি ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তরীকা ধরে রাখা আবশ্যক। এ ভিত্তির উপরই পেয়েছি আমাদের মাশায়েখদের। এরই উপর ছিলেন আমাদের পূর্বসুরী ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং তাদের সকল সাথীগণ। আর ইমাম আবূ হানিফা এর উপর ফিকহুল আকবার নামে একটি কিতাবও রচনা করেছেন।" (উসূলে বাযদাভী পৃঃ ৩, কাশফুল আসরার ১/৭, ৮)

* মোল্লা 'আলী আল-ক্বারী ইমাম মালিকের বক্তব্য- 'ইসতাওয়া অর্থ বোধগম্য, এর প্রকৃতি অজ্ঞাত...' উল্লেখের পর বলেন : "এটিই আমাদের ইমামে আযম আবূ হানিফা গ্রহণ করেছেন, অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াতসমূহে ও মুতাশাবিহাত হাদীসসমূহে বর্ণিত প্রতিটি সিফাত যেমন হাত, চোখ, চেহারা- এসব ব্যাপারেও একই আক্বীদাহ পোষণ করেছেন।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ ৮/২৫১)

(২) ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অভিমত :

* ইমাম মালিক (রহঃ)-কে "রহমান 'আরশের উপর ইসতাওয়া করেন"- কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কোন প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা না করে বলেন : "ইসতাওয়া অর্থ বোধগম্য, এর প্রকৃতি অজ্ঞাত, এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।" অতঃপর তিনি এ বিষয়ে প্রশ্নকর্তাকে বলেন : আমার ধারণা তুমি একজন বিদ'আতী। সুতরাং তাঁর নির্দেশে লোকটিকে বের করে দেয়া হলো।" (শারহু আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ, তাফসীরে খাযিন, আবূ নু'আইম হিলয়্যা ৬/৩২৫, বায়হাক্বীর আসমা ওয়াস সিফাত পৃঃ ২৪৯, হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এর সানাদ জাইয়্যিদ, যাহাবী একে সহীহ বলেছেন)

* ওয়ালীদ বিন মুসলিম বলেন : আমি ইমাম মালিক, ইমাম সাওরী, আল-আওযায়ী এবং লাইস ইবনু সা'দ (রহঃ)-কে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। তাঁরা জবাবে বলেছেন : "তা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই ছেড়ে দাও।" (ইমাম দারাকুতনীর 'আস-সিফাত' পৃঃ ৭৫, বায়হাক্বীর 'আল-ই'তিক্বাদ' পৃঃ১১৮)

* ইমাম মালিক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো : ক্বিয়ামাতের দিন কি আল্লাহকে দেখা যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরাহ আল-ক্বিয়ামাহ : ২২-২৩) "না কখনও নয়, অবশ্যই সেদিন তারা (কাফিররা) তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।" (সূরাহ মুতাফ্‌ফিফীন : ১৫)

* ইয়াহইয়া ইবনু রাবি' বলেন : একদা আমি ইমাম মালিকের নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো : হে আবূ 'আবদুল্লাহ! তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যে বলে কুরআন মাখলুক? জবাবে ইমাম মালিক বলেন : সে যিনদীক্ব (বেদ্বীন), সুতরাং তাকে হত্যা করো।" (শারহু উসূলে ই'তিক্বাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ১/২৪৯, আবূ নু'আইমের হিলয়্যা ৬/৩২৫)

* ইমাম মালিক বলেন : "আল্লাহ আকাশে আছেন এবং তাঁর ইল্‌ম সর্বত্রই রয়েছে।" (আবূ দাউদের মাসায়িলে ইমাম আহমাদ পৃ. ২৬৩, আত-তামহীদ ৭/১৩৭)

(৩) ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-এর অভিমত :

* ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-কে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে যা কিছু নাযিল হয়েছে সেগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর যা কিছু গুণাবলীর বর্ণনা এসেছে, আমি সেগুলোর উপরেও ঈমান রাখি।" ('আবদুল 'আযীয বিন সালমান প্রাগুক্ত পৃ:২৪)

* ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন : "সুন্নাত ভিত্তিক কথা হলো, যার উপর আমি আছি, যার উপর দেখেছি আমার সাথীদেরকে, আমার দেখা হাদীসবিশারদগণকে এবং তাদের থেকে আমি তা গ্রহণ করেছি, যেমন সুফিয়ান, মালিক ও অন্যরা। তা হলো : এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আকাশে আছেন তাঁর 'আরশের উপর, তিনি তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন, আর আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন সেভাবে।" (ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ পৃঃ১৬৫, ও অন্যান্য)

* ইমাম শাফিঈ বলেন : "যে ব্যক্তি বলে কুরআন মাখলুক্ব, সে কাফির।" (শারহু উসূলে ই'তিক্বাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত : ১/২৫২)

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)-এর অভিমত :

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)-কে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "আল্লাহর গুণাবলীসমূহের প্রতি আমি ঈমান আনয়ন করি, এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করি। তবে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি অবহিত নই, এর কোন কিছুকেই আমি প্রত্যাখ্যানও করি না।" (শির্ক কী ও কেন, পৃঃ ৫০)

* ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন : "আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ 'আরশের উপর আছেন, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই আছেন।" (আল্লাহর একত্ববাদ, নাম ও সিফাত সম্পর্কে চার ইমামের আক্বীদাহ)

* ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, ক্বিয়ামাতে আল্লাহকে দেখা যাবে কিনা? জবাবে তিনি বলেন : "এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ। আমরা এর উপর ঈমান রাখি এবং একে স্বীকৃতি দেই। আর নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে সহীহ সানাদসমূহ দ্বারা যা কিছু বর্ণিত হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি এবং স্বীকৃতি দেই।" (শারহু উসূলে ই'তিক্বাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ২/৫০৭, আস-সুন্নাহ পৃঃ ৭১)

* ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন : "যে ব্যক্তির ধারণা, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহকে দেখা যাবে না সে কাফির এবং কুরআনের প্রতি মিথ্যাবাদী ।" (তাবাক্বাতে হানাবিলাহ ১/৫৯)

* ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন :"কুরআন আল্লাহর কালাম । তা মাখলুক্ব নয় ।" (শারহু উসূলে ই'তিক্বাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত : ১/১৫৭)

* ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন : "যে ব্যক্তির ধারণা আল্লাহ কথা বলেন না, সে কাফির ।" (তাবাক্বাতে হানাবিলাহ ১/৫৬)

* আবূ বাক্র মাররূযী বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে ঐসব হাদীসাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম যেগুলোকে জাহ্মিয়া সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করে, অর্থাৎ আল্লাহর সিফাত, দর্শন, অবতরণ, 'আরশের কিসসা প্রভৃতি? ইমাম আহমাদ বলেন : এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ প্রমাণিত । তিনি আরো বলেন : উম্মাতে মুহাম্মাদী একে গ্রহণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এ বিষয়ের সংবাদগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই সমাজে প্রচলিত আছে ।" (ইবনু আবূ হাতিমের মানাক্বিবে শাফিঈ পৃঃ ১৮২)

* ইমাম আলুসী হানাফী (রহঃ) বলেন : "আপনি জেনে রাখবেন, বিশ্বখ্যাত অধিকাংশ উলামায়ি কিরামের তরীকা হলো : এ বিষয়ে কোন ধরনের তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা থেকে দূরে থাকতে হবে । তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফিঈ, মুহাম্মাদ বিন হাসান, সা'দ বিন মু'আয আল-মাররূযী, 'আবদুল্লাহ বিন মুবারক, আবূ মু'আয খালিদ সাহেবে সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহি, ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী (রহিমাহুমুল্লাহ) ।" (রুহুল মা'আনী ৬/১৫৬)

আল্লাহ তা'আলার সিফাত সম্পর্কে এটাই হচ্ছে মূল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীদের আক্বীদাহ বিশ্বাস ।

উল্লেখ্য, 'আব্বাসী খিলাফাত আমলে যখন মুসলিম মণীষীগণ গ্রিক দর্শন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন, তখন অনেকের কথামতে আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে রক্ষার জন্য তারা আল্লাহর এ সব গুণাবলীর ব্যাপারে তাঁদের পূর্বসুরীদের কথা থেকে সরে এসে এ সবের তা'বীল বা ব্যাখ্যায় লিপ্ত হন । এ মতের পুরোধা ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী (মৃত্যু ৩২৪ হিজরী) প্রথমত আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর মধ্য থেকে কেবল কান, চক্ষু, ইচ্ছা, সামর্থ্য, কথা, জ্ঞান ও জীবন এ সাতটি গুণকে স্বীকার করে অবশিষ্ট গুণাবলী যেমন- ইসতাওয়া, অবতরণ, আগমন, হাসা, সন্তুষ্ট হওয়া, ভালবাসা, পছন্দ করা, রাগান্বিত ও আনন্দিত হওয়া, এ সব গুণাবলীর বাহ্যিক

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ [الكهف : ١١٠]

অর্থ গ্রহণ না করে এগুলোর তা'বীল বা ব্যাখ্যা করেন। তাঁরই পথ ধরে ইমাম গাযালী, ইমাম রাজী এবং আরো অনেকে মুসলিম বিশ্বে তার মতবাদ প্রচার করেন, যা আজও আমাদের দেশসহ অনেক মুসলিম দেশে প্রচলিত রয়েছে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, যার নামে এই মতবাদ প্রচলিত রয়েছে তিনি তার জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তার এ মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং তিনি 'আল-ইবানাহ 'আন উসূলিদ দিয়ানা' নামক একটি গ্রন্থ লিখে তাতে তিনি আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তার পূর্ব মত পরিহার করে সালফে সালেহীনগণের মতের পূর্ণ অনুসরণ করেছিলেন। (শির্‌ক কী ও কেন পৃঃ ৫০-৫১)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নিজেই আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাগত গুণাবলীর কোন ব্যাখ্যা করেননি, তখন কারো পক্ষেই এ সবের ব্যাখ্যা করা সমীচীন ছিল না। কেননা এ সবের তা'বীল করা আর অস্বীকার করা মূলত একই কথা। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত, সাহাবায়ি কিরাম, সালফে সালেহীন ও মহামান্য ইমামগণ যে আক্বীদাহ বিশ্বাস পোষণ করেছেন তাই গ্রহণ করা।

এ পর্যন্ত তাওহীদ সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে দলীল প্রমাণসহ লিখিত মূল্যবান কিতাবাদী পাঠ করার অনুরোধ রইলো। তন্মধ্যে : (১) কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা : মূল- মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত-তামীমী (২) শির্‌ক কী ও কেন?- ডক্টর মুহাম্মাদ মুয্‌যাম্মিল আলী (৩) কিতাবুত তাওহীদ : মূল- ডক্টর সালিহ বিন ফাওযান (৪) ইসলামী 'আক্বীদাহ : মূল- মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু (৫) সঠিক 'আক্বীদাহ ও উহার পরিপন্থী বিষয়; মূল 'আবদুল 'আযীয 'আবদুল্লাহ বিন বায (৬) তাওহীদের মূল সূত্রাবলী : মূল- ডক্টর বিলাল আমীনাহ ফিলিপ্স (৭) কিতাবুত তাওহীদ : মূল- মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল ওয়াহাব (৮) আক্বীদাহ ত্বাহাবীয়্যাহ : মূল- ইমাম আবূ জা'ফার আত-ত্বাহাভী (৯) কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী 'আক্বীদাহ :- ডক্টর খোন্দকার 'আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর (১০) অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক- খলীলুর রহমান। (১১) ঈমান ও আক্বীদাহ্- আইনুল বারী আলিয়াবী (১২) তাওহীদ জিজ্ঞাসার জবাব- মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম (১৩) তাওহীদের ডাক : মূল শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী। এছাড়াও বহু কিতাবাদী রয়েছে। যা আপনাকে তাওহীদ ও শির্‌ক সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে।

(২) আপনি বলুন : আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে কেউ তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন নেক 'আমল করে এবং তার পালনকর্তার 'ইবাদাতে অন্য কাউকে শরীক না করে।[২] (সূরাহ আল-কাহাফ : ১১০)

---

[২] তাওহীদের বিপরীত শির্ক। শির্ক খুবই মারাত্মক অপরাধ। শির্ক মিশ্রিত ঈমান ও 'আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যে কোন ফাযীলাতের 'আমল করার আগে নিজের 'আক্বিদাহ বিশ্বাস ও 'আমল থেকে শির্ক পরিহার করা আবশ্যক। শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত-তামীমী (রহঃ) বলেন : "দ্বীনের মূলনীতি দুটি বিষয় : এক. একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাতের নির্দেশ দেয়া যার কোন অংশীদার নেই। এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা। এ নীতির ভিত্তিতে মৈত্রী স্থাপন করা। এটির বর্জনকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা। দুই. আল্লাহর 'ইবাদাতে শির্কের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। এ নীতির ভিত্তিতে বৈরীতা স্থাপন করা। যে ব্যক্তি শির্ক করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।" সুতরাং শির্ক পরিহার করার জন্য শির্ক সম্পর্কে জানা জরুরী।

দৃষ্টি আকর্ষণ : শির্ক পরিচিতি

শির্ক অর্থ : অংশীদার স্থাপন, একত্রিকরণ, দুই বা ততোধিক শরীকের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ কোন জিনিসের অংশ বিশেষ যখন একজনের হয়, তখন এর অবশিষ্ট অংশ হয় অপর এক বা একাধিকজনের। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **"তবে কি আকাশমণ্ডলীতে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে?।"** (সূরাহ আহকাফ : ৪)

পরিভাষায় শির্ক হচ্ছে : আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতে, উলুহিয়্যাতে এবং নাম ও গুণাবলীতে কাউকে পূর্ণ বা আংশিক মালিক অথবা সহযোগী সাব্যস্ত করা। আল্লাহর পাশাপাশি গাইরুল্লাহকে মা'বূদ ও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করা।

শির্কের প্রকারভেদ : শির্ক দুই প্রকার : এক. শির্কে আকবার (বড় শির্ক), দুই. শির্কে আসগার (ছোট শির্ক)।

শির্কে আকবার : শির্কে আকবার হলো : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যেমন- কাউকে 'ইবাদাতমূলক আহবান করা, কাউকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু কুরবানী বা মানত করা, অন্যকে গায়েব জানার অধিকারী, কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের মালিক, ভবিষ্যতের অজানা অমঙ্গল দূরকারী, সন্তান দাতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি দান, ভাগ্য সুপ্রশস্তকারী ইত্যাদি মনে করা। এ সবই শির্কে আকবারের অন্তর্ভুক্ত।

শির্ক বিষয়ক প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর মুয্যাম্মিল 'আলী বলেন : আল্লাহ তা'আলার নামাবলী ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব্ব ও মা'বূদ- আমাদের রাসূল (সাঃ) বা কোন ওলী দরবেশ, জিন-পরী বা গ্রহ ও তারকা, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে সে সব বৈশিষ্ট্যের কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে মনে করা এবং নাবী, ওলী বা গাছ, পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মুখ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা 'ইবাদাতমূলক কোন কর্ম করাকে শির্কে আকবার বলা হয়। (শির্ক কী ও কেন ? পৃ. ৫৮)

শির্কে আকবারের ভয়াবহ পরিণতি : এ শির্ক তার সম্পাদনকারীকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়, তাকে মুশরিকে পরিণত করে দেয়। কারণ তা কুফরীর নামান্তর। ফলে তার কোন নেক 'আমলই তার কোন কাজে আসে না বরং সবই বিফলে পরিণত হয়। শির্ক মিশ্রিত কোন নেক 'আমলই আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন না। মহান আল্লাহ এ শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾

(১) আল্লাহ অবশ্যই তার সাথে শির্কের গুনাহ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য যত গুনাহই হোক না কেন, তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে সে তো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গুনাহের কাজ করেছে। (সূরাহ আন-নিসা : ৪৮)

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

(২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এসব যালিমদের কেউই সাহায্যকারী নেই। (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৭২)

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(৩) যদি তাঁরা (সমস্ত নাবী রাসূলগণ) শির্ক করত তবে অবশ্যই তাদের কৃত সমস্ত নেক 'আমল বরবাদ হয়ে যেত। (সূরাহ আল-আন'আম : ৮৮)

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

(৪) (হে নাবী) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী নাবীদের প্রতি ওয়াহী করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করেন, তাহলে আপনার সকল 'আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরাহ যুমার : ৬৫)

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾

(৫) আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর আমি সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিব। (সূরাহ আল-ফুরকান : ২৩)

শির্‌কে আসগার : শির্‌কে আকবার নয় এমন যে সব কর্মকে শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্‌ক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেগুলোই শির্‌কে আসগার।

শির্‌ক বিষয়ক প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর মুয্‌যাম্মিল 'আলী বলেন : শির্‌কে আসগার হলো এমন সব কথা বা কাজ বাহ্যিকভাবে গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়। (শির্‌ক কী ও কেন ? পৃঃ ৬২)

শির্‌কে আসগারের উদাহরণ : কোন ব্যক্তির এরূপ বলা : আমি আল্লাহ এবং আপনার উপর ভরসা করছি, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, আল্লাহ এবং আপনি যা চান, আল্লাহ আর আপনি যদি না থাকতেন তাহলে মহা বিপদ হয়ে যেত, আমি আল্লাহর অনুগ্রহে এবং আপনার দু'আয় ভাল আছি, এই পোষা কুকুরটি বা বিড়ালটি না হলে আজ রাতে আমার বাড়িতে চোর ঢুকে পড়তো ইত্যাদি। কাউকে 'আবদুন্নাবী, গোলাম রাসূল, 'আবদুর রাসূল, নবী বক্‌শ, পীর বক্‌শ ইত্যাদি নামে ডাকা। এরূপ বলা যে, মাঝি বড় দক্ষ ছিল বিধায় আজ জীবন রক্ষা পেলো, ড্রাইভারের দক্ষতায় বাসটি রক্ষা পেলো, যেমন সার দিয়েছি তেমন ফসল হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করা, যেমন- আমি মাটি হাতে নিয়ে বা মা-বাবার নাম নিয়ে বা অমুক নাবী, ফিরিশতা বা পরহেযগার ব্যক্তির নাম নিয়ে বা অমুক পবিত্র স্থানের নাম নিয়ে বা সন্তানের মাথায় হাত রেখে বা খাবার ছুঁয়ে বা আপনাকে ছুঁয়ে শপথ করে বলছি, ইত্যাদি বলা। লোক দেখানো 'ইবাদাত করা, যেমন- বুজুর্গী প্রকাশের জন্য সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল ভঙ্গিমায় চলা, লম্বা তাসবীহ সারা দিন হাতে রাখা, তালিওয়ালা ও ছেঁড়া-ফাড়া পোশাক পরা, ক্রেতার নিকট নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করার জন্য দোকানে বসে উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি ঘন ঘন পাঠ করা, অন্যকে খুশি করার জন্য বা দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, 'উমরাহ, বেশি বেশি সালাম প্রদান ইত্যাদি করা। কোন কিছুর কুলক্ষণ গ্রহণ করা, চোর শনাক্ত করার জন্য তেল পড়া, আয়না পড়া, রুটি পড়া এগুলোতে বিশ্বাস করা, হারানো বস্তুর সন্ধান লাভের আশায় পীর-ফকীর, জীন ও খনারের কাছে যাওয়া। এ সবই শির্‌কে আসগারের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম আল-জাওযী (রহঃ) বলেন : শির্‌কে আসগার কখনো কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শির্‌কে আকবারেও পরিণত হতে পারে।

শির্‌কে আসগারের কিছু প্রমাণ :

(ক) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিব না, যে বিষয়টি আমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের চাইতেও ভয়ঙ্কর? সাহাবীগণ বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা হচ্ছে গোপন শির্‌ক। (এর উদাহরণ হলো) একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার সলাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার সলাত দেখছে। (ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

(খ) নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সলাত পড়লো সে শির্‌ক করলো, যে ব্যক্তি কাউকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করলো সে শির্‌ক করলো, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সদাক্বাহ করলো সে শির্‌ক করলো। (আহমাদ হা/১৭১৪০, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৯৯৩)

(গ) ইবনু 'উমার (রাঃ) এক ব্যক্তিকে কা'বা ঘরের শপথ করতে শুনে বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর শপথ করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে সে কুফরী করলো বা শির্‌ক করলো। (তিরমিযী হা/১৫৩৫, হাকিম, সহীহাহ হা/২০৪২। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(ঘ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে জিনিস তোমার উপকারে আসবে তার দিকে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তাহলে এ কথা বলো না : 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো।' বরং তুমি এ কথা বলো : 'আল্লাহ যা তাক্বদীরে রেখেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে।' কেননা 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

(ঙ) হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে এক ইয়াহুদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে ইয়াহুদী লোকটি তাকে বললো : তোমরা অত্যন্ত ভাল জাতি যদি না তোমরা শির্‌ক করতে। তোমরা বলে থাকো- 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) যা চান'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি বলেন : "আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের এ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত আছি, তোমরা সেভাবে কথা না বলে এভাবে বলো : "আল্লাহ এককভাবে যা চান অতঃপর মুহাম্মাদ (সাঃ) যা চান।" (ইবনু মাজাহ হা/২১১৮, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৩৭। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(চ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কোন বিষয়ে কথা বলার প্রসঙ্গে বললো : 'আল্লাহ এবং আপনি যা চান'। লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলে?।" (তাফসীর ইবনু কাসীর)

(ছ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন কিছুকে অশুভ মনে করা শির্ক। (আহমাদ হা/৩৬৮৭, আবূ দাউদ হা/৩৯১০, তিরমিযী হা/১৬১৪, ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩৮, ইবনু হিব্বান হা/৬১২২, সহীহাহ হা/৪৩০। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন)

শির্কে আসগারের পরিণতি : এ শির্ক তার সম্পাদনকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। কিন্তু এর সংশিষ্ট 'আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এর 'আমলকারী ফাসিক। এটি কবীরাহ গুনাহ। তাই আল্লাহর তাওহীদের হিফাযাত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি মুসলিমের উচিত শির্কে আসগার থেকে বিরত থাকা।

মহান আল্লাহ্র বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা

যারা শির্ক করে তারা মূলত আল্লাহ তা'আলার মহানত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে গাফেল। তারা যদি আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতো তাহলে আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোন সৃষ্টি যেমন- মানুষ, জীন, গাছ-পালা, পাথর ইত্যাদির 'ইবাদাত করতো না, এগুলোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতো না, ভরসা করতো না। কারণ আল্লাহর ক্ষমতার সামনে এ সবই অতি তুচ্ছ ও চরম অক্ষম, বরং সমগ্র সৃষ্টি প্রতিটি মুহূর্ত মহান আল্লাহর দয়ার মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি। ক্বিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশসমূহ থাকবে গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র-মহান, আর তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।" (সূরাহ আয-যুমার : ৬৭)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

(১) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো ; 'হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাত কিতাবে দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানকে এক আঙ্গুলে এবং যমীনসমূহকে এক আঙ্গুলে,

তাগূত বর্জন করার ফাযীলাত

﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة :٢٥٦]

(৩) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং এখন যারা গোমরাহকারী

বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে, ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন : আমিই সম্রাট।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইয়াহুদী পণ্ডিতের কথার সমর্থনে এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর দাঁত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : "তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরূপন করতে পারেনি। ক্বিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (সূরাহ আয-যুমার : ৬৮)

(২) আল্লাহ পাহাড়-পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে রাখবেন। অতঃপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে বলবেন : আমিই রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ। (সহীহ মুসলিম)

(৩) আল্লাহ সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। (সহীহুল বুখারী)

(৪) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সেগুলোকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন : আমিই বাদশাহ। অত্যাচারী ও যালিমরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়? অতঃপর সমস্ত পৃথিবীগুলোকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সেগুলোকে বাম হাতে নিয়ে বলবেন : আমিই মহারাজ। অত্যাচারী ও যালিমরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?। (সহীহ মুসলিম)

(৫) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সাত আসমান এবং সাত যমীন আল্লাহ্ তা'আলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে একটি সরিষার দানার মত। (তাফসীর ইবনু জারীর আত-তাবারী)

(৬) 'আবদুল্লাহ বিন যায়িদ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কুরসীর মধ্যে সাত আকাশের অবস্থান যেন একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের ন্যায়। আর 'আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান ঠিক তেমন, যেমন খোলা ময়দানে পড়ে থাকা একটি আংটি। (তাফসীর ইবনু কাসীর)

তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে সে এমন এক সুদৃঢ় হাতল ধারণ করল যা কখনও ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৬)

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ [الزمر: ١٧]

(৪) আর যারা তাগুতের 'ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।[৩] (সূরাহ আয্-যুমার : ১৭)

---

[৩] আপনি জেনে রাখুন, মানুষ তাগুত অস্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে পারবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে উল্লিখিত আয়াত। আরো জেনে রাখুন, মহান আল্লাহ আদম সন্তানের উপর প্রথম যে জিনিসটি ফরয করেছেন তা হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ কথা বলে একজন করে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তাগুত থেকে বিরত থাকবে।" (সূরাহ আন-নাহ্‌ল : ৩৬)

তাগুতকে অস্বীকার করার ব্যাখ্যা হলো : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর 'ইবাদাতকে বাত্বিল ও অন্তঃসারশূন্য বলে বিশ্বাস করা, একে পরিত্যাগ করা এবং এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বা কোন কিছুর 'ইবাদাত করে তাদেরকে কাফির মনে করা এবং তাদেরকে শত্রু গণ্য করা। মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন মানব জাতিকে সব ধরনের তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র তাঁরই অনুগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর এ নির্দেশ যারা মানবে তাদের ফাযীলাতের কথাই উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা তাগুতের 'ইবাদাত করবে তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৭)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাবের একাংশ, অথচ তারা জিব্‌ত ও তাগুতে ঈমান রাখে এবং তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে : এরাই ঈমানদারদের চেয়ে অধিকতর সরল-সঠিক পথে রয়েছে। এরা সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন; আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ করেন আপনি কখনও তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।" (সূরাহ আন-নিসা : ৫১-৫২)

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

"আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব, আল্লাহর নিকট এর চেয়ে নিকৃষ্ট প্রতিদান কার জন্য রয়েছে? তারা ঐ লোক যাদের আল্লাহ অভিশাপ করেছেন, যাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকরে পরিণত করেছেন। তারাতো তাগুতের 'ইবাদাত করেছে, তারাই সম্মানের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ থেকেও অধিক বিচ্যুত।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৬০)

দৃষ্টি আকর্ষণ : তাগুত পরিচিতি

তাগুত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে কোন উপাস্যরূপী, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়র 'ইবাদাত করা হয় এবং এতে সে সন্তুষ্ট থাকে তাকেই তাগুত বলা হয়। শয়তানী কাজ, যাবতীয় বাতিল উপাস্য ও প্রতিমা- যাদের নিকট অভাব অভিযোগ পেশ করা হয়, বিপদের সময় সাহায্য চাওয়া হয় এবং যাদের নামে মানত করা হয় ইত্যাদি এসবই হচ্ছে তাগুত। প্রত্যেক ঐ বিষয় বা ব্যক্তির নামই তাগুত, যে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে। অথচ সমস্ত বিচার-ফায়সালা এবং হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাগুত অনেক রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি :

প্রথম : শয়তান- যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বা কোন কিছুর 'ইবাদাত করতে আহবান করে সেই হলো শয়তান তাগুত। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

Contents

"হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তোমরা শয়তানের 'ইবাদাত করবে না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরাহ ইয়াসীন : ৬০)

দ্বিতীয় : আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী যালিম শাসক। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা ধারণা করে যে, তারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে। তারা তাগুতকে বিচারক বলে মানতে চায়। অথচ তাদেরকে সেটিকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে সুদূর পথভ্রষ্ঠতায় ফেলতে চায়।" (সূরাহ আন-নিসা : ৬০)

[মহান আল্লাহ্ কুরআনুল কারীমে এরূপ ব্যক্তি ও তার অনুসারীদেরকে ঈমানহীন মুনাফিক বলে ঘোষণা করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন : আপনি জেনে নিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না বরং অন্যের বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করতে চায়, তাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের আয়াতে তাদেরকে ঈমানহীন (মুনাফিক) দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতে কাফির, যালিম ও ফাসিক বলা হয়েছে। প্রথম প্রকার (ঈমানহীন) মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"আপনি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্তু তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ঠ করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়– তোমরা আল্লাহ্র অবতীর্ণ হুকুমের এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন আপনি ঐ মুনাফিকদেরকে দেখবেন যে, তারা আপনার কাছ থেকে ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যখন তাদের কৃতকার্যের জন্য তাদের উপর বিপদ আপতিত হবে, তখন কী অবস্থা হবে? তখন তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করতে করতে আপনার কাছে এসে বলবে, 'আমরা সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু চাইনি।' তারা সেই লোক, যাদের অন্তরস্থিত বিষয়ে আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত, কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন, আর তাদেরকে এমন কথা বলুন যা তাদের অন্তর স্পর্শ করে। আমি রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়। (সূরাহ আন-নিসা : ৬০–৬৩)

আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদেরকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করেছেন : (১) মুনাফিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য গমন করে থাকে, (২) তাদেরকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের দিকে এবং রাসূল (সা)-এর দিকে আহবান করা হলে তারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (৩) তারা কোন মুসিবতে পড়লে অথবা তাদের কৃতকর্ম মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলে শপথ করে বলে থাকে যে, সৎ উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বর্তমানে যারা ইসলামের বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালায়, তাদের কথাও একই রকম। তারা বলে, আমাদের উদ্দেশ্য হল যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধন করা।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত চরিত্রের অধিকারী মুনাফিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের খবর জানেন এবং তাদেরকে নসীহত করার জন্য এবং কঠোর ভাষায় কথা বলার জন্য নাবী (সা)-কে আদেশ দিয়েছেন। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হল, যাতে তাদের অনুসরণ করা হয়। অন্য মানুষের অনুসরণ নয়। তাদের চিন্তাধারা ও মতবাদ যতই শক্তিশালী হোক না কেন]

<u>তৃতীয়</u> : যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান অনুযায়ী শাসন করে। এর প্রমাণ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারাই কাফির।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪৪)

এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। 'আলী বিন ত্বালহা ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর বাণী : "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারাই কাফির।"- এর মর্ম হচ্ছে 'যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার বশতঃ বর্জন করে তারা কাফির। কিন্তু আল্লাহর বিধানকে যথাযথ স্বীকার করার পর যদি তা দ্বারা শাসন না করে তবে তারা যালিম ও ফাসিক।' ত্বাউস ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : আয়াতে উল্লিখিত 'কুফর' বলতে তোমরা যা মনে করে থাকো তা নয়।' (এটি বর্ণনা করেছেন হাকিম- সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ হতে। তিনি একে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন)

উক্ত আয়াত ও তার তাফসীরের আলোকে 'আলিমগণ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত শাসনের পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন : (১) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির, (২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সেও প্রকৃত কাফির, (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করতঃ মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ

ঈমান আনা ও নেক 'আমল করার ফাযীলাত

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾ [النساء : ١٢٢]

মনে করে সেও কাফির, (৪) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকেই আল্লাহর বিধান মনে করে সেও কাফির, (৫) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয় কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না- এ ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফির। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে না। (দেখুন, আল-উরওয়াতুল উসক্বা পৃ: ১৬৭-১৬৮)

চতুর্থ : যে ব্যক্তি গায়েব জানার দাবী করে। এর প্রমাণে বহু আয়াত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, মহান আল্লাহর বানী :

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

"তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানী। আর তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো নিকট প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্র ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" (সূরাহ জ্বীন : ২৬)

পঞ্চম : আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার 'ইবাদাত করা হয় এবং সেই উপাস্য ঐ 'ইবাদাতে সন্তুষ্ট। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾

"আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি ছাড়া আমিই মা'বুদ, আমি তাকে প্রতিফল হিসেবে জাহান্নাম দিব। আমি অত্যাচারীদের এভাবেই প্রতিফল দেই।" (সূরাহ আম্বিয়া : ২৯)

[সূত্র : প্রত্যেক মুসলমানের যেসব বিষয় জানা ওয়াজিব, মূল : মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত-তামীমী, অনুবাদ- মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, সম্পাদনায়- আকরামুজ্জামান বিন 'আবদুস সালাম; ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম, মূল : শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন]

(৫) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক 'আমল করেছে, শীঘ্রই আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্য। আল্লাহ্‌র চেয়ে কথায় অধিক সত্যবাদী কে? ।[৪] (সূরাহ আন-নিসা : ১২২)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً﴾ [الكهف :١٠٧]

(৬) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ 'আমল করেছে তাদের মেহমানদারীর জন্যে রয়েছে ফিরদাউসের বাগান। (সূরাহ্ আল-কাহাফ : ১০৭)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة :٧-٨]

(৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক 'আমল করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম। তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার, অনন্তকালের জন্য বসবাসের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য যে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে। (সূরাহ আল-বাইয়্যিনাহ : ৭-৮)

---

[৪] **দৃষ্টি আকর্ষণ : 'আমলে সালিহ্ পরিচিতি**

একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য নাবী (সা)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে যে কাজ করা হয় তাকেই বলা হয় 'আমলে সালিহ বা নেক 'আমল। সুতরাং শির্ক ও বিদ'আত মিশ্রিত কোন 'আমল কিংবা মনগড়া-ভিত্তিহীন কোন কাজ 'আমলে সালিহ নয়।

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء :١٧٣]

(৮) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তিনি তাদের পুরোপুরি প্রতিদান দিবেন এবং নিজ দয়ায় তাদেরকে আরো অধিক দান করবেন। (সূরাহ আন-নিসা : ১৭৩)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ﴾ [يونس :٩]

(৯) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালক সুপথ দান করবেন তাদের ঈমানের বিনিময়ে। (সূরাহ ইউনূস : ৯)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ [مريم :٩٦]

(১০) অবশ্যই যারা ঈমান আনে ও নেক 'আমল করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য (মানুষের হৃদয়ে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। (সূরাহ মারইয়াম : ৯৬)

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت :٧]

(১১) যারা ঈমান আনে ও নেক 'আমল করে, আমি অবশ্যই তাদের খারাপ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব। (সূরাহ আল-আনকাবূত : ৭)

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت :٩]

(১২) যারা ঈমান আনে ও সৎ 'আমল করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে সালেহীন (পরহেযগার) বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। (সূরাহ আল-আনকাবূত : ৯)

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [غافر: ٥٨]

(১৩) অন্ধ এবং দৃষ্টিমান ব্যক্তি সমান হতে পারে না। যারা ঈমান আনে ও নেক 'আমল করে এবং যারা পাপাচারী (এরাও সমান হতে পারে না)। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সূরাহ গাফির : ৫৮)

﴿ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الطلاق: ١١]

(১৪) তিনি এমন একজন রাসূল, যিনি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে যারা ঈমান আনে এবং নেক 'আমল করে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। (সূরাহ ত্বালাক্ব : ১১)

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٠]

(১৫) সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরাহ আল-হাজ্জ : ৫০)

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩]

(১৬) আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, যারা ঈমান আনে ও নেক 'আমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (সূরাহ আল-মায়িদাহ্ : ৯)

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٢]

(১৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক 'আমল করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য বলে মেনেছে, আল্লাহ তাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (সূরাহ মুহাম্মাদ : ২)

﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [وَالعصر : ١-٣]

(১৮) শপথ যুগের। নিশ্চয়ই মানুষ ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও নেক 'আমল করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[৫] (সূরাহ আল-'আসর : ১-৩)

মহান আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران : ٣١]

(১৯) আপনি বলুন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরাহ আল-'ইমরান : ৩১)

---

[৫] ঈমান আনা এবং নেক আমল করার ফাযীলাত সম্পর্কে আরো আয়াত রয়েছে সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৮২, ২৭৭, সূরাহ আন-নিসা : ৫৭, ১২৪, সূরাহ আল-'ইমরান : ৫৭, সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৯৩, সূরাহ আল-আ'রাফ : ৪২, সূরাহ ইউনুস : ৪, সূরাহ হুদ : ২৩, সূরাহ আল-কাহাফ : ৩০, সূরাহ হাজ্জ : ১৪, ২৩, ৫৬, সূরাহ রা'দ : ২৯, সূরাহ আল-আনকাবূত : ৫৮, সূরাহ ফাত্বির : ৭, সূরাহ ইবরাহীম : ২৩, সূরাহ সাবা : ৪, সূরাহ আল-ফাত্হ : ২৯, সূরাহ আশ-শু'আরা : ২২৭, সূরাহ রূম : ১৫, ৪৫, সূরাহ লুক্বমান : ৮, সূরাহ সাজদাহ্ : ১৯, হা-মীম আস-সাজদাহ : ৮ সূরাহ সোয়াদ : ২৫, সূরাহ শুরা : ২২, ২৬, সূরাহ জাসিয়া : ২১, সূরাহ মুহাম্মাদ : ১২, সূরাহ ইনশিক্বাক্ব : ২৫, সূরাহ ত্বীন : ৬, এবং সূরাহ ফুস্সিলাত : ৮।

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾ [الصف :٤]

(২০) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসা গলানো সুদৃঢ় প্রাচীর। (সূরাহ আস-সফ্ : ৪)

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران :١٣٤]

(২১) যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই খরচ করে, আর তারা রাগ দমনকারী ও মানুষের দোষ ক্ষমাকারী। আল্লাহ সদ্ব্যবহারকারীদের ভালবাসেন।[৬] (সূরাহ আল-'ইমরান : ১৩৪)

﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران :٧٦]

(২২) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার ওয়াদা পালন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে, এমন মুত্তাক্বীদের আল্লাহ ভালবাসেন।[৭] (সূরাহ আল-'ইমরান : ৭৬)

﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران :١٤٦]

(২৩) আর নবীদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু আল্লাহওয়ালা। আল্লাহর পথে তাদের উপর সংঘটিত বিপদাপদের কারণে

---

[৬] মহান আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন এ বিষয়ে আরো আয়াত রয়েছে : সূরাহ বাক্বারাহ : ১৯৫, সূরাহ ইমরান : ১৪৮, সূরাহ মায়িদাহ : ১৩, ৯৩।

[৭] মহান আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন এ বিষয়ে আরো আয়াত রয়েছে : সূরাহ তাওবাহ : ৪, ৭।

তারা নিরাশ হননি, দুর্বল হননি এবং দমে যাননি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।[৮] (সূরাহ আল-'ইমরান : ১৪৬)

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

(২৪) আর আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া থাকার দরুন আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন; কিন্তু আপনি যদি রুক্ষ মেজাজ ও কঠিন অন্তরের লোক হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন কোন সংকল্প করেন তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তাঁর উপর নির্ভরশীলদের। (সূরাহ আল-'ইমরান : ১৫৯)

﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]

(২৫) আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। (সূরাহ আত-তাওবাহ্ : ১০৮)

﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

---

[৮] ধৈর্যশীলরা কেবল আল্লাহর ভালবাসার পাত্রই নন বরং তাদের ফাযীলাত সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

"এরাই হচ্ছে সেই লোক যারা নিজেদের ধৈর্যের ফল উচ্চতম মনযিল রূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্ভোধন সহকারে তাদের সম্বর্ধনা হবে। তারা সব সময়ই সেখানে থাকবে। কতই না উত্তম সেই স্থান এবং কতই না চমৎকার সেই জায়গা।" (সূরাহ ফুরক্বান : ৭৫)

"ফিরিশতাগণ সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে এবং তাদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে ধৈর্য ধারণ করেছো তার বিনিময়ে তোমরা এ ঘরের অধিকারী হয়েছো। কাজেই কতই চমৎকার এ আখিরাতের গৃহ।" (সূরাহ রা'দ : ২৪)

(২৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্রতা অর্জন করে তাদেরও ভালবাসেন। (সূরাহ বারাক্বাহ : ২২২)

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة :٨]

(২৭) আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না সদ্ব্যবহার ও ন্যায় আচরণ করতে তাদের সাথে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।[৯] (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ : ৮)

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للهِ﴾ [البقرة :١٦٥]

(২৮) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসতে হয় সেরূপ তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা মজবুত।[১০] (সূরাহ বারাক্বাহ : ১৬৫)

---

[৯] মহান আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন এ বিষয়ে আরো আয়াত রয়েছে : সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪২, সূরাহ আল-হুজরাত : ৯।

[১০] এখানে মুহাব্বত বলতে 'ইবাদাতের মুহাব্বত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রিয়তম আল্লাহর সাথে এমন গভীর সম্পর্ক রাখবে এবং তাঁর সাথে এমন মুহাব্বত হবে যে, সে আনন্দচিত্তে তাঁর সকল হুকুমকে পালন করবে এবং তাঁর সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকবে। যখনই তা অন্য কারো সাথে করা হবে তখন তা শির্‌কে আকবার হবে। আল্লাহর মুহাব্বতের উপর অন্য কারো মুহাব্বতকে প্রাধান্য দেয়া কবীরাহ গুনাহ ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাজেই তাওহীদের পূর্ণতা দিতে হলে প্রত্যেক প্রিয়তমের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেশি ভালবাসা দিতে হবে এবং নাবী (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা হতে হবে আল্লাহ্‌র পথে মুহাব্বত, আল্লাহর সাথে নয়। কেননা আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নাবী (সাঃ)-কে ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভালবাসার প্রকারভেদ : ভালবাসা মূলত দুই প্রকার : এক. বিশেষ ধরনের ভালবাসা, দুই. সাধারণ ভালবাসা।

(এক). বিশেষ ধরনের ভালবাসা : যা কেবল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না।

(দুই). সাধারণ ভালবাসা : এটি তিন প্রকার :

(১) প্রকৃতিগত ভালবাসা : যেমন- কোন বিশেষ প্রকারের মাছ, গোশত বা মিষ্টি খাওয়ার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ। এ সব বস্তুর প্রতি অন্তরের ভালবাসা যেমন সম্মান মিশ্রিত নয়, তেমনি এ ভালবাসার সাথে সম্মান প্রদর্শনেরও কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ জাতীয় ভালবাসার সাথে শির্কেরও কোন সম্পর্ক নেই।

(২) সহাবস্থানগত ভালবাসা : যেমন- কোন শিল্প কারখানার কর্মচারীদের পারস্পরিক ভালবাসা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক ভালবাসা। ভ্রমণ বা ব্যবসার সঙ্গীদের পারস্পরিক ভালবাসা। বিভিন্নদেশে অবস্থানকারী একদেশী মানুষের পারস্পরিক ভালবাসা। একইভাবে স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের পারস্পরিক ভালবাসা ইত্যাদি। এ জাতীয় ভালবাসাতেও 'ইবাদাতগত সম্মান প্রদশর্নের কোন সম্পর্ক না থাকায় এর সাথেও শির্কের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

(৩) দয়া ও অনুগ্রহ প্রসূত ভালবাসা : যেমন- সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা। এতেও কোন আপত্তি নেই।

উপর্যুক্ত তিন প্রকারের ভালবাসার দ্বারা পরস্পরের প্রতি অস্বাভাবিক ধরনের কোন বিনয় ও সম্মান প্রদর্শিত বা প্রমাণিত হয় না বিধায়, এ সবের সাথে শির্কের কোন সম্পর্ক নেই। (শিরক কী ও কেন পৃঃ ১২৮-১২৯)

দৃষ্টি আকর্ষণ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালবাসা ও সম্মান করা প্রসঙ্গ

(ক) আল্লাহ তা'আলার পরেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালবাসা ও সম্মান করা কর্তব্য

বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসা। এটি অন্যতম 'ইবাদাত। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

"মানুষের মাঝে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর একাধিক সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহর ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। তবে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৬৫)

আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার পর ওয়াজিব হলো তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে ভালবাসা। কেননা তিনি আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেছেন, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় স্পষ্টভাবে অবগত করিয়েছেন, তাঁর শরীয়ত মানুষের কাছে যথাযথ পৌঁছে দিয়েছেন এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আপনি বলুন, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাকারী ও দয়াময়।" (সূরাহ আলে 'ইমরান : ৩১)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "ঈমানের প্রকৃত স্বাদ সেই ব্যক্তি পাবে যার কাছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয়।" (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন : "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

একদা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আমার নিজের আত্মা ব্যতীত সব চাইতে ভালবাসি। তখন নাবী (সাঃ) বললেন : ঐ সত্ত্বার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার আত্মার চাইতে প্রিয় না হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মু'মিন নও। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন : এখন আপনি আমার আত্মার চেয়েও অধিক প্রিয়। (সহীহুল বুখারী)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালবাসা সম্মানের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্তরে। জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালবাসা ওয়াজিব এবং তাঁকে আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। নাবী (সাঃ)-কে ভালবাসার অর্থ তাঁর সম্মান ও ইজ্জত করা, তাঁর আনুগত্য করা, সকলের বক্তব্য ও মতামতের উপর নাবী (সাঃ)-এর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর সুন্নাতের তা'যীম করা।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী (রহঃ) বলেন : 'প্রত্যেক মানুষকে মুহাব্বাত করা ও সম্মান করা বৈধ হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে মুহাব্বাত ও সম্মান করার পরে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালবাসা ও সম্মান করাই হচ্ছে তাঁকে প্রেরণকারী আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসা ও সম্মান করার পূর্ণতা। কেননা তাঁর উম্মাত তাঁকে ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার জন্যই এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে আল্লাহকে মর্যাদা দেয়ার জন্যই। সুতরাং এ ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী।'

(খ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ

নাবী (সাঃ)-এর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনায় এমনভাবে সীমা অতিক্রম করা যাবে না, যার দ্বারা তাঁর দাসত্ব ও রিসালাতের মর্যাদা ছাড়িয়ে তাঁর জন্য মা'বূদের কোন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ ব্যতীত তাঁকে প্রার্থনা করা, তার নিকট উদ্ধার চাওয়া, তার নামে শপথ করা, তাঁর নামে মানত করা, কুরবানী করা ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমন প্রশংসা করেছিল নাসারারা ঈসা ইবনু মারইয়ামের ব্যাপারে। আমি তো আল্লাহর বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।" (সহীহুল বুখারী)

এর অর্থ হল, তোমরা আমার মিথ্যা প্রশংসা করো না, আর আমার প্রশংসা জ্ঞাপনে সীমা অতিক্রম করো না। যেমন নাসারারা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, অতঃপর তারা তাঁর উলুহিয়্যাতের দাবী করেছিল। আর তোমরা আমার সেই গুণ বর্ণনা করো যে গুণে আমার প্রতিপালক আমাকে গুণান্বিত করেছেন। সুতরাং তোমরা বলেন : আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলো : হে আল্লাহর রাসূল! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব, হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের সুযোগ্য সন্তান; হে আমাদের সরদার, হে আমাদের সরদার তনয়! এসব শুনে নাবী (সাঃ) বললেন : "হে লোকেরা! তোমরা আজ পর্যন্ত আমাকে যেভাবে ডাকতে সেভাবে ডাক। শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে না পারে। আমি তো মুহাম্মাদ! আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে যে স্থান ও মর্যাদা দিয়েছেন, তোমরা আমাকে তার চাইতে উঁচু স্থানে উঠাতে চেও না- এটা আমি পছন্দ করি না।" (নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/১০০৭৮, আহমাদ হা/১৩৫৯৬, ১৩৫৩০, গায়াতুল মারাম হা/১২৭, 'আবদ ইবনু হুমাইদ 'মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ' হা/১৩৩৭, ইবনু মানদাহ 'আত-তাওহীদ', জিয়া মাকদাসীর আহাদীসুল মুখতারাহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৩৪৬৩) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

নাবী (সাঃ) সার্বিকভাবে তাদের মধ্যে উত্তম এবং সৃষ্টির সেরা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর একত্ববাদ রক্ষার্থে এবং তাঁর অধিকারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য এরূপ বলতে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে এমন দুটি গুণের দ্বারা তাঁর প্রশংসা করতে বলেন, যা বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। যাতে কোন বাড়াবাড়ি নেই এবং আক্বীদাহ বিশ্বাসের প্রতি ক্ষতিকর আশংকা নেই। তা হলো : 'আবদুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী (রহঃ) বলেন : 'আল্লাহর এমন হক্ব রয়েছে, যা তিনি ব্যতীত অন্য কারো নেই। তাঁর বান্দারও হক্ব রয়েছে। কিন্তু উভয়ের হক্ব হলো পৃথক দুটি হক্ব। তোমরা এ দুটি পৃথক হক্বকে একটি হক্বে পরিণত করো না এবং দুটি হক্বকে নিকটবর্তী করে দিও না।'

(গ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর মর্যাদার বিবরণ

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলের যে সমস্ত প্রশংসাবলী বর্ণনা করেছেন এবং যে সমস্ত সম্মানে তাঁকে মর্যাদাবান করেছেন, সে সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনায় কোন ক্ষতি নেই। বরং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নাবী (সাঃ)-এর এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যে মর্যাদায় মহান আল্লাহ তাঁকে ভূষিত করেছেন। যেমন, তিনি আল্লাহ্র বান্দা

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤]

(২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যকার কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে অচিরেই মহান আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে; তারা ঈমানদারদের প্রতি বিনম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র

ও তাঁর রাসূল, সমস্ত মাখলুকের মধ্যে তিনি সার্বিকভাবে উত্তম, তিনি সকল মানুষের জন্য আল্লাহর রাসূল, তিনি সমস্ত জিন ও ইনসানের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত, তিনি রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম, তিনি সর্বশেষ নাবী যার পরে কোন নাবী নেই, তিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমাত স্বরূপ প্রেরিত, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য স্বীয় রাসূলের বক্ষ খুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধীতা করেছে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা নির্ধারিত করেছেন। তিনি মাকামে মাহমূদ তথা প্রশংসিত স্থানের অধিকারী। এ স্থানটি শুধু তাঁর জন্য নির্ধারিত, অন্য কোন নাবীর জন্য নয়। তিনি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বাধিক ভয়কারী এবং সর্বাধিক তাকওয়া অর্জনকারী ছিলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী, সুসংবাদদাতা এবং আল্লাহর পথে আহবানকারী, তিনি সর্বোত্তম চরিত্রে অধিকারী। তিনি ক্বিয়ামাতের দিন স্বীয় উম্মাতের জন্য আল্লাহর নির্দেশে সুপারিশকারী হবেন। আল্লাহ তাঁর নাবীর উপস্থিতিতে কাউকে উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাঁর নাবী (সাঃ)-কে তাঁর নাম ধরে অর্থাৎ 'হে মুহাম্মাদ' বলে ডাকতে নিষেধ করেছেন, যেমনভাবে মানুষেরা একে অপরকে ডেকে থাকে। বরং ডাকতে বলেছেন নবুওয়াত ও রিসালাতের সম্পর্ক উল্লেখ করে অর্থাৎ 'হে আল্লাহর রাসূল বা হে আল্লাহর নাবী' বলে ডাকতে। আল্লাহ তাঁর নাবীর উপর রহমাত নাযিল করেন, ফিরিশতারা তাঁর উপর দরূদ পড়েন এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নাবীর প্রতি দরূদ পাঠের নিদের্শ দিয়েছেন। কিন্তু নাবী (সাঃ)-এর প্রশংসা জ্ঞাপনের বিশেষ কোন সময় নির্ধারণ করা যাবে না। কুরআন-সুন্নাহ থেকে সঠিক প্রমাণ ব্যতীত কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিও অবলম্বন করা যাবে না। নাবী (সাঃ)-এর সুন্নাতকে তা'যীম করা এবং তদানুযায়ী 'আমল করা ওয়াজিব মানতে হবে। কেননা রাসূলের সুন্নাতও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী হিসেবে গণ্য। সুতরাং তাতে সন্দেহ করা এবং তাঁর অবস্থানকে ছোট করে দেখা বৈধ নয়। (কিতাবুত তাওহীদ- ডক্টর সালিহ বিন ফাওযান, ও অন্যান্য)

পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন। আল্লাহ বিশাল ব্যাপ্তির অধিকারী, সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরাহ আল-মায়িদাহ্ : ৫৪)

পুণ্য লাভের 'আমল

﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢]

(৩০) তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না যে পর্যন্ত না নিজেদের পছন্দের জিনিস থেকে খরচ করবে, তোমরা যা কিছু খরচ কর, আল্লাহ তা সম্যক অবহিত। (সূরাহ আল-'ইমরান : ৯২)

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]

(৩১) কোন পুণ্য নেই পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহর উপর, পরকালের উপর, ফিরিশতাদের উপর, সকল কিতাবের উপর, আর সকল নাবী-রাসূলদের উপর এবং আল্লাহপ্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করলে, সলাত ক্বায়িম করলে, যাকাত দিলে, কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধ বিভ্রাটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই হল সত্যনিষ্ঠ দল, আর এরাই হচ্ছে সত্যিকারের পরহেযগার। (সূরাহ বাক্বারাহ : ১৭৭)

﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة :١٨٩]

(৩২) পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই, বরং নেকী আছে কেউ তাক্বওয়া অবলম্বন করলে। কাজেই তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। (সূরাহ বাক্বারাহ : ১৮৯)

সফলতা ও কামিয়াবী লাভের 'আমল

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة :٣-٥]

(৩৩) পরহেযগার তারা, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে, সলাত ক্বায়িম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে। আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। তারাই রয়েছে হিদায়াতের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরাহ বারাক্বাহ : ৩-৫)

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران :١٠٤]

(৩৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা দরকার যারা মানুষের কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং আদেশ করবে ভাল কাজের আর নিষেধ করবে খারাপ কাজে। এরাই হল সফলকাম। (সূরাহ আল-'ইমরান : ১০৪)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران :١٣٠]

(৩৫) হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না কয়েকগুণ বাড়িয়ে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে সফলকাম হতে পার। (সূরাহ আল-'ইমরান : ১৩০)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٠٠]

(৩৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং সর্বদা লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাক। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। (সূরাহ আল-'ইমরান : ২০০)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠]

(৩৭) হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর– এসব নোংরা-নাপাক, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কামিয়াবী হাসিল করতে পার। (সূরাহ আল-মায়িদাহ্ : ৯০)

﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف : ٦٩]

(৩৮) তোমরা কি অবাক হয়েছো, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে উপদেশবাণী এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সাবধান করে দেয়? আর তোমরা স্মরণ কর যখন আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের জায়গায় স্থান করে দিলে এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক প্রশস্ততা দান করলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নি'আমাতের কথা স্মরণ কর, যেন তোমরা সফল হও। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ৬৯)

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف :١٥٧]

(৩৯) যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি নিরক্ষর নাবী, যার সম্পর্কে তারা লিপিবদ্ধ পায় নিজেদের কাছে রাখা তাওরাত ও ইন্জীলের মধ্যে, (এই মর্মে যে) তিনি ভাল কাজের আদেশ করেন এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করেন। তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন এবং দূর করেন তাদের থেকে সে দায়িত্ব ও শৃংখল যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার উপর ঈমান এনেছে, তাকে মর্যাদা দিয়েছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে সে আলোকবর্তিকার (কুরআনের) যা তার সাথে নাযিল করা হয়েছে, এমন লোকেরাই সত্যিকারের সফলকাম। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৫৭)

﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التوبة :٨٨]

(৪০) কিন্তু রাসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সত্যিকারের সফলতা লাভকারী। (সূরাহ আত-তাওবাহ্ : ৮৮)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج :٧٧]

(৪১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ' কর, সাজদাহ কর, তোমাদের রবের 'ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরাহ্ হাজ্জ : ৭৭)

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون :١-١١]

(৪২) অবশ্যই ঈমানদারগণ সফলতা লাভ করেছে। যারা নিজেদের সলাতে বিনয়-নম্রতা। যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকে। যারা সঠিকভাবে যাকাত দিয়ে থাকে। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হিফাযাত করে। অবশ্য নিজেদের স্ত্রীদের বা নিজেদের ক্রীতদাসীদের কথা ভিন্ন, কেননা এতে তাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু যারা এদেরকে ব্যতীত অন্যের মাধ্যমে কাম-চরিতার্থ করতে চাইবে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানাত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সলাতের হিফাযাত করে। এরাই হবে উত্তরাধিকারী। জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরাহ আল-মু'মিনূন : ১-১১)

﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المؤمنون :١٠٢]

(৪৩) সেদিন যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে, তারাই সত্যিকার সফলতা লাভ করবে। (সূরাহ আল-মু'মিনূন : ১০২)

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ

لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور : ٣١]

(৪৪) আর আপনি ঈমানদার স্ত্রীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাযাত করে; এবং তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, আর তারা যেন তাদের চাদর স্বীয় বুকের উপর জড়িয়ে রাখে, নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভ্রাতুস্পুত্র, তাদের ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত নিষ্কাম পুরুষ এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশে জোরে চলাফেরা না করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর, যাতে তোমরা কামিয়াব হও। (সূরাহ আন-নূর : ৩১)

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور : ٥١]

(৪৫) ঈমানদারদের কথা তো কেবল এটাই যে, তাদেরকে যখন নিজেদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এমন লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরাহ আন-নূর : ৫১)

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم : ٣٨]

(৪৬) সুতরাং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক্ব দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারাই সফলকাম। (সূরাহ আর-রূম : ৩৮)

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة : ٢٢]

(৪৭) যারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে আপনি এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র, অথবা তাদের ভাই, অথবা তাদের গোষ্ঠী হোক না কেন, আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্য রূহ দিয়ে। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই কামিয়াব হবে। (সূরাহ আল-মুজাদালাহ : ২২)

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر : ٩]

(৪৮) (এ সম্পদে হক্ব আছে) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মাদীনাহ্তে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, সেজন্যে তারা ঈর্ষা পোষণ করে না। নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি নিজেকে মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরাহ আল-হাশর : ৯)

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة : ١٠]

(৪৯) যখন সলাত শেষ হবে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে। যাতে সফলকাম হতে পার। (সূরাহ আল-জুমু'আহ : ১০)

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن :١٦]

(৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর কথা শুন, আনুগত্য কর এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ব্যয় কর, এটা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরাহ তাগাবুন : ১৬)

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ [الأعلى :١٤]

(৫১) সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে। (সূরাহ আল-আ'লা : ১৪)

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء :١٣]

(৫২) এটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটা বিরাট সফলতা। (সূরাহ আন-নিসা : ১৩)

﴿ قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة :١١٩]

(৫৩) আল্লাহ বলবেন : আজকের দিনে সত্যবাদীদের উপকারে আসবে তাদের সততা; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নীচ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা বিরাট সফলতা। (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ১১৯)

﴿ مَــن يُصْرَفْ عَنْــهُ يَوْمَئِذٍ فَقَــدْ رَحِمَــــهُ وَذَلِــكَ الفَـــوْزُ الْمُبِيــنُ﴾ [الأنعام: ١٦]

(৫৪) সেদিন যাকে তা হতে সরিয়ে নেয়া হবে তাকেই তো তিনি দয়া করবেন, আর এটাই স্পষ্ট সফলতা। (সূরাহ আল-আন'আম : ১৬)

﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَـــا الأَنْهَـــارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢]

(৫৫) আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে এমন জান্নাতের, যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। এটাই মহা সাফল্য। (সূরাহ আত-তাওবাহ : ৭২)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزاً عَظِيماً﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١]

(৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল। আল্লাহ তোমাদের 'আমালগুলোকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে মহা সাফল্য লাভ করবে। (সূরাহ আল-আহযাব : ৭০-৭১)

﴿ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُــوَ الفَوْزُ العَظِيمُ﴾ [غافر: ٩]

(৫৭) আর আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন সকল অকল্যাণ থেকে। সেদিন যাকে আপনি অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তাকে তো আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করবেন; আর এটাই মহা সাফল্য। (সূরাহ গাফির : ৯)

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ * يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ * لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ *فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الدخان : ٥١-٥٧]

(৫৮) নিশ্চয় মুত্তাক্বীরা থাকবে শান্তিময়-নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। তারা পুরু রেশমের পোশাক পরবে এবং মুখোমুখী হয়ে বসবে। এরূপই হবে। আর আমি তাদেরকে বিয়ে করাবো হুরদের সাথে। তারা সেখানে শান্তির সাথে সব ধরনের ফল-ফলাদি চাইবে। তারা সেখানে প্রথম মৃত্যুর পর আর মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে না। তাদেরকে জাহান্নামের 'আযাব থেকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। এগুলো আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। এটাই বিরাট সাফল্য। (সূরাহ আদ-দুখান : ৫১-৫৭)

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد : ١٢]

(৫৯) সেদিন আপনি দেখতে পাবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে যে, তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সামনে ও তাদের ডানে। তাদেরকে বলা হবে : আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ এমন জান্নাতের, যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। (সূরাহ আল-হাদীদ : ১২)

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون : ١١١]

(৬০) আজ আমি তাদেরকে তাদের কৃত ধৈর্যের কারণে এমন বিনিময় দিলাম যে, তারাই প্রকৃত সফলতা লাভকারী হল। (সূরাহ আল-মু'মিনূন : ১১১)

﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور : ٥٢]

(৬১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকে, এমন লোকেরাই সফলতা লাভ করবে। (সূরাহ আন-নূর : ৫২)

﴿ لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ أَصْحَابُ الجَنَّـــةِ هُـــمُ الفَائِزُونَ﴾ [الحشر : ٢٠]

(৬২) জাহান্নামের অধিবাসীরা এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (সূরাহ আল-হাশর : ২০)

﴿ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِـأَنَّ لَهُـمُ الجَنَّـةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقـاًّ فِـي التَّـوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَـيْعِكُمُ الَّـذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ﴾ [التوبة : ١١١]

(৬৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য অঙ্গীকার রয়েছে। আল্লাহর চাইতে নিজের ওয়াদা অধিক পালনকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দোৎসব কর তোমাদের সেই সওদার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরাহ আত-তাওবাহ : ১১১)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَـذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِـكَ الفَـوْزُ العَظِيمُ﴾ [الصف : ١٠-١٢]

(৬৪) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত এবং এমন মনোরম জান্নাতের যা চিরকাল বসবাসের জন্য। এটাই মহাসাফল্য।[১১] (সূরাহ আস-সফ্ : ১০-১২)

যেসব 'আমলকারী ক্বিয়ামাতের দিন ভীত ও দুঃখিত হবে না

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]

(৬৫) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন নির্দেশ এলে যারা আমার নির্দেশ অনুসারে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৩৮)

﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢]

(৬৬) হ্যাঁ, যে নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে এবং নেক কাজ করে, তার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১১২)

---

[১১] সফলতা ও কামিয়াবী হাসিলের আমল সম্পর্কিত আরো আয়াত রয়েছে : সূরাহ বাক্বারাহ : ১৮৯, সূরাহ আন-নিসা : ৭৩, সূরাহ আল-মায়িদাহ্ : ৩৫, সূরাহ আল-আ'রাফ : ৯, ৬৯, সূরাহ আল-আনফাল : ৪৫, সূরাহ আত-তাওবাহ : ২০, ৮৯, সূরাহ ত্বোয়াহা : ৬৪, সূরাহ ক্বাসাস : ৬৭, সূরাহ লুক্বমান : ৫, সূরাহ ইউনূস : ৬৪, সূরাহ ফাত্হ : ৫, সূরাহ জাসিয়াহ : ৩০, সূরাহ তাগাবুন : ৯, সূরাহ আশ-শাম্স : ৯, সূরাহ বুরূজ : ১১।

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة :٢٦٢]

(৬৭) যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ খরচ করে; খরচের কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৬২)

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِراًّ وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة :٢٧٤]

(৬৮) যারা খরচ করে নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৭৪)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة :٢٧٧]

(৬৯) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেক 'আমল করে, সলাত ক্বায়িম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৭৭)

﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأنعام :٤٨]

(৭০) আমি তো প্রেরণ করি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারীরূপে। সুতরাং যে ঈমান আনবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা শোকার্ত হবে না। (সূরাহ আল-আন'আম : ৪৮)

﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٣٥]

(৭১) হে আদম সন্তান! যদি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ এসে আমার নিদর্শনসমূহ তোমাদের বর্ণনা করেন, তখন যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেকে শুধরে নেবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরাহ আর-আ'রাফ : ৩৫)

﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢]

(৭২) জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরাহ ইউনূস : ৬২)

﴿ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الزخرف: ٦٨]

(৭৩) হে আমার (ইবাদাতকারী) বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা শোকাহত হবে না। (সূরাহ যুখরুফ : ৬৮)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣]

(৭৪) নিশ্চয় যারা বলে : 'আমাদের রব্ব হচ্ছেন আল্লাহ' এবং তাতে অটল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরাহ আল-আহক্বাফ : ১৩)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢]

(৭৫) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও সাবিঈন- তাদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের

কাছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[১২] (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৬২)

﴿ أَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٤٩]

(৭৬) দেখ, এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের উপর দয়া করবেন না। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ৪৯)

﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [آل عمران: ١٧٠]

(৭৭) আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে তারা খুশি এবং তারা আনন্দিত ঐ লোকদের ব্যাপারে যারা এখনও তাদের কাছে পৌঁছায়নি, তাদের পেছনে রয়ে গেছে। কারণ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা শোকার্ত হবে না। (সূরাহ আল-'ইমরান : ১৭)

যাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥]

(৭৮) সুসংবাদ দিন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক 'আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত। যখনই তাদের সেখানে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল তাই যা ইতোপূর্বে জীবিকারূপে আমাদের দেয়া হত। বস্তুতঃ

---

[১২] অনুরূপ আয়াত রয়েছে সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৬৯।

সাদৃশ্যপূর্ণ ফলই তাদের দেয়া হবে এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫)

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة :١٥٥]

(৭৯) আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে। তবে ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৫৫)

﴿ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة :٢٢٣]

(৮০) তোমরা আগামী দিনের উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্য কিছু ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ, আল্লাহর সাথে তোমাদের দেখা হবেই। ঈমানদারদের সুসংবাদ দাও। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২২৩)

﴿ التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة :١١٢]

(৮১) তারা তাওবাহ্কারী, 'ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকূ'কারী, সাজদাহ্কারী, ভাল কাজের নির্দেশকারী, খারাপ কাজে বাধা প্রদানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমার রক্ষণাবেক্ষণকারী; (এসব গুণে গুণান্বিত) ঈমানদারদেরকে আপনি সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (সূরাহ আত-তাওবাহ : ১১২)

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ﴾ [يونس :٢]

(৮২) মানুষের জন্য কি এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের নিকট এই মর্মে ওয়াহী পাঠিয়েছি যে, "আপনি মানুষকে সাবধান করুন এবং ঈমানদারদেরকে সুখবর দিন যে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট সম্মান! কাফিররা বলল : নিশ্চয় এ ব্যক্তি তো এক প্রকাশ্য যাদুকর।" (সূরাহ ইউনূস : ২)

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ [يونس :٦٣-٦٤]

(৮৩) যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুখবর দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। (সূরাহ ইউনূস : ৬৩-৬৪)

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس :٨٧]

(৮৪) আর আমি ওয়াহী পাঠালাম মূসা ও তার ভাইয়ের উপর যে, তোমরা দু'জনে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে বাসস্থান বহাল রাখ এবং তোমাদের থাকার জায়গাগুলোকে সলাতের জন্য মাসজিদ হিসেবে গণ্য কর, তোমরা সলাত ক্বায়িম কর এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দাও। (সূরাহ ইউনূস : ৮৭)

﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً﴾ [الأحزاب :٤٧]

(৮৫) আর আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান অনুগ্রহ। (সূরাহ আল-আহযাব : ৪৭)

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ [يس :١١]

(৮৬) আপনি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে। কাজেই আপনি তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের। (সূরাহ ইয়াসীন : ১১)

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ [الزمر :١٧]

(৮৭) আর যারা মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে। (সূরাহ যুমার : ১৭)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت :٣٠]

(৮৮) নিশ্চয়ই যারা বলে : "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ", অতঃপর তাতেই অটল থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে) : তোমরা ভয় করো না, চিন্তিত হয়ো না, এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সেই জান্নাতের যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (সূরাহ ফুসসিলাত : ৩০)

﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِياً لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأحقاف :١٢]

(৮৯) এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমাত স্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক, যা আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ), যাতে যালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎ লোকদেরকে সুসংবাদ দেয়। (সূরাহ আর-আহক্বাফ : ১২)

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. [الحديد :١٢]

(৯০) সেদিন আপনি দেখতে পাবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে যে, তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সামনে ও তাদের ডানে। তাদেরকে বলা হবে : আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ এমন

জান্নাতের, যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। (সূরাহ আল-হাদীদ : ১২)

﴿ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف :١٣]

(৯১) আরেকটি পার্থিব অনুগ্রহ রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর। তা হলো আল্লাহ্র সাহায্য এবং আসন্ন জয়লাভ। আপনি মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দিন। (সূরাহ আস-সফ্ : ১৩)

﴿ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج :٣٧]

(৯২) আল্লাহ্র কাছে এগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না। বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে সুপথ দান করেছেন। সুতরাং সুখবর দাও সৎকর্মশীল লোকদেরকে।[১৩] (সূরাহ আল-হাজ্জ : ৩৭)

মহান আল্লাহর যিকিরের ফাযায়িল

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد :٢٨]

(৯৩) জেনে রাখো, যিকিরের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। (সূরাহ রা'দ : ২৮)

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة :١٥٢]

(৯৪) তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। (সূরাহ বাক্বারাহ : ১৫২)

---

[১৩] এ বিষয়ে আরো আয়াত রয়েছে সূরাহ আত-তাওবাহ : ২০, ২১, ১১১, সূরাহ শুরা : ২৩।

﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت :٤٥]

(৯৫) আল্লাহর যিকির অনেক বড় জিনিস। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। (সূরাহ 'আনকাবূত : ৪৫)

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران :١٩١]

(৯৬) জ্ঞানী লোক তারাই যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, আর তারা বলেন, হে রব্ব! আপনি এসব অযথা সৃষ্টি করেননি। সকল পবিত্রতা আপনারই, আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। (সূরাহ আল-'ইমরান : ১৯১)

﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات :١٤٣-١٤٤]

(৯৭) যদি ইউনূস (আঃ) মাছের পেটে এবং পেটে যাওয়ার পূর্বেও অধিক পরিমাণে আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী না হতেন, তাহলে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তাঁকে মাছের পেটেই থাকতে হতো। (সূরাহ সাফফাত : ১৪৩, ১৪৪)

﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف :٢٠٥]

(৯৮) এবং সকাল-সন্ধ্যা মনে মনে বিনয় ও ভয়ের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ২০৫)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ [الأحزاب :٤١-٤٢]

(৯৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পবিত্রতা বর্ণনা করো।[১৪] (সূরাহ আল-আহযাব : ৪১, ৪২)

আল্লাহর নিকট দু'আ করার ফাযীলাত

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر : ٦٠]

(১০০) তোমাদের প্রতিপালক বলেন : তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দু'আ ক্ববূল করব।[১৫] (সূরাহ গাফির : ৬০)

---

[১৪] এ বিষয়ে আরো আয়াত রয়েছে সূরাহ বাক্বারাহ : ২০০, সূরাহ রূম : ১৭, সূরাহ মুযযাম্মিল : ৮, সূরাহ যুখরুফ : ৩৬।

[15] **দৃষ্টি আকর্ষণ : আল্লাহর নিকট দু'আ করার ব্যাখ্যা**

দু'আ দুই প্রকার : দু'আ-উ মাসআলা এবং দু'আ-উ 'ইবাদাত।

(এক) দু'আ-উ মাসআলা : যেসব বস্তু জীবিত মানুষের স্বাভাবিক শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে, ইচ্ছা করলে তারা তা অপরকে দিতে পারে বা দেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, এমন বস্তু কোন মানুষের কাছে চাওয়া যেতে পারে। তবে যা দান করা বা দানের ক্ষেত্রে সাহায্য করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। এ জাতীয় বস্তু আল্লাহর কাছে চাওয়াকেই দু'আ-উ মাসআলা বলা হয়।

(দুই) দু'আ-উ 'ইবাদাত : অপারগতা, দুর্বলতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য যে দু'আ করা হয় তাকে দু'আয়ে 'ইবাদাত বলা হয়। এ দু'আ আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুষের কাছে চাওয়া যায় না। কারণ তা আল্লাহর 'ইবাদাতের অন্তর্গত বিষয়। তাই তিনি তা কেবল তাঁর কাছেই চাইতে আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

"আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে আহবান করো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরাহ আল-মু'মিন : ৬০)

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয় ও চুপিসারে আহবান করো, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ৫৫)

সুতরাং আমাদের জীবনের যেসব কল্যাণ দান ও অকল্যাণ দূরীকরণ মানুষ করতে পারে না তা বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকটেই চাইতে হবে। এ জন্য কর্মের প্রয়োজন হলে কর্মের তৌফিকও তাঁর নিকটেই কামনা করতে হবে। তা না করে যদি আমরা

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]

(১০১) আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমিতো নিকটেই আছি। আমি সাড়া দেই প্রার্থনাকারীর ডাকে যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও আমার আদেশ মান্য করুক এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা সহজ সরল পথে চলতে পারে। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৬)

﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥]

(১০২) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সারা পৃথিবীর পালনকর্তা।[১৬] (সূরাহ গাফির : ৬৫)

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥]

(১০৩) তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সাথে এবং গোপনে ডাকো। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ৫৫)

জীবিত বা মৃত কোন পীর বা ওলীর নিকটে কামনা করি, অথবা তাদেরকে এ জন্য সুপারিশ করতে বলি তাহলে এতে আল্লাহর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতে শির্‌ক হবে। যারা এরূপ করে তারা মূলত অন্যকেই ইলাহ বানিয়ে নেয়। এমন লোকের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

"যে আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহকে আহবান করে যে আহবানের বৈধতার পেছনে তার নিকট কোন দলীল প্রমাণ নেই, তার এ আহবানের হিসাব রয়েছে তার প্রতিপালকের নিকট, বস্তুত কাফিররা কোন অবস্থাতেই কৃতকার্য হতে পারে না।" (সূরাহ আল-মু'মিনূন : ১১৭) [সূত্র : শির্‌ক কী ও কেন?]

[১৬] আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ট হয়ে দু'আ করার বিষয়ে আরো আয়াত রয়েছে সূরাহ আল-আ'রাফ : ২৯, সূরাহ গাফির : ১৪।

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً﴾ [الكهف :١٣-١٤]

(১০৪) আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করছি : তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে সরল-সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের হৃদয় মজবুত করে দিয়েছিলাম যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল : আমাদের প্রতিপালক আকাশ ও যমীনের পালনকর্তা, আমরা কখনও তাঁকে ছেড়ে অন্য উপাস্যকে ডাকব না, যদি করে বসি, তবে তা হবে খুবই খারাপ কাজ। (সূরাহ আল-কাহাফ : ১৩-১৪)

﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف :١٨٠]

(১০৫) আল্লাহ্‌র উত্তম নামসমূহ রয়েছে; কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নাম ধরেই ডাক। আর তাদের ত্যাগ করে চল যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে। শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের বিনিময় দেয়া হবে।[১৭] (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৮০)

দা'ওয়াত ও তাবলীগ এবং তাতে সাড়া দেওয়ার ফাযীলাত

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت :٣٣]

(১০৬) ঐ ব্যক্তির চাইতে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেয়, নিজে নেক 'আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের একজন। (সূরাহ হা-মীম আস-সাজদাহ্ : ৩৩)

[১৭] আল্লাহকে আহবান করা সম্পর্কে আরো আয়াত রয়েছে : সূরাহ আ-ইসরা : ১১০, সূরাহ কাহাফ : ২৮, সূরাহ সাজদাহ : ১৬, সূরাহ জিন : ২, সূরাহ রা'দ : ১৪।

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَئَابِ﴾ [الرعد :٣٦]

(১০৭) আপনি বলুন : আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, আমি যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করি এবং কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি। আমি তাঁরই দিকে দা'ওয়াত দেই এবং তাঁরই কাছে আমার ফিরে যেতে হবে। (সূরাহ রা'দ : ৩৬)

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف :١٠٨]

(১০৮) আপনি বলুন : এটাই আমার পথ, আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি প্রমাণের উপর স্থির থেকে, আমি এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ মহান পাক-পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরাহ ইউসূফ : ১০৮)

﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف :٣٠-٣١]

(১০৯) তারা (জিনেরা) বললো : হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব পাঠ শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং সত্য ও সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। তারা বললো : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (সূরাহ আল-আহক্বাফ : ৩০-৩১)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ফাযীলাত

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران : ١١٠]

(১১০) তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখবে।[১৮] (সূরাহ আলে ইমরান : ১১০)

তাওবাহ্ করা এবং সংশোধন হওয়ার ফাযীলাত

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ [النساء: ١٧]

(১১১) অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবাহ্ গ্রহণ করেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করার পর অবিলম্বে তাওবাহ করে; এরূপ লোকের তাওবাহ্ আল্লাহ কবূল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমাতওয়ালা। (সূরাহ আন-নিসা : ১৭)

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ

---

[১৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **"তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।"** (সূরাহ আল-'ইমরান : ১০৪)

الْمُسْلِمِيــــنَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَــن سَيِّئَاتِهِـــمْ فِي أَصْحَــابِ الْجَنَّةِ وَعْــــدَ الصِّــدْقِ الَّــذِي كَانُــــوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٥-١٦]

(১১২) আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং প্রসবান্তে দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমনকি যখন সে স্বীয় যৌবনে পদার্পণ করে এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন সে বলে : হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাওফীক্ব দিন, যেন আমি আপনার সে নি'আমাতের কৃতজ্ঞা স্বীকার করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করেছেন এবং যেন আমি এমন সৎ কাজ করতে পারি যা আপনি ভালবাসেন। আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনারই নিকট তাওবাহ্ করছি এবং আমি তো একজন আত্মসমর্পণকারী। এরা এমন লোক যাদের সৎ কাজসমূহ আমি গ্রহণ করে থাকি এবং তাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের শামিল। তাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবেই। (সূরাহ আল-আহক্বাফ : ১৫-১৬)

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٠]

(১১৩) কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় আর যা গোপন করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এদেরই তাওবাহ আমি ক্ববূল করি, আমি অতিশয় তাওবাহ্ ক্ববূলকারী, পরম দয়ালু। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৬০)

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً﴾ [النساء: ١٤٦]

(১১৪) তবে যারা তাওবাহ্ করে, নিজেদের শুধরে নেয়, আল্লাহ্র পথকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহ্র জন্যে স্বীয় দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা থাকবে মু'মিনদের সঙ্গে। আর শীঘ্রই আল্লাহ মু'মিনদের মহাপুরস্কার দান করবেন। (সূরাহ আন-নিসা : ১৪৬)

﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩]

(১১৫) তারপর যে তাওবাহ করে নিজের এ অত্যাচার করার পর এবং নিজেকে শুধরে নেয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তাওবাহ কবূল করেন। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৩৯)

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

[آل عمران: ٨٩]

(১১৬) তবে যারা এরপর তাওবাহ করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আল-'ইমরান : ৮৯)

﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤]

(১১৭) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি না জেনে কোন খারাপ কাজ করার পর তাওবাহ করে নেয় এবং সংশোধন হয়, তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আল-আন'আম : ৫৪)

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٩]

(১১৮) অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করার পর তাওবাহ্ করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এসবের পরে অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আন-নাহল : ১১৯)

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور:٥]

(১১৯) কিন্তু যারা এরপর তাওবাহ্ করে এবং নিজেদের শুধরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত রহমকারী। (সূরাহ আন-নূর : ৫)

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى : ٤٠]

(১২০) খারাপের প্রতিফল অনুরূপ খারাপ হয়ে থাকে। তবে যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-মীমাংসা করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরাহ শুরা : ৪০)

ইল্‌ম ও তা অর্জনকারীর ফাযীলাত

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل : ١٥]

(১২১) আর আমি দাঊদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম; এবং তারা বলেছিলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার উপরে মর্যাদা দান করেছেন। (সূরাহ আন-নামল : ১৫)

﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:٤٣]

(১২২) আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য পেশ করি, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝতে পারে। (সূরাহ আনকাবূত : ৪৩)

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر : ٢٨]

(১২৩) আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (সূরাহ ফাত্বির : ২৮)

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩]

(১২৪) আচ্ছা, কাফিররা কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে ব্যক্তি রাতে সিজদারত অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে 'ইবাদাত করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের রহমাত প্রত্যাশা করে? আপনি বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানবান লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরাহ যুমার : ৯)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١]

(১২৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় : "মাজলিসের মধ্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও"- তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয় : উঠে যাও, তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় আরও উন্নত করবেন। তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবকিছু অবগত। (সূরাহ আল-মুজাদালাহ : ১১)

﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤]

(১২৬) বস্তুতঃ আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত বাদশাহ। আর আপনার উপর আল্লাহ ওয়াহী পুরোপুরি হবার আগে আপনি কুরআন পাঠে দ্রুততা করবেন না। আপনি দু'আ করুন : হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। (সূরাহ ত্বোয়াহা : ১১৪)

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١]

(১২৭) যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে তোমাদের শুনান, তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাদের এমন জ্ঞান শিক্ষা দেন যা তোমরা কখনো জানতে না। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৫১)

﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ [النساء: ١١٣]

(১২৮) আর যদি না থাকত আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমাত, তবে তাদের একদল আপনাকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করার মতলব করেছিল। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ আপনার উপর কুরআন ও হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ। (সূরাহ আন-নিসা : ১১৩)

আল্লাহ্ যাদের ওলী বা বন্ধু

﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

(১২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাহ তাদের ওলী (অভিভাবক), তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের ওলী, তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৭)

﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران :٦٨]

(১৩০) মানুষের মধ্যে ইব্‌রাহীমের আপনজন তারা যারা তার অনুসরণ করেছিল এবং এ নাবী ও যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে তারা। আল্লাহ ঈমানদারদের ওলী (বন্ধু)। (সূরাহ আল-'ইমরান : ৬৮)

﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية :١٩]

(১৩১) যালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ হলেন মুত্তাক্বীদের বন্ধু। (সূরাহ জাসিয়াহ : ১৯)

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة :٥٥]

(১৩২) তোমাদের বন্ধু একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ; যারা বিনত বিনম্র হয়ে সলাত ক্বায়িম করে এবং যাকাত দেয়। (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৫৫)

﴿ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ * لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام :١٢٦-١٢٧]

(১৩৩) এটাই আপনার প্রতিপালকের সহজ-সরল পথ। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। তাদের জন্য রয়েছে আরামের বাসস্থান তাদের প্রতিপালকের কাছে এবং

তিনিই তাদের বন্ধু তাদের (ভাল) কৃতকর্মের কারণে। (সূরাহ আল-আন'আম : ১২৬-১২৭)

﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥]

(১৩৪) আর মূসা নিজ সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হওয়ার জন্য বেছে নিলেন। অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করলে মূসা বলল : "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। তুমি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবে, আমাদের মধ্যে যারা বোকা তারা যা করেছে সেজন্য? এসবই তোমার পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছু নয়; তুমি যাকে ইচ্ছা এদ্বারা গোমরাহ কর এবং যাকে ইচ্ছা সু-পথ দেখাও। তুমিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু (ওলী), সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের উপর দয়া কর, এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। (সূরাহ আর-আ'রাফ : ১৫৫)

﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦]

(১৩৫) অবশ্যই আমার সাহায্যকারী (ওলী) হলেন আল্লাহ্, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎলোকদের সাহায্য করেন। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৯৬)

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]

(১৩৬) হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নফল ব্যাখ্যাও শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার বন্ধু দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। আপনি

আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" (সূরাহ ইউসূফ : ১০১)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ [فصلت : ٣٠-٣٢]

(১৩৭) নিশ্চয়ই যারা বলে : "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ", অতঃপর তাতেই অটল থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা নাযিল হয় (এবং বলে) : তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তিত হয়ো না, তোমরা আনন্দিত হও সেই জান্নাতের জন্য যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। দুনিয়ার জীবনে আমরাই তোমাদের বন্ধু ছিলাম এবং আখিরাতেও থাকব। তোমাদের মন যা কিছু চাইবে সেখানে তোমাদের জন্য তাই রয়েছে এবং তোমরা যা আদেশ করবে তা (পূরণের) ব্যবস্থাও তোমাদের জন্য রয়েছে। এটা হবে সাদর আপ্যায়ন পরম ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে। (সূরাহ ফুসসিলাত : ৩০-৩২)

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى : ٢٨]

(১৩৮) মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমাত ছড়িয়ে দেন। তিনিই প্রকৃত বন্ধু, অতিশয় প্রশংসিত। (সূরাহ শুরা : ২৮)

ফাযায়িলে সিয়াম ও রমাযান

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ١٨٣]

(১৩৯) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৩)

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة :١٨٥]

(১৪০) রমাযান মাস, এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথের স্পষ্ট প্রমাণ এবং সত্য ও মিথ্যা পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে সিয়ামের সংখ্যা পূরণ করে নিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার দরুন আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫)

ক্বদর রাতের ফাযীলাত

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ [الدخان : ٣]

(১৪১) আমি তো একে (কুরআনুল কারীম) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (সূরাহ আদ-দুখান : ৩)

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر :١-٥]

(১৪২) নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে। আপনি কি জানেন মহিমান্বিত রাত কি? মহিমান্বিত রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশতাগণ এবং রূহ

তাদের রব্বের আদেশক্রমে নাযিল হয়। সে রাত শান্তিই শান্তি, ফাজ্‌র হওয়া পর্যন্ত। (সূরাহ্ আর-ক্বদর : ১-৫)

আল্লাহ্‌র পথে চলার চেষ্টা করার ফাযীলাত

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

[العنكبوت :٦٩]

(১৪৩) যারা আমার উদ্দেশে চেষ্টা করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে আমার পথে নিয়ন্ত্রণ করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎ লোকদের সাথে আছেন। (সূরাহ্ আল-আনকাবূত : ৬৯)

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার ফাযীলাত

﴿ إِن يَنصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران :١٦٠] .

(১৪৪) যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন তবে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সহায়তা না করেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবেন? মু'মিনদের শুধু আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা উচিত। (সূরাহ্ আল-'ইমরান : ১৬০)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال :٢]

(১৪৫) ঈমানদার তারাই আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের অন্তর ভীত হয় এবং তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। (সূরাহ্ আর-আনফাল : ২)

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

[النحل :٩٩]

(১৪৬) নিশ্চয়ই তাদের উপর শয়তানের কোন শক্তি নেই যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। (সূরাহ্ আন-নাহ্‌ল : ৯৯)

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٣]

(১৪৭) আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। বস্তুতঃ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[১৯] (সূরাহ আল-আহযাব : ৩)

---

[19] **দৃষ্টি আকর্ষণ : আল্লাহর উপর ভরসা করার ব্যাখ্যা**

আল্লাহর উপর ভরসা করা নির্ভেজাল ইসলামের শর্ত। আল্লাহর উপর ভরসা করার শরয়ী মর্মার্থ হচ্ছে এটা একটি বিরাট মানের আন্তরিক 'ইবাদাত। বান্দা তার সামগ্রিক কাজে আল্লাহর উপর আস্থাশীল থাকবে, সব কিছুকেই তার উপর সোঁপর্দ করবে, পাশাপাশি কারণগুলো নিজে সম্পাদন করবে (অর্থাৎ যে বিষয়ে ভরসা করা হচ্ছে তা পাওয়ার জন্য বৈধ যা কিছু করা দরকার তা করে যাবে, কেবল 'ভরসা করলাম' এ কথা বলে বসে থাকা চলবে না)। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসাকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কারণ ও মাধ্যম গ্রহণের পর উক্ত বিষয় আল্লাহর দিকে সোপর্দ করবে এবং এ বিশ্বাস রাখবে যে, এ কারণে উপকার সাধন আল্লাহ্রই হুকুমে হতে পারে এবং যে কারণ ও মাধ্যম গ্রহণ করা হয়েছে সবকিছুই তাঁর সাহায্য ও তাওফিকেই হয়ে থাকে।

গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করা দুই প্রকার :

(এক) : কোন ব্যক্তির এমন কোন মাখলুকের (সৃষ্টি জীবের) উপর এমন বিষয়ে ভরসা করা বা আস্থা রাখা যার উপর সে ক্ষমতা রাখে না, বরং আল্লাহ তা'আলাই সেই ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। যেমন : গুনাহ মাফ করা, সন্তান দান করা, উন্নতি প্রদান, বিপদ-আপদ দূরীকরণ ইত্যাদি। এগুলো সচরাচর কবর পূজকদের মাঝে দেখা যায়। এটা মূলত শির্কে আকবার (বড় শির্ক)।

(দুই) : কোন ব্যক্তির এমন কোন মাখলুকের উপর এমন কোন বিষয়ে ভরসা করা যার উপর সে ক্ষমতা রাখে। এটা শির্কে আসগার (ছোট শিরক)। যেমন, কারো এরূপ বলা : আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখি এবং তোমার উপরও। এমনকি এমন কথাও বলা জায়িয নয় যে, আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখি অতঃপর তোমরা উপর। কেননা তাওয়াক্কুল এমন একটি বিষয় যেখানে কোন মাখলুকের কোন অংশ নেই। তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাওয়াক্কুলের মর্ম হলো স্বীয় কার্যাবলী আল্লাহ্রই দিকে সোপর্দ করা যার হাতেই রয়েছে সমস্ত কিছুর ক্ষমতা, মাখলুকের কোন ক্ষমতা বা সামর্থ নেই। তবে মাখলুক কারণ হতে পারে। কাজেই এর অর্থ এটা নয় যে, কোন মাখলুকের উপর ভরসা করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা যদি প্রকৃতই মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে একমাত্র আল্লাহ্রই উপর ভরসা করো।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ২৩)

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق :٣]

(১৪৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজের কাজ পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি পরিমাণ। (সূরাহ ত্বালাক্ব : ৩)

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة :١٢٩]

(১৪৯) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলে দিন– আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তিনি বিশাল আরশের মালিক।[২০] (সূরাহ আত-তাওবাহ : ১২৯)

সুতরাং এককভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করলে ঈমান সঠিক হবে না।

কর্ম না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা বৈধ নয় : উল্লেখ্য, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম না করে তা হাসিলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকা সঠিক নয়। যেমন, কেউ যদি খাওয়া-দাওয়া না করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত মারা যায়, তবে শরয়ী দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি আত্মহত্যাকারী হিসেবে গন্য হবে।

[২০] মুমিনদের একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত এ সম্পর্কিত আরো আয়াত রয়েছে সূরাহ মুজাদালাহ : ১০, সূরাহ যুমার : ৩৭, সূরাহ ইবরাহীম : ১১, ১২, সূরাহ ইউসূফ : ৬৭, সূরাহ ইউনুস : ৮৪, সূরাহ তাওবাহ : ৫১, সূরাহ মায়িদাহ : ১১, ২৩, সূরাহ 'ইমরান : ১২২। এছাড়া আল্লাহর উপর ভরসা সম্পর্কিত আরো আয়াত রয়েছে সূরাহ 'ইমরান : ১৫৯, ১২২, সূরাহ আন-নিসা : ৮১, সূরাহ আল-আ'রাফ : ৮৯, সূরাহ আল-আনফাল : ৪৯, ৬১, ইউনুস : ৭১, ৮৫, সূরাহ হুদ : ৫৬, ৮৮, ১২৩, সূরাহ রা'দ : ৩০, সূরাহ নাহল : ৪১, ৪২, সূরাহ শু'আরা : ২১৭, সূরাহ নামল : ৭৯, সূরাহ আনকাবূত : ৫৯, সূরাহ আল-আহযাব : ৪৮, সূরা আশ-শুরা : ৩৬, সূরাহ আল-মুমতাহিনা : ৪, সূরাহ তাগাবুন : ১৩ এবং সূরাহ মুলক : ২৯।

দলীল ভিত্তিক বিশুদ্ধ তথ্য গ্রহণ করার ফাযীলাত

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [الزمر :١٨]

(১৫০) যারা মনযোগ দিয়ে কথা শুনে, অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম সে অনুযায়ী কাজ করে। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং এরাই জ্ঞানী। (সূরাহ যুমার : ১৮)

সৎ লোক ও ডান পন্থীদের মর্তবা

﴿ وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ﴾ [آل عمران :١٩٨]

(১৫১) আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা সৎ লোকদের জন্য উত্তম। (সূরাহ আল-'ইমরান : ১৯৮)

﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار :١٣, المطففين :٢٢]

(১৫২) নিশ্চয়ই সৎ লোকেরা সুখে-শান্তিতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। (সূরাহ ইনফিত্বার : ১৩, মুতাফফিফীন : ২২)

﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين :١٨]

(১৫৩) (মু'মিনদের পুরস্কৃত হওয়া সম্পর্কে কাফিরদের অবিশ্বাস) কখনও (সঠিক) নয়, সৎ লোকদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে। (সূরাহ মুতাফফিফীন : ১৮)

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ * وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ * وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً * عُرُباً أَتْرَاباً * لأَصْحَابِ الْيَمِينِ* ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِّنَ الآخِرِينَ﴾ [الواقعة :٢٧-٤٠]

(১৫৪) আর ডান দিকের দল, কতই না ভাগ্যবান, তারা থাকবে এমন বাগানে, যেখানে রয়েছে কাঁটাহীন কুল বৃক্ষ, কাঁদি ভরা কলা গাছ, সুবিস্তৃত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি, প্রচুর ফলমূল, যা কখনও শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। আর সেথায় থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা। আমি তো সেখানকার নারীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ ধরনে, তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, চিত্তাকর্ষক, সমবয়স্কা, এ সবই ডান দিকের দলের লোকদের জন্য। তাদের বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (সূরাহ আল-ওয়াক্বিয়াহ : ২৭-৪০)

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة : ٩٠-٩١]

(১৫৫) আর যদি সে ডান দিকের দলের একজন হয়। তবে তাকে বলা হবে : সালাম তোমার প্রতি, হে ডান দিকের দলের লোক! (সূরাহ আল-ওয়াক্বিয়াহ : ৯০-৯১)

আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করার ফাযীলাত

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم :٧]

(১৫৬) স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও (শুকরিয়া আদায় করো) তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই আরো বেশী দিব, কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে বড়ই কঠোর। (সূরাহ ইবরাহীম : ৭)

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل :١١٤]

(১৫৭) আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তোমরা তা থেকে খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হও, যদি প্রকৃতই তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে থাকো। (সূরাহ আন-নাহল : ১১৪)

﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً﴾ [النساء: ١٤٧]

(১৫৮) আল্লাহর কি প্রয়োজন তোমাদের অযথা শাস্তি দেবার, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকো এবং ঈমানের নীতির ওপর চলো? আল্লাহ বড়ই পুরস্কার দানকারী ও সর্বজ্ঞ। (সূরাহ আন-নিসা : ১৪৭)

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢]

(১৫৯) আমি লুকমানকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছিলাম এই উপদেশ দিয়ে যে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী হও। যে কেউ শুকরিয়া আদায় করবে তার শুকরিয়া তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে! প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অভাবমুক্ত, সর্বগুণে গুণান্বিত। (সূরাহ লুকমান : ১২)

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤]

(১৬০) আর আমি মানুষকে তার বাবা-মা সম্পর্কে (ভাল ব্যবহার করার) আদেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার স্তন্য পান ছাড়ানো হয়। সুতরাং আমার শুকরিয়া আদায় করো এবং তোমার মাতা-পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরাহ লুকমান : ১৪)

﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الزمر: ٧]

(১৬১) যদি তোমরা কুফরী কর তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তো তার বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা শুকরিয়া আদায়কারী হও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরাহ যুমার : ৭)

﴿ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ﴾ [القمر: ٣٥]

(১৬২) আমার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। এভাবেই আমি পুরস্কৃত করি তাকে, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[২১] (সূরাহ আল-ক্বামার : ৩৫)

ফাযায়িলে কুরআন

﴿ الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة :١-٢]

(১৬৩) আলিফ লাম মীম। এটা সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। এতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১-২)

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة : ١٨٥]

(১৬৪) রমাযান মাস, এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথের স্পষ্ট প্রমাণ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।[২২] (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫)

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل : ١٠٢]

(১৬৫) বলুন, একে পবিত্র ফিরিশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে ঈমানদারদের প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলিমদের জন্যে পথ নির্দেশ ও সু-সংবাদ স্বরূপ। (সূরাহ আন-নাহল : ১০২)

﴿ الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [ابراهيم : ١]

---

[২১] আল্লাহর শুকরিয়া আদায় সম্পর্কে আরো আয়াত রয়েছে সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৭২, সূরাহ আন-নামল : ৪০, এবং অন্যত্র।

[২২] অন্য আয়াতে রয়েছে : **"পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন।"** (সূরাহ ফুরকান : ১)

(১৬৬) আলিফ-লাম-রা। এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য তাদের পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (সূরাহ ইবরাহীম : ১)

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر : ٩]

(১৬৭) আমি নিজেই এই উপদেশ গ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী। (সূরাহ আল-হিজর : ৯)

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [السجدة : ٤١-٤٢]

(১৬৮) এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। এ কুরআনের সম্মুখ অথবা পেছন থেকে কোন বাতিল অনুপ্রবেশ করবে না। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (সূরাহ হা-মীম আস্-সাজদাহ : ৪১-৪২)

﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر : ٢١]

(১৬৯) যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরাহ হাশর : ২১)

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء : ٨٨]

(১৭০) (হে মুহাম্মাদ!) বলুন, যদি এই কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জীন জাতি সমবেত হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনোই এর অনুরূপ রচনা করে সক্ষম হবে না। (সূরাহ আল-ইসরা : ৮৮)

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف : ١٠٩]

(১৭১) বলুন, আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লেখার জন্যে সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। যদিও আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য নিয়ে আসা হয়। (সূরাহ্ আল-কাহাফ : ১০৯)

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان : ٢٧]

(১৭২) যদি পৃথিবীর সমগ্র বৃক্ষগুলোকে কলম বানানো হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর কালেমাসমূহের ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরাহ্ লুকমান : ২৭)

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [ابراهيم : ٢٤-٢٥]

(১৭৩) তুমি কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ্ কিভাবে উদাহরণ দিয়েছেন কালিমায়ে তাইয়্যিবার যে, তা একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় যার শিকড় মজবুতভাবে কায়িম রয়েছে এবং যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। সে বৃক্ষ নিজ প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক সময় তার ফলদান করে। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন যাতে তারা পরামর্শ গ্রহণ করে। (সূরাহ্ ইবরাহীম : ২৪-২৫)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس : ٥٧-٥٨]

(১৭৪) হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়াত ও রহমাত মু'মিনদের জন্য। বলুন, এ কুরআন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমাতে; সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। তারা যা কিছু সঞ্চয় করে তার তুলনায় এ কুরআন অনেক উত্তম। (সূরাহ ইউনুস : ৫৭-৫৮)

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا * وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨١-٨٢]

(১৭৫) বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমাত। পাপীদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।[২৩] (সূরাহ আল-ইসরা : ৮১-৮২)

﴿ يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس : ١-٢]

(১৭৬) ইয়া-সীন। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের। (সূরাহ ইয়াসীন : ১-২)

﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق : ١]

(১৭৭) ক্বাফ! শপথ সম্মানিত কুরআনের। (সূরাহ ক্বাফ : ১)

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة : ٧٧-٨٠]

(১৭৮) অবশ্যই এটা সম্মানিত কুরআন। যা সুরক্ষিত আছে (লাওহে মাহফুযে) এক গোপন কিতাবে। যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। (সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ : ৭৭-৮০)

---

[২৩] অন্য আয়াতে রয়েছে : "আলিফ- লাম- মীম। এগুলো হিকমাতপূর্ণ কিতাবের নিদর্শন। যা সৎ লোকদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত স্বরূপ।" (সূরাহ লুকমান : ১-৩)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر : ٢٩]

(১৭৯) যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, সলাত ক্বায়িম করে, এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরাহ ফাত্বির : ২৯)

দেশের জনগণ পরহেযগার হলে তার ফাযীলাত

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف : ٩٦]

(১৮০) আর যদি জনপদের বাসিন্দারা ঈমান আনত এবং পরহেযগার হত (আল্লাহকে ভয় করে চলতো), তবে আমি অবশ্যই তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ খুলে দিতাম। (সূরাহ আল-আ'রাফ : ৯৬)

পরিপূর্ণভাবে আল্লাহমুখী হওয়ার ফাযীলাত

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء : ١٢٥]

(১৮১) যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে -যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (সূরাহ আন-নিসা : ১২৫)

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان : ٢٢]

(১৮২) যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে সৎকাজে লিপ্ত থাকে সে সুদৃঢ় হাতলকে ধারণ করল। (সূরাহ লুক্বমান : ২২)

তাকওয়া অবলম্বনের ফাযীলাত

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة : ٢٧]

(১৮৩) হে নাবী! তাদেরকে আদম ('আঃ)-এর দুই পুত্রের কাহিনীটিও পুরোপুরি শুনিয়ে দিন। তারা দু'জনেই কুরবানী করল, তখন তাদের মধ্যে একজনের কুরবানী কবূল করা হলো আর অপরজনেরটা কবূল করা হলো না। সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে বলল, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের মানৎ কবূল করে থাকেন। (সূরাহ আল-মায়িদাহ্ : ২৭)

﴿ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [حج: ٣٧]

(১৮৪) (কুরআনীর) পশুর গোশ্ত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের মনের তাকওয়া। (সূরাহ হাজ্জ : ৩৭)

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ١٠٣]

(১৮৫) যদি তারা ঈমান আনতো এবং আল্লাহরকে ভয় করতে চলতো (পরযেহগার হতো), তবে তারা আল্লাহর কাছ থেকে অধিক কল্যাণকর প্রতিদান পেত। যদি তারা জানতো।[২৪] (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১০৩)

---

[২৪] **দৃষ্টি আকর্ষণ : মহান আল্লাহ্কে ভয় করার ব্যাখ্যা**

﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা একমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করো যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ১১২)

ভয় করার এ নির্দেশ এটাই প্রমাণ করে যে, ভয় একটি 'ইবাদাত। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এরূপ গুণের অধিকারীর জন্য পুরস্কার রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾

"এ পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।" (সূরাহ ইব্রাহীম : ১৪)

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করা তিন প্রকারের। যার প্রথমটি শির্ক, দ্বিতীয়টি হারাম এবং তৃতীয়টি বৈধ।

(১) **শির্কী ভয় :** অর্থাৎ কারো দ্বারা কল্যাণ-অকল্যাণ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে গোপন ভয় রাখা। যেমন, কোন ব্যক্তির এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, অমুক (জীবিত বা মৃত) ব্যক্তি- তিনি নাবী হোন, ওলী আওলিয়া হোন, ফিরিশতা হোন, জিন বা বৃক্ষ হোক গোপনে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন, তা দুনিয়াতে হোক বা আখিরাতের ব্যাপারে। আখিরাতের ব্যাপারে শির্কী ভয় হলো কারো এ ধরনের ভয় করা যে, উক্ত ওলী আওলিয়া বা সম্মানিত ব্যক্তি পরকালে তার উপকারে আসবে, সুপারিশ করবে, পরকালে তার নৈকট্য লাভ করতে পারবে, আযাব দূর করবে, তাই তাকে ভয় করা আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি। উপরন্তু কেউ এদের সমালোচনা করলে তার ক্ষতি হবে এ ভয় দেখানো। মক্কার কাফিররা মনে করতো যে, তাদের দেবতাদের সাথে কেউ বেআদবী করলে বা তাদের সমালোচনা করলে দেবতারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে কোন ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের দেবতা ও মূর্তিগুলোর সমালোচনা করার ফলে তাঁকেও তারা দেবতাদের অনিষ্টের গোপন ভয় দেখাতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾

"আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? অথচ তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ ব্যতীত তাদের যে সব দেবতা রয়েছে, তারা আপনাকে সে সব উপাস্যের অনিষ্টের ভয় দেখায়।" (সূরাহ আয-যুমার : ৩৬)

এ যুগের কবরপূজকরাও তাদের ধারণামতে কবরস্থ মৃত ওলীর ব্যাপারে মানুষকে এরূপ ভয় দেখিয়ে থাকে। বিশেষ করে শির্ক বিরোধী ও তাওহীদপন্থী মুসলিমদেরকে তারা এরূপ ভয় দেখায়। যা মক্কার কাফিরদের আচরণেরই সাদৃশ্য।

(২) **নিষিদ্ধ ভয় :** কারো প্রতি ভয়ের কারণে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হতে বিরত থাকা। হাদীসে কুদ্সীতে এসেছে : **ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ বান্দাকে বলবেন : অন্যায় কাজ দেখার পর কোন জিনিস তোমাকে তা পরিবর্তন করতে বাধা দিল? তখন বান্দা বলবে, হে প্রতিপালক! মানুষের ভয়ে তা করিনি। আল্লাহ বলবেন : মানুষের চেয়ে আমিই তো ভয়ের অধিকতর হক্বদার ছিলাম।** (ইবনু মাজাহ)

Contents

সলাত ক্বায়িমের ফাযীলাত

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت : ٤٥]

(১৮৬) সলাত কায়িম করুন। নিশ্চয়ই সলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরাহ আল-আনকাবূত : ৪৫)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ [المعارج : ٣٤-٣٥]

(১৮৭) এবং যারা নিজেদের সলাতের প্রতি যত্নবান। তারাই স্বসম্মানে জান্নাতে থাকবে। (সূরাহ আল-মা'আরিজ : ৩৪-৩৫)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة : ٩]

(১৮৮) হে ঈমানদারগণ! জুমু'আহ্‌র দিনে যখন সলাতের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা বন্ধ করে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।" (সূরাহ জুমু'আহ : ৯)

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون : ١-٢]

(১৮৯) অবশ্যই ঈমানদারগণ সফলতা লাভ করেছে। যারা নিজেদের সলাতে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করে থাকে। (সূরা আল-মু'মিনূন : ১-২)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر : ٢٩]

(১৯০) যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, রীতিমত সলাত কায়িম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়

(৩) **স্বভাবগত ভয় :** যেমন শত্রু থেকে ভয়, হিংস্র প্রাণী থেকে ভয়, আগুন থেকে ভয়, পানিতে ডুবে মরার ভয় ইত্যাদি। এ জাতীয় ভয় দোষনীয় নয়। কারণ এতে সম্মান মিশ্রিত হয় না।

করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। (সূরাহ ফাত্বির : ২৯)

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة : ١١٠]

(১৯১) তোমরা সালাত কায়িম কর ও যাকাত দাও। তোমরা নিজেদের জন্য ভাল কাজের যা কিছু আগে প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১১০)

Contents

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

সহীহ হাদীসের আলোকে

ফাযায়িলে আ'মাল

ফাযায়িলে কালেমা

(ঈমান পরিচিতি)

ঈমান আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ হলো : বিশ্বাস করা। ইসলামী পরিভাষায় : মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং আখিরাতে পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়।*

যিনি উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, মৌখিকভাবে এর স্বীকৃতি দেন এবং বাস্তবে সেই মোতাবেক আমল করেন- তাকে বলা হয় ঈমানদার।

* সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৮৫, সহীহুল বুখারী হা/৪৮, সহীহ মুসলিম হা/১০, ১১, তিরমিযী হা/২৬১০, আহমাদ হা/১৯১, ইবনু মাজাহ হা/৬৩। ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহঃ) বলেন : শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা কিংবা বাইরের সাজ পোশাকই ঈমান নয়, বরং তা হল মনের দৃঢ়তা এবং 'আমলের মাধ্যমে তাকে সত্যায়িত করা।

ইসলাম গ্রহণ ও ঈমান আনার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنْ الْجَنَّةِ .

(১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। যে কোন বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এই বাক্য দু'টির ওপর ঈমান আনবে, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না।[১]

---

[১] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/৮৭৯৬, আবূ 'আওয়ানাহ ৮/১, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/৩৫, বাগাভী হা/৫৩, বায়হাক্বী 'আদ-দালায়িল' ৫/২২৮, ২২৯, ত্বাবারানী আওসাত হা/৩৫৫২, বাযযার হা/২৪১৯- কাশফুল আসতার। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২৮) বলেন : এর রিজাল নির্ভরযোগ্য। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে বলেন : এর সানাদ হাসান। আহমাদ হা/৯৪৬৬- ডক্টর 'আবদুল্লাহ বিন 'আবদুল মুহসিন আত-তুর্কীর সম্পাদনায় তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ : হাদীস সহীহ। তাহক্বীক্ব শায়খ আহমাদ শাকির : এর সানাদ সহীহ।

দৃষ্টি আকর্ষণ : কালেমাদ্বয়ে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ

*** "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"- এ সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ** : আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, 'ইবাদাতের যোগ্য প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই। এ কালেমায় আল্লাহ ছাড়া সকল মা'বূদ অস্বীকার করা হয় এবং একমাত্র আল্লাহ্ই যে প্রকৃত মা'বূদ তা স্বীকার করে নেয়া হয়। কালেমা "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" হচ্ছে তাওহীদ, যা ইসলামের মূল ভিত্তি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেয়, যার মর্মার্থ হলো সর্বপ্রকার 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ বাক্যটির দু'টি অংশ। একটি না বোধক অংশ, অপরটি হ্যাঁ বোধক অংশ। "লা ইলাহা" কথাটি না বোধক এবং "ইল্লাল্লাহ" কথাটি হ্যাঁ বোধক। প্রথমে সমস্ত বাত্বিল মা'বূদের জন্য কৃত সকল প্রকার 'ইবাদাতকে অস্বীকার করে দ্বিতীয় বাক্যে তা একমাত্র হাক্ব মা'বূদ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি

প্রথম অংশটি অর্থাৎ সকল বাতিল মা'বূদকে অস্বীকার করবে না তার দ্বিতীয় অংশ পাঠ যথার্থ হবে না এবং সে মুসলিম হতে পারবে না।

* **"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এ সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ** : অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল্লাহ সমস্ত জ্বীন ও মানবের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর সকল কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে, তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন বা তিরস্কার করেছেন তা বর্জন করা। আর তিনি যে নিয়মে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করতে বলেছেন সে নিয়মে আল্লাহ্র 'ইবাদাত করা এবং তাঁর শরীয়তে নতুন কোন বিদ'আত সৃষ্টি না করা।

এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার অন্যতম দাবী হলো, নাবী (সাঃ)-কে এমন কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করা যাবে না যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস। যেমন, নাবী (সাঃ)-কে গায়েবের মালিক, মা'বূদ, স্রষ্টা, রব্ব অথবা নিজের বা অপরের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের অধিকারী মনে করা। এগুলো সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ তা'লার অধিকারভুক্ত বিষয়, যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী, আল্লাহ ব্যতীত কেউই এর অধিকারী হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নাবী (সাঃ)-কে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিছু অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত করেছিলেন, এর বাইরে তিনি নিজ থেকে কিছুই জানতেন না বা জানতে পারতেন না। আর নাবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ নাবী (সাঃ)-এর জন্য এরূপ কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার ধারণায় আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না।

শাহ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেন : "আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে এ ধারণা পোষণ করা যে, নাবীগণ গায়েব জানতেন, তাঁরা সকল স্থান থেকে মানুষের আহবান শ্রবণ করেন, এ জাতীয় আক্বীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত ও শিরক।"

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী (রহঃ) বলেন : 'আল্লাহর এমন হক্ব রয়েছে, যা তিনি ব্যতীত অন্য কারো নেই। তাঁর বান্দারও হক্ব রয়েছে। কিন্তু উভয়ের হক্ব হলো পৃথক দুটি হক্ব। তোমরা এ দুটি পৃথক হক্বকে একটি হক্বে পরিণত করো না এবং দুটি হক্বকে নিকটবর্তী করে দিও না।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

"(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয়ও অবগত নই। আমি এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধু ঐ ওয়াহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে।" (সূরাহ আল-আন'আম : ৫০)

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"আপনি বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কেউই গায়েব সম্পর্কে জানে না, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে তারা সেটাও জানে না।" (সূরাহ আন-নামল : ৬৫)

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

"(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাবো না।" (সূরাহ জ্বীন : ২১-২২)

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কিন্তু আল্লাহ্ যা চান। আর আমি যদি গায়েবের খবর জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৮৮)

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

"বলুন, আমার সলাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজাহানের রব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল মুসলিম।" (সূরাহ আল-আন'আম : ১৬২-১৬৩)

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ ». قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ « أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ ».

(২) 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : হে খাত্তাবের পুত্র! যাও, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, কেবলমাত্র ঈমানদার লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'উমার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করলাম : শুনে রাখো, ঈমানদার ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[২]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

---

[২] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৩২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ শব্দে আহমাদ হা/২০৩, ৩২৮। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ হাসান, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩৮০৪০, বায়হাক্বী ৯/১০১, দারিমী হা/২৪৮৯- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ হাসান। ইবনু হিব্বান হা/৪৮৩৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। 'উক্ববাহ ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রেখে মারা যাবে, তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যকার যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করো।" (আহমাদ হা/৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, তায়ালিসি হা/৩০। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি। এর শাওয়াহিদ বর্ণনা রয়েছে)

২। সুফিয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন যা আপনার পরে বা আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আমি জিজ্ঞেস করবো না। তিনি (সাঃ) বললেন : তুমি বলো : আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এরই উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।" (সহীহ মুসলিম হা/১৬৮)

وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ " .

(৩) 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা, তাঁর বান্দীর (মারইয়ামের) পুত্র ও তাঁর সেই কালেমা যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত একটি রূহ মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য"- তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, প্রবেশ করাবেন।[৩]

---

[৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৩১৮০, সহীহ মুসলিম হা/১৪৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২২৬৭৬- বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ সানাদে, ইবনু হিব্বান হা/২০৭, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/৪০৪, ৪৫, ত্বাবারানী 'মুসনাদে শামিয়্যিন' হা/৫৫৫, বাগাভী হা/৫৫, বাযযার হা/২৬৮৩, আবূ আওয়ানাহ হা/৮, শাশী 'মুসনাদ' হা/১২১৮, ১২১৯, নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/১১৩০।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"তার 'আমল যা-ই হোক না কেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"** (সহীহুল বুখারী হা/৩১৮০, সহীহ মুসলিম হা/১৫০)

দৃষ্টি আকর্ষণ : মুসলিম হওয়ার শর্তসমূহ

(১) 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং একত্ববাদের যে ওয়াজিবসমূহ রয়েছে তার উপর 'আমল করতে হবে।

(২) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উম্মাতের জন্য যে দা'ওয়াত নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করতে হবে, তিনি যা আদেশ করেছেন তার আনুগত্য করতে হবে এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩) মুশরিক ও কাফিরদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে, বিশেষ করে তাদের কুফরী ও শির্কী কর্মকাণ্ডের কারণে। কিছু মুসলিম আছে যারা নিজেরা শির্ক করে না, কিন্তু মুশরিকদের সাথে ধর্মীয় ব্যাপারে বিদ্বেষও পোষণ করে না। তাই উক্ত কারণে সে প্রকৃত মুসলিমও হতে পারে না। কারণ সে প্রত্যেক নাবী রাসূলগণ (আঃ)-এর মূল কথাকে বাদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

Contents

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ .

(৪) আবূ বুরদাহ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। এক. ঐ ব্যক্তি যে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নিজের নাবীর (আ) উপর ঈমান এনেছে আবার মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপরও ঈমান এনেছে। দুই. ঐ ক্রীতদাস যে মহান আল্লাহর হক আদায় করার পাশাপাশি স্বীয় মুনিবের

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার 'ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের সাথে আমরা কুফ্রী করছি এবং আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ শত্রুতা চলতে থাকবে।" (সূরাহ মুমতাহিনা : ৪)

(৪) উপদেশ প্রদান করা। যে ব্যক্তি বলে যে, মুসলিমদের মাঝে কেউ যদি শির্ক, কুফ্র, বা যত পাপ করুক না তার সাথে শত্রুতা পোষণ করব না, তাহলে সে প্রকৃত মুসলিম নয়। বরং তাদের জন্য ওয়াজিব হল মুসলিমদের উপদেশ দেয়া। শির্ক, কুফর এবং পাপ কাজের বিষয়ে ভদ্র ও নম্রভাবে তাদের সাবধান করা।

সুতরাং কোন ব্যক্তির মাঝে উপরোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া না গেলে সে প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না।

হকও আদায় করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যার কোন ক্রীতদাসী রয়েছে। আর সে তাকে উত্তম আদব শিখিয়েছে এবং উত্তমরূপে ইল্ম শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।[৪]

عَنْ مَاعِزٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا "

(৫) মাঈয (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সকল আমলের মধ্যে সর্বোত্তম 'আমল কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, যিনি একক। এরপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা, অতঃপর কবুল হাজ্জ। এ 'আমলগুলো ও অন্যান্য আমলের মধ্যে

---

[৪] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৯৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৪০৪, আহমাদ হা/১৯৫৩২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। এছাড়া আহমাদ হা/৭৪২৮, ৭৫৭৪, ৭৯২৪, ১৯৫৬৪, ১৯৬৫৬, ১৯৭১২, ১৯৭২৭, 'আবদুর রাযযাক হা/১৩১১২, আবূ আওয়ানাহ ১/১০৩, আবূ ইয়ালা হা/৭৩০৮, ত্বাহাভী 'শারহু মা'আনিল আসার হা/১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৬৯, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, বায়হাক্বীর সুনান ২/১২৮, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৮৬০৭, ৮৬০৮, এবং বায়হাক্বীর 'আল-আদাব' হা/৭১, হুমাইদী হা/৭৬৮, সাঈদ ইবনু মানসূর হা/৯১৩, ৯১৪, দারিমী হা/২২৪৪, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/২০৩, নাসায়ী সুনানুল কুবরা হা/৫৫০২, ইবনু হিব্বান হা/২২৭, ৪০৫৩, হাকিম 'আল-মা'রিফাহ' পৃঃ ৭, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' ৭/৩১৩, ইবনু হাযম 'আল-মুহাল্লা' ৯/৫০৫, বাগাভী হা/২৬, তিরমিযী হা/১১১৬- ইমাম তিরমিযী বলেন : আবূ মূসার হাদীসটি হাসান সহীহ, ত্বাবারানী আওসাত হা/১৮৮৯, ৩০৭৩, ৫৮৭১, এবং ত্বাবারানী সাগীর হা/১১৩, দারাকুতনী 'আল-ঈলাল' ৭/২০১, খতীব 'আত-তারীখ' ৪/২৮৮।

ফাযীলাতের দিক দিয়ে এই পরিমাণ ব্যবধান রয়েছে যে পরিমাণ ব্যবধান রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার দূরত্বের মাঝে।"[৫]

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : "

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " .

(৬) 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল" আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।[৬]

---

[৫] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১৯০১০, ১৯০১১ ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-জিহাদ' হা/২৪, এবং আল-আহাদ ওয়াল মাসানী হা/২৬৩৬, বুখারীর তারীখুল কাবীর ৮/৩৭। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (হা/৫২৬৩) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদের রিজাল সহীহ রিজাল।

[৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫১- হাদীসের শব্দাবলী তার।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"নাবী (সাঃ) বলেন : যে কোন বান্দা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেন। তখন মু'আয (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিব না? তিনি (সাঃ) বললেন, তাহলে তারা এর উপরই ভরসা করে থাকবে ('আমল ছেড়ে দেবে)। অতঃপর মু'আয (রাঃ) স্বীয় মৃত্যুর সময় (ইলম গোপন করার গুনাহের ভয়ে) এ হাদীস বর্ণনা করেন।"** (তিরমিযী হা/৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০, ইবনু হিব্বান, নাসায়ী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৭৮৮- হাদীসের শব্দাবলী সকলের, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/১৪৯৭, তা'লীকুর রাগীব ২/২২৯, তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩ : তাহক্বীক্ব আলবানী। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম সুয়ূত্বীও একে সহীহ বলেছেন। বাগাভী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এটি কেবল ইবরাহীম ইবনু মূসার হাদীস বলেই জানি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ ـــ عِنْدَ اللهِ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حُجِبَتَاهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

(৭) আবূ 'আমরাহ্ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল। আর আমি আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছি- যে কোন বান্দা এ (কালেমা) দু'টির প্রতি ঈমান রেখে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, এ দুটো অবশ্যই তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে আড়ার হবে।[৭]

" عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، يَرْجِعُ ذَاكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنٍ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا " .

(৮) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে খাঁটি অন্তরে এই সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল"- আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।[৮]

---

[৭] **সহীহ লিগাইরিহি** : ইবনু হিব্বান হা/২২১- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ লিগাইরিহি। আহমাদ হা/১৫৪৪৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আনাউত্ব : সানাদ মজবুত। ত্বাবারানী কাবীর হা/৫৭৫ এবং আওসাত হা/৬৩, হাকিম হা/৪১৩৪ যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী 'আদ-দালায়িল' ৬/১২১। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' (হা/২৮) গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত।

[৮] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২১৯৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির

(হা/২১৮৯৭) : সানাদ সহীহ। অনুরূপ শব্দে ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৬- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ। এছাড়া ত্বাবারানী কাবীর ২০/৭২, এবং ত্বাবারানীর কিতাবুদ দু'আ হা/১৪৬৬, মুসনাদে বাযযার হা/২৬২১, ২৬২৩, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/১১৩৬, ইবনু খুযাইমাহ 'আত-তাওহীদ' ২/৭৯২-৭৯৩, মিয্যী 'তাহযীবুল কামাল' ২০/২৯১, হুমাইদী হা/৩৭০, আশ-শাশী 'মুসনাদ' হা/১৩৩৬, ১৩৩৭, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২৭৮, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৬ যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো যে, সে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ও মুখলেস ছিল, যিনি অদ্বিতীয়, যার কোন শরীক নেই, এবং সলাত ক্বায়িম করেছে, যাকাত দিয়েছে। সে তো এরূপ অবস্থায় বিদায় নিলো যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই হলো আল্লাহর দ্বীন, যা নিয়ে রাসূলগণ আগমন করেছিলেন এবং তাদের রবের পক্ষ হতে প্রচার করেছেন।** (মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩২৩৫। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন)

দৃষ্টি আকর্ষণ : ইসলাম গ্রহণের ফাযীলাত যথাযথভাবে পেতে হলে এবং এর মাধ্যমে নিজেকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। অন্যথায় ইসলাম গ্রহণ ও ঈমান আনা যথার্থ হবে না এবং হাদীসসমূহে বর্ণিত এর অকল্পনীয় মহা ফাযীলাতগুলো থেকেও বঞ্চিত হতে হবে।

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ যা প্রতিটি মুসলিমের জানা জরুরী :

১। আল্লাহর 'ইবাদাতে শির্ক করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾

"আল্লাহ অবশ্যই তার সাথে শির্কের গুনাহ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য যত গুনাহই হোক না কেন, তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গুনাহের কাজ করেছে।" (সূরাহ আন-নিসা : ৪৮)

শির্কের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা। যেমন জ্বিন বা কবরের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা।

২। যারা নিজেদের ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করল, তাদেরকে আহ্বান করল, তাদের সুপারিশ কামনা করল এবং তাদের উপর ভরসা করল, তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যায়

৩। যারা মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে তারা কুফরী করল।

৪। যে ব্যক্তি তাগূতের হুকুমকে নাবী (সাঃ)-এর হুকুম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নাবী (সাঃ)-এর পথ প্রদর্শন অপেক্ষা অন্যের পথপ্রদর্শন অধিকতর সঠিক অথবা অন্যের নির্দেশ নাবী (সাঃ)-এর নির্দেশ অপেক্ষা উন্নতর, সে ব্যক্তি কাফির। এ জাতীয় কুফ্‌রী, যেমন :

(ক) মানব রচিত বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা, অথবা এ কথা মনে করা যে, এ শতাব্দীতে ইসলামী বিধান যুগোপযোগী নয়, অথবা মনে করা যে, একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মুসলিমদের পশ্চাদপদতার কারণ, অথবা মনে করা যে, ধর্ম প্রভু পরওয়ারদেগার ও মানুষের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

(খ) আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক চোরের হাত কাটা অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা আধুনিককালে যুগোপযোগী ও যুক্তিসঙ্গত নয়; এরূপ ধারণা পোষণ করা।

(গ) এ 'আক্বীদাহ্ পোষণ করা যে, শরীয়তের ব্যাপারে অথবা হুদুদ (শাস্তির নির্ধারিত সীমা) বা অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহর নাযিল করা বিধান ছাড়া বিচার ফায়সালা করা জায়িয; যদিও সে বিশ্বাস করে যে, তার ফায়সালা শরীয়তের বিধান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেননা এর ফল দাঁড়াবে এই যে, কখনো কখনো সে অবধারিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করে নিবে আর যারা নিশ্চিত হারাম বস্তু যেমন- যিনা, মদ, খুন ইত্যাদিকে হালাল মনে করে নেয় তারা কাফির হয়ে যায়, এতে সকল মুসলিম একমত।

৫। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আনীত শারঈ বিধানের কোন কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে কুফরী করল- যদিও সে উক্ত বিধানের উপর অসন্তুষ্ট চিত্তে 'আমল করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা পছন্দ করে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।" (সূরাহ মুহাম্মাদ : ৯)

৬। শরীয়তে মুহাম্মাদীর কোন অনুশাসন অথবা তার জন্য নির্ধারিত সাওয়াব বা শাস্তিকে যে বিদ্রূপ করবে, সে আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"তুমি বলো, তোমরা কি ঠাট্টা-তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলো এবং তাঁর রাসূল সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত পেশ করো না। তোমরা নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার পরও তো কুফ্রী কাজে লিপ্ত ছিলে।" (সূরাহ আত-তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)

৭। যাদু, যাদুর দ্বারা বিকর্ষণ করা। যেমন, কোন মানুষকে যাদুর দ্বারা তার প্রেয়সী স্ত্রীর প্রতি বিরাগভাজন করা। যাদুর আকর্ষণ; যেমন শয়তানী মন্ত্রণা দ্বারা অপছন্দনীয় কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান। সুতরাং যে ব্যক্তি এটা সম্পাদন করে অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকে সে কুফরী করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"তারা কাউকে কিছু শিক্ষা দেয়ার পূর্বেই অবশ্য বলে দিত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ্ : ১০২)

৮। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে (ইয়াহূদী-খৃষ্টানদেরকে) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে তারা তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী (সীমালঙ্ঘনকারী) জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরাহ আল-মায়িদাহ্ : ৫১)

৯। যদি কেউ বিশ্বাস পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিধান হতে বের হয়ে যাওয়া কোন কোন লোকের জন্য বৈধ, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য দীনের আশ্রয় নিতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরাহ আলে 'ইমরান : ৮৫)

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অথবা যেসব বস্তু ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, সেসব বস্তু সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং তার উপর 'আমল না করা। অর্থাৎ সে দ্বীন শিক্ষা করতে চায় না এবং তদনুযায়ী 'আমলও করতে চায় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

ইসলাম গ্রহণে অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা হয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } وَنَزَلَ { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ }.

(৯) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা কিছু সংখ্যক মুশরিক লোক যারা মুশরিক অবস্থায় ব্যাপকহারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো : আপনি যা বলেন এবং যে দিকে আহবান করেন তা খুবই উত্তম। তবে আমাদেরকে বলুন, অতীত জীবনে আমরা যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছি তা মুছে যাবে কিনা? (তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো)। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : "যে সমস্ত লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ মানেনা,

---

"যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরাহ আস্-সাজদাহ্ : ২২)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾

"আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তারা অবজ্ঞা ভরে তা অস্বীকার করে।" (সূরাহ আহকাফ : ৩)

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ভয়ে হোক- যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের কোন একটি সম্পাদন করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তিকে জবরদস্তির মাধ্যমে উক্ত কাজ করানো হয়, তবে সে এ হুকুমের আওতায় পরবে না।

[ইসলাম বিনষ্টকারী দশটি বস্তু। প্রকাশনা ও প্রচারে- প্রধান কার্যালয়; গবেষণা, ইফতা ও ইরশাদ বিভাগ, রিয়াদ, সৌদী আরব সরকার। 'আল আক্বীদাতুস সহীহা' প্রণেতা শায়খ 'আবদুল 'আযীয 'আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ)।]

আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে হত্যা করে না এবং যেনা করে না। যারা ঐসব কাজে লিপ্ত হবে তারা নিজেদের পাপের প্রতিফল পাবে"- (সূরাহ আল-ফুরক্বান : ৬৮)। আরো অবতীর্ণ হলো : "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছো, তারা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল"- (সূরাহ আয-যুমার : ৫৩)।[১]

عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ

---

[১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৩৩৭- হাদীসের **শব্দাবলী** তার।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **'আমর ইবনু 'আবাসাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা অত্যন্ত বৃদ্ধ একটি লোক তার লাঠির উপর ভর করে নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (কাফির অবস্থায়) আমি বহু ওয়াদা ভঙ্গ করেছি এবং অসংখ্য পাপ কাজ করেছি, সুতরাং আমার ক্ষমার ব্যবস্থা আছে কি? তিনি (সাঃ) জবাবে বললেন : তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই? লোকটি বললো, হ্যা, আর আমি এ সাক্ষ্যও দেই যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। নাবী (সাঃ) বললেন : তাহলে তো তোমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।** (আহমাদ হা/১৯৪৩২- তাহক্বীক্ব শু'আইব : হাদীসটি সহীহ এর শাওয়াহিদ দ্বারা। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়াদি' গ্রন্থে বলেন : 'সানাদে মাকহুল রয়েছে, আমি অবহিত নই যে, হাদীসটি তিনি 'আমর ইবনু 'আবাসাহ থেকে শুনেছেন কিনা।' আনাস থেকে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে আবূ ইয়ালা গ্রন্থে হা/৩৪৩৩, ইবনু খুযাইমাহ 'আত-তাওহীদ' হা/৩৪২, ত্বাবারানী সাগীর হা/১০২৫। হাফিয বলেন : ঐ লোকটির ঘটনার আরেকটি শাহেদ বর্ণনা রয়েছে বাযযার হা/৩২৪৪, ত্বাবারানী কাবীর হা/৭২৩৫, হাফিয ইবনু হাজার 'আল-আমালী' পৃঃ ১৪৪, বাগাভী 'মু'জামুস সাহাবা' 'আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর হতে আবূ তুওয়াইল (রাঃ) সূত্রে। তাতে রয়েছে : **"তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করোনি? লোকটি বললো, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই,...।"** হাফিয (রহঃ) বলেন : 'এই হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।' এছাড়া আরো বহু শাহেদ বর্ণনা রয়েছে)

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ثَلَاث لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا..

(১০) ইবনু শিমাসাহ আল-মাহরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন, আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবছিলেন। তার ছেলে বলতে লাগলো, হে আব্বা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেননি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি আপনাকে এরূপ সুসংবাদ দেননি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, অবশ্যই আমরা যা কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছি তন্মধ্যে “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল”- সবচেয়ে উত্তম সঞ্চয়। আমি আমার জীবনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি। (প্রথম পর্যায়) আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আমার চেয়ে অধিক বিদ্বেষ পোষণ করতে আর কাউকে দেখিনি। তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি

আমি সুযোগ পাই তাহলে তাঁকে হত্যা করে মনের ঝাল মেটাব। (দ্বিতীয় পর্যায় হলো) অতঃপর যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের প্রেরণা ঢেলে দিলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললাম, আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার কাছে বাই'আত করবো। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলে আমি আমার হাতখানা টেনে নিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আমর! তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি কিছু শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন : তুমি কি শর্ত করতে চাও। আমি বললাম, আমি এই শর্ত করতে চাই যে, আমাকে ক্ষমা করা হোক। তিনি বললেন : হে 'আমর! তুমি কি জান না ইসলাম পূর্বেকার সমস্ত অপরাধ ধবংস করে দেয়? অনুরূপভাবে হিজরাত ও হাজ্জের দ্বারাও পূর্বের সমস্ত অপরাধ ধবংস হয়ে যায়? তখন থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে অন্য কোন ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলো না। বস্তুত আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন কোন সৃষ্টি ছিলো না। তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার এমনি এক প্রভাব ছিলো যে, আমি কখনো তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে স্থির থাকতে পারতাম না। যদি কেউ আমাকে তাঁর দৈহিক সৌষ্ঠবের বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করতো তাও আমার দ্বারা সম্ভব হতো না। যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো তাহলে আমি আশা করতে পারতাম যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। (তৃতীয় পর্যায় হলো) অতঃপর আমার ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ন্যাস্ত হলো। আমি অবগত নই যে, এগুলোর মধ্যে আমার অবস্থা কেমন?।[১০]

ইসলাম গ্রহণে অতীতের সৎ 'আমল নষ্ট হয় না

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ

[১০] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৩৩৬- হাদীসের শব্দাবলী তার।

أَفِيهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.

(১১) হাকিম ইবনু হিযাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন, জাহিলী যুগে ভাল কাজ মনে করে আমি যে দান-খয়রাত করেছি, দাস মুক্ত করেছি বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি, তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তুমি অতীত জীবনে যে সব সাওয়াবের কাজ করেছো তা সহকারেই তুমি মুসলিম হয়েছো।[১১]

ইসলাম গ্রহণ নিরাপত্তার বিধান দেয়

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ .

(১২) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি যতক্ষণ

---

[১১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৩৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। (হাদীসের পরবর্তী অংশে) **হাকিম ইবনু হিযাম বলেন, আমি বললাম : "আল্লাহর শপথ! আমি জাহিলী যুগে যেসব নেক কাজ করেছি তা কখনো পরিত্যাগ করবো না, বরং ইসলামের মধ্যেও অনুরূপ করবো।"** (সহীহ মুসলিম হা/৩৪০)

২। **হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন : "হাকিম ইবনু হিযাম জাহিলী যুগে একশো দাস মুক্ত করেছেন এবং সওয়ারীর জন্য একশো উট দান করেছিলেন। অতঃপর মুসলিম হওয়ার পরও পুনরায় একশো দাস মুক্ত করেছেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একশো উট দান করেছেন। অতঃপর নাবী (সাঃ)-এর নিকট আসলেন।"** হাদীসের বাকী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। (সহীহ মুসলিম হা/১৪১)

Contents

না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সলাত ক্বায়িম করবে এবং যাকাত দিবে। তারা যদি এটা করে তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তার ঘোষণা রইল। তবে ইসলামের হাক্ব ব্যতীত। তাদের হিসাব আল্লাহর উপর।[১২]

নাবী (সাঃ)-কে না দেখে ঈমান আনার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ رَكْبَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: " كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ " حَتَّى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ، قَالَ: فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ، مَاذَا لَهُ ؟ قَالَ: " طُوبَى لَهُ " قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ

---

[১২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৩৫, ইবনু মাজাহ হা/৭২, ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯২৯, আবূ দাউদ হা/১৫৫৬, ২৬৪০, ২৬৪১, তিরমিযী হা/২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮, ৩৩৪১। নাসায়ী হা/২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১, ৩০৯২, ৩০৯৩, ৩০৯৪, ৩০৯৫, ৩০৯৭, ৩৯৬৬, ৩৯৬৭, ৩৯৬৯- ৩৯৭৭, ৩৯৭৯, ৩৯৮৯, ইবনু হিব্বান হা/১৭৪, ১৭৫, ২১৬-২২০, আহমাদ হা/৬৭, ১১৭, ২৩৯, ৩৩৫, ৮৫৪৪, ৮৯০৪, ৯৪৭৫, ১০১৫৮, ১০৫১৮, ১০৮২২, ১০৮৪০, ১৩০৫৬, ১৩৩৪৮, ১৪২০৯, ১৪৫৬০, ১৪৬৫০, ১৫২৪১, ১৬১৬০, ১৬১৬৩, দারিমী হা/২৫০২, দারাকুতনী হা/৯০৪, ৯১০, ৯১২ ১৯০৭-১৯০৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৩৭৪, ১৩৭৯, ৩৮৮৭, ইবনু মানদাহ, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/২৯৫৩৭, ২৯৫৩৯, ২৯৫৪০, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/৬৯১৬, ১০০২০-১০০২২, ১৮৭১৮, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫৯১, ৫৯২, ৫৯৪, ১৭২৫, ২২২৭, ৫৬১৪, তায়ালিসি হা/১১৯৩, বাযযার হা/৩৮, ২১৭, ২৬৬৯, আবূ ইয়ালা হা/৬১, ২২২৮। হাদীসটি সহীহ মুতাওয়াতি।

آمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ: " طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ " قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ، فَانْصَرَفَ .

(১৩) আবূ 'আবদুর রহমান জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় দুইজন আরোহীকে আসতে দেখা গেলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে দেখে বললেন, এদরকে কিন্দা ও মাযহিজ গোত্রের মনে হচ্ছে। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তাদের সাথে মাযহিজ গোত্রের কিছু লোকও ছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর দুই আগুন্তুকের মধ্যকার একজন বাই'আত গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটবর্তী হলো। যখন তিনি তাঁর (সাঃ) হাত নিজের হাতে নিলেন তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং আপনার উপর ঈমান আনলো, আপনাকে সত্য বলে মানলো এবং আপনার অনুসরণ করলো সে কি পাবে? তিনি (সাঃ) বললেন : তার জন্য সুসংবাদ (মোবারকবাদ)। অতঃপর লোকটি তাঁর হাতের উপর হাত বুলিয়ে বাই'আত গ্রহণ করে চলে গেলো।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হলো। সেও বাই'আত গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত নিজের হাতে রেখে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আপনাকে না দেখে আপনার উপর ঈমান আনলো, আপনাকে সত্য বলে মানলো এবং আপনার অনুসরণ করলো সে কি পাবে? তিনি (সাঃ) বললেন : তার জন্য সুসংবাদ, তার জন্য সুসংবাদ, তার জন্য সুসংবাদ। অতঃপর এ লোকটিও তাঁর হাতের উপর নিজের হাত বুলিয়ে বাই'আত গ্রহণ করে চলে গেলো।[১৩]

---

[১৩] **সানাদ হাসান** : আহমাদ হা/১৭৩৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-আহাদ ওয়াল মাসানী হা/২৫৭৮, দুলাবী 'আল-কুনা' ১/৪২, বাযযার হা/২৭৬৯, ত্বাবারানী কাবীর হা/২২/৭৬২। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬৩৯৮) বলেন : হাদীসটি বাযযার ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান।

যে 'আমলের দ্বারা ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَان أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে তার জন্য একবার সুসংবাদ। আর যে ব্যক্তি আমাকে দেখে নাই, তথাপি আমার প্রতি ঈমান এনেছে তার জন্য সাত বার (বারবার) মোবারকবাদ।" (আহমাদ হা/১২৫৭৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ দুর্বল, তবে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি। এছাড়া আবূ ইয়ালা হা/৩৩৯১। হাদীসটির শাওয়াহিদ বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে আবূ সাঈদ খুদরী হতে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আহমাদ হা/১১৬৭৩)

২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার আকাঙ্ক্ষা হয়, যদি আমার ভাইদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো! তখন নাবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বলেন : আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি (সাঃ) বললেন : "তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার ভাই হলো তারা, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে।" (আহমাদ হা/১২৫৭৯, আবূ ইয়ালা হা/৩৩৯০, ত্বাবারানী আওসাত হা/৫৪৯০। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ দুর্বল, তবে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি। এর শাহেদ হাদীস রয়েছে)

৩। একদা কিছু লোক 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সামনে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবীদের ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করলো। তখন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখেছেন তাদের সামনে তাঁর সত্যতা একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। সেই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সবচেয়ে উত্তম ঈমান হলো ঐ ব্যক্তির যে না দেখে ঈমান এনেছে। অতঃপর এর প্রমাণে তিনি এ আয়াত পড়লেন : "আলিফ, লাম-মীম, এটা এমন কিতাব যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মুত্তাকীনদের জন্য হিদায়াত স্বরূপ, যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে।" (মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৯৮৮। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন)

(১৪) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ)-কে বলেছেন : তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ সেই পাবে : এক. তার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা সবচেয়ে বেশি হবে। দুই. যে কোন ব্যক্তির সাথে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে। তিন. ঈমানের পর কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া তার কাছে এরূপ অপছন্দনীয় যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপছন্দনীয়।[১৪]

عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

(১৫) 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে নিজের দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে।[১৫]

---

[১৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬৪২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/১৭৪, আহমাদ হা/১২০০২, ১২৭৬৫, ১২৭৮৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। আবূ নু'আইম 'আল-হিলয়্যা' ১/২৭, তিরমিযী হা/২৬২৪- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। নাসায়ী ৮/৯, ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আবূ ইয়ালা হা/২৮১৩, ইবনু হিব্বান হা/২৩৮, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/২৮১, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৪০৫, 'আবদুর রাযযাক হা/২০৩২০, ত্বাবারানী কাবীর হা/৭২৪, ত্বাবারানী সাগীর হা/৭২৮, উক্বাইলী ২/৩৪৪-৩৪৫, তায়ালিসি হা/১৯৫৯, বাগাভী হা/২১, আবূ আওয়ানাহ 'আল-ঈমান' যেমন রয়েছে ইত্তিহাফ গ্রন্থে ১/৪৭৬, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১৩২৮।

[১৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার। অনুরূপ আহমাদ হা/১৭৭৮, ১৭৭৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। তিরমিযী হা/২৬২৩- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়া আবূ নুআইম 'আল-হিলয়্যা' ৯/১৫৬, আবূ ইয়ালা

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- বলার ফাযীলাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (مُخْلِصًا) دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(১৬) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৬]

হা/৬৬৯২, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/১১৪, ১১৫, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/১৯৮, ১৯৯, বাগাভী হা/২৪, ইবনু হিব্বান হা/১৬৯৪। উল্লেখ্য, কোন বর্ণনায় **'রাসূল' শব্দের পরিবর্তে 'নাবী' শব্দ রয়েছে।**

[১৬] **হাদীস সহীহ :** ইবনু হিব্বান হা/২০১, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' ৭/৩১২ মু'আয (রাঃ) হতে, 'সহীহ জামিউস সাগীর' ২/৬৪৩৩, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৩৫৫- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬) বলেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি খালেস অন্তরে ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (ইবনু হিব্বান, আবূ নু'আইম, আহমাদ। এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২৩৫৫)

২। 'ইতবান বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, ক্বিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে গেছে।" (আহমাদ হা/১৬৪৮২, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, বায়হাক্বীর 'আসমা ওয়াস সিফাত' ও দুররে মানসূর)

৩। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) তাকে বললেন : লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও : "যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই"- সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বাযযার, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৮৫১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ " .

(১৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঈমানের সত্তর বা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।[১৭]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .

(১৮) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো 'আল-হামদুলিল্লাহ'।[১৮]

৪। **আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন : হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য হতে তোমার উম্মাতের মধ্যকার এমন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাও যে ইখলাসের সাথে একদিন হলেও এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং সে এর উপরই মৃত্যুবরণ করেছে।** (আহমাদ হা/১২৮২৪, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৬৩৯- মাকতাবা শামেলা, হাদীস সহীহ)

[১৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৮, সহীহ মুসলিম হা/১৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৪৬৭৬, নাসায়ী হা/৫০০৪, ইবনু হিব্বান হা/১৬৬, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, ত্বাবারানী কাবীর হা/৮৪০, বাযযার হা/৪৯৭৪, তায়ালিসি হা/২৫১৫। উল্লেখ্য, কোন বর্ণনায় রয়েছে : **'সবচেয়ে উঁচু শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** এবং কোন বর্ণনায় রয়েছে : **'সবচেয়ে বড় শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ অনুরূপ। যেমন ত্বাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে।

[১৮] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০, ইবনু হিব্বান, নাসায়ী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮৩৪ যাহাবীর তা'লীক্বসহ। হাদীসের শব্দাবলী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، دَعَا ابْنَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ، آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ، أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، كَانَتْ أَرْجَحَ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً، فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِمَا، لَفَصَمَتْهَا، أَوْ لَقَصَمَتْهَا، وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ ".

(১৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নূহ (আঃ) স্বীয় ইন্তিকালের সময় তাঁর দুই ছেলেকে ডেকে বলেছেন : আমি তো অক্ষম হয়ে পড়েছি। তাই আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে দু'টি বিষয়ে আদেশ করছি এবং দু'টি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে শির্‌ক এবং অহংকার থেকে নিষেধ করছি। আর যে দুটি বিষয়ে আদেশ করছি তার একটি হলো : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" কেননা সমস্ত আসমান ও যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা হয়, তাহলে কালেমার পাল্লাই ঝুলে যাবে (ভারি হবে)। আর যদি সমস্ত আসমান-যমীন (সাত আকাশ ও সাত যমীন) এবং

সকলের। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/১৪৯৭, তা'লীকুর রাগীব ২/২২৯, তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩ : তাহক্বীক্ব আলবানী। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম সুয়ূতীও একে সহীহ বলেছেন। বাগাভী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এটি কেবল ইবরাহীম ইবনু মূসার হাদীস বলেই জানি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কেননা এর সানাদে মূসা ইবনু ইবরাহীম রয়েছে। তিনি সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে থাকেন। যেমনটি আত-তাকরীব গ্রন্থে এসেছে।

এর মধ্যকার যা কিছু আছে, একটি হালকা বা গোলাকার করে তার উপর এ কালেমাকে রাখা হয় তাহলে ওজনের কারণে তা ভেঙ্গে যাবে। আর আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (পাঠ করার জন্য), কেননা এটা প্রত্যেক বস্তুর তাসবীহ, এর দ্বারাই প্রত্যেক বস্তুকে রিযিক্ব দেয়া হয়।[১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ .

(২০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামাতের দিন আপনার শাফা'আত দ্বারা কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তোমার আগে এ বিষয়ে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন) : আমার শাফা'আত দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তি যে অন্তরের ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।[২০]

---

[১৯] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৬৫৮৩, ৭১০১- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৫৪ যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বাযযার হা/২৯৯৮, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৩০, ১৫৩২ মাকতাবা শামেলা। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাফিয ইবনু কাসীর তারীখ গ্রন্থে বলেন : এর সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৭১২৪) বলেন : আহমাদের রিজাল সিক্বাত।

[২০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/৮৮৫৮, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান', ইবনু

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ".

(২১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে একদিন না একদিন এই কালেমা অবশ্যই তার উপকারে আসবে। যদিও ইতিপূর্বে তাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে হয়।[২১]

عَنْ ابِى بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ ".

(২২) আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সেই কালেমা গ্রহণ করবে যা আমি আমার চাচার (আবূ ত্বালিবের) কাছে পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখান করেছিলেন, সেই কালেমা এই ব্যক্তির নাজাতের উপায় হবে।[২২]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنْ الْخَيْرِ ذَرَّةً " .

খুযাইমাহ 'আত-তাওহীদ', আজরী 'আশ-শারী'আহ', বাগাভী, ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ'।

[২১] **হাদীস সহীহ** : বাযযার হা/৮২৯২- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানীর কাবীর হা/১৪০, ৭৩৩, ১১১১, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫২৫। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৩) বলেন : এর রিজাল সহীহ রিজাল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এই কালেমা তাকে ঐ সময়ে মুক্তি দিবে যখন তার উপর মুসিবত আসবে।"** (সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯৩২)

[২২] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২০- হাদীসের শব্দাবলী তার। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : বর্ণনাটি সহীহ এর শাওয়াহিদ দ্বারা।

(২৩) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে এবং তার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ (ঈমান) থাকবে। এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ থাকবে। অতঃপর এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণও কল্যাণ থাকবে।[২৩]

عنْ عَبْد الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إنَّ الله سَيُخَلِّصُ رَجُلًا منْ أُمَّتي عَلَى رُءُوس الْخَلَائق يَوْمَ الْقيَامَة فَيَنْشُرُ عَلَيْه تسْعَةً وَتسْعينَ سجلًّا كُلُّ سجلٍّ مثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكرُ منْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتي الْحَافظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إنَّ لَكَ عنْدَنَا حَسَنَةً فَإنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بطَاقَةٌ فيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذه الْبطَاقَةُ مَعَ هَذه السِّجلَّات فَقَالَ إنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجلَّاتُ في كَفَّة

[২৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬৮৬১- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/৪৯৯, আহমাদ হা/১১৭৭২, ১২১৫৩, ১২৭৭২, ১৩৯২৮, ১৩৯২৯, ১৩৫৯০, ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ' হা/৮০৭, আবূ 'আওয়ানাহ হা/১/১৮০, ইবনু আবূ শাইবাহ, তিরমিযী হা/২৫৯৩, ইবনু মাজাহ হা/৪৩১২, ইবনু খুযাইমাহ 'আত-তাওহীদ' হা/২/৬০৭-৬০৮, ইবনু হিব্বান হা/৬৪৬৪, ইবনু মানদাহ আল-ঈমান হা/৮৬২, তায়ালিসি হা/২০১০, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১১৮৭, বায়হাক্বীর আল-আসমা ওয়াস সিফাত এবং 'আল-ই'তিক্বাদ', হাকিম, বাগাভী, আজরী 'আশ-শারী'আহ পৃঃ ৩৪৯। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ .

(২৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে ৯৯টি 'আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি এসব 'আমলনামার কোন কিছুকে অস্বীকার করো। 'আমলনামা লিখার কাজে নিয়োজিত আমার ফিরিশতারা কি তোমার উপর কোন জুলুম করেছে? সে বলবে, না। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে, এ সমস্ত গুনাহের পক্ষে তোমার কাছে কোন ওজর আছে কি? সে বলবে, কোন ওজর নাই। বলা হবে, তোমার একটি নেকী আমার কাছে রয়েছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। অতঃপর একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে, যাতে লিখা থাকবে : 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' বলা হবে, যাও এটাকে ওজন করে নাও। সে আরজ করবে, এতোগুলো দফতরের মোকাবেলায় এই সামান্য কাগজের টুকরা কি কাজে আসবে। বলা হবে, আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। অতঃপর ঐ দফতরগুলোকে এক পাল্লায় রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় কাগজের ঐ টুকরাটি রাখা হবে। তখন দফতরওয়ালা পাল্লাটির মোকাবেলায় ঐ কাগজের টুকরার পাল্লাটি ওজনে ভারি হয়ে যাবে। আসল কথা হলো, আল্লাহর নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারি হতে পারে না।[২৪]

[২৪] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৬৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০, ইবনু হিব্বান হা/২২৫, বায়হাক্বী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৯ যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবীও বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ .

(২৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন বান্দা এমন নেই যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আর তার জন্য আকাশসমূহের দরজাগুলো খুলে যায় না। এমনকি এ কালেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, এর পাঠকারী কবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।[২৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا.

(২৬) হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কাপড়ের কারুকার্য যেমন মুছে যায় তেমনি ইসলামও এক সময় অস্পষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি লোকেরা এটাও জানবে না যে, সিয়াম কি, সলাত কি, কুরবানী কি এবং সদাক্বাহ কি জিনিস। একটি রাত আসবে

---

[২৫] **হাদীস হাসান :** তিরমিযী হা/৩৫৯০- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৫৬৪৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

যখন অন্তরসমূহ থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে এবং যমীনের উপর কুরআনের একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষদের মধ্যে একদল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অবশিষ্ট থাকবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার (পূর্ব পুরুষের) কাছ থেকে এই কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শুনেছিলাম, সেজন্য আমরাও এই কালেমা পাঠ করি। তখন সিলাহ বিন যুফার হুযাইফাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, তারা যেহেতু ঐ সময় সলাত, সিয়াম, কুরবানী এবং সদাক্বাহ সম্পর্কে অবহিত থাকবে না, তাহলে এই কালেমা তাদের কী উপকারে আসবে? হুযাইফাহ (রাঃ) কোন জবাব দিলেন না। তিনি একই প্রশ্ন করলেন। প্রতিবারেই হুযাইফাহ (রাঃ) জবাব দিলেন না। অতঃপর তৃতীয়বারের পর (অনুরোধ) করলে তিনি বলেন, হে সিলাহ! এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে। এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে। এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে।[২৬]

عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ، وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا "

(২৭) মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যমীনের উপর এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে মহান আল্লাহ ইসলামের কালেমা (হুকুমাত) প্রবেশ না করাবেন। যারা মানবে তাদেরকে কালেমার

---

[২৬] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯, হাকিম হা/৮৬৩৬, ৮৪৬০- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৮৭। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবীও বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম সুয়ূতীও একে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'দূররে মানসূর' গ্রন্থে (৪/২১০)। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন : 'এর সানাদ শক্তিশালী।' আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/১৪৩৭) বলেন : 'এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল নির্ভরযোগ্য।' শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

অধিকারী (অনুসারী) হিসেবে সম্মানিত করবেন এবং যারা মানবে না তাদেরকে অপদস্থ করবেন। অতঃপর তারা (জিযিয়া দিয়ে) মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে থাকবে।[২৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " .

(২৮) ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সলাত ক্বায়িম করা, যাকাত দেয়া, হাজ্জ্ব করা এবং রমাযানের সওম পালন করা।[২৮]

---

[২৭] **সানাদ সহীহ** : আহমাদ হা/২৩৮১৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। বুখারীর তারীখুল কাবীর ২/১৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৩, ইবনু হিব্বান হা/৬৬৯৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৮৩২৬ যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৯৮০৮) বলেন : আহমাদের রিজাল সহীহ রিজাল।

[২৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১২২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহুল বুখারী হা/৭, তিরমিযী হা/২৬০৯- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ, নাসায়ী হা/৫০০১, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩০৮, ৩০৯, ১৮৮০, ইবনু হিব্বান হা/১৫৮, ১৪৬৭, আহমাদ হা/৪৭৯৮, ৫৬৭২,৬০১৫, ১৯২২০, ১৯২২৬, আবূ ইয়ালা হা/৫৬৫৫, বায়হাক্বী ৪/১৯৯, ইবনু মানদাহ, হুমাইদী, ইবনু 'আদীর কামিল, ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৮১, ও অন্যান্য। হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে ইবনু 'উমার সহ একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কী? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : "ইসলাম হল, তুমি এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর সলাত ক্বায়িম করবে ও ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযানের সিয়াম পালন করবে।"** (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(২৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তালকীন করাও। কেননা যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৯]

عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(৩০) 'উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে মৃত্যু বরণ করলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩০]

---

[২৯] **হাদীস হাসান :** ইবনু হিব্বান হা/৩০০৪- শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। ইরওয়াউল গালীল হা/৬৮৭- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী বলেন : সানাদের ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য। অবশ্য মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ব্যতীত। তাকে ইবনু হিব্বান 'সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাদীসের বাক্য : "যার শেষ কথা হবে.." এটি বাযযার ভিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"** (আবূ দাউদ, হাকিম, ইবনু মানদাহ 'আত-তাওহীদ' এবং আহমাদ। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবীর মতও তাই। শায়খ আলবানী একে হাসান বলেছেন। ইরওয়াউল গালীল হা/৬৮৭)

[৩০] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৪৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/৪৬৪, ৪৯৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৪৯৮) : সানাদ সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "আমি এমন একটি কালেমা জানি, যে কোন বান্দা এ কালেমা অন্তরের সাথে সত্য জেনে পাঠ করবে এবং ঐ**

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ " . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " . ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ " عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ " .

(৩১) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে দেখি তিনি সাদা কাপড় জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছেন। এরপর আবার এসেও তাকে ঘুমন্ত দেখতে পাই। অতঃপর আবার এসে দেখি তিনি জাগ্রত হয়েছেন। ফলে আমি তাঁর পাশে বসে পড়ি। তখন তিনি (সাঃ) বললেন : যে কোন বান্দা এ কথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং এর উপরই মৃত্যু বরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন : যদি সে যেনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? নাবী (সাঃ) বললেন : যদি সে যেনা করে এবং যদি সে চুরি করে তবুও। আবূ যার (রাঃ) আবার বলেন : যদি সে যেনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? নাবী (সাঃ) বললেন : যদি সে যেনা করে এবং যদি সে চুরি করে তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ যার নাবী (সাঃ)-কে প্রশ্নটি তিনবার করেন আর প্রতিবারই নাবী (সাঃ) একই জবাব দেন। অতঃপর চতুর্থবারে বললেন, আবূ যারের নাক ধুলো মলিন হোক।[৩১]

অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে। সেই কালেমা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।" (হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে)

[৩১] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২৮৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহুল বুখারী হা/৫৩৭৯।

দৃষ্টি আকর্ষণ : 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার ফাযীলাত সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে মূলত 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠের শর্তগুলো চমৎকারভাবে

পেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ফাযীলাত লাভের দিকগুলো ফুটে উঠেছে। সুতরাং অধিক উপকার প্রদানের আশায় এর শর্তগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

"লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"- এর শর্তসমূহ

(১) এ বিষয়ে ইল্‌ম থাকা : অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সকল গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ বলে স্বীকার করা এবং এ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই।" (সূরাহ মুহাম্মাদ : ১৯)

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"তবে যারা সজ্ঞানে সত্যের সাক্ষ্য দেয়।" (সূরাহ যুখরুফ : ৮৬)

অর্থাৎ কালেমার সাক্ষ্য, তারা মুখে যা বলে সেটি অন্তর দিয়ে জানে।

নাবী (সাঃ) বলেছেন : "যে লোক এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, জীবিত অবস্থায় সে জানত, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

(২) দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা : কোনরূপ সন্দেহ ছাড়া 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর বিশ্বাস অন্তরে পূর্ণভাবে থাকতে হবে। কালেমাকে এমন পরিপূর্ণভাবে জানতে হবে যাতে সংশয়-সন্দেহ না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾.

"সত্যিকারের মু'মিন হল তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং ঈমান আনার পর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না।" (সূরাহ আল-হুজুরাত : ১৫)।

নাবী (সাঃ) বলেছেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। যে লোক এতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ না করে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

(৩) কবুল করা : অর্থাৎ অন্তর ও জিহবার দ্বারা স্বীকার করা। মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾

"তাদেরকে যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকার করত এবং বলত : একজন পাগল কবির কথায় আমরা কি আমাদের ইলাহ্গুলোকে পরিত্যাগ করব?।" (সূরাহ সাফ্ফাত : ৩৫-৩৬)

এ আয়াতের তাফসীরে হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন : মু'মিনগণ যেমনিভাবে এ কালেমা মুখে উচ্চারণ করতেন ঠিক তার বিপরীত কাফিররা তা বলতে অস্বীকার করত অহঙ্কারের কারণে। কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে **নাবী কারীম (সাঃ) বলেন : "আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যখন কেউ তা মেনে নিবে ও মুখে উচ্চারণ করবে তখন সাথে সাথে তার জীবন ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের যে হাক্বসমূহ আছে তা আদায় করতে হবে এবং তার হিসাব নিবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।"** (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

(৪) আত্মসমর্পণ ও যথাযথ অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ﴾

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর।" (সূরাহ যুমার : ৫৪)।

(৫) সত্যবাদিতা, যা মিথ্যার বিপরীত : তা হল অন্তরে সর্বান্তকরণে কালেমাকে উচ্চারণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সাবধান করে বলেন :

﴿ الم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

"আলিফ লাম- মীম-; লোকেরা কি ভেবে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তারা নিরাপদ হয়ে যাবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতএব আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" (সূরাহ আনকাবূত : ১-৩)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যদি কেউ খাটি অন্তরে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।" (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৬) ইখলাস : তা হচ্ছে নিয়্যাতকে শুদ্ধ করে যাবতীয় শির্ক থেকে নিজেকে দূরে রেখে নেক 'আমল করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

"তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে ইখলাসের সাথে আল্লাহর আনুগত্যসহ 'ইবাদাত করতে।" (সূরাহ বাইয়্যিনাহ্ : ৫)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "ক্বিয়ামাতের দিন আমার শাফা'আত পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি যে অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করে।" (সহীহুল বুখারী)

عَنْ يَحْيى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ، سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا لَكَ مُكْتَئِبًا أَسَاءَتْكَ

তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন যে একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে।" (সহীহ্ মুসলিম)

(৭) কালেমা তায়্যিবার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা : কালেমার দাবী হলো, যে সকল মু'মিন উপরোক্ত শর্তসমূহ মানবে মানুষ কেবল তাদেরকেই ভালবাসবে এবং যারা তা মানবে না তাদেরকে ঘৃণা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾

"মানুষের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে যেমন ভালবাসতে হয় তেমন তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা আরো মজবুত।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৬৫)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ সেই পাবে : এক. তার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা সবচেয়ে বেশি হবে। দুই. যে কোন ব্যক্তির সাথে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে। তিন. ঈমানের পর কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া তার কাছে এরূপ অপছন্দনীয় যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপছন্দনীয়।" (সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

(৮) তাগূতের প্রতি কুফরী করা : তাগূত হল ঐ সকল বাতিল ইলাহ আল্লাহ্কে ছাড়া যাদের 'ইবাদাত করা হয়। সুতরাং কালেমা পাঠকারী তাদেরকে বর্জন করবে, যদিও সে একমাত্র আল্লাহ্কে রব্ব এবং সত্যিকারের ইলাহ বলে স্বীকার করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ﴾

"আর যে লোক তাগূতদের অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে নিশ্চয়ই সে এমন এক শক্ত বন্ধনকে আঁকড়ে ধরল যা ছুটবার নয়।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে বলে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং আল্লাহ ব্যতীত যে সকল ইলাহ্র 'ইবাদাত করা হয় তা অস্বীকার করে তার জীবন ও সম্পদ (নষ্ট করা) অন্যের জন্য হারাম।" (সহীহ্ মুসলিম)

إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ " . فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوُفِّيَ . قَالَ أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ .

(৩২) ইয়াহইয়া ইবনু ত্বালহা হতে তার মাতা সু'দা আল-মুরিয়্যাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর একদা 'উমার (রাঃ) ত্বালহার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। 'উমার (রাঃ) ত্বালহাকে বিষন্ন দেখে বললেন : কি ব্যাপার, তোমাকে বিষন্ন দেখছি? তোমার চাচাতো ভাইয়ের খিলাফাত কি তোমার অপছন্দ হচ্ছে? ত্বালহা বললেন, না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : এমন একটি কালেমা আমি জানি, তা যে কেউ মৃত্যুর সময় পাঠ করলে তার 'আমলনামার জন্য সেটা নূর হবে এবং নিঃসন্দেহে তার দেহ ও আত্মা মৃত্যুর সময় সেটার দ্বারা স্বস্তি লাভ করবে। কিন্তু উক্ত কালেমা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। এ সময়ের মধ্যে তিনিও ইন্তিকাল করেছেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমার সেই কালেমা জানা আছে। এটা সেই কালেমা যা তিনি তাঁর চাচার কাছে আশা করেছিলেন (অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ')।[৩২]

---

[৩২] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৫২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাঊত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ। বাযযার হা/৯৩০, আবূ ইয়ালা হা/৬৪০, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/১০৯৮, ১১০১, ইবনু হিব্বান, তাখরীজু আহাদীসিল মুখতারাহ হা/১১৪, ১১৯, ২৩৯ ও আহকামুল জানায়িয। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৯২০) বলেন : হাদীসটি আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : ত্বালহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি :

(إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَ أَشْرَقَ لَوْنُهُ وَرَأَى مَا يَسُرُّهُ)

শিরক না করার ফাযীলাত

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا .

(৩৩) মু'আয (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পিছনে উফাইর নামক গাধার পিঠে সওয়ার ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন : হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর কি হক রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি হক রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি (সাঃ) বললেন : বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে : তারা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হচ্ছে,

---

"আমি এমন একটি কালেমা জানি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তা পাঠ করবে তার মৃত্যুকষ্ট দূর হয়ে যাবে, তার রং মৃত্যুর সময় উজ্জ্বল হতে থাকবে এবং সে আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখতে পাবে।" কিন্তু আমি উক্ত কালেমা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। সেজন্য আমি মনক্ষুন্ন আছি। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমার সেই কালেমা জানা আছে। ত্বালহা (রাঃ) আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি? 'উমার (রাঃ) বললেন, আমি অবগত আছি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কালেমা আর নেই যা তিনি স্বীয় চাচা আবূ ত্বালিবকে মৃত্যুর সময় পেশ করেছিলেন, অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ত্বালহা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম এটাই, আল্লাহর কসম এটাই সেই কালেমা।" (বায়হাক্বীর আসমা ওয়াস সিফাত হা/১৭২- উপরোক্ত শব্দে, দুররে মানসূর, হাকিম হা/১২৪৪, আহমাদ হা/১৩৮৪, আবূ ইয়ালা। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ সহীহ)

যে বান্দা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না তিনি তাকে আযাব দিবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিবো না? তিনি (সাঃ) বললেন : তাদেরকে এ সুসংবাদ দিও না। কেননা তারা এর উপর নির্ভর করে 'আমল ছেড়ে দিবে।[৩৩]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَان فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ .

(৩৪) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা রাসূল (সাঃ) বললেন, দুটি জিনিস ওয়াজিব হয়ে গেছে)। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুটি জিনিস ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি (সাঃ) বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা গেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মারা গেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৩৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– انْتُهِىَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِىَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا

---

[৩৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৬৪৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৫৩, আহমাদ হা/২১৯৯১, ২১৯৯৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১৯০৩) : সানাদ সহীহ।

[৩৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২৭৯, আহমাদ হা/১৫২০০- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৫১৩৮) : সানাদ সহীহ। বায়হাক্বী, আবূ ইয়া'লা হা/২২৭৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : এর রিজাল সহীহ রিজাল।

فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– ثَلاَثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

(৩৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মি'রাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে জিনিস অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতারিত, তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়। ঐ গাছের উপর সোনার ফড়িং ছেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এবং সূরাহ বাক্বারাহর শেষের দুই আয়াত দেয়া হয়। এবং এটাও দেয়া হয় যে, তার উম্মাতের মধ্যে যারা শিরক করবে না তাদের কবীরাহ গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ».

---

[৩৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৪৪৯, আহমাদ হা/৩৬৬৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, বায়হাক্বীর দালায়িলুন নবুওয়াত হা/৪/৪৭৪, আবূ ইয়া'লা, নাসায়ী সুনানুল কুবরা হা/৩১৫, তাবারী স্বীয় তাফসীর। শু'আইব বলেন : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

(৩৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে সব অপরাধী আল্লাহর সাথে শির্ক করেনি তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি সম্পর্কে (আল্লাহ বলেন) : এদেরকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে. এদেরকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে, এদেরকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে।[৩৬]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاؤُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً، .."

(৩৭) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : কেউ একটি নেক 'আমল করলে এর বিনিময়ে তাকে এর দশগুন বা আরো অধিক দিবো। কেউ যদি একটি গুনাহ করে তাহলে এর বিনিময়ে কেবল একটি গুনাহ (লিখা) হবে অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। আর কেউ যদি আমার কাছে পৃথিবীর সমান গুনাহসহ উপস্থিত হয় এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকে তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবীর সমান ক্ষমা নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যাবো।[৩৭]

---

[৩৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৬৭০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুয়াত্তা মালিক, তিরমিযী হা/২০২৩, আবূ দাউদ হা/৪৯১৬, আহমাদ হা/৭৬৩৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/৭৯১৪, ২০২২৬, তার থেকে আবূ ইয়ালা হা/৬৬৮৪, ইবনু হিব্বান হা/৩৬৪৪, বাগাভী, বায়হাক্বী, গায়াতুল মারাম হা/৪১২। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[৩৭] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২১৩৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، كَمَا لَوْ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْتَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ "

(৩৮) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করলো যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার অন্যান্য পাপ তার কোন ক্ষতি করবে না। যেমন কোন ব্যক্তি শির্‌ক করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে সে জাহান্নামে যাবে এবং তার অন্যান্য সাওয়াব তার কোন উপকারে আসবে না।[৩৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

(৩৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক নাবীর বিশেষ একটি দু'আ আছে যা কবুল করা হবে। প্রত্যেক নাবীই তাঁর সে দু'আ আগে ভাগে (দুনিয়াতেই) করে ফেলেছেন।

(হা/২১৩৮০) : সানাদ সহীহ। তিরমিযী হা/৩৫৪০- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৬০৫। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসরে সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবীও বলেন : সহীহ।

[৩৮] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৬৫৮৬- হাদীসের শব্দাবলী তার। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের মর্তে সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২৪) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল।

আর আমি আমার সে দু'আ ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য (দুনিয়াতে) মুলতবী রেখেছি। আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি শির্ক না করে মৃত্যুবরণ করবে, ইনশাআল্লাহ সে তা লাভ করবে।[৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ " تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ " . قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا " .

(৪০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুইন নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো : আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। ফরয সলাত ক্বায়িম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমাযানের সওম পালন করবে। একথা শুনে লোকটি বললো, সেই সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি এর চেয়ে বেশিও করবো না এবং কমও করবো না। অতঃপর লোকটি যখন চলে যেতে লাগলো নাবী (সাঃ)

---

[৩৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৫১২- হাদীসের শব্দাবলী তার। অনুরূপ শব্দে তিরমিযী হা/৩৬০২- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ হা/৯৫০৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ 'আত-তাওহীদ' ২/৬৩১, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/৯১৩, এবং বায়হাক্বী।

বললেন, কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চাইলে সে যেন এই লোকটিকে দেখে।[৪০]

---

[৪০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৩১০, সহীহ মুসলিম হা/১১৬, আহমাদ হা/৮৫১৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, আবূ আওয়ানাহ, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান'। বুখারী ও ইবনু মানদাহ্র বর্ণনায় "আমি এর চেয়ে কমও করবো না"- কথাটি নেই।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, উম্মাতকে শির্ক বিবর্জিত 'ইবাদাত শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েই মহান আল্লাহ নাবী (সাঃ)-কে নাবী করে পাঠিয়েছেন। যেমন, **'আমর ইবনু 'আবাসাহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমি আমার সম্প্রদায়ের ইলাহ্গুলো থেকে বিমুখ ছিলাম। একদা আমি নাবী (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, তিনি আত্মগোপনে আছেন। আমি গোপনে খোঁজ নিয়ে তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন : নাবী। আমি বললাম, নাবী কি? তিনি বললেন : আল্লাহ্র রাসূল। আমি বললাম, আপনাকে কে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন : মহান আল্লাহ। আমি বললাম, আপনাকে কী দিয়ে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন : "এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা হবে, রক্ত সংরক্ষণ করতে হবে, রাস্তা নিরাপদ করতে হবে, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং এক আল্লাহর 'ইবাদাত করতে হবে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।" আমি বললাম, আপনাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতো অত্যন্ত ভাল। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনাকে সত্য বলে ঘোষণা করছি। আপনি বলুন, আমি কি আপনার সাথে অবস্থান করবো? তিনি বললেন : তুমি দেখছো যে, আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তা লোকেরা অপছন্দ করছে। কাজেই তুমি তোমার পরিবারের কাছেই থাকো। অতঃপর যখন তুমি আমার সম্পর্কে জানবে যে, আমি আমার অবস্থান থেকে বেরিয়েছি তখন আমার কাছে এসো।"** (আহমদ হা/১৭০১৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-আহাদ ওয়াল মাসানী' হা/১৩৩০, ত্বাবারানী 'মুসনাদে শামীয়িন' হা/৮৬৩, আবূ নু'আইব 'দালায়িলুন নবুওয়্যাত' হা/১৯৮, বায়হাক্বী 'আদ-দালায়িল' ২/১৬৮, হাকিম হা/৫৮৪, ৪৪১৮। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন : সহীহ)

ফাযায়িলে সলাত

সলাত পরিচিতি

সলাত শব্দটি অভিধানে স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন : (১) আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : অনুগ্রহ, দয়া (২) বান্দার সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : প্রার্থনা, দু'আ (৩) ফিরিশতার সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : ক্ষমা প্রার্থনা (৪) নাবীর সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : দরূদ পড়া (৫) পশু পাখির সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে : তাসবীহ পাঠ করা (৬) সলাত আদায় করা- যা একটি বিশেষ 'ইবাদাত, আলোচ্য অনুচ্ছেদে এটাই উদ্দেশ্য।

পরিভাষায় সলাত হলো : কতিপয় নির্দ্দিষ্ট আরকান ও আহকামের সমষ্টি একটি নির্দ্দিষ্ট 'ইবাদাত। ইসলামী শরীয়তে এর নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় ফরয। সলাত ইসলামের শ্রেষ্ঠতম 'ইবাদাত এবং ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা সলাত আদায় করো ঠিক ঐভাবে যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখো।" (সহীহুল বুখারী)

ফাযায়িলে ত্বাহারাত

উযু করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِى مَالِك الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ" .

(৪১) আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[৪১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ .

(৪২) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন পবিত্রতা ছাড়া সলাত কবুল হয় না।[৪২]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ.

(৪৩) 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : পবিত্রতা (উযু) হলো সলাতের চাবি।[৪৩]

---

[৪১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, আহমাদ হা/২২৯০২, দারিমী হা/৬৭৮, ত্বাবারানী কাবীর হা/৩৩৪৭, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩৭, ৩৮, ৩১০৭০, আবূ আওয়ানাহ হা/৪৫৭, বায়হাক্বী, ইবনু মানদাহ। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৮০০, ২২৮০৬) : সানাদ সহীহ।

[৪২] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৫৫৭, তিরমিযী হা/১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৫৯, নাসায়ী হা/১৩৮, ইবনু মাজাহ হা/২৭৩, আহমাদ হা/৪৭০০, ইবনু খুযাইমাহ হা/৮, আবূ আওয়ানাহ হা/৪৮৭, তায়ালিসি হা/১৪০৩, ইরওয়াউল গালীল হা/১২০। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮২০৬) : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সহীহ।

[৪৩] হাসান সহীহ : তিরমিযী হা/৩, আবূ দাউদ হা/৬১, ৬১৮, ইবনু মাজাহ হা/২৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, অনুরূপ আহমাদ হা/১০০৬, ১০৭২, বায়হাক্বী,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً " .

(৪৪) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি এভাবে (উত্তমরূপে) উযু করে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ফলে তার সলাত ও মাসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত 'আমল বলে গণ্য হয়।[৪৪]

عَنْ أَبِي هريرة قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ " .

(৪৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় আহবান করা হবে যে, পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করার কারণে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। কাজেই তোমরা যারা সক্ষম তারা অধিক উজ্জ্বলতাসহ উঠতে চেষ্টা করো।[৪৫]

আবূ ইয়ালা হা/১০৩৯, ১০৮৭- আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে, তায়ালিসি হা/১৮৯০- জাবির (রাঃ) হতে, ইবনুল জারুদ হা/২৮১, ইরওয়াউল গালীল হা/৩০১। উল্লেখ্য, হাদীসটি কোন বর্ণনায় 'উযু' এবং কোন বর্ণনায় 'তুহুর' তথা পবিত্রতা শব্দে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ এবং হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১০০৬, ১০৭২) : সানাদ সহীহ। ইমাম নাববী বলেন : হাসান। আবূ ইয়ালার তাহক্বীক্ব গ্রন্থে হুসাইন সালীম আসাদ বলেন : এর সানাদ হাসান। ইমাম হাকিম, ইবনুস সাকান ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাসান সহীহ।

[৪৪]হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৫৬৬- হাদীসের শব্দাবলী তার। ভিন্ন শব্দে আহমাদ হা/১৯০৬৪।

[৪৫] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/১৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬০৩, আহমাদ হা/৮৪১৩, আবূ আওয়ানাহ হা/৪৬০, ত্বাবারানী কাবীর হা/৪৬১ এবং আওসাত হা/২০৪৯।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ .

(৪৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার উম্মাত (ক্বিয়ামাতের দিন) আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর আমি লোকদেরকে তা (হাওয) থেকে এমনভাবে বিতাড়িত করবো, যেভাবে কোন ব্যক্তি তার উটের পাল থেকে অন্যের উটকে বিতাড়িত করে থাকে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? জবাবে তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের এক নিদর্শন হবে যা অন্য কারো হবে না। উযুর প্রভাবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়বে। উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত অবস্থায় তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর তোমাদের একদল লোককে জোড় করে আমার থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তখন আমি বলবো, হে আমার রব্ব! এরা তো আমার লোক। জবাবে ফিরিশতারা আমাকে বলবে, আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে তারা কি কি নতুন কাজ (বিদ'আত) করেছে।[৪৬]

---

[৪৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৬০৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহুল বুখারী হা/৬৫২৭, ৬০৯০, ৬০৯৬, ৬০৯৭, আহমাদ হা/২০৯৬, ২২৮১, ৩৬৩৯, ৩৮১২, ৩৮৫০, ৪১৪২, ইবনু হিব্বান হা/৭৪৭১, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩২৩৩১, ৩৫৫৩৮, ইবনু আবূ 'আসিম, আবূ ইয়ালা হা/৩৮৩৬, ৩৮৪৫, 'আবদুর রাযযাক হা/২০৮৫৫, তায়ালিসি হা/২৭৫১, বাযযার হা/২০৪, ১৬৮৫, আবূ আওয়ানাহ হা/১৩০৯, ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৭- শেষের অংশটুকু, অনুরূপ তিরমিযী হা/২৪২৩। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

উযুর পানির সাথে গুনাহসমূহ ঝরে যায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ .

(৪৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিম বান্দা উযুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে তার পা দু'খানা ধৌত করে তখন তার দুই পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।[৪৭]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ .

---

[৪৭] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬০০- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৮০২০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। দারিমী হা/৭১৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ। তিরমিযী হা/২- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ, ইবনু খুযাইমাহ হা/৪, ইবনু হিব্বান হা/১০৪০, বাগাভী হা/১৫০, আবূ আওয়ানাহ হা/৫১৫, বায়হাক্বী, ত্বাহাভী, 'আবদুর রাযযাক।

(৪৮) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : উযু করার সময় কেউ যদি উত্তমরূপে উযু করে তাহলে তার শরীরের সমস্ত গুনাহ ঝরে যায়। এমনকি তার নখের নীচের গুনাহও বের হয়ে যায়।[৪৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " .

(৪৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) গুনাহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। তিনি (সাঃ) বললেন : কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা, সলাতের জন্য বারবার মাসজিদে যাওয়া এবং এক সলাতের পর আরেক সলাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এ কাজগুলোই হলো প্রস্তুতি (রিবাত)।[৪৯]

---

[৪৮] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬০১, আহমাদ হা/৪৭৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৪৭৬) : সানাদ সহীহ। এছাড়া আহমাদ হা/১৯০৬৪, আবূ আওয়ানাহ হা/৪৭২, বাযযার হা/৪৩৩, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৪৯।

[৪৯] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১০৯৯৪, ২২৩২৬- শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ, ইবনু খুযাইমাহ হা/৫, ১৭৭, আবূ ইয়ালা হা/২৩৭১, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান হা/১০৪৪, হাকিম হা/৪৫৬ যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

উযু করে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(৫০) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করার পর বললেন : যে ব্যক্তি আমার এ উযুর ন্যায় উযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে এবং এ সময় অন্য কোন ধারণা তার অন্তরে উদয় হবে না। তাহলে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৫০]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا " .

(৫১) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : কোন মুসলিম উত্তমরূপে উযু করে সলাত আদায় করলে পরবর্তী ওয়াক্তের সলাত পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৫১]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا

---

[৫০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৫৫, সহীহ মুসলিম হা/৫৬১, আহমাদ হা/৪১৮- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, আবূ দাউদ হা/১০৬, নাসায়ী হা/৮৪, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩, বাযযার হা/৪২৯, ইবনু হিব্বান হা/১০৬৫, ত্বাহাভী, বায়হাক্বী, দারাকুতনী।

[৫১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার।

وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " .

(৫২) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন কোন মুসলিমের ফরয সলাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন যদি কোন মুসলিম উত্তমরূপে উযু করে এবং একান্ত বিনীতভাবে সলাতের রুকূ' সাজদাহ্ ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে পুনরায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। আর এরূপ সারা বছরই হতে থাকে।[৫২]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " .

(৫৩) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন যদি কোন ব্যক্তি সেইভাবে উযু করে এবং ফরয সলাতসমূহ আদায় করে তাহলে তার ফরয সলাতসমূহের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৫৩]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

---

[৫২] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৫৬৫- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৫৩] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৫৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৪০৬- শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৪০৬, ১৪৭৩) : সানাদ সহীহ। তায়ালিসি হা/৭৪, 'আবদ ইবনু হুমাইদ, ইবনু হিব্বান হা/১০৪৩, নাসায়ী, বাযযার হা/৪১৬।

(৫৪) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু করে সলাতের জন্য মাসজিদের দিকে যায় এবং তার মাসজিদে যাওয়া যদি সলাত ছাড়া অন্য কোন কারণে না হয় তবে তার অতীত জীবনের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।[৫৪]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

(৫৫) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিম যখন উত্তমরূপে উযু করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সলাত আদায় করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।[৫৫]

উযুর শেষে যে দু'আ পড়া ফাযীলাতপূর্ণ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " .

(৫৬) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি উত্তমরূপে উযু করার পর বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে এর যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।[৫৬]

---

[৫৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫৭০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৫৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৫৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/১৬৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, আহমাদ হা/১৭৩১৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ, ইবনু খুযাইমাহ হা/২২২, ২২৩, আবূ আওয়ানাহ হা/৪৬৩।

উযু করে মাসজিদে যাওয়ার ফাযীলাত

عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب، قَالَ حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلاَّ احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ " .

(৫৭) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবীর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট কেবল সাওয়াব লাভের আশায় একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে সলাতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা ফেলার সাথে সাথেই মহা সম্মানিত আল্লাহ তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা হলে মাসজিদের নিকটে থাকবে অথবা দূরে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি উযু করার পর বলবে : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্‌তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইয়াইক্"- তার জন্য এটি একটি সাদা পাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেয়া হয় যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।" (ত্বাবারানী আওসাত ২/১২৩, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা ৬/২৫, হাকিম, সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৭। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন)

অতঃপর সে যখন মাসজিদে গিয়ে জামা'আতে সলাত আদায় করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মাসজিদে উপস্থিত হয় এবং অবশিষ্ট সলাতে শামিল হয়ে সলাতের ছুটে যাওয়া অংশ পূর্ণ করে, তাহলেও তাকে অনুরূপ (জামা'আতে পূর্ণ সলাত আদায়কারীর সমান সাওয়াব) দেয়া হয়। আর যদি সে (মাসজিদে এসে) জামা'আত সমাপ্ত দেখে একাকী সলাত আদায় করে নেয়, তবুও তাকে ঐরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়।[৫৭]

عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ " .

(৫৮) আবূ সুমামাহ আল-হান্নাত বলেন, একদা মাসজিদে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কা'ব ইবনু 'উজরাহ্‌র (রাঃ) সাথে তার সাক্ষাত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে আমার দু' হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে মট্‌কাতে দেখতে পেয়ে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযু করে মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলে সে যেন তার দু' হাতের আঙ্গুল না মট্‌কায়। কেননা সে তখন সলাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ উযু করা অবস্থায় তাকে সলাত আদায়কারী হিসেবেই গণ্য করা হয়)।[৫৮]

---

[৫৭] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫৬৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ।

[৫৮] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৩৮৬- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। দারিমী, ত্বাবারানী, 'আবদুর রাযযাক, ত্বাহাভী 'মুশকিলুল আসার' হা/৫৫৬৭, আহমাদ হা/১৮১১৪, ১৮১১৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস হাসান। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২০৪৭) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান।

উযুসহ রাতে ঘুমানোর ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا ».

(৫৯) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেউ উযু করে রাত্রি যাপন করলে তার কাছাকাছি একজন ফিরিশতা রাত্রি যাপন করেন। সে জাগ্রত হওয়ার আগ পর্যন্ত (বা জাগ্রত হলে) ঐ ফিরিশতা তার জন্য এই বলে দু'আ করেন : হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিন, কেননা সে পবিত্রতা অর্জন করে রাত্রি যাপন করেছে।[৫৯]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ».

(৬০) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিম যদি পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করে. অতঃপর রাতে উঠে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাই দান করেন।[৬০]

---

[৫৯] **হাসান সহীহ :** ইবনু হিব্বান হা/১০৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু 'আদী, ইবনু শাহীন 'আত-তারগীব', ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৯৭, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/২৫৩৯, তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/১০৪৮। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৭০৭৪) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৬০] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫০৪২- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/১০৬৪৩, এবং 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৮০৭, ত্বাবারানী, আহমাদ হা/১৭০২১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، اَللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ " ...

(৬১) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সলাতের উযুর মতো উযু করে নেবে। তারপর ডান পাশে শুয়ে বলবে : "হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সমর্পণ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নাবীর উপর।"-অতঃপর যদি সেই রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। কাজেই এ কথাগুলো তোমার সর্বশেষ কথায় পরিণত করো।[৬১]

লিগাইরিহি। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১৯৪৭, ২১৯৯১) : এর সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১১৩০) বলেন : হাদীসটি আহমাদ, ত্বাবারানী কাবীর ও আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬১] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/২৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৭০৫৭, আহমাদ হা/১৮৫৮৭, তিরমিযী হা/৩৫৭৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/১০৬১৮, এবং 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৭৮২, ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৪৭০৪, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ'।

মিশওয়াক করার ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

(৬২) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায়।[৬২]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ ، وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.

(৬৩) 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মিসওয়াক করার আদেশ দিয়ে বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : বান্দা যখন মিসওয়াক করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে, তখন তার পিছনে একজন ফিরিশতা দাঁড়ায় এবং মনোযোগ দিয়ে তার ক্বিরাআত শুনে। অতঃপর ফিরিশতা তার অতি নিকটবর্তী হয় এমনকি ফিরিশতার নিজের মুখ তার মুখের উপর রাখেন।

---

[৬২] হাদীস সহীহ : আহমাদ হা/২৪২০৩, নাসায়ী হা/৫, বায়হাক্বী, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৩৫, ইবনু হিব্বান হা/১০৭৪, ইমাম শাফিঈর কিতাবুল উম্ম, দারিমী হা/৭০৯, সহীহ আল-জামি' হা/৩৬৯৫, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৬। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭, ২৪০৮৫, ২৪৮০৬) : সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১১১৬) বলেন : হাদীসটি আবূ ইয়ালা দুটি সানাদে বর্ণনা করেছেন এবং এর একটি রিজাল সহীহ রিজাল। ইমাম ইবনু হিব্বান, শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তখন তার মুখ থেকে কুরআনের যা কিছুই তিলাওয়াত বের হয় তা ফিরিশতার উদরে প্রবেশ করে। কাজেই তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র রাখো কুরআনের জন্য।[৬৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ .

(৬৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবার সম্ভাবনা না থাকলে আমি প্রত্যেক সলাতের জন্য মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।"[৬৪]

---

[৬৩] **হাদীস সহীহ** : বাযযার হা/৬০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইবনু মাজাহ হা/২৯১, সহীহ আত-তারগীব হা/২১৫। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২৫৬৪) বলেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৬৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৮৩৮- হাদীসের শব্দাবলী তার। অনুরূপ হাদীস 'ইনদা কুল্লী সলাত' শব্দে বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিম হা/৬১২, আবূ দাউদ হা/৪৭, নাসায়ী হা/৭, ইবনু মাজাহ হা/২৮৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ইবনু হিব্বান হা/১০৬৫, আহমাদ হা/৬০৭, ৯৬৭, এবং আহমাদ শাকিরের তাহক্বীক্ব (হা/৬০৭, ৯৬৭, ১৯২৬, ৭৩৩৫, ৭৫০৪, ৭৮৪০, ৯১৫২, ৯১৬৬, ৯৫১৩, ৯৫৫৭, ৯৮৯০) : সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০।

ফাযায়িলে আযান

আযান ও ইক্বামাতের ফাযীলাত

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(৬৫) মু'আবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : ক্বিয়ামাতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় সর্বাধিক লম্বা হবে।[৬৫]

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ " . قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ . فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ مِيلاً .

(৬৬) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : শয়তান সলাতের আযানের শব্দ শুনে পলায়ন করতে করতে রাওহা পর্যন্ত ভেগে যায়। আ'মাশ বলেন, আমি আবূ সুফিয়ানকে রাওহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এ স্থানটি মাদীনাহ্ হতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।[৬৬]

عَنْ أَبُو سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

---

[৬৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৮৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১২৭২৯, ১৩৭৮৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ লিগাইরিহি। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৮০৪) : সানাদ সহীহ। বাযযার হা/১৩৬৫, ত্বাবারানী কাবীর হা/১০৭১।

[৬৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৮৮০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

(৬৭) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যেকোন মানুষ, জ্বিন অথবা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আওয়ায শুনবে, সে ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে।[৬৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا . لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى " .

(৬৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন সলাতের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাতকর্ম করতে করতে (দ্রুত) পলায়ন করে, যেন সে আযানের শব্দ শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন ইক্বামাত দেয়া হয় তখন সে পলায়ন করে। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে এবং মুসল্লীর মনে সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। সে তাকে বলে, এটা স্মরণ করো, ওটা স্মরণ করো। অথচ এ কথাগুলো সলাতের পূর্বে তার স্মরণও ছিলো না। শেষ পর্যন্ত মুসল্লী এমন এক বিভ্রাটে পড়ে যে, সে বলতেও পারে না, সে কত রাক'আত সলাত আদায় করেছে।[৬৮]

---

[৬৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৩০৫৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ মালিক হা/১৩৮, নাসায়ী হা/৬৪৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, এবং মুসনাদ আহমাদ- তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির (হা/১০৯৭২) : সানাদ সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"মুয়াজ্জিনের আযানের আওয়ায যেকোন জ্বিন, ইনসান. গাছ এমনকি পাথরও শুনবে সে ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে।"** (ইবনু মাজাহ, সহীহ আত-তারগীব হা/২২৫। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ)

[৬৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৭৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১২৯৫, আহমাদ হা/৯৯৩১, আবূ দাউদ, নাসায়ী হা/৬৭০, আবূ আওয়ানাহ হা/৭৫৪, ইবনু হিব্বান হা/১৭৮৪।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً .

(৬৯) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার জন্য তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে লিখা হয় ষাট নেকী এবং প্রত্যেক ইক্বামাতের বিনিময়ে লিখা হয় ত্রিশ নেকী।[৬৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا " .

(৭০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায় তাকে ততদূর ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিসই (ক্বিয়ামাতের দিন) তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে। আর কেউ জামাআতে হাজির হলে তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত সলাতের সাওয়াব লিখা হয় এবং এক সলাত থেকে আরেক সলাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৭০]

---

[৬৯] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/৭২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৩৬ যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, ইবনু 'আদী, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৪২, সহীহ আত-তারগীব হা/২৪০। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : এই হাদীস বুখারীর শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭০] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫১৫, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৯০- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু মাজাহ হা/৭২৪, আহমাদ হা/৭৬১১, মিশকাত হা/৬৬৭। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৬০০) : সানাদ সহীহ। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ তার বিভিন্ন সূত্র ও শাওয়াহিদ দ্বারা। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। একদল হাদীস বিশারদ ইমামও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "..
وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ "

(৭১) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মুয়াজ্জিন ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব পায় যে তার সাথে সলাত আদায় করে।[৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ " .

(৭২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন (ওয়াক্তের) আমানতদার। 'হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন।'[৭২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **ইবনু 'উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিসই মুয়াজ্জিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"** (আহমাদ হা/৬২০২, ইবনু মাজাহ হা/৭২৪, সহীহ আত-তারগীব হা/২৩৪। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ)

[৭১] **হাদীস সহীহ** : নাসায়ী হা/৬৪৬, আহমাদ হা/১৮৫০৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, সহীহ আত-তারগীব হা/২২৭, ২২৮, ২২৯। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব এ অংশটুকু সহীহ বলেননি। এর শাহেদ বর্ণনা রয়েছে ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৯৪২- দুর্বল সানাদে, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১৮২৯।

[৭২] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৫১৭, তিরমিযী হা/২০৭, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫২৮, আহমাদ হা/৭১৬৯, ৭৮১৮, ৮৯৭০, ৯৪২৮, ৯৪৭৮, ৯৯৪২, ১০০৯৮, ২২২৩৮, ২৪৩৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৬৬৯, ১৬৭০, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২১৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি 'আয়িশাহ, সাহল ইবনু সা'দ এবং 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৯০৩) বলেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭১৬৯, ৭৮০৫) : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুয়াজ্জিনের আযানের জবাবে যা বলা ফাযীলাতপূর্ণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».

(৭৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা কেউ আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করবে। ওয়াসিলাহ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যার অধিকারী হবেন আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বান্দা। আমি আশা করছি, আমিই হবো সেই বান্দা। কেউ আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করলে সে আমার শাফা'আত পাবে।[৭৩]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[৭৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৮৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/৩৬১৪, আবূ দাউদ হা/৫২৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। নাসায়ী, আহমাদ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪২। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৬৫৬৮, ১০৯৬২, ১১৪৪২, ১১৬৮১, ১১৭৯৯) : এর সানাদ সহীহ।

(৭৪) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে : (অর্থ) : "হে আল্লাহ এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সলাতের রব! মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে ওয়াসিলাহ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমূদে পৌছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন"- ক্বিয়ামাতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।[৭৪]

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا . فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ " .

(৭৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াজ্জিনরা তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মুয়াজ্জিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর নিকট) দু'আ করবে। তখন তোমাকে তাই দেয়া হবে (তোমার দু'আ ক্ববূল হবে)।[৭৫]

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاص عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

---

[৭৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৭৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৫২৯, নাসায়ী হা/৬৮০, তিরমিযী হা/২১১, ইবনু মাজাহ হা/৭২২- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ইবনু খুযাইমাহ হা/৪২০, বায়হাক্বী, ইবনুস সুন্নী, ত্বাবারানী, ত্বাহাভী, ইবনু আসাকির, আহমাদ হা/১৪৮১৭, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩।

[৭৫] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ। নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ', ইবনু হিব্বান হা/১৬৯৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। তাবরিযী 'মিশকাত' হা/৬৭৩, সহীহ আত তারগীব হা/২৫৬, ২৬৭।

(৭৬) সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে : "এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শারীক নেই, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট"- তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৭৬]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(৭৭) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি মুয়াজ্জিনের আল্লাহু আকবার আল্লাহু

[৭৬] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৮৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৫২৫, তিরমিযী হা/২১০, নাসায়ী হা/৬৭৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭২৮ যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আহমাদ হা/১৫৬৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৫৬৫) : এর সানাদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আকবার-এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে এবং আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এর জওয়াবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলে, অতঃপর হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ-এর জওয়াবে যদি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তারপর হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে যদি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তারপর যদি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৭৭]

আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আর ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : " لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ " .

(৭৮) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না।[৭৮]

---

[৭৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৮৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৫২৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ইবনু খুযাইমাহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলবে সে জান্নাতের প্রবেশ করবে।"** (নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৬৬৫)

[৭৮] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫২১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১২২০০, তিরমিযী হা/২১২, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৮৫৫২, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৬৮, আবূ ইয়ালা হা/৩৫৮০, 'আবদুর রাযযাক হা/১৯০৯,

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ " .

(৭৯) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন সলাতের ইক্বামাত দেয়া হয় তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং দু'আ কবুল করা হয়।[৭৯]

ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কবুল হয়। সুতরাং তোমরা দুআ করো।"**- (ইবনু খুযাইমাহ হা/৪২৫, তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৬৯৪ : তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ)

২। **"দুই সময়ে দু'আকারী দু'আ করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। যখন সলাতের ইক্বামাত দেয়া হয় এবং আল্লাহর পথে (জিহাদের) কাতারে।"** (ইবনু হিব্বান, হাকিম। ইমাম হাকিম ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/২৫৪, ২৬০। মালিক হাদীসটি মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন)

[৭৯] **হাদীস হাসান :** আহমাদ হা/১৪৬৮৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/২৬০, এর শাহেদ হাদীস রয়েছে তায়ালিসি, আবূ ইয়ালা, ত্বাবারানী ও আবূ নু'আইমের হিলয়্যা গ্রন্থে। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৯১৮) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এতে ইবনু লাহিয়্যা সমালোচিত। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৪৬২৪) : এর সানাদ হাসান। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

ফাযায়িলে মাসাজিদ

মাসজিদ নির্মাণের ফাযীলাত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى (قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ) يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

(৮০) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[৮০]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لاَ يُرِيْدُ بِهِ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ .

(৮১) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মাসজিদ নির্মাণ করলো এবং মাসজিদ নির্মাণে তার লোক দেখানো বা সুনাম অর্জনের কোন ইচ্ছা না থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[৮১]

---

[৮০] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১২১৭- হাদীসের শব্দাবলী তার।
অন্য বর্ণনায় রয়েছে :
১। **"আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করেন।"** (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য)
২। **"আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য ঐ মাসজিদ ঘরের চাইতেও অধিক প্রশস্ত ঘর নির্মাণ করেন।"** (আহমাদ হা/২৭৬১২, সহীহ আত-তারগীব হা/২৬৮। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সহীহ লিগাইরিহি)
৩। **"আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে এর চাইতে অতি উত্তম ঘর তৈরি করেন।"** (আহমাদ হা/১৬০০৫, ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/২৬৯। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদে দুর্বলতা আছে তবে হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী একে হাসান বলেছেন)

[৮১] **হাসান লিগাইরিহি :** ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১৯৪২, সহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি।

সকাল সন্ধ্যায় মাসজিদে যাওয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

(৮২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় সলাত আদায় করতে মাসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তা'আলা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারীর উপকরণ প্রস্তুত করেন।[৮২]

মাসজিদে লেগে থাকার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

(৮৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে ক্বিয়ামাতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক আল্লাহর 'ইবাদাতে রত থাকে, (৩) যার অন্তর মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা কেবল আল্লাহর

---

[৮২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬২২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৫৫৬, আহমাদ হা/১০৬০৮, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩৫৭৫৪, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৪৯৬, ইবনু হিব্বান হা/২০৭৩, আবূ আওয়ানাহ হা/৮৭২, বায়হাক্বী, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা'।

সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালবাসে এবং আল্লাহর জন্যই কেবল পরস্পরে ভালবাসায় মিলিত অথবা পৃথক হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সুন্দরী উচ্চ বংশীয় ভদ্র মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলে, আমি আল্লাহর 'আযাবকে ভয় করি, (৬) যে ব্যক্তি গোপনে সদাক্বাহ করে। এমন কি তার বাম হাত জানে না ডান হাত কি খরচ করছে, (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর স্মরণকালে তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়।[৮৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ .

(৮৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যতক্ষণ কোন মুসলিম ব্যক্তি মাসজিদে সলাত ও যিকিরে মশগুল থাকে, আল্লাহ তার প্রতি এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন, যেরূপ প্রবাসী তার প্রবাস থেকে ফিরে এলে তার ঘরের লোকেরা তাকে পেয়ে খুশি হয়ে থাকে।[৮৪]

---

[৮৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬২০, ১৩৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৪২৭, তিরমিযী হা/২৩৯১, আহমাদ হা/৯৬৬৫, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৫৮, ইবনু হিব্বান হা/৪৫৬৩, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৫, আবূ আওয়ানাহ হা/৫৬৭০, নাসায়ীর 'সুনানুল কুবরা' হা/৫২৮৫, মুয়াত্তা মালিক হা/১৫০১, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৯৩, ১১০৫।

[৮৪] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/৮০০- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৩০২) বলেন : এর সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/১৬৩২, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৭১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৩২২। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ এবং তা বুখারী ও মুসলিমের শর্তে, যেমনটি হাকিম বলেছেন।

মাসজিদ ঝাড়ু দেয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

(৮৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একজন কালো বর্ণের পুরুষ অথবা কালো বর্ণের মহিলা মাসজিদ ঝাড়ু দিতো । অতঃপর সে মারা গেলো। কিন্তু নাবী (সাঃ) তা জানতেন না। একদা নাবী (সাঃ) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, তার খবর কি? সাহাবীগণ বলেন, সে মারা গেছে, হে আল্লাহর রাসূল! নাবী (সাঃ) বললেন : তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? তারা লোকটির কাহিনী বলে বললো, সে তো এরূপ এরূপ ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তাকে যেন খাটো করলো। আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি (সাঃ) তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার সলাত আদায় করলেন।[৮৫]

عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

(৮৬) 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করেছেন মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করতে ও মাসজিদকে পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখতে।[৮৬]

---

[৮৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১২৫১- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/১৫৩০।

[৮৬] **হাদীস সহীহ** : আবু দাউদ হা/৪৫৫, তিরমিযী হা/৫৯৪- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, আহমাদ হা/২৬৩৮৬, ইবনু 'আদী, আবূ ইয়ালা হা/৪৫৭৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এটি অধিক সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৬২৬৪) : হাদীস সহীহ,

মাসজিদে বসে থাকার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ .

(৮৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত সলাত আদায়রত ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হবে, যতক্ষণ সলাত (অর্থাৎ সলাতের অপেক্ষা) তাকে আটকে রাখবে। তাকে তো তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেতে কেবল সলাতই বারণ করছে।[৮৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ ». قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

(৮৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত সলাত আদায়ের স্থানে (জায়নামাযে) সলাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো সময় সে সলাতেই থাকে। তার প্রত্যাবর্তন না করা অথবা উযু টুটে না যাওয়া পর্যন্ত মালায়িকাহ্ (ফিরিশতারা) তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে : হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন।' আমি বললাম, উযু

তবে সানাদ দুর্বল। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে আদেশ করেছেন মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করতে এবং আমাদেরকে আদেশ করেছেন মাসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখতে।"** (আহমাদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

[৮৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬১৯, সহীহ মুসলিম হা/১৫৪২- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, আবূ দাউদ হা/৪৭০, আহমাদ হা/৮২৪৬, ১০৩০৮।

টুটে যাওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন : (পায়খানার রাস্তা দিয়ে) নিঃশব্দে অথবা সশব্দে বায়ু নির্গত হওয়া।[৮৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ .

(৮৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কেউ কোন উদ্দেশ্যে মাসজিদে এলে, সে ঐ উদ্দেশ্য অনুপাতেই (প্রতিদান) পাবে।[৮৯]

সলাত আদায়ের জন্য পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَعْظَمُ أَجْرًا ".

(৯০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মাসজিদ থেকে যার (বাসস্থান) যত বেশী দূরে, সে তত বেশি সাওয়াবের অধিকারী।[৯০]

---

[৮৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫৪১- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৪৭১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/৯৩৭৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৬০, তায়ালিসি হা/২৫৬১, আবূ আওয়ানাহ হা/৫৭৪।

[৮৯] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/৪৭২- হাদীসের শব্দাবলী তার, বায়হাক্বী। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৯০] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/৭৮২, আহমাদ হা/৯৫৩১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৫৫৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৫২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯৪৯৮, ৮৬০৩) : এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি সহীহ। অনুরূপ ইমাম যাহাবী এবং শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যার হাঁটার পথ মাসজিদ থেকে বেশি দূরে সে সলাতের অধিক সাওয়াব লাভের হকদার।"** (সহীহ মুসলিম)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ . فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ . فَقَالَ " أَعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَنْطَاكَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ " .

(৯১) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা মতে মাদীনাহ্র সলাত আদায়কারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির বাসস্থান মাসজিদ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থিত ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি সর্বদা পায়ে হেঁটে জামা'আতে উপস্থিত হতেন। আমি তাকে বললাম, আপনি একটি গাধা খরিদ করে নিলে গরম ও অন্ধকারে তাতে সাওয়ার হয়ে আসতে পারতেন। তিনি বললেন, আমার ঘর মাসজিদের নিকটবর্তী হোক, তা আমি অপছন্দ করি। একথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি মাসজিদে আসা ও মাসজিদ থেকে ঘরে ফেরার বিনিময়ে সাওয়াব লাভের প্রত্যাশা করি (তাই এরূপ বলেছি)। তিনি (সাঃ) বললেন : তুমি যা পাওয়ার আশা করেছ, আল্লাহ তোমাকে তাই দিয়েছেন। তুমি যে সাওয়াবের প্রত্যাশা করেছ আল্লাহ তা পূর্ণরূপেই তোমার জন্য মঞ্জুর করেছেন।[৯১]

---

[৯১] হাদীস সহীহ : আবূ দাঊদ হা/৫৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৫৪৬, ইবনু মাজাহ হা/৭৮৩, দারিমী। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ، بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً " .

(৯২) জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়ি মাসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। আমরা মাসজিদের আশেপাশে বাড়ি নির্মাণের জন্য ঐ বাড়ি-ঘর বিক্রি করার মনস্থ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা করতে নিষেধ করলেন। তিনি (আমাদেরকে) বললেন : (সলাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদে আসার) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে মর্যাদা ও সাওয়াব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৯২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ لَهُمْ « إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ». قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ « يَا بَنِى سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ». وَ فِي رِوايةٍ : فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا .

(৯৩) জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনু সালিম গোত্রের লোকেরা মাসজিদের সামনে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বললেন : হে বনু সালিম গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঐ বাড়িতেই থাকো। কারণ তোমাদের সলাতের জন্য মাসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) এ কথা শুনে তারা বললো : আমরা এতে এতো খুশি হলাম যে, আমাদের বাড়ি-ঘর স্থানান্তরিত করে মাসজিদের কাছে আসলে এতোটা খুশি হতাম না।[৯৩]

---

[৯২] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫৫০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৯৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫৫১, ১৫৫২- হাদীসের শব্দাবলী তার।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ».

(৯৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে পাক পবিত্র হয়ে (উযু করে) তারপর কোন ফরয সলাত আদায়ের জন্য আল্লাহর কোন ঘরে (মাসজিদে) যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের একটিতে গুনাহ ঝরে পড়ে এবং অপরটিতে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[৯৪]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ أَوْ كَاتِبُهُ، بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ " .

(৯৫) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি পবিত্রতা হাসিল করে সলাতের জন্য মাসজিদে আসে, তখন তার জন্য দু'জন কিংবা একজন

উল্লেখ্য, যে যতদূর থেকে মাসজিদে সলাতের জন্য আসবে তার সাওয়াব ততো বেশি হবে- এ মর্মে বহু সহীহ হাদীসাবলী বর্ণিত আছে সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে।

[৯৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫৫৩- হাদীসের শব্দাবলী তার।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"তার প্রতি কদমের একটিতে নেকী লিখা হয় এবং অপরটিতে গুনাহ মুছে ফেলা হয়।"** (নাসায়ী, হাকিম, ইবনু হিব্বান, মালিক, সহীহ আত-তারগীব হা/২৯৩। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

লিখক (ফিরিশতা) মাসজিদের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে দশটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন।[৯৫]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ «ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

(৯৬) আবূ উমামাহ আল–বাহিলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

---

[৯৫] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৭৪৪০- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ ইয়ালা, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪২৫৭, সহীহ আত-তারগীব হা/২৯৪। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭৩৭১) : এর সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২০৭০) বলেন : 'হাদীসটির কতিপয় সূত্র সহীহ এবং ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন।' শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফরয সলাত আদায়ের জন্য সন্ধ্যা বেলায় পায়ে হেঁটে মাসজিদে যায় তার একটি পদক্ষেপে একটি গুনাহ মোচন হয় এবং আরেক পদক্ষেপে একটি নেকী লিপিবদ্ধ হয়, তার আসা ও যাওয়া উভয়টিতেই এরূপ হয়ে থাকে।"** (আহমাদ- হাসান সানাদে এবং ত্বাবারানী ও ইবনু হিব্বান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, **সহীহ** আত-তারগীব হা/২৯৫)

২। **"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে কোন ফরয সলাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যায়, অতঃপর ইমামের সাথে সলাত আদায় করে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়।"** (ইবনু খুযাইমাহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সহীহ আত-তারগীব হা/২৯৬)

কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমাতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে মাসজিদে যায়, আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমাতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি নিজ পরিবার–পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে সালাম বিনিময় করে, আল্লাহ তার জিম্মাদার।।[৯৬]

عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ" .

(৯৭) সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে সুন্দরভাবে উযু করে মাসজিদে আসে সে আল্লাহর যিয়ারাতকারী। আর যাকে যিয়ারাত করা হয় তার উপর হক যে, তিনি যিয়ারাতকারীকে সম্মানিত করবেন।[৯৭]

---

[৯৬] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/২৪৯৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, মিশকাত হা/৭২৭। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :**"তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেরই জিম্মাদারী আল্লাহর উপর। তারা বেঁচে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন এবং তাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। আর যদি তারা মারা যায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারা হলোঃ যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে সে আল্লাহর জিম্মায়, যে ব্যক্তি মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় সে আল্লাহর জিম্মায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হয় সে আল্লাহর জিম্মায়।"** (ইবনু হিব্বান হা/৪৯৯- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/ঐ : তাহক্বীক্ব আলবানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৩১৬। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

[৯৭] **হাদীস হাসান** : ত্বাবারানী কাবীর হা/৬১৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২০৮৭) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীরে দুটি সানাদে বর্ণনা করেছেন এবং এর একটি সানাদের রিজাল সহীহ রিজাল।

মহিলাদের বাড়িতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي "، قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ .

(৯৮) উম্মু হুমাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে সলাত আদায় করতে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে সলাত আদায় করতে ভালোবাসো। কিন্তু (জেনে রেখো), তোমার ঘরে সলাত আদায় তোমার কক্ষে সলাত আদায়ের চাইতে উত্তম, তোমার কক্ষে সলাত আদায় তোমার বাড়িতে সলাত আদায় হতে উত্তম এবং তোমার বাড়িতে সলাত আদায় আমার এ মাসজিদে সলাত আদায় হতে উত্তম। অতঃপর ঐ মহিলার নির্দেশে তার বাড়ি থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাতে একটি মাসজিদ নির্মাণ করা হলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ মাসজিদে সলাত আদায় করতেন।[৯৮]

---

[৯৮] হাদীস হাসান : আহমাদ হা/২৭০৯০- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৫। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ত্বাবারানীর বর্ণনাতে "আমার এ মাসজিদে" কথাটির পরিবর্তে "কওমী মাসজিদে" কথাটি রয়েছে। এ হাদীসটিও হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৭। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২১০৬)

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً .

(৯৯) 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন নারী তার বাড়ির সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে বসে যে সলাত আদায় করে, সেই সলাত আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।[৯৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ».

(১০০) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মাসজিদে যেতে নিষেধ করবে না। অবশ্য তাদের ঘর তাদের জন্য উত্তম।[১০০]

বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ, আর এর বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু সুওয়াইদকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"মহিলারা পর্দার আড়ালে থাকার যোগ্য। সে যখন বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে যায়।"** (ত্বাবারানী আওসাত। এর রিজাল সহীহ রিজাল। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৯, ৩৪১। হাদীসটি প্রমাণ করে, মহিলাদের বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাওয়া অপছন্দনীয়। তাদের জন্য বাড়িতে বসেই অনেক 'ইবাদাত বন্দেগী করার সুযোগ রয়েছে)

[৯৯] **হাসান লিগাইরিহি** : ইবনু খুযাইমাহ হা/১৬৯১, ১৬৯২- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৪৩। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান লিগাইরিহি। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২১১৫) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল নির্ভরযোগ্য।

[১০০] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৫৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৮। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

উল্লেখ্য, মহিলারা মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নাবী (সাঃ)-এর যুগে মহিলা সাহাবীরা মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতেন এমনকি অন্ধকার রাতে ফজরের সলাতও তারা মাসজিদে গিয়ে আদায় করেছেন। তবে মহিলাদের জন্য সলাত আদায়ে মাসজিদে যাওয়া আবশ্যক করা হয়নি। আবশ্যক করলে হয়তো তা পালন করা তাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে যেতো।

মাসজিদুল হারামে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ " .

(১০১) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মাসজিদুল হারামে সলাত আদায়ে অন্য যে কোন মাসজিদে সলাতের চেয়ে একলক্ষ গুণ বেশি ফাযীলাত রয়েছে।[১০১]

মাসজিদে নাববীতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

(১০২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার এই মাসজিদে (মাসজিদে নাববীতে) এক রাক'আত সলাত আদায় অন্য মাসজিদে এক হাজার রাক'আত সলাত আদায়ের চাইতেও উত্তম। কিন্তু মাসজিদুল হারাম ব্যতীত।[১০২]

---

[১০১] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১৫২৭১, ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৯। আল্লামা মুনযিরী, আল্লামা বুসয়রী, ইবনু 'আবদুল হাদী, শু'আইব আরনাউত্ব, শায়খ আলবানী এবং একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১০২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১১১৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৩৪৪০, ৩৪৪৫-'আফযালু' শব্দে, ইবনু মাজাহ হা/১৪০৪, তিরমিযী হা/৩২৫, আহমাদ হা/১৫২৭১, নাসায়ী হা/২৮৯৮, মুয়াত্তা মালিক হা/৪১৪, দারিমী হা/১৪৯৬, বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৭১। শু'আইব আরনাউত্ব, শায়খ আলবানী এবং একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য, হাদীসটি কোন বর্ণনায় 'খাইরুন' অর্থাৎ উত্তম এবং কোন বর্ণনায় 'আফযাল' অর্থাৎ অতি উত্তম শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

বাইতুল মুকাদ্দাসে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ " .

(১০৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : সুলাইমান ইবনু দাউদ বাইতুল মাকদিস মাসজিদের কাজ সম্পন্ন করে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন : আল্লাহর বিধানের অনুরূপ সুবিচার, এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না, এবং যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে শুধুমাত্র সলাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ হতে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত নিস্পাপ অবস্থায় বের হবে। অতঃপর নাবী (সাঃ) বলেন : প্রথম দু'টি তাঁকে দেয়া হয়েছে। আর আমি আশা করি তৃতীয়টি আমাকে দান করা হবে।[১০৩]

[১০৩] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী, আহমাদ হা/৬৬৪৪, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৩৩৪, ইবনু হিব্বান হা/৪৪২০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৬২৪, তা'লীকুর রাগীব ২/১৩। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে হা/৫০২, এবং ডক্টর মুস্তফা আ'যমী ইবনু খুযাইমাহর তাহক্বীক্বে বলেন : সানাদ যঈফ। শায়খ আলবানী বলেন : মুসনাদ আহমাদ ও অন্যত্র এর ভিন্ন একটি সহীহ সানাদ রয়েছে। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, এর কোন ত্রুটি আছে বলে জানা নেই। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব ইবনু হিব্বান ও আহমাদের তাহক্বীক্ব গ্রন্থে বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"বাইতুল মাকদিসে সলাত আদায়ের মর্যাদা মাসজিদে নাববীর সলাতের এক চতুর্থাংশ।"** (বায়হাক্বী- সহীহ সানাদে। দেখুন, শায়খ আলবানী প্রণীত 'তাহজীরুস সাজিদ'- হাদীসের শব্দ তার থেকে গৃহীত)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

(১০৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সাওয়াবের উদ্দেশে) সফর করা যাবে না। এ মাসজিদগুলো হলো : মাসজিদুল হারাম, রাসূলুল্লাহর মাসজিদ এবং মাসজিদুল আকসা।[১০৪]

মাসজিদে কুবায় সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ " .

(১০৫) সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করার পর মাসজিদে কুবায় এসে সলাত আদায় করে, তার জন্য একটি 'উমরাহ্‌র সাওয়াব রয়েছে।[১০৫]

---

[১০৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১১১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৩৪৫০, আবূ দাউদ হা/২০৩৩, নাসায়ী হা/৭০০, তিরমিযী হা/৩২৬- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ, ইবনু মাজাহ হা/১৪০৯, ১৪১০, আহমাদ হা/১১২৯৪, ১১৪১৭, ১১৪৮৩, ১১৭৩৮, ২৩৮৫০, ২৭২৩০, দারিমী হা/১৪৭২।

[১০৫] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/১৪১২- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"কুবার মাসজিদে সলাত আদায় করা 'উমরাহ করার সমতুল্য।"** (ইবনু মাজাহ হা/১৪১১, আহমাদ হা/১৫৯৮১, ত্বাবারানী, হাকিম, তা'লীকুর রাগীব ২/১৩৮, ১৩৯। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও হাফিয ইরাক্বী বলেন : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

ফাযায়িলে সলাত

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ.

(১০৬) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে নাবী (সাঃ)-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হয় : হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কথার কোন হেরফের নাই। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব রয়েছে।[১০৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " .

(১০৭) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া

---

[১০৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৩০৯৪, সহীহ মুসলিম হা/৪২৯, ৪৩৩, তিরমিযী হা/২১৩- হাদীসের শব্দাবলী তার- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/১২৬৪১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/৩১৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/১৭৮৬, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১১৫৮, আবূ আওয়ানাহ, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান হা/৭১৪, ইবনু হিব্বান হা/৭৪০৬, বাগাভী হা/৩৭৫৪, আজরী 'আশ-শারী'আহ' ৪৮১-৪৮২ পৃঃ।

কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সলাত ক্বায়িম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ্ব করা এবং রমাযানের সওম পালন করা।[১০৭]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : .. وَالصَّلَاةُ نُورٌ. .

(১০৮) আবূ মালিক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সলাত হচ্ছে নূর।[১০৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ".

(১০৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সলাত কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত। অতএব কেউ তা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে বৃদ্ধি করুক।[১০৯]

---

[১০৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১২২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহুল বুখারী হা/৭, তিরমিযী হা/২৬০৯- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ, নাসায়ী হা/৫০০১, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩০৮, ৩০৯, ১৮৮০, ইবনু হিব্বান হা/১৫৮, ১৪৬৭, আহমাদ হা/৪৭৯৮, ৫৬৭২,৬০১৫, ১৯২২০, ১৯২২৬, আবূ ইয়ালা হা/৫৬৫৫, বায়হাক্বী ৪/১৯৯, ইবনু মানদাহ, হুমাইদী, ইবনু 'আদীর কামিল, ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৮১, ও অন্যান্য। হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে ইবনু 'উমার সহ একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত। উল্লেখ্য, হাদীসটি ইতিপূর্বে ফাযায়িলে কালেমা অধ্যায়ে গত হয়েছে।

[১০৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, তিরমিযী হা/৩৫১৭- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/২৮০, আহমাদ হা/২২৯০২- তাহক্বীক্ব শু'আইব : হাদীস সহীহ। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। এছাড়া আবূ আওয়ানাহ হা/৪৫৭, ইবনু মানদাহ, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"সলাতের মধ্যে চোখের শান্তি নিহীত।"** (সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহাহ হা/১৮০৯)

[১০৯] **হাদীস হাসান** : ত্বাবারানী কাবীর হা/২৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৮৩। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তিনি বলেন :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ".

(১১০) 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাতকে হাক্ব ও ওয়াজিব জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ .

(১১১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আহ হতে পরবর্তী জুমু'আহ এবং এক রমাযান হতে অপর রমাযান পর্যন্ত তার মাঝখানে সংঘটিত গুনাহসমূহের

'এর বহু শাহেদ বর্ণনা রয়েছে যদ্বারা এটি শক্তিশালী হয়। হাদীসটি তায়ালিসি, আহমাদ ও হাকিম দুটি সানাদে বর্ণনা করেছেন আবূ যার হতে, এবং আহমাদ ও অন্যরা আবূ উমামাহ হতে। সুতরাং হাদীসটি হাসান ইনশাআল্লাহ।' তবে শু'আইব আরনাউত্ব (আহমাদ হা/২২২৮৯) বলেন : 'আবূ উমামাহর হাদীসটি এটিকে শক্তিশালী করে না। সেটির সানাদও দুর্বল। তাই হাদীসটিকে হাসান বলাটা সঠিক নয়।' আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **নাবী (সাঃ) বলেন : "নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে গোপনে আলাপ (মুনাজাত) করে।" (সহীহুল বুখারী, আহমাদ)**

[১১০] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/৪২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার- যঈফ সানাদে, বাযযার হা/৪৪০, হাকিম হা/২৪৩, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৫। ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৫৯৫) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল নির্ভরযোগ্য।

কাফ্ফারাহ হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, কবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।[১১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " . قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا . قَالَ " فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا " .

(১১২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : যদি তোমাদের কারোর বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার শরীরে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।[১১২]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ".

(১১৩) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদাত করো, তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করো, তোমাদের (রমাযান) মাসের

---

[১১১] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৫৭৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৮৭১৫, ৯১৯৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। তিরমিযী হা/২১৪- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/৩১৪, ১৮১৪, ইবনু হিব্বান হা/১৭৬৩, ২৪৫৯।

[১১২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৪৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৫৫৪, আহমাদ হা/৮৯২৪, তিরমিযী হা/২৮৬৪, নাসায়ী হা/৪৬২, দারিমী হা/১২২৪, আবূ আওয়ানাহ হা/৭৬৭, ১০২৭, ইরওয়াউল গালীল হা/১৫। হাদীসটির অনেক শাহেদ বর্ণনা রয়েছে বিভিন্ন শব্দে।

সিয়াম পালন করো, মালের যাকাত প্রদান করো এবং তোমাদের কর্মকর্তার অনুগত থাকো তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১১৩]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ، فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ"

(১১৪) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) একদা শীতকালে বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরছিল। এ সময় তিনি একটি গাছ থেকে দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। ফলে সেই পাতা আরো ঝরতে লাগলো। আবূ যার বলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! আমি উত্তরে বললাম, আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : নিশ্চয় মুসলিম বান্দা যখন সলাত আদায় করে এবং সলাতের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন তার থেকে তার পাপসমূহ এমনভাবে ঝরতে থাকে যেমনভাবে এই গাছ থেকে পাতাসমূহ ঝরছে।[১১৪]

---

[১১৩] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২২১৬১- হাদীসের শব্দাবলী তার, শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। এছাড়া তিরমিযী হা/৬১৬, ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ' হা/১২৩৩, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৮৬, দারাকুতনী হা/২৭৯২, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৯, ১৪৩৬, ১৭৪১ যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৭৩৪৮, ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৬৬৪, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৮৬৭। তিরমিযীতে "তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদাত করো" এর পরিবর্তে "তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো" কথাটি রয়েছে। ইবনু হিব্বান ও দারাকুতনীতে রয়েছে "তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করো।" ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ, এর কোন দোষ আছে বলে জানা নেই। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১১৪] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/২১৫৫৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ নু'আইম হিলয়্যা ৬/৯৯-১০০, বায়হাক্বী ৩/১০, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৭। শু'আইব

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: " مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ".

(১১৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। একদিন তিনি সলাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে, ক্বিয়ামাতের দিন তা তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে না, তা তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। ক্বিয়ামাতের দিন তার হাশর হবে কারূন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে।[১১৫]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلٍ .

(১১৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্ব প্রথম সলাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সলাতের হিসাব ভাল হয় তাহলে তার সমস্ত 'আমল ঠিক

আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। সালমান ফারসী, ইবনু 'উমার ও আবূ হুরাইরাহ হতে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

[১১৫] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/৬৫৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ হাসান, অনুরূপ দারিমী হা/২৭৭১- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ, ইবনু হিব্বান হা/১৪৬৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। তবে তাহক্বীক্ব আলবানী : যঈফ, যঈফ তারগীব হা/৩১২, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪৩১ এবং আওসাত হা/১৮৩৪, ত্বাহাভী 'মুশকিলুল আসার' হা/৩১৮০, ইবনু শাহীন হা/৫৯- তাহক্বীক্ব সালিহ মুহাম্মাদ মুসলিম আল-ওয়াঈদ- তিনি বলেন : এর সানাদ হাসান। এর মুতাবা'আত বর্ণনা রয়েছে আহমাদ, ইবনু হিব্বান ও দারিমীতে। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬১১) বলেন : 'হাদীসটি ত্বাবারানী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদের রিজাল নির্ভরযোগ্য সিক্বাত।'

থাকবে। আর যদি সলাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সমস্ত 'আমল বরবাদ হয়ে যাবে।[১১৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلَاةُ "، ثُمَّ قَالَ: مَهْ ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ "، ثُمَّ قَالَ: مَهْ ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ "،

(১১৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে সর্বোত্তম 'আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সলাত। লোকটি বললো, তারপর কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেন : সলাত। লোকটি বললো, তারপর কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেন : সলাত। (তিনি তিনবার এরূপ বললেন) লোকটি বললো, তারপর কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[১১৭]

---

[১১৬] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী আওসাত হা/১৯২৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৬৯ 'আবদুল্লাহ বিন কুরত্ব হতে, এবং হা/৩৭০ আনাস হতে। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ লিগাইরিহি।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"ক্বিয়ামাতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে সলাত। তার সলাতের দিকে তাকানো হবে, যদি তা ভাল হয় তবে সে সফল হয়ে গেলো আর যদি তা বিনষ্ট হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো।"** (ত্বাবারানী আওসাত। হাদীস সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭০)

[১১৭] **হাদীস হাসান :** আহমাদ হা/৬৬০২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ দুর্বল, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান, ইবনু হিব্বান। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ মুতাবা'আত ও শাওয়াহিদে জাইয়্যিদ। আর হাদীসের অর্থ প্রমাণিত আছে সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যত্র ইবনু মাসউদ (রাঃ) সূত্রে। দেখুন, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭১- মাকতাবুল মা'আরিফ রিয়াদ প্রকাশিত।

সলাত উত্তম 'আমল এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে। তার কয়েকটি হলো :

عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ لِلّٰه مَلَكًا يُنَادِيْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ : يَا بَنِيْ آدَمَ ، قُوْمُوْا إِلَى نِيْرَانِكُمْ الَّتِيْ أَوْقَدْتُمُوْهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَأَطْفِئُوْهَا بِالصَّلاَةِ ».

(১১৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর এমন এক ফিরিশতা আছে যিনি প্রত্যেক সলাতের সময় এ বলে আহবান করেন : হে আদম সন্তান! তোমরা তোমাদের এমন আগুনের দিকে দাঁড়াও যা তোমরাই জ্বালিয়েছো। সুতরাং তোমরা তা (সলাতের মাধ্যমে) নিভিয়ে দাও।[১১৮]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

১। **"তোমরা 'আমল করতে থাকো। তোমাদের উত্তম 'আমল হচ্ছে সলাত।"** (হাকিম, ইবনু হিব্বান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭২)

২। **"তোমরা 'আমল করতে থাকো। তোমাদের সর্বোত্তম 'আমল হচ্ছে সলাত।"** (ত্বাবারানী আওসাত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৩)

[১১৮] **হাদীস হাসান :** ত্বাবারানী আওসাত হা/১১৫০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, এবং ত্বাবারানী সাগীর হা/১১৩৫, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৩, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৫২০। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬৫৯) বলেন : ইয়াহইয়া ইবনু যুহাইর এটি একাকভাবে বর্ণনা করেছেন, এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল সহীহ রিজাল। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "প্রত্যেক সলাতের সময় উপস্থিত হলে একজন আহ্বানকারী প্রেরণ করা হয়। সে এই বলে আহবান করে : হে আদম সন্তান, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং সেই আগুন নিভাও যা তোমরা নিজেদের উপরই জ্বালিয়েছো...।"** (ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ আত-তারগীব ৩৫৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান)

(১১৯) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত ছেড়ে দেয়া।[১১৯]

---

[১১৯]**হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৬১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৬০। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এ বিষয়ে বহু বর্ণনা রয়েছে। তার কয়েকটি হলো :

১। **"কোন ব্যক্তি ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত।"** (আহমাদ)

২। **"কোন ব্যক্তি, কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত ছেড়ে দেয়া।"** (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

৩। **"বান্দা ও কুফরের মধ্যে সলাত ছেড়ে দেয়া ব্যতীত পার্থক্য নেই।"** (নাসায়ী)

৪। **"বান্দা, কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত।"** (ইবনু মাজাহ)

৫। **"আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গিকার রয়েছে, তা হলো সলাত। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছেড়ে দেয় সে কুফরী করলো।"** (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবুন মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : সহীহ। এর কোন দোষ আছে বলে জানা নেই। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৬১)

৬। **"মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সলাত ব্যতীত অন্য কোন 'আমল ছেড়ে দেয়াকে কুফরী মনে করতেন না।"** (তিরমিযী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও শায়খ আলবানী একে সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৬২)

৭। **"বান্দা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত। সলাত ছেড়ে দিলে সে শিরক করলো।"** (ত্বাবারী সহীহ সানাদে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৩)

৮। **"বান্দা ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত ছেড়ে দেয়া। যখন সে সলাত ছেড়ে দিলো সে শিরক করলো।"** (ইবনু মাজাহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৫। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ)

৯। **"তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সলাত ছেড়ে দিবে না। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিলে তার থেকে আল্লাহর জিম্মা ছিন্ন হয়ে যায়।"** (ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী। আলবানী বলেন : সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৪, ৫৬৬, ৫৬৭)

১০। **"তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছেড়ে দিও না। যে ব্যক্তি তা করবে তার থেকে আল্লাহর জিম্মা ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাঁর রাসূলের জিম্মা ছিন্ন হয়ে যায়।"**

খুশুখুযুর সাথে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ .

(১২০) 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি সলাতসমূহের উযু উত্তমরূপে করবে এবং সঠিক সময়ে সলাত আদায় করবে এবং সলাতের রুকূ, সাজদাহ্ ও খুশুকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর উপর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আর যে এরূপ করবে না, তার জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন।[১২০]

(ত্বাবারানী। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৮, ৫৭০)

১১। **"যে ব্যক্তি সলাত ছেড়ে দিলো তার কোন দ্বীন নেই।"** (ইবনু মাসউদ হতে মাওকুফভাবে ইবনু নাসর, ইবনু আবূ শাইবাহ, ত্বাবারানী কাবীর হাসান সানাদে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৭১)

১২। **"যার সলাত নেই তার কোন ঈমান নেই।"** (আবূ দারদার মাওকুফ বর্ণনা, ইবনু 'আবদুল বার্। আলবানী বলেন : বর্ণনাটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৭২)

[১২০] হাদীস সহীহ : আবূ দাউদ হা/৪২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/২২৭০৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৬০৩, ২২৬৫১, ২২৬১৯) : এর সানাদ সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/১৪০১, নাসায়ী হা/৪৬১, ইবনু হিব্বান হা/১৭৬২, বায়হাক্বী।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا ».

(১২১) 'আম্মার ইবনু ইয়াসির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : এমন লোকও আছে (যারা সলাত আদায় করা সত্ত্বেও সলাতের রুকন ও শর্তগুলো সঠিকভাবে আদায় না করায় এবং সলাতে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও খুশু-খুযু না থাকায় তারা সলাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব পায় না)। বরং তারা দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের একভাগ বা অর্ধাংশ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়।[১২১]

১। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে মুসলিম বান্দা ফরয সলাতে উপস্থিত হয়, অতঃপর উত্তমরূপে উযু করে এবং সলাতের খুশু ও রুকু' (ইত্যাদি সুন্দরভাবে) আদায় করে, ঐ সলাত তার ইতিপূর্বে কৃত গুনাহের কাফফারাহ হবে, যতক্ষণ না সে কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত না হয়, আর এমনটি সব সময় হতে থাকবে।"** (সহীহ মুসলিম)

২। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি সলাতের রুকু', সাজদাহ্ ও ওয়াক্তসমূহের প্রতি খেয়াল রেখে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের হিফাযাত করবে এবং (পাঁচ ওয়াক্ত) সলাতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হাক্ব বলে জানবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথবা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে অথবা সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে।"** (আহমাদ, হাসান সানাদে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৪)

৩। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করলো, অতঃপর দাঁড়িয়ে যিকির ও খুশুর সাথে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলো। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"** (আহমাদ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান)

৪। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যদি কোন ব্যক্তি যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছে সেভাবে উযু করে এবং সলাত আদায় করে ঐভাবে যেভাবে সলাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার পূর্বেকার (মন্দ) 'আমল ক্ষমা করে দেয়া হয়।"** (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান। আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান)

[১২১] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৭৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার; হাসান সানাদে, আহমাদ হা/১৮৮৯৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। নাসায়ী 'সুনানুল

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ».

(১২২) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে দু' রাক'আত সলাত খালেস অন্তরে (মন ও ধ্যান একনিষ্ঠ করে) আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।[১২২]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(১২৩) যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তম রূপে উযু করে কোন বেখেয়াল না হয়ে পূর্ণ মনযোগের সাথে দু' রাকআত সলাত আদায় করলো, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১২৩]

কুবরা' হা/৬১২, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা', সহীহ আত-তারগীব হা/৫৩৫। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[১২২] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৯০৬- হাদীসের শব্দাবলী তার। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ।

[১২৩] **হাসান সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৯০৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/১৭০৫৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরানউত্ব, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৪১৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫০৯২, ৫০৯৩, 'আবদ ইবনু হুমাইদ 'আল-মুনতাখাব' হা/২৮০, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১০১৩। শায়খ আলবানী বলেন : হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৯৯১) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ يَقُوْمُ فِيْ صَلاَتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُوْلُ إِلاَّ انْفَتَلَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ ».

(১২৪) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যদি কোন মুসলিম উত্তমরূপে উযু করে, অতঃপর সলাতে দাঁড়ায় এবং সলাতে সে যা কিছু বলছে (তিলাওয়াত, তাসবীহ, দু'আ, দরূদ ইত্যাদি) যদি সে জেনে বুঝে পড়ে থাকে, তাহলে সলাত শেষে সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।[১২৪]

ফজর ও 'ইশা সলাতের ফাযীলাত

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " .

---

[১২৪] **হাদীস সহীহ :** মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৫০৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৪৪। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী তালখীস গ্রন্থে তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **"কেউ সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে আল্লাহ যেমন সম্মান পাওয়ার যোগ্য ঐরূপ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলে এবং স্বীয় অন্তরকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে দিলে সে সলাত শেষে পাপ থেকে এমন পবিত্র হবে যেন তার মা তাকে ঐ দিন জন্ম দিয়েছে।"** (সহীহ মুসলিম, সহীহ আত-তারগীব হা/১৭৯, ৩৮৯)

২। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **"এই উম্মাতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম খুশু (সলাতের একাগ্রতা) উঠিয়ে নেয়া হবে। পুরো জামা'আতের মধ্যে একটি ব্যক্তিও খুশুর সাথে সলাত আদায়কারী পাওয়া যাবে না।"** (ত্বাবারানী- হাসান সানাদে। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৪০)

قَالُوا لاَ . قَالَ " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى " .

(১২৫) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে ফজরের সলাত আদায় করার পর বললেন : অমুক হাযির আছেন কি? সাহাবীগণ বললেন : না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এ দু' ওয়াক্ত (ফজর ও 'ইশা) সলাতই মুনাফিক্বদের জন্য বেশি ভারী হয়ে থাকে । তোমরা যদি এ দু' ওয়াক্ত সলাতে কী পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তা জানতে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তোমরা অবশ্যই এতে শামিল হতে।[১২৫]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ .

(১২৬) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি 'ইশার সলাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত 'ইবাদাতে কাটালো। আর যে

---

[১২৫] **হাদীস হাসান** : আবূ দাউদ হা/৫৫৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৮৪৩, ইবনু মাজাহ হা/৭৯৭, আহমাদ হা/২১২৬৫, ১০০১৬, ১০১০০, ১০৮৭৭, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৪৭৭, ইবনু হিব্বান হা/২০৫৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৯০৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, তায়ালিসি হা/৫৫৪, সহীহ আত-তারগীব হা/৪০৬, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৮৬। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ব্যক্তি 'ইশা ও ফজরের সলাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন সারা রাতই 'ইবাদাতে কাটালো।[১২৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمْ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

(১২৭) আনাস ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ফজরের সলাত আদায় করলো সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেলো। সুতরাং (হে আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহ যেন নিজ দায়িত্বের কোন বিষয়ে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কেননা তিনি নিজ দায়িত্বের বিষয়ে যখন কারোর বিপক্ষে বাদী হবেন তাকে ধরতে পারবেনই। অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[১২৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

---

[১২৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৫৫৫, আহমাদ হা/৪০৮, এছাড়া 'আবদুর রাযযাক হা/২০০৮, বাযযার হা/৪০৩, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/৫০, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৪৭৩, তিরমিযী হা/২২১, আবূ আওয়ানাহ ২/৪, ইবনু হিব্বান হা/২০৫৯, ২০৫৯, বায়হাক্বী ১/৪৬৩, বাগাভী হা/৩৮৫। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : সহীহ।

[১২৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৫, তিরমিযী হা/২২২- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

(১২৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি লোকেরা জানতো যে আযান দেয়া ও সলাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কী পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তাহলে লটারী দেওয়া ছাড়া কোন উপায় না পেয়ে তারা লটারী দিতো। আর তারা যদি জানতো সলাতের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কী পরিমাণ সাওয়াব, তাহলে তারা সেদিকে অন্যের আগে পৌঁছবার চেষ্টা করতো। আর তারা যদি জানতো 'ইশা ও ফজরের সলাতের মধ্যে কী রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো।[১২৮]

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِد بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(১২৯) বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যারা অন্ধকারে মাসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও।[১২৯]

---

[১২৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৮০, সহীহ মুসলিম হা/১০০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[১২৯] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫৬১, তিরমিযী হা/২২৩- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/২৮০, ২৮১- আনাস হতে, সহীহ আত-তারগীব হা/৩১০। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব। সানাদের ব্যক্তিবর্গকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন হাফিয মুনযিরী। আহমাদ শাকির বলেন : কতিপয় সাহাবী হতে বর্ণিত এর বহু শাহিদ হাদীস রয়েছে। যার প্রত্যেকটি নাবী (সাঃ) পর্যন্ত মারফূ বর্ণনা। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"তাদেরকে যেন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হয়, যারা অন্ধকারে মাসজিদসমূহে যাতায়াত করে।"** (ইবনু মাজাহ, ইবুন খুযাইমাহ এবং হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩১৪। হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার, আবূ সাঈদ খুদরী, যায়িদ ইবনু হারিসাহ, 'আয়িশাহ ও অন্যান্য সাহাবায়ি কিরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) হতেও বর্ণিত হয়েছে)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ .

(১৩০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সঃ) বলেছেন : মুনাফিকদের জন্য ফজর ও 'ইশা সলাতের চাইতে ভারী কোন সলাত নেই। যদি তারা জানতো এতে কী পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো।[১৩০]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ... وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ.

(১৩১) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম যেন

২। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে সমস্ত লোকেরা অন্ধকারে মাসজিদসমূহে যায়, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাদেরকে উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা অবশ্যই আলোকিত করবেন।"** (ত্বাবারানীর আওসাত, সানাদ হাসান, আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। শায়খ বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩১২)

৩। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অন্ধকার রাতে পায়ে হেঁটে মাসজিদে যায়, সে ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহর সাথে আলোকময় অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে।"** (ত্বাবারানী কাবীর, সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩১৩)

৪। **"যে ব্যক্তি অন্ধকার রাতে পায়ে হেঁটে মাসজিদে যায়, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে নূর দান করবেন।"** (ইবনু হিব্বান, হাদীস সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৩১৩)

[১৩০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬১৭- হাদীসের শব্দাবলী তার।

দু'টি সলাতে উপস্থিত হয় : 'ইশা ও ফজরের সলাত। যদি হামাগুড়ি দিতে হয় তবুও যেন তাই করে।[১৩১]

قَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً .

(১৩২) 'উমার (রাঃ) বলেন : ফজরের সলাতে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয় রাতে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় অপেক্ষা (যদি তাহাজ্জুদের কারণে ফজর ছুটে যায়)।[১৩২]

ফজর ও 'আসর সলাতের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي .

(১৩৩) আবূ বাক্র ইবনু 'উমারাহ ইবনু রুওয়াইয়াহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : এমন ব্যক্তি কখনোই জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে সলাত আদায় করে (অর্থাৎ ফজর ও 'আসর সলাত)। একথা শুনে বাসরার অধিবাসী একটি লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি নিজে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট একথা শুনেছো? সে বললো, হ্যাঁ।

---

[১৩১] **হাসান লিগাইরিহি :** ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/২১৪৯, সহীহ আত-তারগীব হা/৪১২- হাদীসের শব্দ তার থেকে গৃহীত। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান লিগাইরিহি।

[১৩২] **সহীহ মাওকুফ :** মুয়াত্তা মালিক হা/২৭০- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৪১৮। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

তখন লোকটি বলে উঠলো আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজে এই হাদীস রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে শুনেছি। আমার দুই কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।[১৩৩]

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

(১৩৪) আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মূসা হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের সলাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৩৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِا اللَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

(১৩৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মাঝে পর পর রাতে একদল এবং দিনে একদল ফিরিশতা আসে এবং উভয় দল মিলিত হয় ফজর সলাতে এবং 'আসর সলাতে। অতঃপর তোমাদের মাঝে ফিরিশতাদের যে দলটি ছিল তারা উঠে যান। তখন তাঁদের রব্ব তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন-অথচ তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত- তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে তাদের সলাত আদায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের নিকট পৌঁছেছি তখনও তারা সলাত আদায় করতেছিল।[১৩৫]

---

[১৩৩] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/১৪৬৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[১৩৪] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫৪০, সহীহ মুসলিম হা/১৪৭০- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[১৩৫] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/১৪৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহুল বুখারী হা/২৯৮৪।

عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ".

(১৩৬) বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 'আসরের সলাত ছেড়ে দেয় আল্লাহ তার 'আমলকে নষ্ট করে দেন।[১৩৬]

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً ــ يَعْنِي الْبَدْرَ ــ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا " . ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} .

(১৩৭) জারীর ইবুন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে নাবী (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : শোন! এটি যেমন দেখতে পাচ্ছো, তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার পূর্বের সলাত ও

---

[১৩৬] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২৩০৪৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/৫০০৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৯৪১, ২৬৩৬৫) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিক সহীহ বলেছেন সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি 'আসরের সলাত ছেড়ে দেয় তার 'আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।"** (সহীহুল বুখারী হা/৫২০, ৫৫৯, নাসায়ী)

২। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যদি কোন ব্যক্তির 'আসরের সলাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেলো।"** (সহীহুল বুখারী হা/৫১৯)

সূর্য ডুবার পূর্বের সলাত আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই করো। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করুন।" (সূরাহ ত্বাহা : ১৩)[১৩৭]

যুহ্‌র সলাতের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " .. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ . .

(১৩৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আওয়াল ওয়াক্তে যুহরের সলাতে যাওয়ার কী ফাযীলাত তা যদি মানুষ জানতো তাহলে এর জন্য তারা অবশ্যই সর্বাগ্রে যেত।[১৩৮]

সঠিক সময়ে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا .

(১৩৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট কোন কাজটি অধিক প্রিয়? তিনি (সাঃ) বললেন : সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা।[১৩৯]

---

[১৩৭] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫২১- হাদীসের শব্দাবলী তার। হাদীসটি বুখারীতে ভিন্ন শব্দেও বর্ণিত হয়েছে।

[১৩৮] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫৮০, সহীহ মুসলিম হা/১০০৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ আহমাদ হা/৭২২৬, ৭৭৩৮, ৮০২২, ৮৮৭২, ১০৮৯৮।

[১৩৯] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫৫১৩ - হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৬৪।

প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا .

(১৪০) উম্মু ফারওয়াতাহ হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-এর কাছে বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আওয়াল ওয়াক্তে সলাত আদায় করা।[১৪০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُمْ:هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ:وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا يُصَلِّيهَا عَبْدٌ لِوَقْتِهَا إِلا أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَلاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ.

(১৪১) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : তোমরা কি জানো তোমাদের বরকতময় মহান প্রতিপালক কি বলেন? তারা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই অধিক অবগত (এ কথা তিনবার বললেন)। তিনি বলেন : "আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম! যে কেউ সঠিক সময়ে সলাত আদায় করলে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে সলাতকে সঠিক সময়ে আদায় না করে অন্য সময়ে করে, আমার ইচ্ছে হলে তাকে দয়া করবো এবং ইচ্ছে হলে তাকে আযাব দিবো।"[১৪১]

---

[১৪০] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৭০- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৪২৬- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/২৭১০৪, ২৭১০৫, ২৭৪৭৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সহীহ লিগাইরিহি। মিশকাত হা/৬০৭।

[১৪১] **হাদীস হাসান** : ত্বাবারানী কাবীর হা/১০৪০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১৬৭৯। এর সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ ».

(১৪২) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন : হে আবূ যার! আমার পর এমন সব আমীর ক্ষমতায় আসবে যারা সলাতকে মেরে ফেলবে (শেষ ওয়াক্তে আদায় করবে)। সুতরাং তুমি সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) সলাত আদায় করে নিও। তুমি যদি সলাতকে নির্ধারিত সময়ে (একাকী) আদায় করে নাও, তাহলে পরে ইমামের সাথে আদায় করাটা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় (তুমি যদি পরে ইমামের সাথে সলাত আদায় না করো) তুমি নিজের সলাতের হিফাযাত করলে।[১৪২]

তাকবীরে উলার সাথে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ .

(১৪৩) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীরের) সাথে

হাসান বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/৩৯৫। এছাড়াও হাদীসটির শাওয়াহিদ বর্ণনা রয়েছে সহীহ আত-তারগীব ৩৯৩, ৩৯৪, ও অন্যত্র। যদ্বারা হাদীসটি শক্তিশালী হয়।

[১৪২] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৪৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/১৭৬, ইবনু মাজাহ হা/১২৫৭, আবূ দাউদ হা/৪৩১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ, দারিমী হা/১২৭৫।

জামা'আতে সলাত আদায় করতে পারলে তাকে দুটি মুক্তি সনদ দেয়া হয় : জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি এবং মুনাফিকী থেকে নিস্কৃতি।[১৪৩]

প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ : . وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى " .

(১৪৪) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সলাত আদায় করলেন, অতঃপর বললেন : নিশ্চয় মুসল্লীদের প্রথম কাতার ফিরিশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর (প্রথম কাতারের) ফাযীলাত সম্পর্কে জানতে তাহলে তোমরা এ জন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয় দু'জনের জামা'আত একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতে লোক সংখ্যা যত বেশী হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশি পছন্দনীয়।[১৪৪]

---

[১৪৩] **হাদীস হাসান :** তিরমিযী হা/২৪১- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু 'আদী 'আল-কামিল', বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, তা'লীকুর রাগীব ১/১৫১, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/২৬৫২। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[১৪৪] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/৫৫৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৮৪৩, সহীহ আত-তারগীব হা/৪০৬- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস হাসান। আহমাদ হা/২১২৬৫, ২১২৬৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস হাসান। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৪৭৬- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/৫১৬৩, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৯০৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু হিব্বান হা/২০৫৬, তায়ালিসি হা/৫৫৪, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১৭৩, 'আবদুর রাযযাক হা/২০০৪, খতীব বাগদাদী ২/২১২, জিয়া মাকদাসী 'আল-মুখতারা' হা/১১৯৬, ১১৯৭, ইবনুল আ'রাবী 'আল-মু'জাম হা/৯৪৮, ত্বাবারানী আওসাত হা/১৮৫৫, ৪৭৭১, ৯২১৩, এবং মুসনাদে শামিয়িন হা/১৩০৪।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " .

(১৪৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : পুরুষ লোকদের জন্য উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার আর অনুত্তোম কাতার হলো সর্বশেষ কাতার। নারীদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার এবং অনুত্তোম কাতার হলো প্রথম কাতার।[১৪৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا .

(১৪৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি লোকেরা জানতো যে আযান দেয়া ও সলাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কী পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তাহলে লটারী দেওয়া ছাড়া কোন উপায় না পেয়ে তারা লটারী দিতো।[১৪৬]

---

[১৪৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১০১৩, তিরমিযী হা/২২৪, আবূ দাউদ হা/৬৭৮, নাসায়ী হা/৮২০- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, ইবনু মাজাহ হা/১০০০, ১০০১, আহমাদ হা/৭৩৬২, হুমাইদী হা/১০০০, 'আবদুর রাযযাক হা/১৬৫২২। এছাড়া ইবনু 'আব্বাস হতে বাযযার হা/৫১৩ এবং আনাস হতে বাযযার হা/৫১৪, আবূ উমামাহ হতে ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৬৯২, এবং ইবনু 'উমার হতে ত্বাবারানী আওসাত হা/৪৯৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১৪৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৮০, সহীহ মুসলিম হা/১০০৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, তিরমিযী হা/২২৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/৭২২৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৯১- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/১৬৫৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ। এছাড়া আবূ আওয়ানাহ হা/৯৭০, মুয়াত্তা মালিক হা/১৩৬, বায়হাক্বী, খত্বীব 'আত-তারীখ' ৪/৪২৫, আবূ ইয়ালা হা/৬৪৭৫।

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً .

(১৪৭) 'ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, আর দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার।[১৪৭]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ " . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِي ؟ قَالَ : " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ " . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِي ؟ قَالَ: " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَه يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِي ؟ قَالَ: " وَعَلَى الثَّانِي " .

(১৪৮) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয় প্রথম কাতারের উপর আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তাঁর মালায়িকাহ (ফিরিশতাগণ) ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতার? তিনি (সাঃ) বলেন : নিশ্চয় প্রথম কাতারের উপর আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তাঁর মালায়িকাহ (ফিরিশতাগণ) ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর

[১৪৭] হাদীস সহীহ : ইবনু মাজাহ হা/৯৯৬, আহমাদ হা/১৭১৪১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫৫৮, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৭৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৮৬, তায়ালিসি হা/১১৬৩, দারিমী হা/১২৬৫, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৩৮, ৬৩৯। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তালখীস গ্রন্থে তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭০৭৬, ১৭০৮৩) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ। ডক্টর মুস্তফা আ'যমী বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

রাসূল! দ্বিতীয় কাতার? নাবী (সাঃ) বলেন : এবং দ্বিতীয় কাতারের উপর।[১৪৮]

জামা'আতে সলাত আদায় ও সেজন্য অপেক্ষা করার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

(১৪৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তির একাকী সলাত আদায়ের চাইতে জামা'আতে সলাত আদায় সাতাশগুণ বেশি মর্যাদা রাখে।[১৪৯]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .

(১৫০) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তির জামা'আতের সলাত আদায় তার একাকী সলাতের তুলনায় পঁচিশগুণ বেশি (সাওয়াব) বৃদ্ধি পায়।[১৫০]

---

[১৪৮] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/২২২৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ লিগাইরিহি। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২১৬৪, ১৮৪১৬) : এর সানাদ হাসান। ত্বাবারানী কাবীর হা/১৫০৪৩, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৮৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান লিগাইরিহি। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২৫০৯) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদের রিজাল নির্ভরযোগ্য।

[১৪৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৫০৯, আহমাদ হা/৫৩৩২, মালিক হা/২৬৪, তিরমিযী হা/২১৫।

[১৫০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬১০, আহমাদ হা/১১৪২১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, সহীহ মুসলিম হা/১৫০৫, তিরমিযী হা/২১৫, ইবনু মাজাহ হা/৭৮৯, আবূ ইয়ালা হা/১৩৩০, ইবনু হিব্বান হা/১৭৭৯।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"জামা'আতের সাথে এক ওয়াক্ত সলাত (একাকী) পঁচিশ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের সমান।"** (আবূ দাউদ, বুখারীতে এর প্রথমাংশ, হাকিম। ইমাম হাকিম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا " .

(১৫১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি মনস্থ করেছি যে, লোকদেরকে জ্বালানী কাঠের স্তূপ করতে বলি। তারপর একজনকে সলাতের ইমামতি করতে আদেশ করি এবং লোকজনসহ গিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই, যারা জামা'আতে উপস্থিত হয় না।[১৫১]

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ – وَقَالَ – إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ .

বলেন : এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ)

২। **"কোন ব্যক্তির এক ওয়াক্ত সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা পঁচিশ ওয়াক্ত একাকী আদায়ের সামান।"** (সহীহ মুসলিম হা/১৫০৫-১৫০৮)

৩। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "দুই ব্যক্তির একজনে ইমাম এবং অপরজনে মুক্তাদী হয়ে সলাত আদায় করা আল্লাহর কাছে আশিজন পৃথক পৃথকভাবে সলাত পড়ার চাইতে উত্তম। একইভাবে চারজন লোক জামা'আতে সলাত আদায় করা একশো জন পৃথক পৃথকভাবে সলাত আদায়ের চাইতে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।"** (সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯১২)

[১৫১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৫১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৮১৪৯- শু'আব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, 'আবদুর রাযাক হা/১৯৮৪, আবূ আওয়ানাহ হা/৯৮৩, বায়হাক্বী ৩/৫৫।

(১৫২) আবুল আহওয়াস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন : আমাদের ধারণা হলো মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই সলাতের জামা'আত পরিত্যাগ করে না। এ ধরনের লোকের মুনাফিক্বী স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় রুগ্ন ব্যক্তিও দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে সলাতের জামা'আতে শরীক হতো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে হিদায়াত শিখিয়েছেন। হিদায়াতের কথা ও পদ্ধতির মধ্যে এটাও একটি যে, যে মাসজিদে আযান দিয়ে জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় সেই মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করা।[১৫২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ « هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ». فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَأَجِبْ ».

(১৫৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর এক অন্ধ সাহাবী নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ধরে মাসজিদে নিয়ে আসার মত কেউ নেই। তাকে বাড়িতে সলাত আদায়ের অনুমতি দেয়ার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বাড়িতে সলাত আদায়ের অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকটি যে সময় ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন নাবী (সাঃ) তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি সলাতের আযান শুনতে পাও? সে বললো, হ্যাঁ। নাবী (সাঃ) বললেন, তাহলে তুমি মাসজিদে আসবে।[১৫৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا

---

[১৫২] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/১৫১৯- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[১৫৩] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/১৫১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৪৯৪৮, আবূ আওয়ানাহ হা/৯৮৫, বায়হাক্বী।

وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ».

(১৫৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি ঘরে ও বাজারে (একাকী) সলাত আদায় অপেক্ষা জামা'আতে সলাত আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশি সাওয়াব পাবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে শুধুমাত্র সলাতের উদ্দেশ্যেই মাসজিদে যায় এবং একমাত্র সলাতই তাকে (ঘর থেকে) বের করে, তাহলে মাসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা হয়। মাসজিদে প্রবেশ করার পর সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সলাতের জন্য অবস্থান করবে ততক্ষণ তাকে সলাতের মধ্যেই গণ্য করা হবে। সে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সলাত আদায়ের স্থানে অবস্থান করে ফিরিশতাগণ তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকেন : "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! তার তাওবাহ্ কবূল করুন।" যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় অথবা তার উযু না ভাঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) তার জন্য এরূপ দু'আ করতে থাকে।[১৫৪]

---

[১৫৪] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৪৫৭, সহীহ মুসলিম হা/১৫৩৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৫৫৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/৭৪৩০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৪৯০- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/২০৭৯, ১৫০৪, বায়হাক্বী, আবূ আওয়ানাহ হা/৯৭৮।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ " .

(১৫৫) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ফরয সলাতের জন্য উযু করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হাজ্জীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশ্‌তের সলাত আদায় করার জন্য বের হবে, সে একজন 'উমরাহকারীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সলাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত সলাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তাকে ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে (অর্থাৎ তার মর্যাদা সুউচ্চ হবে)।[১৫৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ " .

---

[১৫৫] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/৫৫৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২২৩০৪, বায়হাক্বী ৩/৬৩, ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৩১৫। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান, তবে হাদীস সহীহ।

(১৫৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি জামা'আতে সলাত আদায় করলে তা তার বাড়িতে ও দোকানে সলাত আদায়ের চেয়ে পঁচিশ গুণেরও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। কারণ কোন লোক যখন সলাতের জন্য উযু করে এবং ভালভাবে উযু করে মাসজিদে আসে তাকে সলাত ছাড়া কোন কিছুই মাসজিদে আনে না। আর সে সলাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যও পোষণ করে না। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সে যখনই পদক্ষেপ করে তখন থেকে মাসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বদলে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে সলাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে সলাতরত থাকে।[১৫৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ " .

(১৫৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতের জন্য অপেক্ষা করে এবং শুধু সলাতের কারণেই সে ঘরে ফিরে যায় না ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন সলাতরত অবস্থায়ই থাকে।[১৫৭]

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ .

(১৫৮) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাতের জন্য অপেক্ষা করে ইমামের সাথে

---

১৫৬ **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬১১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৫৪৩।

১৫৭ **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬১৯, সহীহ মুসলিম হা/১৫৪২- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

(জামা'আতে) সলাত আদায় করে সে ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক সাওয়াবের অধিকারী যে একাকী সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।[১৫৮]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا مَعَ الإِمَامِ ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

(১৫৯) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে ফরয সলাতের জন্য পায়ে হেটে মাসজিদে এসে ইমামের সাথে সলাত আদায় করে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়।[১৫৯]

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيْعِ " .

(১৬০) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ অবশ্যই খুশি হন জামা'আতবদ্ধ সলাতে।[১৬০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

---

[১৫৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬১৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/১৫৪৫, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫০১।

[১৫৯] **হাদীস সহীহ** : ইবনু খুযাইমাহ হা/১৪৮৯- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৪০১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ।

[১৬০] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/৫১১২-হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ যঈফ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৫১১২) : এর সানাদ হাসান। অনুরূপ ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৪০০। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২১৪০) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى.

(১৬১) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করলাম। অতঃপর কিছু লোক চলে গেলেন এবং কিছু লোক রয়ে গেলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্রুত বেগে এলেন যে, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়ে গেলো। তিনি তাঁর দু' হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসলেন এবং বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের রব্ব আকাশের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং তিনি ফিরিশতাদের কাছে তোমাদের বিষয়ে গর্ব করে বলছেন : তোমরা আমার এ সকল বান্দার দিকে তাকাও, তারা এক ফরয আদায় করার পর অন্য ফরযের জন্য অপেক্ষা করছে।[১৬১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ. فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِيْ السَّبَرَاتِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِيْ الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدُ فِيْ الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَخَشْيَةُ اللهِ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَأَمَّا الْـمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ .

---

[১৬১] হাদীস সহীহ : ইবনু মাজাহ হা/৮০১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৬৭৫০, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৪২, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৬৬১। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৩০৩) বলেন : সানাদের রিজাল সিক্বাত। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৬৭৫০) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। তাহক্বীক্ব আলবানী : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

(১৬২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তিনটি জিনিস গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দেয়, তিনটি জিনিস মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তিনটি জিনিস মুক্তির সহায়ক এবং তিনটি জিনিস সর্বনাশ ডেকে আনে।

যে তিনটি জিনিস গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দেয় তা হচ্ছে : প্রচণ্ড শীতে নিখুঁতভাবে উযু করা, এক সলাতের পর পরবর্তী সলাতের অপেক্ষায় থাকা এবং জাম'আতে গমন করা।

যে তিনটি জিনিস মর্যাদা বৃদ্ধি করে তা হলো : মানুষকে আহার করানো, বেশি বেশি সালামের প্রচলন করা এবং রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন সলাত আদায় করা।

যে তিনটি জিনিস মুক্তির সহায়ক তা হলো : রাগ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচার করা, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় মধ্যম ধরনের জীবন যাপন করা এবং গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

আর যে তিনটি জিনিস সর্বনাশ ডেকে আনে তা হলো : কৃপণতার নীতি অনুসরণ করা, প্রবৃত্তির খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলা এবং অহংকার করা।[১৬২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ ، تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومُ ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ " .

(১৬৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক সলাতের পর আরেক সলাতের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি ঐ ঘোর সওয়ারীর ন্যায় যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর পথে শক্তভাবে তার পেটের

---

[১৬২] **হাদীস হাসান** : বাযযার হা/৬৪৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার, বায়হাক্বী ও অন্যান্য, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৫০। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি একদল সাহাবায়ি কিরাম হতে বর্ণিত হয়েছে। এর সানাদগুলো যদিও সমালোচনা মুক্ত নয় কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় হাদীসটি হাসান ইনশাআল্লাহ।

সাথে বেঁধে নিয়েছে (শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য), আর এটাই হচ্ছে বড় রিবাত্ব।[১৬৩]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ رَبِّ لَا أَدْرِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

(১৬৪) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : আমার রব সর্বোত্তম চেহারায় আমার কাছে আসেন। তিনি বলেন : হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি উপস্থিত, আমি হাযির। তিনি জিজ্ঞেস করেন : ঊর্ধ জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে ঝগড়া করছে? আমি বললাম, হে আমার রব! আমি জানি না। তিনি তাঁর হাত আমার উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখেন। এমনকি আমি এর শীতলতা আমার বুকে অনুভব করি। আমি পূর্ব-পশ্চিমে যা কিছু আছে তা জেনে নিলাম। তিনি বলেন : হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমি আপনার সামনে উপস্থিত

---

[১৬৩] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/৮৬২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানী আওসাত হা/৮১৪০, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৪৭। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৬১০) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/২১২৩) বলেন : এর সানাদের নাফি' ইবনু সুলাইমানকে আবূ হাতিম নির্ভরযোগ্য সিক্বাহ বলেছেন, এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল সহীহ রিজাল।

আছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : ঊর্ধ জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম : মর্যাদা বৃদ্ধি, কাফফারাহ লাভ, বেশি বেশি পদক্ষেপে (পায়ে হেঁটে) মাসজিদে যাওয়া, প্রচণ্ড শীতের সময়ও উত্তমরূপে উযু করা এবং এক সলাতের পর অপর সলাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা (ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা নিয়ে বিতর্ক করছে)। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাযাত করবে তার জীবন হবে সুখময়, মৃত্যু হবে আনন্দময় এবং সে তার পাপরাশি থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।[১৬৪]

কেউ জামা'আতে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েও জামা'আত না পেলে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا " .

(১৬৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মাসজিদে গিয়ে দেখতে পেল লোকেরা সলাত আদায় করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ

---

[১৬৪] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৩২৩৩, ৩২৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৪০২, ৪৪৮, আহমাদ হা/৩৪৮৪, ১৬৬২১, ২২১০৯, ২৩২১০। আহমাদ শাকির বলেন : (হা/৩৪৮৪) : এর সানাদ সহীহ। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ যঈফ। ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ' হা/৪৬৯, আবূ ইয়ালা হা/২৬০৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : খালিদ ব্যতীত এর রিজাল সহীহ রিজাল। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১১৭৪৪) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর সানাদে লাইস বিন আবূ সুলাইম দুর্বল হলেও হাদীস বর্ণনায় হাসান, এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল সিক্বাত। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

তাকেও জামা'আতে শামিল হয়ে সলাত আদায়কারীদের সমান সাওয়াব দান করবেন। অথচ তাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।[১৬৫]

জামা'আতে লোক সংখ্যা অধিক হওয়ার ফাযীলাত

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ : وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى " .

(১৬৬) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সলাত আদায় করলেন, অতঃপর বললেন : নিশ্চয় দু'জনের জামা'আত একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশি পছন্দনীয়।[১৬৬]

---

[১৬৫] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৫৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/৮৯৪৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৯২৭) : এর সানাদ হাসান। নাসায়ী হা/৮৫৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৫৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী ৩/৬৯, বাগাভী হা/৭৮৯, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১৪৫৫, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৬১৬৩। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[১৬৬] **হাদীস হাসান** : আবূ দাউদ হা/৫৫৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৮৪৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান। আহমাদ হা/২১২৬৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস হাসান। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৪৭৬- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৯০৪- ইমাম হাকিম বলেন : হাদীস সহীহ। তায়ালিসি হা/৫৫৪, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১৭৩, জিয়া মাকদাসী 'মুখতারাহ' হা/১১৯৭, ইবনুল আ'রাবী 'আল-মু'জাম' হা/৯৪৮, ইবনু হিব্বান হা/২০৫৬, ত্বাবারানী আওসাত হা/১৮৫৫, বায়হাক্বী ৩/৬৭-৬৮, সহীহ আত-তারগীব হা/৪০৬।

খোলা ময়দানে বা জঙ্গলে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً .

(১৬৭) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ে পঁচিশগুণ সাওয়াব রয়েছে। কেউ যখন কোন খোলা মাঠে (জামা'আতের সাথে) পূর্ণরূপে রুকু'-সাজদাহ্ সহকারে সলাত আদায় করবে সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের সাওয়াব পাবে।[১৬৭]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " .

(১৬৮) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমার রব্ব খুশি হন সেই ছাগল চালকের উপর যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং সলাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের বলেন : তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখো সে আযান দেয় এবং সলাত ক্বায়িম করে এবং

---

[১৬৭] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫৬০- হাদীসের **শব্দাবলী** তার, বুখারীতে এর প্রথমাংশ, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৫৩- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৪০৭। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।[১৬৮]

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ.

(১৬৯) সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন খোলা ময়দানে থাকে অতঃপর সলাতের সময় ঘনিয়ে এলে উযু করে। যদি উযুর পানি না পায় তবে তায়াম্মুম করে। যদি সে ইক্বামাত দেয় তাহলে তার সাথে ফিরিশতা সলাত আদায় করে। যদি সে আযান ও ইক্বামাত দেয় তাহলে তার পিছনে আল্লাহর সৈনিকেরা সলাত আদায় করে যাদেরকে দেখা যায় না।[১৬৯]

কাতার সোজা করা ও দু'জনের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করে পরস্পরে কাঁধে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ " .

---

[১৬৮] **হাদীস সহীহ :** নাসায়ী হা/৬৬৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ, বায়হাক্বী ১/৪০৫, আহমাদ হা/১৭৪৪২, ইবনু মানদাহ 'আত-তাওহীদ', ইবনু হিব্বান হা/১৬৬০, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৪১, ইরওয়াউল গালীল হা/২১৪। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭৩৭৩, ১৭২৪৫) : এর সানাদ হাসান। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১৬৯] **হাদীস সহীহ :** 'আবদুর রাযযাক হা/১৯৫৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৪০৮। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

(১৭০) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয় মহান আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং মালায়িকাহ (ফিরিশতাগণ) দু'আ করেন তাদের জন্য যারা কাতার মিলায়।[১৭০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : « أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ ».

(১৭১) জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) যেরূপ তাদের প্রতিপালকের নিকট কাতারবদ্ধ হয়ে থাকে তোমরা কি সেরূপ কাতারবদ্ধ হবে না? আমরা বললাম, মালায়িকাহ্ তাদের প্রতিপালকের নিকট কিরূপে কাতারবদ্ধ হয়? তিনি বলেন, সর্বাগ্রে তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে, তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কাতারগুলো এবং তারা কাতারে পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ায়।[১৭১]

---

[১৭০] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/২৪৩৮১- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসটি হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৪২৬২, ২৫১৪৬, ২৪৪৬৮) : এর সানাদ সহীহ। উল্লেখ্য, হাদীসটি আবূ দাউদে (হা/৬৭৬) বর্ণিত হয়েছে এ শব্দে : **"যারা কাতারের ডান দিকে দাঁড়ায় তাদের উপর আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতারা দু'আ করেন।"**- এর তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান, তবে এ শব্দে : **"যারা কাতারবদ্ধ হয়ে সলাত আদায় করে"**। (ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান, আহমাদ। হাফিয ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/২৪৯) বলেন : এর সানাদ হাসান)

[১৭১] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৯৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৬৬১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পূর্ণ করবে, তারপর তার পরবর্তী কাতার পূর্ণ করবে। এরপর কোন অসম্পূর্ণতা থাকলে তা যেন শেষ কাতারে হয়।"** (আবূ দাউদ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ)

عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ " . ثَلاَثًا " وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ " . قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ .

(১৭২) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমবেত লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দাঁড়াও। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন। বর্ণনাকারী নু'মান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি এক লোককে দেখলাম, সে তার সঙ্গীর কাঁধের সাথে নিজের কাঁধ, তার হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু এবং তার গোড়ালির সাথে নিজের গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে।[১৭২]

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ « عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ».

---

[১৭২] হাদীস সহীহ : আবূ দাউদ হা/৬৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৬০- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। আহমাদ হা/১৮৪৩০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৫৭২৪, ১১৯৫০, ১২৭৭৭, ১২৮১৯, ১৩৭১২, ১৩৮৩৫, ১৮৩৪২, ১৮৫২৫, ১৯৫৫৩) : এর সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/২১৭৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মজবুত। বায়হাক্বী হা/৩৬২।

(১৭৩) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাবী (সাঃ) আমাদেরকে কাতারবদ্ধ করতেন এমন সোজা করে যেরূপ তীরের ফলা সোজা করা হয়। এমনকি তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা এ সম্পর্কে তাঁর তা'লীম আত্মস্থ করেছি ও বুঝেছি। অতঃপর একদিন তিনি বের হলেন এবং সলাতের জন্য দাঁড়ালেন, তিনি তাকবীর দিয়ে সলাত শুরু করতে উদ্যত হচ্ছিলেন এমন সময় তিনি (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে পেলেন, একজনের বুক সামনের দিকে এগিয়ে আছে। তিনি বললেন : তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারায় বৈপরিত্য সৃষ্টি করে দিবেন।[১৭৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : " أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى " وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ .

(১৭৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে নাও, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও এবং উভয়ের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ কর আর তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্ল-

---

[১৭৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১০০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৬৬৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/১৮৪৪০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, এবং হা/১৮৪৪১ : সানাদ হাসান। ইবনু হিব্বান হা/২১৬৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ হাসান। তায়ালিসি হা/৮২০, আবূ আওয়ানাহ হা/১০৮৪, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/৮০৬।

াহও তাকে তাঁর রহমাত দ্বারা মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে তাঁর রহমাত হতে কর্তন করবেন।[১৭৪]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, "তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও" এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি এসে কাতারে প্রবেশ করতে চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জন্য নিজ নিজ কাঁধ নরম করে দেবে, যেন সে সহজে কাতারে শামিল হতে পারে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : " خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ " .

(১৭৫) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক, যারা সলাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে দেয়।[১৭৫]

---

[১৭৪] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৬৬৬- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলাবনী : সহীহ। আহমাদ হা/৫৭২৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৫৭২৪) : এর সানাদ সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৭৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫৪৯- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাতারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে আমাদের বুক ও কাঁধ সোজা করে দিতেন, আর বলতেন : তোমরা কাতারে বাঁকা হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেন : নিশ্চয় প্রথম কাতারসমূহের প্রতি মহান আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তাঁর মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) দু'আ করেন।** (আবূ দাউদ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, নাসায়ী। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ)

২। **"নিশ্চয় মহান আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণ দু'আ করেন ঐ লোকদের প্রতি যারা কাতারবদ্ধ হয়।"** (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ " .

(১৭৬) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা (সলাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকটে রাখবে। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্ত্বার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের খালি (ফাঁকা) জায়গাতে শয়তান যেন একটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।[১৭৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ » .

(১৭৭) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা কাতারসমূহ সোজা করবে। কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই সলাত পূর্ণতা পায়।[১৭৭]

---

[১৭৫] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৬৭২- হাদীসের শব্দাবলী তার। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[১৭৬] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৬৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/১৩৭৩, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫৪৫, বায়হাক্বী ৩/১০০, বাগাভী হা/৮১৩। ডক্টর মুস্তফা আ'যমী বলেন : এর সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[১৭৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১০০৩, আহমাদ হা/১২৮১৩, আবূ দাউদ হা/৬৬৮, ইবনু মাজাহ হা/৯৯৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১২৭৪৯, ১৩৫৯৮) : এর সানাদ সহীহ। এছাড়া আবূ ইয়ালা হা/২৯৯৭, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫৪৩, তায়ালিসি হা/২০৮২, দারিমী হা/১৩৬৩, আবূ আওয়ানাহ হা/১০৭৮, ইবনু হিব্বান হা/২১৭৪, বায়হাক্বী ৩/৯৯-১০০।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا تَخَطَّى عَبْدٌ خُطْوَةً أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا .

(১৭৮) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বান্দার কোন পদক্ষেপই ঐ পদক্ষেপের চাইতে অধিক সাওয়াবপূর্ণ নয়, যে পদক্ষেপে কোন ব্যক্তি কাতারের খালি জায়গা পূরণের জন্য এগিয়ে যায় এবং কাতারের ফাঁকা বন্ধ করে।[১৭৮]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِى الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ « ..وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا ».

(১৭৯) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর যুগে তাকবীর বলার পূর্বে কাতারবদ্ধ হতাম। আর রাসূলুল্লাহ

হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে :

১। **"তোমরা কাতারসমূহ সোজা করো। কেননা কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই সলাত প্রতিষ্ঠিত হয়।"** (সহীহুল বুখারী, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৯১)

২। **"তোমরা সলাতে কাতার ক্বায়িম (সোজা) করো। কেননা কাতার সোজা করার মধ্যেই সলাতের সৌন্দর্য নিহীত আছে।"** (সহীহুল বুখারী)

৩। **"তোমরা কাতার পূর্ণ করো, কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই সলাত পূর্ণতা পায়।"** (ইবনু হিব্বান হা/২২০৫)

৪। **"তোমরা কাতার ক্বায়িম করো, কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই সলাত পূর্ণতা পায়।"** (ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫৪৩)

[১৭৮] **হাদীস হাসান :** ত্বাবারানী কাবীর হা/৮১৩, আওসাত হা/৫৩৯৮- হাদীসের শব্দাবলী উভয় কিতাবের, সহীহ আত-তারগীব হা/৫০১। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

(সাঃ) বলতেন : যেকোন কদমের চাইতে আল্লাহর কাছে ঐ কদম (পায়ে চলা) অধিক পছন্দনীয় যে পদক্ষেপে (বান্দা) কাতার মিলায়।[১৭৯]

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ ».

(১৮০) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[১৮০]

সশব্দে আমীন বলার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(১৮১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফিরিশতাগণের আমীন বলার সাথে সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১৮১]

---

[১৭৯] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৫৪৩- হাদীসের শব্দাবলী তার- যঈফ সানাদে, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৫৫১- পদক্ষেপ শব্দ বাদে, সহীহ আত-তারগীব হা/৫০৪। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি।

[১৮০] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী আওসাত হা/৫৯৫৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/২৫০২, সহীহ আত-তারগীব হা/৫০২। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

[১৮১] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৭৩৮, সহীহ মুসলিম হা/৯৪২- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৯৩৬, তিরমিযী হা/২৫০- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, মুয়াত্তা মালিক হা/১৮০। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا قَالَ الإِمَامُ: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلا الضَّالِّينَ" [الفاتحة: ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ".

(১৮২) সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দলিন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে, আল্লাহ তোমাদের জবাব দেবেন।[১৮২]

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ .

(১৮৩) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ইয়াহুদীরা তোমাদের অন্য কিছুতে এতোটা হিংসা করে না যতটা হিংসা করে তোমাদের সালাম ও আমীন বলাতে।[১৮৩]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"তোমাদের কেউ যখন আমীন বলে, তখন আকাশের ফিরিশতাও আমীন বলেন। ফলে একজনের আমীন আরেক জনের আমীন বলার সাথে মিলে গিয়ে পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়।"** (সহীহুল বুখারী)

২। **"ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দলিন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে, কেননা যার কথা ফিরিশতাদের কথার সাথে মিলে যায় তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যিনি মাসজিদে রয়েছেন (অর্থাৎ ঐ আমীন পাঠকারী)।"** (নাসায়ী। সহীহ আত-তারগীব হা/৫১১)

[১৮২] **হাদীস সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৭৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/২৬৬৬, সহীহ আত-তারগীব হা/৫১৩, ৫১৪। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১৮৩] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৩১৬) বলেন : এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/৫৭৪- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। আহমাদ হা/২৫০২৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। বায়হাক্বী ২/৫৬, সহীহ

'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'- বলার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(১৮৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলেন, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। কেননা, যার এ উক্তি ফিরিশতার উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[১৮৪]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ " . قَالَ أَنَا . قَالَ " رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ " .

(১৮৫) রিফা'আহ ইবনু রাফি' যুরাক্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নাবী (সাঃ)-এর পিছনে সলাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাসীরান

আত-তারগীব হা/৫১২, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৬৯১। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১৮৪] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৭৫৪, সহীহ মুসলিম হা/৯৪০, আবূ দাউদ হা/৮৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, নাসায়ী হা/৯২৯, মালিক হা/১৮১, আহমাদ হা/৯৯২২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তিরমিযী হা/২৫০- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ত্বায়্যিবান মুবারাকান ফীহি' বললেন। সলাত শেষে নাবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছে? উক্ত সাহাবী বললেন, আমি। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, আমি দেখলাম ত্রিশ জনের অধিক ফিরিশতা এর সাওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।[১৮৫]

সাজদাহ্‌র ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ .

(১৮৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যকার যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমাত করার ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফিরিশতাদের নির্দেশ করবেন যে, যারা আল্লাহর 'ইবাদাত করতো তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফিরিশতারা তাদেরকে বের করে আনবেন এবং সাজদাহর নিদর্শন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সাজদাহর নিদর্শন মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সাজদাহ্‌র নিদর্শন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর

---

[১৮৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৭৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৭৭০, নাসায়ী হা/১০৬২- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, মালিক হা/৪৪২।

'আবে হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।[১৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ».

(১৮৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : বান্দা তার মহান প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হন যখন সে সাজদাহ্ অবস্থায় থাকে। সুতরাং তোমরা সাজদাহ্তে অধিক পরিমাণে দু'আ করো।[১৮৭]

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ . أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ . فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً " .

---

[১৮৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৭৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৭৯২৭- সহীহ সানাদে। এটি একটি বৃহৎ হাদীসের অংশ বিশেষ। এছাড়া ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/৮০৩, ইবনু খুযাইমাহ 'আত-তাওহীদ' ১/৪২৬, তায়ালিসি হা/২৩৮৩, আবূ ইয়া'লা হা/৬৩৬০, আবূ আওয়ানাহ, ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ' হা/৪৫৩, ৪৭৫, নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/১১৪৮৮।

[১৮৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১১১১, আহমাদ হা/৯৪৬১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯৪১৫) : এর সানাদ সহীহ। আবূ দাউদ হা/৮৭৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আবূ আওয়ানাহ হা/১৪৭২, ত্বাবারানী 'আদ-দু'আ' হা/৬১৩, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/৭২৩, বাগাভী হা/৫৫৮, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৮০। হাদীসের শব্দাবলী সকলের

(১৮৮) মা'দান ইবনু আবূ ত্বালহা আল-ইয়া'মারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবানের সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা আমি তাকে প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তখনও চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি (সাঃ) বলেছেন : তুমি আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশি বেশি সাজদাহ্ করবে। কেননা তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদাহ করবে, মহান আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[১৮৮]

---

[১৮৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১১২১- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৩৮৮, নাসায়ী হা/১১৩৯, ইবনু মাজাহ হা/১৪২৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "কোন বান্দা যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সাজদাহ্ দেয়, আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে একটি নেকী লিখে দেন, এর দ্বারা একটি গুনাহ মুছে দেন এবং তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করেন।"** (ইবনু মাজাহ বিশুদ্ধ সানাদে, আহমাদ, বাযযার। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৯, ৩৮৫)

২। **সাহাবী আবু ফাতিমাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যার উপর আমি প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং 'আমল করে যাবো। নাবী (সাঃ) বললেন : "তোমার কর্তব্য অধিক পরিমাণে সাজদাহ্ করা। কেননা তুমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সাজদাহ করলে এর দ্বারা আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার থেকে একটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন।"** (ইবনু মাজাহ) আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : **"হে আবু ফাতিমাহ! তুমি যদি আমার সাক্ষাৎ পেতে চাও তাহলে তুমি বেশি বেশি সাজদাহ্ করো।"** (শায়খ আলবানী উভয় হাদীসকে হাসান বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৮২)

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي " سَلْ " . فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ هُوَ ذَاكَ . قَالَ " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ " .

(১৮৯) রবী'আহ ইবনু কা'ব আল-আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে রাত কাটিয়ে ছিলাম। আমি তাঁর উযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন, কিছু চাও? আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচার্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আরও কিছু? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি (সাঃ) বললেন : তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদাহ করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।[১৮৯]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

(১৯০) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর কাছে দুটি ফোঁটা ও দুটি নিদর্শনের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। ফোঁটা দুটি হলো : আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দুটি হলো : আল্লাহর পথে

[১৮৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১১২২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/১৩২০- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/৪৪৩৭, আহমাদ হা/১৬৫৭৮।

জিহাদের ক্ষত এবং আল্লাহ্র ফরযসমূহের কোন ফরয আদায় করতে গিয়ে যে ক্ষত হয় (যেমন কপালে সাজদাহ্র দাগ)।[১৯০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهْمٌ بُهْمٌ ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا ؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ " .

(১৯১) 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র আল-মাযিনী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার উম্মাতের যে কাউকে আমি ক্বিয়ামাদের দিন চিনতে পারবো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো সৃষ্টির মাঝে আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন? তিনি (সাঃ) বললেন : আচ্ছা, যদি কোন লোকের সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া অন্য কালো ঘোড়ার মাঝে একত্রে থাকে তাহলে সে কি তার ঘোড়া চিনতে পারবে না? ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের মুখমণ্ডল সাজদাহ্র কল্যাণে আলোক উদ্ভাসিত হবে এবং উযুর কল্যাণে হাত ও মুখ চমকাবে।[১৯১]

---

[১৯০] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/১৬৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২/১৮০। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[১৯১] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৭৬৯৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, এবং শেষের বাক্যটি তিরমিযী হা/৬০৭, ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/২৮৩৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭৬২৩) : এর সানাদ সহীহ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ جُمِعَتْ خَطَايَاهُ فَجُعِلَتْ فَوْقَ رَأْسِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُ يَمِيْنًا وَ شِمَالاً .

(১৯২) আনাস ইবনু মালিক ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন তার সমস্ত গুনাহ একত্র হয়ে তার মাথার উপর অবস্থান করে। অতঃপর সে যখন সাজদাহ্ করে তখন তার গুনাহগুলো তার ডানে ও বামে ঝরে পড়ে।[১৯২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا .

(১৯৩) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আমার প্রতিপালক (ক্বিয়ামাতের দিন) তাঁর পদনালী খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক মুমিন নর ও নারী সাজদাহ্য় পতিত হবে। তবে দুনিয়াতে যারা লোক দেখানোর জন্য ও শুনানোর উদ্দেশ্যে

---

[১৯২] **হাদীস হাসান :** ইবনু শাহীন হা/৩৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানী, মুনযিরীর তারগীব। হাদীসটির বহু শাহেদ বর্ণনা রয়েছে। যদ্বারা হাদীসটি হাসান স্তরে উপনীত হয়। যেমন এর একটি শাহেদ হাদীস হলো : **"মুসল্লী যখন সলাত আদায় করে তখন তার গুনাহসমূহ তার মাথার উপর রাখা হয়। সে যখন সাজদাহ্ করে তখন গুনাহগুলো পড়ে যায়। অতঃপর সে যখন সলাত শেষ করে তখন সে গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে যায়।"** (ইবনু শাহীন হা/৩৯, ত্বাবারানী। এর সানাদে আস'আস এর জীবনী জানা যায়নি। এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল বিশুদ্ধ। দেখুন, তারগীব ফী ফাযায়িলে 'আমাল ওয়া সাওয়াবু জালিকা- তাহক্বীক্ব সালিহ মুহাম্মাদ মুসলিহ আল-ওয়া'য়ীদ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে)

সাজদাহ্ করতো তারাও সাজদাহ্ করতে উদ্যত হবে কিন্তু তাদের কোমর তক্তার মত হয়ে যাবে। ফলে তারা সাজদাহ করতে পারবে না।[১৯৩]

রুকূ'র ফাযীলাত

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".

(১৯৪) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি একবার রুকু করে কিংবা একবার সাজদাহ করে এর দ্বারা তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১৯৪]

---

[১৯৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৪৫৩৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"মুনাফিকরা আল্লাহকে সাজদাহ্ করতে পারবে না। অতঃপর যারা (যেসব মুমিন) সাজদাহ্ করেছেন তাদেরকে তিনি জান্নাতের দিকে টেনে নিবেন।"**-(সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৫৮৪)।

কুরআনুল কারীমেও এ কথাটি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : **"স্মরণ করুন সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন তাদেরকে আহবান করা হবে সাজদাহ্ করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না।"** (সূরাহ ক্বলাম : ৪২)

[১৯৪] **সহীহ লিগাইরিহি** : আহমাদ হা/২১৩০৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, বাযযার হা/৩৯০৩, বায়হাক্বী ৩/১০, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৮৫। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৫০২) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন একাধিক সানাদে, এর কতিপয় সানাদের রিজাল সহীহ রিজাল। আল্লামা মুনযিরী বলেন : হাদীসটির অনেকগুলো সানাদ রয়েছে। সেগুলোর সার্বিক বিবেচনায় হাদীসটি হাসান অথবা সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : বরং হাদীসটির প্রমাণিত সানাদ রয়েছে আহমাদ ৫/১৬৪ ও দারিমী ১/৩৪১, যা মুসলিমের শর্তে সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১২০৫) : এর সানাদ সহীহ।

ফাযায়িলে জুমু'আহ

জুমু'আহর দিনের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ " .

(১৯৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আহর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিন তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, জুমু'আহর দিনই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে।[১৯৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ " .

(১৯৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমরা সর্বশেষ আগত উম্মাত। কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন আমরাই হবো সকলের অগ্রবর্তী। তবে তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। এটি

---

[১৯৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২০১৪, তিরমিযী হা/৪৮৮- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, আবূ দাউদ হা/১০৪৬, ১০৪৭, নাসায়ী হা/১৩৭৩, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৯৬১। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ, অন্য অনুচ্ছেদে হাদীসটি আবূ লুবাবাহ, সালমান, আবূ যার, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ, আওস ইবনু আওস থেকেও বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সেই দিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এই দিনটি সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হলো। আল্লাহ আমাদেরকে এ দিনটির ব্যাপারে হিদায়াত দান করেছেন। অতএব তারা আমাদের পশ্চাদগামী। ইয়াহুদীদের জন্য পরের দিন (শনিবার) এবং খৃষ্টানদের জন্য তার পরের দিন (রবিবার)। (অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন জুমু'আহর ফাযীলাতের মাধ্যমে উম্মাতে মুহাম্মাদী পূর্ববর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে)।[১৯৬]

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ الأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا , وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً ، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا , تُضِيءُ لَهُمْ , يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا , أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا , وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ , يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ , يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلاَنِ , مَا يُطْرِقُونَ تَعَجُّبًا ، حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ , لاَ يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ .

(১৯৭) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিনসমূহকে তার আকৃতিতে পুনরুত্থান করবেন। সেদিন জুমু'আহর দিনকে উত্থিত করা হবে উজ্জ্বল আলোকময় করে। যারা জুমু'আহর সলাত আদায় করেছে তারা তাকে ঘিরে রাখবে নববধূর মত, যেন তার বরকে হাদিয়া দেয়া হয়। সে তাদেরকে আলো দান করবে। তারা তার আলোতে চলবে। তাদের রং হবে বরফের মত সাদা এবং তাদের ঘ্রাণ মিশ্‌কের ঘ্রাণের মত ছড়িয়ে পড়বে, তারা কর্পুরের পাহাড়ে আরোহণ করবে। জ্বিন এবং মানুষেরা

---

[১৯৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২০১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৭৪০১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৩৯৩, ৭৩৯৫, ৭৬৯৩, ৭৩০৮, ৮১০০) : এর সানাদ সহীহ।

আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে যতক্ষণ না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে মুয়াজ্জিন সাওয়াবের আশায় আযান দিয়েছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না।[১৯৭]

জুমু'আহ্ সলাতের জন্য উযু ও গোসল করে সকাল সকাল মাসজিদে যাওয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ – إِنْ كَانَ عِنْدَهُ – ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا " . قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ " وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " . وَيَقُولُ " إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا " .

(১৯৮) আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে, তারপর জুমু'আহ্র সলাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যাবে, সেখানে (সামনে যাওয়ার জন্য) লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত সলাত আদায় করে ইমামের খুত্ববাহ্র জন্য বের হওয়া থেকে সলাত শেষ করা পর্যন্ত সময় নীরবতা অবলম্বন করবে-তাহলে এটা তার জন্য এ জুমু'আহ্ ও তার পূর্ববর্তী জুমু'আহ্র মধ্যবর্তী যাবতীয়

---

[১৯৭] **হাদীস সহীহ :** ইবনু খুযাইমাহ হা/১৭৩০- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১০২৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/৭০৬। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ, এর সানাদ জাইয়্যিদ এবং রিজাল সিক্বাত।

গুনাহ্র কাফ্ফারাহ হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, আরো তিন দিনের গুনাহেরও কাফ্ফারাহ হবে। কেননা নেক কাজের সাওয়াব (কমপক্ষে) দশ গুণ হয়।[১৯৮]

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلميَقُولُ : " مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا "

(১৯৯) আওস ইবনু আওস আস-সাক্বাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে এবং জাগাবে, জুমু'আহ্র জন্য বাহনে চড়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাবে এবং কোনরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুত্ববাহ শুনবে, তার (মাসজিদে যাওয়ার) প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত সিয়াম পালন ও রাতভর সলাত আদায়ের (সমান) সাওয়াব পাবে।[১৯৯]

---

[১৯৮] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৩৪৩- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৭৬২- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ হাসান। আহমাদ হা/১১৭৬৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১১৭০৭, ২৩৪৬১) : এর সানাদ সহীহ। দারিমী হা/১৫৪১-সালমান ফারসী সূত্রে- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : এর সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/২৭৭৬-সালমান ফারসী সূত্রে- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারীর শর্তে সহীহ। এছাড়া মুস্তাদরাক হাকিম হা/১০৪৬, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/২৯৮৭।

[১৯৯] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৩৪৫, ইবনু মাজাহ হা/১০৮৭- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, তিরমিযী হা/৪৯৬- ইমাম তিরমিযী বলেন : আওসের হাদীসটি হাসান, নাসায়ী হা/১৩৮১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/১৬১৭২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৬৯৫৪,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ – إِنْ كَانَ لَهَا – وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ".

(২০০) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন গোসল করবে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি থাকলে তা থেকে ব্যবহার করবে এবং উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে (মাসজিদে এসে) লোকদের ঘাড় না টপকিয়ে খুত্ববাহ্র সময় কোন নিরর্থক কথাবার্তা না বলে চুপ থাকবে, তা তার দু' জুমু'আহ্র মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহ্র জন্য কাফ্ফারাহ হবে। আর যে ব্যক্তি নিরর্থক কথা বলবে এবং লোকদের ঘাড় টপকাবে সে জুমু'আহ্র (সাওয়াব পাবে না), কেবল যুহরের সলাতের সম পরিমাণ (সাওয়াব পাবে)।[২০০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ " .

১৬৮৯৮, ১৬৮৯৯, ১৬১১৭, ১৬১১৮, ১৬১২০, ১৬১২২, ১৬১২৬) : এর সানাদ সহীহ।

[২০০] **হাদীস হাসান** : আবূ দাউদ হা/৩৪৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৮১০। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(২০১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে সর্বপ্রথম জুমু'আহ্র সলাতের জন্য মাসজিদে চলে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানীর সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার পরে আসবে, সে একটি গাভী কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর তৃতীয় নম্বরে যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর চতুর্থ নম্বরে যে আসবে সে একটি মুরগী কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর পঞ্চম নম্বরে যে আসবে সে আল্লাহর পথে একটি ডিম সদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর ইমাম যখন খুত্ববাহ্ দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, তখন মালায়িকাহ (ফিরিশতারা) খুত্ববাহ্ শোনার জন্য উপস্থিত হন।[২০১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا " .

(২০২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর জুমু'আহর সলাত আদায় করতে আসে, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে নীরবে খুৎবাহ্ শুনে, তার এ জুমু'আহ্ হতে পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত এবং আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কাঁকর, বালি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করলো সে বাজে কাজ করলো।[২০২]

---

[২০১] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৮৩২, সহীহ মুসলিম হা/২০০১, আবূ দাউদ হা/৩৫১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। হাদীসের শব্দাবলী সকলের।

[২০২] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২০২৫, আবূ দাউদ হা/১০৫০- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, তিরমিযী হা/৪৯৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

জুমু'আহর দিনে যে সময়ে দু'আ কবূল হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : " فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا .

(২০৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জুমু'আহর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই তিনি তাকে দান করেন। তিনি (সাঃ) তাঁর হাত দ্বারা ঈঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত।[২০৩]

---

[২০৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৮৮৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২০০৬, আহমাদ হা/১০৩০২। এছাড়া নাসায়ীর 'সুনানুল কুবরা' হা/১৭৪৮ এবং 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৪৭০, ত্বাবারানী 'আদ-দু'আ' হা/১৭১-১৭২, বায়হাক্বী, বাগাভী হা/১০৪৮।

কোন বর্ণনায় রয়েছে : **"সেই সময়টি আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে।"**- (তিরমিযী)। কোন বর্ণনায় রয়েছে : **"ইমামের বসা থেকে সলাত শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সেই সময়টি রয়েছে।"**- (সহীহ মুসলিম)। এ ব্যাপারে 'আলিমগণের বহু অভিমত আছে।

নফল সলাতের ফাযীলাত

নফল সলাতের বিশেষ ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ .

(২০৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম তার ফরয সলাতের হিসাব নিবেন। যদি ফরয সলাত পরিপূর্ণ ও ঠিক থাকে তাহলে সে সফলকাম হবে ও মুক্তি পাবে। আর যদি ফরয সলাতে কোন ঘাটতি দেখা যায় তখন ফিরিশতাদের বলা হবে : দেখো তো আমার বান্দার কোন নফল সলাত আছে কিনা? তার যদি নফল সলাত থাকে তাহলে তা দিয়ে আমার বান্দার ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করো। অতঃপর অন্যান্য 'আমলগুলোও (যেমন- সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) এভাবে গ্রহণ করা হবে।[২০৪]

---

[২০৪] **হাদীস সহীহ :** ইবনু শাহীন হা/৫৪, তিরমিযী হা/৪১৩- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, আবূ দাউদ হা/৮৬৪, ইবনু মাজাহ হা/১৪২৫, ১৪২৬, নাসায়ী হা/৪৬৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৯৬৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আহমাদ হা/১৬৯৪৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। দারিমী হা/১৩৫৫- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ, হাদীসটির শাহেদ বর্ণনা রয়েছে মুসলিমের শর্তে বিশুদ্ধ সানাদে। ইমাম যাহাবী বলেন : সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সহীহ জামিউস সাগীর হা/২/১৮৪ ও সুনানের তাহক্বীক্ব গ্রন্থাবলীতে।

সুন্নাত ও নফল সলাত বাড়িতে আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " أَفْضَلُ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ " .

(২০৫) যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ফরয সলাত ছাড়া তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত সলাতই অতি উত্তম।[২০৫]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".

(২০৬) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের কিছু সলাত তোমাদের বাড়িতে আদায় করো। তাকে কবরস্থানে পরিণত করো না।[২০৬]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا .

(২০৭) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কারোর মাসজিদে সলাত আদায় শেষ হলে সে যেন

---

[২০৫] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/১০৪৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, তিরমিযী হা/৪৫০- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : অন্য অনুচ্ছেদে হাদীসটি 'উমার, জাবির, আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরাহ, ইবনু 'উমার, 'আয়িশাহ, 'আবদুল্লাহ বিন সা'দ এবং যায়িদ ইবনু খালিদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর যায়িদ ইবনু সাবিতের হাদীসটি হাসান।

[২০৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৩৪, ১১১৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৮৫৬, অনুরূপ নাসায়ী হা/১৫৯৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, তিরমিযী হা/৪৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯১০। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

কিছু সলাত বাড়িতে আদায়ের জন্য রেখে দেয়। কেননা আল্লাহ তার এ সলাতের জন্য তার বাড়িতে কল্যাণ দান করবেন।[২০৭]

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

(২০৮) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে বাড়িতে আল্লাহর যিকির হয় আর যে বাড়িতে আল্লাহর যিকির হয় না তার উদাহরণ হলো, জীবিত ও মৃতের উদাহরণ।[২০৮]

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

(২০৯) যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে সলাত আদায় করো। কেননা ফরয সলাত ব্যতীত কোন ব্যক্তির অন্যান্য সলাত তার বাড়িতে আদায় করা অধিক উত্তম।[২০৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي

---

[২০৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৮৫৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৩।

[২০৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৯২৮, সহীহ মুসলিম হা/১৮৫৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৫।

[২০৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬৮৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ নাসায়ী হা/১৫৯৯, ইবনু খুযাইমাহ হা/১২০৪, আবূ আওয়ানাহ হা/১৭৩০, বায়হাক্বী, আহমাদ হা/২১৫৮২, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৭, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৩। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

مَا أَقْرَبَهُ مِنْ الْمَسْجِد فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.

(২১০) 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার ঘরে এবং মাসজিদে সলাত আদায়ের মধ্যে কোনটি অধিক উত্তম তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাঃ) বলেন : তুমি কি দেখছো না যে, আমার ঘর মাসজিদের কত কাছে হওয়া সত্ত্বেও আমি ফরয সলাত ছাড়া অন্যান্য সলাত মাসজিদের তুলনায় নিজের ঘরে আদায় করা অধিক পছন্দ করি।[২১০]

« عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت أَنَّ رَسُولَ الله –صلى الله عليه وسلم– قَالَ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِه أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِه فِى مَسْجِدى هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ ».

(২১১) যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ফরয সলাত ছাড়া কোন ব্যক্তির অন্যান্য সলাত তার ঘরে আদায় করা আমার এই মাসজিদে (মাসজিদে নববীতে) আদায় করার চাইতেও উত্তম।[২১১]

---

[২১০] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৪৮৯) বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত। আহমাদ হা/১৯০০৭। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২১১] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১০৪৬- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/২১৫৮২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

অন্য বর্ণনাতে রয়েছে : **'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : "নাবী (সাঃ) যুহরের (ফরয) সলাতের পূর্বে চার ও পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পর দুই রাক'আত, 'ইশার জামা'আতের পর দুই রাক'আত এবং রাতের (এক রাক'আত) বিতরসহ নয় রাক'আত (তাহাজ্জুদ) এবং ফজরের আগে দুই রাক'আত সলাত আমার ঘরে আদায় করতেন।"** (ইবনু খুযাইমাহ)

عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ، حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ ".

(২১২) দামরাহ ইবনু হাবীব (র) থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনসম্মুখে (সুন্নাত ও নফল) সলাত আদায়ের চাইতে কোন ব্যক্তির নিজ বাড়িতে আদায় করাটা তেমনি বেশি ফাযীলাতপূর্ণ যেমন ফাযীলাত রয়েছে নফলের উপর ফরযের।[২১২]

লোক চক্ষুর অন্তরালে নফল সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّلَاةُ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يرَاه أَحَدٌ مِثْلُ خَمْسٍ وَّ عِشْرِيْنَ صَلَاةً عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ .

(২১৩) সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : লোক চক্ষুর অন্তরালে নফল সলাত আদায়ে পঁচিশ গুণ বেশি ফাযীলাতপূর্ণ ঐ নফল সলাতের চাইতে যা মানুষের চোখের সামনে (জনসম্মুখে) আদায় করা হয়।[২১৩]

দৈনিক বার রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

[২১২] হাদীস হাসান : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/২৯৮৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৮। আল্লামা মুনযিরী বলেন : এর সানাদ হাসান ইনশাআল্লাহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[২১৩] হাদীস সহীহ : ইবনু শাহীন হা/৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব সালিহ মুহাম্মাদ মুসলিহ আল-ওয়া'য়ীদ : সানাদ হাসান। সহীহ জামিউস সাগীর ৩/২৫৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। হাদীসটির বহু শাহেদ বর্ণনা রয়েছে ইবনু আবূ শাইবাহ, ত্বাবারানী, আবূ ইয়ালা ও দায়লামী গ্রন্থে।

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ .

(২১৪) উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দিন রাতে বার রাক'আত্ সলাত রয়েছে। এগুলো আদায়কারীর জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হয়। যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের (ফরযের) পরে দুই রাক'আত, 'ইশার (ফরযের) পরে দুই রাক'আত এবং ফজরের (ফরয সলাতের) পূর্বে দুই রাক'আত।[২১৪]

ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সলাতের ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

(২১৫) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম।[২১৫]

---

[২১৪] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৪১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৭২৮, ১৭২৯, নাসায়ী হা/১৮০৬, ইবনু মাজাহ হা/১১৪১, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৬৬৫৩) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি সর্বদা বার রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।"** (তিরমিযী হা/৪১৪- হাদীসের শব্দ তার, ইবনু মাজাহ হা/১১৪০, নাসায়ী হা/১৭৯৬। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ)

[২১৫] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৪১৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৬২৮৬- এই শব্দে : "সমগ্র দুনিয়ার চাইতে উত্তম" অনুরূপ মুস্তাদরাক হাকিম হা/১১৫১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আবূ আওয়ানাহ হা/১৭০৯, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৬৩৯০, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৭৮, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৬১৬৪) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .

(২১৬) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের পূর্বে দুই রাক'আতের চেয়ে অধিক দৃঢ় প্রত্যয় অন্য কোন নফল সলাতে রাখতেন না।[২১৬]

যুহরের পূর্বে ও পরে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ .

(২১৭) আনবাসাহ ইবনু আবূ সুফিয়ান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি যুহরের ফরয সলাতের পূর্বে চার রাক'আত ও তার পরে চার রাক'আত সলাতের হিফাযাত করে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।[২১৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : "এ দুই রাকআত আমার কাছে সমগ্র পৃথিবীর চাইতে অধিক প্রিয়।" (সহীহ মুসলিম হা/১৭২২)

[২১৬] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১২৫৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/১১০৯, সহীহ মুসলিম হা/১৭১৯, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৭৯।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত সলাতের) চাইতে কোন কল্যাণকর জিনিসের প্রতি এতো বেশি দ্রুত অগ্রসর হতে দেখিনি, এমনকি গনীমাতের দিকেও না।** (ইবনু খুযাইমাহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৭৯)

[২১৭] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১২৬৯, তিরমিযী হা/৪২৮, নাসায়ী হা/১৮১৪- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, আহমাদ হা/২৭৪০৩, আবূ ইয়ালা হা/৬৯৮২, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৮১। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ .

(২১৮) আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : যুহরের পূর্বে এক সালামে চার রাক'আত সলাত আছে, এগুলোর জন্য আকাশের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়।[২১৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ .

(২১৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহরের পূর্বে সূর্য ঢলার পর চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন : এটা এমন একটি মুহূর্ত, যে সময় আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, এ সময় আমার নেক 'আমল উঠানো হোক।[২১৯]

---

[২১৮] **হাদীস হাসান** : আবূ দাউদ হা/১২৭০- হাদীসের শব্দাবলী তার। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

[২১৯] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২৩৫৫১, তিরমিযী হা/৪৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সহীহ লিগইরিহি। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **নাবী (সাঃ) যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তিনি (সাঃ) বলেন : যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না যতক্ষণ না যুহরের সলাত আদায় করা হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, ঐ সময় আমার জন্য ভাল 'আমল উঠানো হোক।** (ত্বাবারানী কাবীর ও আওসাত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৫৮২)

'আসরের পূর্বে সলাত আদায়

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .

(২২০) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর দয়া প্রদর্শন করেন, যে আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক'আত সলাত পড়ে।[২২০]

রাতের তাহাজ্জুদ সলাতের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ " .

(২২১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ফরয সলাতের পর সর্বোৎকৃষ্ট সলাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) সলাত।[২২১]

---

[২২০] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/১২৭১, তিরমিযী হা/৪৩০- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান, আহমাদ হা/৫৯৮০। হাদীসের শব্দাবলী তাদের, ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৯৩, ইবনু হিব্বান হা/২৪৫৩, তায়ালিসি হা/১৯৩৬, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৮৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৫৯৮০) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :**'আলী (রাঃ) বলেন : "নাবী (সাঃ) 'আসরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন।"** (হাদীস হাসান। সহীহ জামি' আত-তিরমিযী হা/৪২৯, ইবুন মাজাহ)

[২২১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৮১২, তিরমিযী হা/৪৩৮, নাসায়ী হা/১৬১৩- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৩৪, ২০৭৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ .

(২২২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমাত প্রদর্শন করুন, যে রাতে উঠে নিজেও সলাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে আর সেও সলাত আদায় করে। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ এমন নারীর প্রতিও রহমাত বর্ষণ করুন, যে রাতে উঠে নিজেও সলাত আদায় করে এবং তার স্বামীকেও সজাগ করে দেয়। আর সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।[২২২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ .

(২২৩) অবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে নিজে জাগ্রত হলো এবং তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করলো। অতঃপর তারা উভয়ে একত্রে দুই রাক'আত

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **নাবী (সাঃ) বলেছেন : "রাতের বেলা সলাত পড়ার দ্বারা মুমিনের মর্যাদা বাড়ে এবং মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার দ্বারা মুমিনের সম্মান বৃদ্ধি পায়।"** (সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯০৩)

[২২২] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ হা/১৩০৮, ১৪৫০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬, নাসায়ী হা/১৬১০, ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৪৮, ইবনু হিব্বান, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১১৬৪- যাহাবীর তা'লীকসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৬১৯। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। ডক্টর মুস্তফা আ'যমী বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সলাত আদায় করলো, তাদের উভয়কে আল্লাহর অধিক যিকিরকারী ও অধিক যিকিরকারীণীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[২২৩]

عَنْ أَبِي مَالِك ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَلانَ الْكَلامَ ، وَتَابَعَ الصَّلاةَ ، وَقَامَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ".

(২২৪) আবূ মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতের একটি কক্ষ আছে। যার ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যায়। আল্লাহ তা তৈরি করেছেন এমন ব্যক্তির জন্য যে খাদ্য খাওয়ায়, উত্তম কথা বলে, সলাতের অনুসরণ করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সলাত আদায় করে।[২২৪]

عَنْ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

---

[২২৩] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১৩০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১১৮৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৬২০। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২২৪] **হাসান সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/৩৩৮৮, আহমাদ হা/৬৬১৫, ২২৯০৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৭০, ১২০০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৫৩২) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে।

(২২৫) যিয়াদ হতে বর্ণিত। তিনি মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতো বেশি সলাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। তখন তাঁকে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার তো আগের ও পরের ভুলত্রুটি মাফ করে দেয়া হয়েছে। নাবী (সাঃ) বললেন : তবে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?[২২৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

(২২৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর নিকট নাবী দাউদ (আঃ)-এর সলাতই অধিক পছন্দনীয় সলাত এবং দাউদ (আঃ)-এর সওম পালনই বেশি প্রিয় সওম। তিনি রাতে অর্ধেক ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ জেগে সলাত আদায় করতেন। কখনো বা তিনি এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন পানাহার করতেন।[২২৬]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ .

---

[২২৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৪৫৯, সহীহ মুসলিম হা/৭৩০২, নাসায়ী হা/১৬৪৪। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। আহমাদ হা/১৮২৪৩, ২৪৮৪৪।

[২২৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১০৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৭৯৬, আবূ দাউদ হা/২৪৪৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, তিরমিযী, নাসায়ী হা/১৬৩০, ইবনু মাজাহ হা/১৭১২, আহমাদ হা/৬৪৯১- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইরওয়াউল গালীল হা/৪৫১, ৯৪৫, সহীহ আত-তারগীব হা/৬১৬। তিরমিযীর বর্ণনায় কেবল সওম পালনের কথা রয়েছে।

(২২৭) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : রাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে কোন মুসলিম ঐ সময়ে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করুক না কেন তাকে তা দেয়া হবে। আর প্রতিটি রাতেই এরূপ মুহূর্ত হয়ে থাকে।[২২৭]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ.

(২২৮) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের উচিত, রাতের নফল সলাত আদায় করা। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের অনুসৃত রীতি, তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়, কৃত গুনাহসমূহের কাফ্ফারাহ এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সহায়ক।[২২৮]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ : وَالَّذِيْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِيْ وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ .

---

[২২৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৮০৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৪৩৫৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে মজবুত, আবূ ইয়ালা হা/১৮৬৭, আবূ আওয়ানাহ হা/১৭৫৮, সহীহ আত-তারগীব হা/৬১৭। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

[২২৮] **হাদীস হাসান** : ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৩৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/৩৫৪৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১১৫৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু আবুদ দুনিয়া, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬০৩১- সালমান ফারসী হতে, সহীহ আত-তারগীব হা/৬১৮। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারীর শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান এর শাওয়াহিদ দ্বারা।

(২২৯) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং তাদের দেখে আনন্দিত হন। (তাদের দ্বিতীয়জন হলো) সেই ব্যক্তি যার সুন্দরী স্ত্রী ও নরম সুন্দর বিছানা থাকা সত্ত্বেও রাতে ঘুম থেকে জাগে। আল্লাহ্ তাকে লক্ষ্য করে বলেন : সে আরাম-আয়েশ ও প্রবৃত্তির লালসা ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করেছে। ইচ্ছে করলে সে ঘুমিয়ে থাকতে পারতো।[২২৯]

রাতে জেগে উঠে যে দু'আ পাঠ ফাযীলাতপূর্ণ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ .

(২৩০) 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠে এ দু'আ পাঠ করে : (অর্থ) "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই, তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিমান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, গুনাহ্ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফিক ছাড়া।" অতঃপর বলে : "হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা

---

[২২৯] **হাদীস হাসান :** ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৬২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৫৩৬) বলেন : এর রিজাল নির্ভরযোগ্য (সিক্বাত)।

করুন।” বা অন্য কোন দু'আ করে, তার দু'আ কবুল হয়। অতঃপর উযু করে (সলাত আদায় করলে) তার সলাত কবুল হয়।[২৩০]

বিতর সলাতের ফাযীলাত

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ".

(২৩১) খারিজাহ ইবনু হুজাফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ একটি সলাত দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম, তা হলো বিতরের সলাত। তোমাদের জন্য এটা 'ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন।[২৩১]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ " .

(২৩২) 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ বিতর (বিজোর), তিনি বিতরকে ভালবাসেন। হে কুরআনের বাহকগণ (মুমিনগণ)! তোমরা বিতর পড়ো।[২৩২]

---

[২৩০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১০৮৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৫০৬০- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ, তিরমিযী হা/৩৪১৪, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৭৮।

[২৩১] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৪৫২- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/১৪১৮, ইবনু মাজাহ হা/১১৬৮, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৬৯২৮, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১০৮, ১১৪১, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান, অবশ্য সহীহ তিরমিযীতে আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তবে 'অনেক লাল উটের চেয়ে উত্তম' কথাটি বাদে।

[২৩২] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৪৫৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/১৬৭৫, ইবনু মাজাহ হা/১১৬৯, ইবনু খুযাইমাহ হা/১০৬৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ .

(২৩৩) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, সে যেন রাতের প্রথম দিকেই বিতর সলাত আদায় করে নেয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে (সলাতে) দাঁড়ানোর আগ্রহ পোষণ করে, সে যেন শেষ রাতেই বিতর আদায় করে। কেননা শেষ রাতে (কুরআন পাঠ করায়) ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটাই উত্তম।[২৩৩]

রাতে ও দিনে তাহিয়্যাতুল উযুর সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

(২৩৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) একদা সলাতের সময় বিলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টমূলক যে 'আমল তুমি করেছ, সেটা কি তা আমাকে বলো। কেননা, (মি'রাজের রাতে) জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রাঃ) বললেন, আমার কাছে এর চেয়ে সন্তুষ্টমূলক হয় এমন কিছুতো আমি করিনি। দিন রাতের যে কোন সময়েই আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই আমি সে তাহারাত

[২৩৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৮০২- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৪৫৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

দ্বারা সলাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সলাত আদায় করা আমার তাকদীরে লিখা ছিল।[২৩৪]

সলাতুয যুহা বা চাশ্তের সলাতের ফাযীলাত

উল্লেখ্য, চাশ্ত ফারসী শব্দ। হাদীসে বর্ণিত সলাতুয যুহা এ উপমহাদেশে চাশতের সলাত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আরবী যুহা শব্দের অর্থ সূর্যের ঔজ্জ্বল্য খুব ভালভাবে পরিস্ফুটিত হওয়া। যা সূর্যোদয়ের প্রায় ৩ ঘণ্টার পর প্রকাশ পায় এবং যাকে প্রথম প্রহরও বলা হয়। এ সলাত প্রথম প্রহরের পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগে পর্যন্ত আদায় করা হয় বলে এর নাম যুহা রাখা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ .

(২৩৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাকে প্রতি মাসে তিনদিন সওম পালন করতে, দু' রাক'আত সলাতুয যুহা আদায় করতে এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সলাত আদায় করতে উপদেশ দিয়েছেন।[২৩৫]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ

---

[২৩৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১০৮১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬৪৭৮, আহমাদ হা/৮৪০৩।

[২৩৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৮৪৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/১৭০৫, আবূ দাউদ, আহমাদ হা/৭৫১২, 'আবদুর রাযাক হা/২৮৪৯, আবূ ইয়ালা হা/২৫৬৪, ৬২৩৮, ইবনু খুযাইমাহ হা/১০৮৩। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে : **"আমি মৃত্যু পর্যন্ত এ 'আমলগুলো পরিত্যাগ করবো না।"** আবূদ্ দারদা (রাঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে।

وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى .

(২৩৬) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থির সংযোগস্থল বাবদ প্রতিদিন সদাক্বাহ দেয়া উচিত। প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক 'আল্-হামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদাক্বাহ, প্রতিটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সদাক্বাহ, প্রতিটি তাকবীর পাঠ একটি সদাক্বাহ, সৎ কাজের আদেশ একটি সদাক্বাহ, অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি সদাক্বাহ, আর চাশতের (অর্থাৎ পূর্বাহ্ন) দুই রাক'আত সলাত এসব কিছুর পরিপূরক হতে পারে।[২৩৬]

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً " . قَالُوا: فَمَنِ الَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ " .

(২৩৭) বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মানুষের দেহে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। কাজেই প্রত্যেকটি গ্রন্থির জন্য সদাক্বাহ করা ওয়াজিব। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, এমনটি করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : মাসজিদে কোন ময়লা দেখলে তা পুঁতে ফেলো, রাস্তায় কোন আবর্জনা দেখলে তা সরিয়ে ফেলো। এটাও যদি না পারো তাহলে সলাতুয যুহার (দুপুরের পূর্বের) দু' রাকআত সলাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[২৩৭]

---

[২৩৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৭০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[২৩৭] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/২২৯৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি এবং সানাদ মজবুত। আহমাদ

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كَفِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ . .

(২৩৮) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দু' রাক'আত যুহার সলাত আদায় করবে তাকে গাফেল লোকদের মধ্যে গণ্য করা হবে না। আর যে ব্যক্তি চার রাক'আত আদায় করবে তাকে আবেদ ('ইবাদাত গুজারীদের অন্যতম) গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি ছয় রাক'আত সলাত আদায় করবে, তা তার ঐ দিনের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি আট রাক'আত আদায় করবে, আল্লাহ তাকে অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি বার রাক'আত সলাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[২৩৮]

শাকির বলেন (হা/২২৮৯৪, ২২৯৩৩) : এর সানাদ সহীহ। আবূ দাউদ হা/৫২৪২, ইবনু খুযাইমাহ হা/১২২৬, ইবনু হিব্বান হা/২৫৪০, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/১১১৬৪, সহীহ আত-তারগীব হা/৬৬১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

[২৩৮] **হাদীস হাসান** : ত্বাবারানী। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৪১৯) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীরে বর্ণনা করেছেন, এর সানাদের মূসা বিন ইয়াকুবকে ইবনু মাঈন ও ইবনু হিব্বান সিক্বাহ বলেছেন এবং ইবনু মাদীনী প্রমূখ দুর্বল বলেছেন, এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল সিক্বাত। আল্লামা মুনযিরী বলেন : এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। সাহাবীগণের এক জামা'আত হতেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং একাধিক সানাদে। আমার জানা মতে, হাদীসের এই সানাদটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন- সহীহ আত-তারগীব হা/৬৭১। হাদীসটি বাযযারও বর্ণনা করেছেন ইবনু 'উমার থেকে আবূ যার হতে। সেটির সানাদও হাসান। যা রয়েছে সহীহ আত-তারগীব হা/৬৭২। হাদীসের শব্দ আত-তারগীব থেকে গৃহীত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ ، قَالَ : وَهِيَ صَلاَةُ الأَوَّابِينَ .

(২৩৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যুহার (চাশতের) সলাত কেবলমাত্র আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দারাই হিফাযাত করে থাকেন। এটাতো আওয়াবীন (তথা তাওবাহ্‌কারীদের) সলাত।[২৩৯]

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ .

(২৪০) নুয়াইম ইবনু হাম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাক'আত সলাত থেকে আমাকে পরিত্যাগ করো না। তাহলে আমি তোমার পরকালের জন্য যথেষ্ট বা যিম্মাদার হবো।[২৪০]

---

[২৩৯] **হাদীস হাসান** : ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৬৮ এবং আওসাত হা/৪০১১, ইবনু খুযাইমাহ হা/১২২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, 'সহীহ আত-তারগীব' হা/৬৭৩, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯৯৪। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ হাসান।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যুহার সলাতই হচ্ছে আওয়াবীনের সলাত।"** (ইবনু শাহীন হা/১২৯, দায়লামী ও অন্যান্য। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা/১২৮৬, সহীহ জামিউস সাগীর ৩/২৫৫, ২৫৬)

আওয়াব এর বহুবচন হচ্ছে আওয়াবীন। আওয়াবীন হলো ঐ সকল বান্দা যারা অধিক তাওবাহ করার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যায়, আল্লাহর কাছে নিজকে খুবই নত করে দেয়।

[২৪০] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১২৮৯- হাদীসের শব্দাবলী তার। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাক'আত সলাত নিশ্চিত করো,**

ইশরাকের সলাত আদায়ের ফাযীলাত

ইশরাক শব্দের অর্থ হলো আলোকিত হওয়া। সূর্য উঠার পর জগত আলোকিত হয় বলে সূর্যোদয়ের পর যে সলাতের ইঙ্গিত বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায় মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষায় তা সলাতুল ইশরাক বা ইশরাকের সলাত। কেউ কেউ চাশত ও ইশরাকের মধ্যে পার্থক্য না করতে পেরে দুটোকে এক করে ফেলেছেন। আসলে 'যুহা' সম্পর্কে হাদীসগুলোর মধ্যে যেসব বর্ণনায় ফজরের সলাত আদায়ের পর থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত ঐ জায়গাতেই বসা থেকে না উঠে যুহার সলাত আদায়ের কথা বলা আছে কেবল সেই বর্ণনাগুলোকেই মুহাদ্দিসগণ ইশরাক বলে অভিহিত করেছেন। এর রাক'আত সংখ্যা দুই। এ সলাত সূর্য উঠার ২০/২৫ মিনিট পর পড়তে হয়। এর ফাযীলাত সম্পর্কিত সহীহ হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হলো

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ .

(২৪১) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করার পর ওখানেই বসে বসে আল্লাহর যিকির করে যতক্ষণ না সূর্য উঠে। তারপর সে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে। তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ হাজ্জ ও 'উমরাহ্র সাওয়াবের সমান নেকী হয়।[২৪১]

আমি দিনের শেষ ভাগে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবো।" (আহমাদ, আবূ ইয়ালা, সহীহ আত-তারগীব হা/৬৬৬। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

[২৪১] **হাদীস হাসান :** তিরমিযী হা/৫৮৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ১/১৬৪, ১৬৫, মিশকাত হা/৯৭১, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৬১। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ .

(২৪২) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক সলাতের পরে আর এক সলাত (ধারাবাহিক সলাত) যার মাঝখানে কোনো গুনাহ হয়নি, তা ইল্লীয়্যনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ হয়।[২৪২]

সলাতুত তাস্‌বীহের ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

অনুরূপ অর্থের আরেকটি হাদীস রয়েছে ত্বাবারানী গ্রন্থে। শায়খ আলবানী সেটিকেও হাসান বলেছেন- সহীহ আত-তারগীব হা/৪৬৬।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করলো। অতঃপর সূর্য উদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকির করলো, অতঃপর দাঁড়িয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলো, সে একটি হাজ্জ ও একটি উমরাহ্‌র সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।"** (ত্বাবারানী, সানাদ জাইয়্যিদ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৪৬৪)

২। **"এরূপ করা একটি কবুল হাজ্জ এবং একটি কবুল উমরাহ্‌র সমতুল্য।"** (ত্বাবারানী। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৪৬৫)

৩। **"সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত আল্লাহর যিকির, তাকবীর, তাহমীদ, ও তাহলীল পাঠ করা আমার কাছে অধিক প্রিয় ইসমাঈল বংশের দুইজন গোলাম আযাদ করার চাইতেও।"** (আহমাদ মারফূভাবে, এর সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/৪৬৩)

[২৪২] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/১২৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান। অনুরূপ আহমাদ হা/২২২৭৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। এছাড়া ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক' হা/১১১, ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৪৬১, ৭৬৩৭, ৭৬৫৪, ৭৬৬৪, ৭৬৬৬।

قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً .

(২৪৩) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে বললেন : হে 'আব্বাস ! হে আমার চাচা ! আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপঢৌকন দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? সুতরাং যখন আপনি সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সে দশটি মহৎ কর্ম হচ্ছে এই : আপনি চার রাক'আতের (সলাতে প্রত্যেকটিতে) ক্বিরাআত পড়া থেকে অবসর হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় বলবেন, "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পনের বার, পরে রুকু করুন এবং রুকু অবস্থায় তা বলুন দশবার, আবার রুকু থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার, পরে সাজদাহ্য় ঝুকে পড়ুন, সাজদাহ্ অবস্থায় তা বলুন দশবার, এবার সাজদাহ্ থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার। আবার

সাজদাহ্ করুন, সেখানে তা বলুন দশবার। অতঃপর সাজদাহ্ থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার, এ নিয়মে প্রত্যেক রাক'আতে তাসবীহর সংখ্যা হবে পঁচাত্তর বার এবং তা করতে থাকুন পূর্ণ চার রাক'আতে (ফলে গোটা সলাতে তাসবীহর সংখ্যা দাঁড়াবে তিনশো বার)। যদি আপনার সাধ্য থাকে তাহলে উক্ত সলাত পড়ুন দৈনিক একবার। যদি তা না হয়, তাহলে অন্তত সপ্তাহে একবার, যদি তা না হয় তাহলে অন্তত মাসে একবার, আর যদি তাও না হয়, তাহলে বছরে একবার, আর যদি তাও না হয় তাহলে অন্তত গোটা জীবনে একবার।[২৪৩]

---

[২৪৩] আবূ দাউদ হা/১২৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, এছাড়া ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ ও অন্যান্য। সলাতুত তাসবীহের হাদীস অনেকগুলো সানাদে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রতিটি সানাদেই কম বেশি দুর্বলতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সূত্রে সলাতুত তাসবীহের হাদীস দশজন সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হলেন : (১) আযল ইবনু 'আব্বাস (২) 'আব্বাস (৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (৪) 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (৫) 'আলী (৬) তাঁর ভাই জা'ফার (৭) তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ বিন জা'ফার (৮) আবূ রাফি' (৯) উম্মু সালামাহ (১০) জনৈক আনসারী সম্ভবত তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন)। একদল তাবেয়ী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী ৫টি মুরসাল হাদীসেরও সন্ধান দিয়েছেন তাহক্বীক্ব মিশকাত গ্রন্থে।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ের হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে 'আলিমগণের মাঝে কিছু মতভেদ লক্ষ্য করা যায় :

প্রথম অভিমত : ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন : এ বিষয়ের হাদীস মিথ্যা। ইবনুল জাওযী বলেন, যঈফ বা জাল। ইমাম আহমাদের (প্রাচীন মতে) এ সম্পর্কিত হাদীস সহীহ নয়। শাইখ 'আবদুল 'আযীয বিন বায ও শাইখ সালিহ আল-উসাইমিন (রহ.) এ মতের সমর্থক।

দ্বিতীয় অভিমত : হাদীসটির যঈফ সূত্রগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে মনে করে একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বা সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। সলাতুত তাসবীহের হাদীসটিকে যেসব ইমামগণ সহীহ বা হাসান বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাদের মোটামুটি তালিকা হলো : (১) ইমাম মুসলিম (২) ইমাম আবূ দাউদ (৩) ইমাম হাকিম- তিনি সহীহ বলেছেন (৪) ইমাম বায়হাক্বী (৫) ইমাম দারাকুতনী (৬) ইমাম আবূ মানসূর দায়লামী (৭) আবূ বকর আজরী (৮) হাফিয আবুল হাসান মাকদেসী (৯) হাফিয সালাউদ্দীন আলাযী (১০) আবূ সা'দ সুময়ানী ((১১) খতীব বাগদাদী (১২) হাফিয ইবনু সালাহ (১২) ইমাম সুবকী (১৩) সিরাজুদ্দীন বলকীনী (১৪) ইমাম মুনযিরী (১৫) আবূ মূসা আল-মাদানী (১৬) ইমাম জারকশী (১৭) 'আবদুর রহীম মিসরী (১৮) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনুল মানদাহ (১৯) ইমাম নববী (২০) ইমাম

সলাতুত তাওবাহ বা তাওবাহর সলাতের ফাযীলাত

عَنْ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

(২৪৪) আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন : (অর্থ) "যারা কোন পাপ কাজ করার পর অথবা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া কে আছে

যাহাবী- তিনি সহীহ বলেছেন (২১) হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী- তিনি একে হাসান বলেছেন (২২) শায়খ আলবানী- তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হাফিয উবাইদুল্লাহ রহমানী তার মিরআত গ্রন্থে উল্লিখিত মণীষীগণের (প্রথম ২১ জনের) তালিকা পেশ করেছেন এবং তাঁর শায়খের বরাতে (২৫৩ পৃঃ) বলেন : 'হাদীসটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত। এটি আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণ দেখিয়ে হাদীসটি দুর্বল প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভুল।'

এছাড়া ইমাম আহমাদ (রহ)-এর অভিমত সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন : ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি সলাতুত তাসবীহের হাদীস বিষয়ে তাঁর প্রাচীন ধারণা পাল্টে ফেলেছিলেন। যেমন : "আলী ইবনু সাঈদ নাসায়ী বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে সলাতুত তাসবীহের বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন : আমার গবেষণায় এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস নেই। আমি বললাম, কেন মুসতামির বিন রাইয়ান আবুল হারীরা থেকে 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর সূত্রে? অতঃপর তিনি বললেন : তোমাকে এ সানাদ কে শুনিয়েছে? আমি বললাম, মুসলিম বিন ইবরাহীম। ইমাম আহমাদ স্বীকার করলেন আল-মুসতামির শক্তিশালী রাবী। তাঁর এ কথা শুনে বুঝা গেল অত্র রিওয়ায়াত তার পছন্দ হয়েছে।" শায়খ আলবানী বলেন : 'এ সূত্র আহমাদের পছন্দ হওয়ার দ্বারা আহমাদ থেকে এটা জোড়ালোভাবে প্রমাণ করছে যে, ইমাম আহমাদ পরে সলাতুত তাসবীহ মুস্তাহাব হওয়ায় বিশ্বাসী হয়েছেন।' [কিন্তু পরবর্তীতে তার প্রথম অভিমত পাল্টে ফেলার কথাটা বিশেষভাবে চর্চা না হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, ইমাম আহমাদের গবেষণায় হাদীসটি দুর্বল]

তাদের গুনাহ ক্ষমা করার? অতঃপর তারা জেনে শুনে কৃত গুনাহের পুনরাবৃত্তি করে না।"[২৪৪]

সলাতুল হাজাত এর ফাযীলাত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْمَى أَتَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ أَنْ يَّكْشِفَ لِيْ عَنْ بَصَرِيْ قَالَ أَوَ أَدَعُكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ ذِهَابُ بَصَرِيْ قَالَ فَانْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ إِلَى رَبِّيْ بِكَ أَنْ يَّكْشِفَ لِيْ عَنْ بَصَرِيْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيْ وَشَفِّعْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ فَرَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِهِ .

(২৪৫) 'উসমান ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমার দৃষ্টি খুলে দেন। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার এ বিষয়টা কি আমি বাদ দিবো? (অর্থাৎ তুমি ধৈর্য ধরো)। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অন্ধ হয়ে যাওয়াটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : বেশ, তাহলে যাও এবং উযু করো। অতঃপর দু' রাক'আত সলাত আদায় করো। তারপর বলো : (অর্থ) হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং রহমাতের নাবী আমার নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আপনার দিকে মনোনিবেশ করছি। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে

[২৪৪] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৪০৬- হাদীসের শব্দাবলী তার- **তাহক্বীক্ব** আলবানী : হাসান, আবূ দাউদ হা/১৫২১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, **ইবনু হিব্বান** ও বায়হাক্বী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। আলবানী **হাদীসটিকে** সহীহ বলেছেন। বায়হাক্বী ও ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে : **অতঃপর দুই রাক'আত সলাত আদায় করবে।** ইবনু খুযাইমাহও দু' রাক'আতের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, সহীহ আত-তারগীব হা/৬৭৭।

আমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করছি এবং প্রার্থনা করছি, যেন আমার দৃষ্টি খুলে দেন। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করুন।" অতঃপর সে ফিরে এলো। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।[২৪৫]

ইস্তিখারার সলাত এর ফাযীলাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ

---

[২৪৫] **হাদীস সহীহ্ :** সহীহ্ আত-তারগীব হা/৬৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। উল্লেখ্য তিরমিযী বর্ণনায় দুই রাক'আত সলাত আদায়ের কথা নেই। তাতে রয়েছে : তিনি তাকে উত্তমরূপে উযু করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর এ দু'আ করার। তিনি এটি দা'ওয়াত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবূদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ভালভাবে উযু করলো। অতঃপর পূর্ণভাবে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলো। আল্লাহ তাকে দান করবেন যা সে প্রার্থনা করবে, দ্রুত অথবা দেরীতে।"** (আহমাদ হা/২৭৩৭০- তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির : সানাদ সহীহ। কিন্তু ডক্টর 'আবদুল্লাহ বিন 'আবদুল মুহসিন আত-তুর্কীর সম্পাদনায় মুসনাদ আহমাদের তাহক্বীক্ব গ্রন্থে (হা/২৭৪৯৭) শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ যঈফ। সানাদে মাইমূন আবূ মুহাম্মাদ দুর্বল। আল্লামা হায়সামী বলেন, ইমাম যাহাবী বলেছেন : তাকে চেনা যায়নি)

قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِله فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِني قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ .

(২৪৬) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরাহ শিক্ষাদান করতেন অনুরূপভাবে ইস্তিখারাও শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ কোন মহৎ কিংবা বিরাট কাজের মনস্থ করে, তখন সে যেন ফরয ছাড়া দুই রাক'আত নফল সলাত আদায় করে এবং বলে : "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখিরুকা..."। অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি আপনার অবগতি দ্বারা আপনার কাছে পরামর্শ চাই। আপনার কুদরত দ্বারা আমি শক্তি কামনা করি। আমি আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করি। আপনিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি সবকিছুই অবগত, আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর আপনিই অদৃশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। হে আল্লাহ! আপনি অবগত যে, আমার এ কাজ (সে নির্দিষ্ট কাজের নাম নিবে) আমার দীন, পার্থিব জীবন, পরকাল এবং সর্বোপরি আমার পরিণামে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হলে তা আমাকে হাসিল করার শক্তি দিন, আমার জন্য তা সহজতর করে দিন এবং আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন। আর যদি আপনি জানেন যে, সেটা আমার যাবতীয় কাজে অকল্যাণকর ও অমঙ্গলজনক, তাহলে আমাকে তা থেকে দূরে রাখুন এবং সেটিকেও আমার থেকে ফিরিয়ে নিন, আর যা আমার জন্য মঙ্গলজনক তাই আমাকে হাসিল করার তওফীক দিন, তা যেখান থেকেই হোক না কেন।[২৪৬]

---

[২৪৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১০৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/১৫৩৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৩, তিরমিযী হা/৪৮০, নাসায়ী হা/৩২৫৩, আহমাদ হা/১৪৭০৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ ও গরীব। এছাড়া 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১০৮৯, আবূ ইয়ালা হা/২০৮৬, ইবনু হিব্বান হা/৮৮৭, বায়হাক্বী ৩/৫২, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১০১৬, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৪৮৯।

ফাযায়িলে যাকাত

যাকাত ও সদাক্বাহ পরিচিতি

যাকাতের আভিধানিক অর্থ হলো : পবিত্রতা, আধিক্য, কোন জিনিসের উত্তম অংশ। ইসলামী পরিভাষায় : ধন-সম্পদের যে নির্দ্দিষ্ট অংশ শরীয়তের বিধান মোতাবেক আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলা হয়। অন্য কথায়, নিসাব পরিমাণ ধন-মালের অধিকারী ধনীরা ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রতি বছর মালিকাধীন সম্পদ থেকে যে নির্দিষ্ট সম্পদ নির্ধারিত খাতে দান করেন তাকে যাকাত বলা হয়। কুরআন মাজীদে যাকাতকে সদাক্বাহ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য দান-খয়রাত সাধারণ সদাক্বাহ হিসেবে গণ্য।

যাকাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِه فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِه فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ .

(২৪৭) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যাকাত দিলে এতে তার কী লাভ হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করেছে, তার কাছ থেকে আপদ-বালাই দূর হয়ে গেছে।[২৪৭]

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِه ».

(২৪৮) রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী মহান আল্লাহর পথে জিহাদকারী সৈনিকের সমান (মর্যাদা সম্পন্ন) যে পর্যন্ত না সে বাড়িতে ফিরে আসে।[২৪৮]

---

[২৪৭] **হাদীস হাসান :** ত্বাবারানী আওসাত হা/১৬৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু খুযাইমাহ হা/২২৫৮, ২৪৭০- যঈফ সানাদে, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৪৩৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, 'সহীহ আত-তারগীব' হা/৭৪০। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। এর সহীহ শাহেদ বর্ণনা রয়েছে। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৩৩৪) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান, যদিও এর কতিপয় বর্ণনাকারী সমালোচিত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

[২৪৮] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ হা/২৯৩৯, ইবনু মাজাহ হা/১৮০৯, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৩৩৪, তিরমিযী হা/৬৪৫- হাদীসের শব্দাবলী সকলের। অনুরূপ আহমাদ হা/১৫৮২৬। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৪৪৯) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন, এতে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব রয়েছে, এছাড়া

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ .

(২৪৯) আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে বললো : আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, বাহ! সুন্দর প্রশ্ন তো। নাবী (সাঃ) বললেন, সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন। নাবী (সাঃ) বললেন : তুমি কোন প্রকার শির্ক ব্যতীত আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, সলাত ক্বায়িম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।[২৪৯]

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ ، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

(২৫০) 'আমর ইবনু মুর্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুযা'আহ্‌র এক লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো : আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি, রামাযান মাসের সওম

অবশিষ্ট রিজাল সহীহ রিজাল। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি হাসান। অন্য সূত্রে ইবনু ইসহাক্বের হাদীস শ্রবনের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[২৪৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৩০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার।

পালন করি ও রামাযানের তারাবীহ সলাত আদায় করি এবং যাকাত দেই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : "যে ব্যক্তি এর উপর মৃত্যু বরণ করবে সে সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের অন্তর্ভূক্ত।"[২৫০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " .

(২৫১) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সলাত ক্বায়িম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ্ব করা এবং রমাযানের সওম পালন করা।[২৫১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

---

[২৫০] **হাদীস সহীহ :** ইবনু খুযাইমাহ হা/২২১২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সানাদ সহীহ। সহীহ আত-তারগীব' হা/৭৪৫। ইবনু হিব্বান হা/৩৪৩৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৩৫) বলেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল।

[২৫১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১২২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহুল বুখারী হা/৭, তিরমিযী হা/২৬০৯- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ, নাসায়ী হা/৫০০১, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩০৮, ৩০৯, ১৮৮০, ইবনু হিব্বান হা/১৫৮, ১৪৬৭, আহমাদ হা/৪৭৯৮, ৫৬৭২,৬০১৫, ১৯২২০, ১৯২২৬, আবূ ইয়ালা হা/৫৬৫৫, বায়হাক্বী ৪/১৯৯, ইবনু মানদাহ, হুমাইদী, ইবনু 'আদীর কামিল, ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৮১, ও অন্যান্য। হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে ইবনু 'উমার সহ একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত। উল্লেখ্য, হাদীসটি ইতিপূর্বে ফাযায়িলে কালেমা ও ফাযায়িরে সলাত অধ্যায়ে গত হয়েছে।

(২৫২) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ 'আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাবী (সাঃ)-এর নিকট যখন কোনো সম্প্রদায় তাদের সদাক্বাহ (যাকাত) নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন : "হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের উপর কল্যাণ বর্ষণ করুন। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা তার সদাক্বাহ নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি বলতেন : হে আল্লাহ ! আবূ 'আওফার পরিবারের উপর রহমাত বর্ষণ করুন।[২৫২]

দান-খয়রাতের ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " .

(২৫৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে হিংসা করা জায়িয নয়। একজন হলো, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে আল্লাহর পথে খরচ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতাও দান করেছেন। আরেকজন হলো, যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও বিচার শক্তি দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে বিচার ফায়সালা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।[২৫৩]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ».

(২৫৪) 'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে আত্মরক্ষা করো যদিও তা এক টুকরা খেজুর দ্বারাও হয়।[২৫৪]

---

[২৫২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৪০২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৫৪৪, আবূ দাউদ হা/১৫৯০- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

[২৫৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬৭৭২, সহীহ মুসলিম হা/১৯৩৩- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। হাদীসটি এ গ্রন্থে ফাযায়িলে ইল্‌ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

[২৫৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৩২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৩৯৬, আহমাদ হা/১৮২৫৪।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ».

(২৫৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : প্রতিদিন সকালে বান্দা যখন উঠে তখন দুইজন ফিরিশতা অবতরণ করেন। একজন বলেন : হে আল্লাহ! দানশীলকে তার প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন : হে আল্লাহ! কৃপণ লোককে শীঘ্র ধ্বংস করো।[২৫৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ اللهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ " .

(২৫৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান! খরচ করো, তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করা হবে (অর্থাৎ তুমি দান করো। তাহলে আমিও তোমাকে দান করবো)।[২৫৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ « تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ».

---

[২৫৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৩৫১, সহীহ মুসলিম হা/২৩৮৩- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের আহমাদ হা/৮০৫৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৮৬৭৯, বায়হাক্বী, বাগাভী হা/১৬৫৯। ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে : '**ঐ দুইজন ফিরিশতা জান্নাতের দরজা থেকে অবতরণ করেন।**' আর ত্বাবারানীর বর্ণনায় রয়েছে : '**আকাশ থেকে অবতরণ করেন।**' শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব হা/৯০১।

[২৫৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৯৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৩৫৫, আহমাদ হা/৭২৯৮, হুমাইদী হা/১০৬৭, আবূ ইয়ালা হা/৬২৬০।

(২৫৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ইসলাম (ইসলামের কোন কাজটি) সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : (সর্বোত্তম ইসলাম হলো) কাউকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করা।[২৫৭]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ».

(২৫৮) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ খরচ করো, তাহলে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা ধরে রাখো, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য অনিষ্টকর। তোমার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ যথেষ্ট, তা ধরে রাখাতে তোমার জন্য তিরস্কার নেই। আর (দান) শুরু করবে তোমার নিকট আত্মীয়দের থেকে। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।[২৫৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ».

(২৫৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দানে সম্পদ কমে যায় না।[২৫৯]

---

[২৫৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১১, সহীহ মুসলিম হা/১৬৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[২৫৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২৪৩৫- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[২৫৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৬৭৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/২০২৯, আহমাদ হা/৭২০৬, ৯০০৮, ইরওয়াউল গালীল হা/২২০০, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৩২৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ .

(২৬০) আবূ কাবশাহ আল-আনবারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : দুনিয়া চার শ্রেণী লোকের জন্য। (প্রথম জন হলো) যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও 'ইলম দান করেছেন এবং সে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে, এগুলোর সাহায্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলে এবং এর সাথে জড়িত আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে, এ ব্যক্তি উৎকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী।[২৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

(২৬১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার হালাল উর্পাজন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে - বলা বাহুল্য আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না, তবে আল্লাহ সেই দান তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ দানকে তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে তা একদিন পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।[২৬১]

---

[২৬০] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৩২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৪২২৮, 'সহীহ আত-তারগীব' হা/৮৫৯, আহমাদ হা/১৮০৩১- তাহক্বীক্ব শু'আইব : হাদীস হাসান। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২৬১] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৩২১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৩৯০, নাসায়ী হা/২৫২৫, ইবনু মাজাহ হা/১৮৪২, ইবনু খুযাইমাহ,

عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمْ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ أُحُدٍ » .

(২৬২) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ বান্দার দানকৃত একটি খেজুর ও লোকমা প্রতিপালন করতে থাকেন, এমনকি এক পর্যায়ে তা উহুদ পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।[২৬২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِى سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِى حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ. لِلاِسْمِ الَّذِى سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِى عَنِ اسْمِى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِى السَّحَابِ الَّذِى هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّى أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِى ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ ».

(২৬৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : একদা এক লোক পানিহীন এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলো : অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো। এটা শুনে মেঘ খণ্ডটি একদিকে এগিয়ে গেলো এবং প্রস্তরময়

তিরমিযী হা/৬৬১- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২৬২] **হাদীস সহীহ** : সহীহ আত-তারগীব হা/৯৫০, ইবনু হিব্বান হা/৩৩০৬- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ।

ভূখণ্ডে পানি বর্ষণ করলো। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিলো। লোকটি ঐ পানির পিছনে পিছনে যেতে লাগলো। এমন সময় সে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি? সে বললো, আমার নাম অমুক। অর্থাৎ ঐ নামই বললো, যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বললো, হে আল্লাহর বান্দা! আমার নাম তুমি কেন জানতে চাইছো? সে বললো, যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে তা থেকে আমি শুনতে পেয়েছিলাম। ঐ আওয়াজ ছিল এই যে, অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ করো। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। আচ্ছা, আপনি এ বাগানে এমন কি 'আমল করছেন? সে বললো, তুমি যখন জানতে চাইলে তাহলে শুনো : এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আরেক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই।[২৬৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ .

[২৬৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭৬৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৭৯৪১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৫, তায়ালিসি হা/২৫৮৭, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' এবং 'তারীখে আসবাহান', বায়হাক্বী ৪/১৩৩।

(২৬৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : বলেছেন : কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তির মত যাদের গায়ে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক হতে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। এমনকি হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন সে বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেঁটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না।[২৬৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ .

(২৬৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ থাকতো, তবে আমি তখনই সন্তুষ্ট হবো যখন তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়, তার সামান্য পরিমাণ ছাড়া, যা আমি দেনা পরিশোধের জন্য রেখে দিতাম।[২৬৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .

---

[২৬৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৩৫২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৪০৭, আহমাদ হা/৭৪৮৩।

[২৬৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৯৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬৬৫১, আহমাদ হা/৯৮৯৩, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৫৬৪।

(২৬৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান সাওয়াবের দিক দিয়ে বড়? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন তুমি সুস্থ থাকো, সম্পদের প্রতি তোমার লোভ থাকে, তুমি দারিদ্র্যের ভয় করো এবং ধনী হওয়ার আশা রাখো, তখনকার দান। সুতরাং তুমি দান করার জন্য তোমার মৃত্যু আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। তখন তো তুমি বলবে : এই সম্পদ অমুকের জন্য, আর এই সম্পদ অমুকের জন্য অথচ তখন তো সম্পদ অমুকের হয়েই গেছে।[২৬৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ .

(২৬৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : উত্তম দান হলো, দুধালী উটনী ও দুধালী ছাগী, যা দুধ পানের জন্য কাউকে ধার দেয়া হয়। যা সকালে এক ভাণ্ড দুধ দেয় এবং বিকালে এক ভাণ্ড। (অর্থাৎ ধার দেয়াও সদাক্বাহ)।[২৬৭]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ " .

---

[২৬৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৩৩০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৪২৯, ২৪৩০, আহমাদ হা/৭১৫৯, বায়হাক্বী।

[২৬৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫১৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৪০৪। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে : এটা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।

(২৬৮) আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। সে সময় নাবী (সাঃ) কা'বা ঘরের ছায়ায় সমাসীন ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন : কা'বার প্রতিপালকের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! তারা কারা? নাবী (সাঃ) বললেন : যাদের সম্পদ বেশি তারা; তবে ঐ ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে এরূপ করে, এরূপ করে, এরূপ করে (অর্থাৎ হাতের তালু ভর্তি করে দান-খয়রাত করে) নিজের সামনের দিকে, পিছন দিকে, বাম দিকে ও ডান দিকে। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।[২৬৮]

عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ بَعْضَ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ " أَطْوَلُكُنَّ يَدًا " . فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ .

(২৬৯) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ)-এর কতিপয় স্ত্রী নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে প্রথমে আপনার সাথে মিলিত হবেন? নাবী (সাঃ) বললেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত বড় সে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তখন তারা কাঠের টুকরা নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, বিবি সওদাহ্‌র হাতই সবার চাইতে বড়। কিন্তু আমরা পরে বুঝতে পারলাম যে, বড় হাত দ্বারা এখানে বড় দানশীলকেই বুঝানো হয়েছে। আমাদের মধ্যে (বিবি যাইনাবই) প্রথমে তাঁর সাথে মিলিত হবেন। তিনিই দানকে ভালবাসতেন।[২৬৯]

---

[২৬৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬১৪৭, সহীহ মুসলিম হা/২৩৪৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২১৪৯১, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩৫৫২৭।

[২৬৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৩৩১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৪৮৯৯, নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/২৩২১ ইবনু হিব্বান হা/৩৩১৫, বায়হাক্বী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ.

(২৭০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল থেকে এক জোড়া আল্লাহর পথে দান করবে তাকে (ক্বিয়ামাতের দিন) জান্নাতের সকল দরজা হতে আহবান করা হবে অথচ জান্নাতের অনেকগুলো (আটটি) দরজা রয়েছে।[২৭০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. قَالَ « فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. قَالَ « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. قَالَ « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

(২৭১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ সওম পালন অবস্থায় ভোর করেছে? জবাবে আবূ বাক্‌র (রাঃ)

'দালায়িল' ৬/৩৭১। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে : **"তিনি নিজ হাতে কাজ করতেন এবং দান করতেন।"**

[২৭০] হাদীস সহীহ : আহমাদ হা/৭৬৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসের সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। এছাড়া সহীহুল বুখারী হা/১৭৬৪, ২৬২৯, ২৯৭৭, ৩৩৯৩, সহীহ মুসলিম হা/২৪১৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/২০০৫২, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৪৮০, ইবনু হিব্বান হা/৩৪১৯, বাগাভী হা/১৬৩৫, তিরমিযী হা/৩৬৭৪, নাসায়ী, বায়হাক্বী, মুয়াত্তা মালিক ও অন্যান্য।

অনুরূপ অর্থের হাদীস গত হয়েছে অত্র গ্রন্থে ফাযায়িলে সিয়াম অধ্যায়ে হা/২৫০, এবং সামনে আসছে হা/ ৩৫৭, ৪৮৭।

বললেন, আমি। এরপর তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন জানাযার সলাতে শরীক হয়েছে? জবাবে আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, আমি। তিনি (সাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন দরিদ্র্যকে খানা খাইয়েছে? জবাবে আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, আমি। নাবী (সাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রোগীকে দেখতে গিয়েছে? জবাবে আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, আমি। এটা শুনে নাবী (সাঃ) বললেন : এতগুলো সৎ গুণ যার মধ্যে একত্রিত হবে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ».

(২৭২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে মুসলিম নারীগণ! তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশিনী যেন নিজ প্রতিবেশিনীকে উট বা ছাগলের একটি খুর দান করাকেও তুচ্ছ মনে না করে (অর্থাৎ সামান্য হলেও যেন দান করে)।[২৭২]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا.

(২৭৩) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা একটি বকরী জবাই করলেন (এবং তা থেকে মুসাফির মেহমানদের খাওয়ালেন)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : বকরীর কতটুকু আছে? 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, এর একটি বাহু ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাসূল (সাঃ) বললেন : এর সবই অবশিষ্ট আছে ঐ বাহুটি ছাড়া।[২৭৩]

---

[২৭১] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২৪২১- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[২৭২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৩৭৮, সহীহ মুসলিম হা/২৪২৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। অনুরূপ আহমাদ হা/৭৫৯১, বায়হাক্বী, বাগাভী হা/১৬৪১।

[২৭৩] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৪৭০- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৫৪৪, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯১৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ " .

(২৭৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান-সদাক্বাহ।[২৭৪]

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .

(২৭৫) হাকিম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করো।[২৭৫]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " .

---

[২৭৪] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৮০৪৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, তাহাভীর মুশকিলুল আসার হা/৩৮৩৭, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯২৫। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৩৩৮২) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ এবং সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৬১৩) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদের রিজাল সিক্বাত।

অন্য বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে : **"নিশ্চয়ই সদাক্বাহ তার প্রদানকারী থেকে ক্ববরের উষ্ণতা দূর করবে।"** (ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, সহীহ আত-তারগীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

[২৭৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৪৯৩৬, সহীহ মুসলিম হা/২৪৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/২৫৩৪, আবূ দাউদ হা/১৬৭৩, ইরওয়াউল গালীল হা/৮৩৪।

(২৭৬) আবূ মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যখন কোন মুসলিম নিজ পরিবারের প্রতি কোন খরচ করে এবং এর সাওয়াবের আশা রাখে সেটা তার পক্ষে সদাক্বাহ স্বরূপ।[২৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

(২৭৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে খরচ করেছো, একটি দীনার তুমি গোলাম আযাদ করতে খরচ করেছো, একটি দীনার তুমি একজন গরীবকে সদাক্বাহ করেছো এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিবারের প্রতি খরচ করেছো। এগুলোর মধ্যে যেটি তুমি তোমার পরিবারের প্রতি খরচ করেছো সেটিই হলো সাওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়।[২৭৭]

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " .

(২৭৮) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কেউ যত দীনার খরচ করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দীনার হচ্ছে ঐ দীনার যা সে নিজ পরিবারের প্রতি খরচ করে এবং ঐ দীনার যা সে জিহাদের জন্য পালিত বাহনের জন্য খরচ করে এবং ঐ দীনার যা সে আপন জিহাদী সহচরদের প্রতি খরচ করে।[২৭৮]

---

[২৭৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৯৩২- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[২৭৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৩৫৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[২৭৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৩৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, 'আবদুর রাযযাক হা/১৯৬৯৪, আহমাদ হা/২২৩৮০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসটি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

(২৭৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান শ্রেষ্ঠ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : গরীবের কষ্টের দান। আর তুমি নিজ আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করবে।[২৭৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِى دِينَارٌ. فَقَالَ « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ». قَالَ عِنْدِى آخَرُ. قَالَ « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ». قَالَ عِنْدِى آخَرُ. قَالَ « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ ». أَوْ قَالَ « زَوْجِكَ ». قَالَ عِنْدِى آخَرُ. قَالَ « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ ». قَالَ عِنْدِى آخَرُ. قَالَ « أَنْتَ أَبْصَرُ ».

(২৮০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) সদাক্বাহ করার আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি দীনার আছে, আমি তা কিসে ব্যয় করবো। নাবী (সাঃ) বললেন : এটা তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। লোকটি বললো, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে। নাবী (সাঃ) বললেন : এটা তোমার সন্তানদের জন্য ব্যয় করো। লোকটি বললো, আমার কাছে আরো

সহীহ এবং এর রিজাল সিক্বাত, সহীহ রিজাল। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৩৫২, ২২৩০৫) : এর সানাদ সহীহ।

[২৭৯] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১৬৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৮৭০২, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৪৪৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৫০৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৬৮৭) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলাবনী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

একটি দীনার আছে। নাবী (সাঃ) বললেন : এটা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করো। লোকটি বললো, আমার কাছে আরো একটি আছে। নাবী (সাঃ) বললেন : এটা তুমি তোমার খাদিমকে দান করো। অতঃপর লোকটি বললো, আমার আরো একটি আছে। নাবী (সাঃ) বললেন : তুমিই ভাল জান সেটা কোথায় ব্যয় করবে।[২৮০]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ.

(২৮১) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে কোন মুসলিম বান্দা তার প্রত্যেক রকম মালের এক জোড়া আল্লাহর পথে দান করবে নিশ্চয় জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ তাকে স্বাগতম জানাবেন এবং প্রত্যেকেই তাকে নিজের কাছে যা আছে সেদিকে আহবান করবেন। আবূ যার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কিভাবে? নাবী (সাঃ) বললেন : যদি কারো উট থাকে তাহলে দুটি উট দান করবে আর যদি গরু থাকে তবে দুটি গরু দান করবে।[২৮১]

যে কাজে সদাক্বাহর সাওয়াব হয়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ».

---

[২৮০] **হাসান সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১৬৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/২৫৩৫, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৪০। আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[২৮১] **হাদীস সহীহ** : নাসায়ী হা/৩১৩৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২৬০, মিশকাত হা/১৯২৪। শু'আইব আরনাউত্ব, শায়খ আলবানী ও অন্যরা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(২৮২) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক ভাল কাজই একটি সদাক্বাহ।[২৮২]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

(২৮৩) সাঈদ ইবনু আবূ বুরদাহ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমেরই সদাক্বাহ করা উচিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : যদি সদাক্বাহ করার কিছু না পায়? নাবী (সাঃ) বললেন : তখন সে যেন নিজ হাতে কাজ করে, অতঃপর তদ্দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও সদাক্বাহ করে। সাহাবীগণ বললেন : যদি সে এটা করার ক্ষমতা না রাখে কিংবা এটা করতে না পারে? নাবী (সাঃ) বললেন : তখন সে উৎপীড়িত অভাবগ্রস্তের (শারীরিক) সাহায্য করবে। সাহাবীগণ বললেন : যদি এটাও করতে না পারে? নাবী (সাঃ) বললেন : তখন সে যেন ভাল কাজের উপদেশ হলেও দেয়। সাহাবীগণ বললেন : যদি সে এটাও করতে না পারে? নাবী (সাঃ) বললেন : তখন সে যেন অন্তত মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। এটাই তার জন্য সদাক্বাহ।[২৮৩]

---

[২৮২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৫৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৩৭৫।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "কোন ভাল কাজকেই তুচ্ছ মনে করবে না যদিও সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও হয়।"** (সহীহ মুসলিম)

[২৮৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৩৫৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৩৮০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ .

(২৮৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিনে মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির বদলে একটি সদাক্বাহ হওয়া উচিত। দু' ব্যক্তির মাঝে ন্যায় বিচার করাও একটি সদাক্বাহ। কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা, তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া অথবা তার কোন আসবাব পত্র সওয়ারীর উপর উঠিয়ে দেয়াও একটি সদাক্বাহ। কারো সাথে উত্তম কথা বলাও এটি সদাক্বাহ। সলাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ একটি সদাক্বাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও একটি সদাক্বাহ।[২৮৪]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قال قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " . قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ " .

(২৮৫) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক 'সুব্হানাল্লাহ বলা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক 'আল্লাহু

[২৮৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৭৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৩৮২।

আকবার' বলা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদাক্বাহ, প্রত্যেক 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সদাক্বাহ, সৎ কাজের আদেশ দেয়া একটি সদাক্বাহ, অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি সদাক্বাহ, এমনকি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদাক্বাহ। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর তাতেও সাওয়াব হবে? নাবী (সাঃ) বললেন : আচ্ছা বলো তো দেখি, যদি তোমাদের কেউ তা হারামে স্থাপন করতো তবে তার জন্য তাতে গুনাহ হতো কিনা? এভাবেই সে যখন তাতে হালাল স্থাপন করলো তাতেও তার সাওয়াব হবে।[২৮৫]

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ .

(২৮৬) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কাউকে একটি দুধের গাভী বা দুধের ছাগী দুধ খাওয়ার জন্য ধার দিবে কিংবা কিছু চাঁন্দি (টাকা পয়সা) ধার দিবে অথবা কোন পথহারাকে পথ দেখিয়ে দিবে – এটা তার জন্য একটি গোলাম আজাদ করার সমতুল্য।[২৮৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ .

(২৮৭) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে কোন মুসলিমই একটি বৃক্ষ রোপণ করবে অথবা কোন শস্য বপণ করবে অতঃপর তা থেকে পাখি, মানুষ কিংবা

---

[২৮৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৩৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[২৮৬] **সানাদ সহীহ :** তিরমিযী হা/১৯৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২/৩৪, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯১৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

জীবজন্তু কিছু খায়, নিশ্চয়ই এটা তার জন্য সদাক্বাহরূপে পরিগণিত হবে।[২৮৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ ».

(২৮৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে জান্নাতে বেড়াতে দেখেছি। সে গাছটি কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলেছিল যা মানুষকে কষ্ট দিতো।[২৮৮]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ .

(২৮৯) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও একটি সদাক্বাহ, কাউকে সৎ কাজের আদেশ দেয়াও একটি সদাক্বাহ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সদাক্বাহ, পথ হারানোর জায়গায় কাউকে পথ দেখিয়ে দেয়াও একটি সদাক্বাহ, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করাও একটি সদাক্বাহ, রাস্তা থেকে কাঁটা বা হাঁড় সরানোও একটি সদাক্বাহ, তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইকে বালতি ভরে দেয়াও একটি সদাক্বাহ।[২৮৯]

---

[২৮৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২১৫২, সহীহ মুসলিম হা/৪০৫৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[২৮৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৬৮৩৭- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[২৮৯] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৯৫৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫৭২। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

গোপনে দান করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ . . .

(২৯০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর ছায়া দান করবেন : (তাদের একজন হলেন), যে ব্যক্তি এতো গোপনে সদাক্বাহ করে যে, ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা টের পায় না।[২৯০]

عَنْ بَهْزِ بن حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ" .

(২৯১) বাহ্য ইবনু হাকীম হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : গোপন দান বরকতময় আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ নির্বাপিত করে।[২৯১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"প্রত্যেক সৎ কাজই একটি দান। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমার ভাইয়ের পানির পাত্রে তোমার বালতি থেকে ঢেলে দিবে এটাও সৎ কাজ (সুতরাং এটাও দান)।"** (তিরমিযী, আহমাদ)

২। **"কিছু চুরি হয়ে গেলে তাতে সদাক্বাহ (করার সওয়াব) রয়েছে।"** (সহীহ মুসলিম)

[২৯০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬২০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৪২৭, তিরমিযী হা/২৩৯১, আহমাদ হা/৯৬৬৫, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৫৮, ইবনু হিব্বান হা/৪৫৬৩, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৫, আবূ আওয়ানাহ হা/৫৬৭০, নাসায়ীর 'সুনানুল কুবরা' হা/৫২৮৫, মুয়াত্তা মালিক হা/১৫০১, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৯৩, ১১০৫। হাদীসটি ফাযায়িলে সলাত অধ্যায়ে গত হয়েছে।

[২৯১] **হাসান লিগাইরিহি** : ত্বাবারানী কাবীর হা/১৬৩৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, 'সহীহ আত-তারগীব' হা/৮৭৫। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

নিকট আত্মীয়দের দান করার ফাযীলাত

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ .

(২৯২) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের স্ত্রী যাইনাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মাসজিদে নাবাবীতে ছিলাম। তখন নাবী (সাঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি (মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের গহনা থেকে হলেও দান কর। আর যাইনাব (তার স্বামী) 'আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার প্রতিপালনে ছিল তাদের জন্য খরচ করতেন। একদা যাইনাব 'আবদুল্লাহকে বললেন : আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য আছে তাদের জন্য খরচ করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, তুমি গিয়েই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং

আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৬৩৭) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন (আবূ উমামাহ হতে) এবং এর সানাদ হাসান।' এছাড়াও মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৪৬৩৮- 'আবদুল্লাহ বিন জা'ফার (রাঃ) হতে, হা/৩৬৩৯- উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে, হা/১৩৭২৬- মু'আবিয়াহ বিন হাইদাহ হতে।

দরজার কাছে জনৈকা আনসারী মহিলাকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজনের মতো। তখন বিলাল (রাঃ) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও যেসব ইয়াতীম আমার তত্ত্বাবধানে আছে তাদের জন্য সদাক্বাহ্ করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরও বললাম, ([নাবী (সাঃ)-এর কাছে) আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন ঃ ঐ নারী দু'জন কে কে? বিলাল (রাঃ) বললেন, যাইনাব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যাইনাব? বিলাল (রাঃ) বললেন, 'আবদুল্লাহর স্ত্রী। নাবী (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ, তার দ্বিগুণ সাওয়াব হবে। সদাক্বাহর সাওয়াব এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার সাওয়াব।[২৯২]

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

(২৯৩) সালমান ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিকে সদাক্বাহ দিলে কেবল সদাক্বাহর সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়কে সদাক্বাহ করলে সদাক্বাহও হবে, আত্মীয়তাও রক্ষা হবে।[২৯৩]

---

[২৯২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৩৭৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৩৬৫।

[২৯৩] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৬৫৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৪৪, ইবুন খুযাইমাহ হা/২০৬৭, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৪৭৬, সহীহ আত-তারগীব হা/৮৭৯- মাকতাবুল মা'আরিফ প্রকাশিত। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"মিসকীনকে সদাক্বাহ করলে একটি সদাক্বাহ (করার নেকী হবে)। আর আত্মীয়কে সদাক্বাহ করলে তা হবে দু'টি সদাক্বাহ (করার নেকী) : সদাক্বাহ ও আত্মীয়তা রক্ষা।"** (ইবনু খুযাইমাহ, সহীহ আত-তারগীব)

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ .

(২৯৪) উম্মু কুলসূম বিনতু 'উক্ববাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে এমন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে সদাক্বাহ করাই হলো সর্বোত্তম সদাক্বাহ।[২৯৪]

স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান করলে তার ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

(২৯৫) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি কোনো নারী নষ্ট না করে স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে কিছু দান-খয়রাত করে তবে সে পূণ্য লাভ করবে দান করার কারণে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে উপার্জন করার কারণে। আর ভাণ্ডার রক্ষকও অনুরূপ পুণ্য পাবে। কিন্তু এতে কারোর জন্য কারোর সাওয়াবে কমতি হবে না।[২৯৫]

---

[২৯৪] **হাদীস সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/২০৭১৫, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৩৮৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৪৭৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। হাদীসের শব্দাবলী তাদের। আহমাদ হা/১৫৩২০, সহীহ আত-তারগীব' হা/৮৮১। ডক্টর মুস্তফা আ'যমী বলেন : সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৫২৫৭) : এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং সহীহ সানাদে এর শাহেদ বর্ণনা রয়েছে। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৬৫০) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল।

[২৯৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৩৩৬, সহীহ মুসলিম হা২৪১১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, তিরমিযী হা/৬৭১, আবূ দাউদ হা/১৬৮৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ " .

(২৯৬) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে মহিলা কোনরূপ অপচয় না করে খুশি মনে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান করে সে স্বামীর সমান সাওয়াব পাবে। তার সৎ উদ্দেশ্যের কারণে সে সাওয়াব লাভ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীও সমপরিমাণ সাওয়াব পায়।[২৯৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ " .

(২৯৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যদি স্ত্রী তার স্বামীর উপার্জিত সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে দান-খয়রাত করে তবে সেও (স্বামী) অর্ধেক পুণ্যের অধিকারিণী হবে।[২৯৭]

মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করার ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا .

[২৯৬] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৬৭২- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৪১৭১। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (২৪০৫৩, ২৬২৪৮) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[২৯৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৯২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ হা/১৬৮৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। নাসায়ীর শব্দ হলো : "স্ত্রীও অর্ধেক সাওয়াব পাবে।" উল্লেখ্য, বিশেষ দানের ক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেয়া ভাল।

(২৯৮) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন। আমি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করলে তার কোন উপকার হবে কি? নাবী (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ। সে বললো, আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে তার পক্ষ থেকে তা দান করে দিলাম।[২৯৮]

ধার দেয়ার ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ ".

(২৯৯) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক ধারই সদাক্বাহ।[২৯৯]

عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ .

(৩০০) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কাউকে কোন জিনিস ধার

---

[২৯৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৬৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/২৮৮২, নাসায়ী হা/৩৬৫৪, ৩৬৫৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু তিনি কোন ওয়াসিয়াত করেননি। আমার ধারণা, তিনি কথা বলতে পারলে সদাক্বাহ করতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদাক্বাহ করি এতে তিনি নেকী পাবেন কি? তিনি (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ।'** (সহীহুল বুখারী)

[২৯৯] **হাদীস হাসান** : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৩২৮৫, ত্বাবারানী আওসাত হা/৩৬৩১ এবং সাগীর হা/৪০৩। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৬৬২১, সহীহ আত-তারগীব হা/৮৮৬। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"ধার-করয দেয়ার নেকী সদাক্বাহর চাইতে আঠারো গুণ বেশি।"** (তারগীব, সানাদ দুর্বল কিন্তু হাদীসটি হাসান পর্যায়ের)

দিবে, কিংবা কাউকে পথ দেখিয়ে দিবে তার জন্য এ কাজটি একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার শামিল হবে।[৩০০]

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً .

(৩০১) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে দুইবার ধার দিলে সে একবার (অথবা দুইবার ঐ পরিমাণ) সদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে।[৩০১]

ঋণ গ্রহীতাকে সময় দেয়া ও দেনা মওকুফ করার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ .

(৩০২) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবূ ক্বাতাদাহ তার এক দেনাদারের খোঁজ করলেন। কিন্তু সে তার থেকে আত্মগোপন করে ছিল। পরে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। তখন (দেনাদার) বললো, আমি অভাবী। আবূ ক্বাতাদাহ বললেন, আল্লাহর শপথ! সত্যই কি তুমি অভাবী? সে বললো, আল্লাহর শপথ! (হ্যাঁ)। তখন আবূ ক্বাতাদাহ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এতে খুশি হতে চায় যে, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাকে তার বিপদাপদ থেকে

---

[৩০০] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৭৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৮৫১৬, ১৮৫১৮, ইবনু হিব্বান হা/৫১৮৭, সহীহ আত-তারগীব হা/৮৮৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩০১] **সহীহ লিগাইরিহি** : ইবনু মাজাহ হা/২৪৩০- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী- মারফূ ও মাওকুফভাবে, সহীহ আত-তারগীব' হা/৮৮৭, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৮৯। আল্লামা বুসয়রী বলেন : ইবনু মাজাহর সানাদটি যঈফ। শায়খ আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান এবং সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

নাজাত দিবেন তবে যেন কোন অভাবীর অভাব দূর করে দেয় অথবা তাকে অব্যাহতি দেয়।[৩০২]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ .

(৩০৩) আবূ মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এক লোকের হিসাব নেয়া হলো। কিন্তু তার কোন ভাল 'আমল পাওয়া গেল না। তবে সে জনগণের সাথে মেলামেশা করতো এবং সে ধনী ছিল। সে তার চাকরদেরকে দরিদ্র ধার গ্রহীতার ধার মওকুফ করার নির্দেশ দিতো। মহান আল্লাহ বললেন : ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার তো আমারই বেশি। অতএব ওকে অব্যাহতি দাও।[৩০৩]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ "، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ "، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَقُولُ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ

---

[৩০২] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৪০৮৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব' হা/৮৮৯।

[৩০৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৪০৮০, তিরমিযী হা/১৩০৭- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, সহীহ আত-তারগীব হা/৮৯৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।"** আরেক বর্ণনায় রয়েছে : **"ফলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"** আরেক বর্ণনায় রয়েছে : **"আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও।"** (সবগুলো বর্ণনাই সহীহ। দেখুন, সহীহ আত-তারগীব হা/৮৯০, ৮৯১, ৮৯২)

"، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ "، قَالَ لَهُ: " بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ " .

(৩০৪) সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ একটি সদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ দুটি সদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি : পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ একটি সদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর আমি আপনাকে বলতে শুনলাম যে, পাওনাদার দেনাদারকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলে সে প্রতিদিনের জন্য অনুরূপ দুটি সদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে। তখন তিনি (সাঃ) তাকে বললেন : ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের দিন এসে যাওয়ার আগে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিনের জন্য একটি করে সদাক্বাহর সাওয়াব পাবে। আর ঋণ পরিশোধের দিন এসে যাওয়ার পরে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিনের জন্য দু'টি করে সদাক্বাহর সাওয়াব দেয়া হবে।[৩০৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

---

[৩০৪] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২২৯৭০, ২৩০৪৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২৪১৮, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২২২৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৮৬। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৬৬৭৬) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল।

(৩০৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, মহান আল্লাহ তার ক্বিয়ামাতের দিনের বিপদাপদের মধ্য থেকে একটি বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন অভাবী লোকের অভাব দূর করে দিবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় অভাব দূর করে দিবেন।[৩০৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .

(৩০৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন অভাবী (ধার গ্রহীতা)-কে সময় দিবে অথবা অব্যাহতি দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় ছায়া দান করবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।[৩০৬]

খাবার খাওয়ানো ও পানি পান করানোর ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

---

[৩০৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭০২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২৪১৭, তিরমিযী হা/১৯৩০- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান। আবূ দাউদ হা/৪৯৬৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/৫০৪৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। হাদীসের দ্বিতীয়াংশের শব্দাবলী সকলের। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৮১৫৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৩০৬] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৩০৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২২২৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৫৫৬৫, সহীহ আত-তারগীব হা/৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তালখীস গ্রন্থে বলেন : মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/৮৭১১ : তাহকীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবূ ক্বাতাদাহ ও জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হতে চায় যে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন বিপদাপদ থেকে নাজাত দিবেন এবং তাঁর আরশের ছায়ার স্থান দিবেন, তাহলে সে যেন ঋন গ্রহীতাকে সময় দেয়।"** (মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৬৬৭৩। আল্লামা হায়সামী বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল)

(৩০৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ধরনের ইসলাম উত্তম? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : খাবার খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দিবে।[৩০৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

(৩০৮) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রহমানের 'ইবাদাত করবে, (ক্ষুধার্তকে) খাবার খাওয়াবে এবং বেশি বেশি সালাম দিবে, তাহলে শান্তির সাথে স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩০৮]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ ، وَتَابَعَ الصَّلَاةَ ، وَقَامَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ " .

(৩০৯) আবূ মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয় জান্নাতে একটি ঘর আছে। যার ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায় এবং বাইরে থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায়। মহান আল্লাহ এটা ঐ ব্যক্তির জন্য তৈরি করেছেন যে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ায়, উত্তম কথা বলে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ সলাত আদায়রত অবস্থায় রাত কাটায়।[৩০৯]

---

[৩০৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১১, ২৭, সহীহ মুসলিম হা/১৬৯, নাসায়ী হা/৫০০০- হাদীসের শব্দাবলী সকলের।

[৩০৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৮৫৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৩৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩০৯] **হাসান সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/৩৩৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৭০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু হিব্বান হা/৫০৯, তিরমিযী হা/১৯৮৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ আত-তারগীব হা/৬১৮ মাকতামা শামেলা। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৫৩২) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান। এছাড়া আল্লামা হায়সামী (হা/১৮৭৬৬) বলেন : আহমাদের রিজাল সহীহ রিজাল, সানাদের 'আবদুল্লাহকে ইবনু হিব্বান সিক্বাহ বলেছেন।

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ فِيْكَ سَرْفٌ فِيْ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ .

(৩১০) হামযাহ ইবনু সুহাইব (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ) সুহাইবকে বললেন, তোমার মধ্যে খাদ্য অপচয়ের স্বভাব রয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে (অপরকে) খাদ্য খাওয়ায়।[৩১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

(৩১১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনার সেবা করবো আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা করোনি? তুমি জানোনা যে, তুমি তার সেবা করলে তুমি তার কাছে আমাকেই পেতে? আল্লাহ আবার বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে, আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি? তুমি কি জানোনা যে,

[৩১০] **হাসান সহীহ :** আবূ শায়খ ইবনু হাইয়ান 'কিতাবুস সওয়াব', সহীহ আত-তারগীব হা/৯৩৬- মাকতাবুল মা'আরিফ প্রকাশিত। হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তাকে খাওয়ালে তা তুমি আমার কাছে পেতে? আল্লাহ আবার বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে পানি পান করাবো? আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি? তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তা আমার কাছেই পেতে।[৩১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ .

(৩১২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় প্রচণ্ড গরম অনুভব করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কূয়া পেলো এবং তার ভেতরে নেমে পানি পান করলো। অতঃপর বেরিয়ে এলো। সহসা দেখলো, একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাচ্ছে এবং মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি মনে মনে ভাবলো, পিপাসায় আমার যেমন অবস্থা হয়েছিল, এই কুকুরটিরও সেরূপ অবস্থা হয়েছে। অতঃপর সে কূয়ার মধ্যে নামলো এবং নিজের মোজা ভরে পানি তুললো। তারপর মোজাটা মুখ দিয়ে চেপে ধরে উঠে এলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তা'আলা তার এই কাজের এতোটা কদর করলেন যে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হয়? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : প্রত্যেক আর্দ্র কলিজাধারীর (জীবন্ত প্রাণীর) উপকার করলে সাওয়াব হয়।[৩১২]

---

[৩১১] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৬৭৪১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/ ৯৪০।

[৩১২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২১৯০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/৫৯৯৬, মালিক হা/১৪৫৫, আবূ দাউদ হা/২৫৫০, ইবনু হিব্বান হা/৫৪৫।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "কেউ পানির খনন করলে তা থেকে আদ্র কলিজাধারী জ্বিন, ইনসান এবং পাখি পানি পান করলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন সাওয়াব দান করবেন।"** (বুখারী 'তারীখ' গ্রন্থে এবং ইবনু খুযাইমাহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ ".

(৩১৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : পানি পান করানোর চাইতে বেশি নেকী আর কোন সদাক্বাহতে নেই।[৩১৩]

কোষাধ্যক্ষের সওয়াব

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

(৩১৪) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে পরিণত করে, এমনকি (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা দেয় সেও দানকারীদ্বয়ের একজন (অর্থাৎ সেও সাওয়াব পাবে)।[৩১৪]

সাদা বকরী সদাক্বাহ করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ ".

(৩১৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দুটি কালো বকরী আল্লাহর রাস্তায় জবেহ করার চাইতে একটি সাদা বকরী জবেহ করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।[৩১৫]

---

[৩১৩] **হাসান লিগাইরিহি** : বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৩১০৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৪৫। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন।

[৩১৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৩৪৮, সহীহ মুসলিম হা/২৪১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/১৬৮৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

[৩১৫] **হাদীস হাসান** : বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/১৯৫৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/৯৪০৪-যঈফ সানাদে, ইবনু আসাকির, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৮৬১। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। উল্লেখ্য, কোন বর্ণনায় রয়েছে "রাসূলুল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়"- ইমাম বুখারী বলেন : তা সহীহ নয়।

ফাযায়িলে হাজ্জ ও 'উমরাহ্

হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পরিচিতি

হাজ্জের আভিধানিক অর্থ হলো : সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় হাজ্জ হলো : আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়কালে নির্দিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে মাক্কাহ্য় গিয়ে বাইতুল্লাহ যিয়ারাত করার ইচ্ছা করা।

'উমরাহ এর আভিধানিক অর্থ হলো : আবাদ স্থানের সংকল্প করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা। ইসলামী পরিভাষায় 'উমরাহ হলো : আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট সময়কালে নির্দিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মাক্কাহ্য় গিয়ে বাইতুল্লাহ যিয়ারাতের সংকল্প করা।

হাজ্জের ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ " .

(৩১৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা পরপর একত্রে হাজ্জ ও 'উমরাহ করো। কেননা এ হাজ্জ ও 'উমরাহ দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করে দেয়। যেমন হাপরের আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া কিছু নয়।[৩১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(৩১৭) আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি কেউ হাজ্জ করে এবং তাতে কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।[৩১৭]

---

[৩১৬] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী হা/৮১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৭, আহমাদ হা/১৬৭, ৩৬৬৯, ১৫৬৯৪, ১৫৬৯৭, ১৫৬৯৮, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১২০০। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৩৬৬৯, ১৫৬৩৪) : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৩১৭] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৮১১- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ। হাজ্জাতুন নাবী (সাঃ)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ "

(৩১৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কবুল হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছু নয়। আর দুই 'উমরাহ তার মধ্যকার গুনাহসমূহের কাফ্ফারাহ স্বরূপ।[৩১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

(৩১৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকলো, সে যেন ঐ দিনের মত নিস্পাপ হয়ে হাজ্জ থেকে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছে।[৩১৯]

---

[৩১৮] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৯৯৪১- হাদীসের শব্দাবলী তার। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৩৪৮, ৯৯০৩) : এর সানাদ সহীহ। দারিমী হা/১৭৯৫, 'আবদুর রাযযাক হা/৮৭৯৮, তিরমিযী হা/৯৩৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "এক 'উমরাহর পর আরেক 'উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফ্ফারাহ। আর জান্নাতই হলো কবুল হাজ্জের প্রতিদান।"** (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম হা/৩৩৫৫, আহমাদ হা/৯৯৫৫, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)

[৩১৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৪২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৩৩৫৭। নাসায়ী হা/৩২৬২৭, ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/৭১৩৬, ৭৩৮১, ৯৩১১, ৯৩১২, ১০২৭৪, ১০৪০৯- তাহক্বীক্ব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِه " . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " حَجٌّ مَبْرُورٌ " .

(৩২০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম 'আমল কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন : কবুল হাজ্জ।[৩২০]

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ " لاَ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ " .

(৩২১) উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জিহাদকে সর্বোত্তম 'আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি (সাঃ) বললেন : না, বরং তোমাদের (নারীদের) জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো, হাজ্জে মাবরূর (কবুল হাজ্জ)।[৩২১]

শু'আইব আরনাউত্ব : সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭১৩৬, ৯২৮৪) : এর সানাদ সহীহ। দারিমী হা/১৭৯৬- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ।

[৩২০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৫৮। তিরমিযী হা/১৬৫৮-ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ, তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। দারিমী হা/২৩৯৩- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ হা/৭৫৯০- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/১৫৩, ইবনু আবূ 'আসিম 'জিহাদ' হা/২১, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/২৮৮, বাগাভী হা/১৮৪০।

[৩২১] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৪২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৪৪৯৭, এবং আহমাদ শাকিরের তাহক্বীক্ব হা/২৪৩৪৪, ২৪২৬৪, ২৪৩০৩,

রামাযান মাসে 'উমরাহ্ করার ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

(৩২২) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক আনসারী মহিলাকে বলেন : রামাযান মাস এলে 'উমরাহ করে নিবে। কেননা, রমাযানের একটি 'উমরাহ একটি হাজ্জের সমতুল্য।[৩২২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي .

(৩২৩) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : রামাযান মাসে একটি 'উমরাহ করা একটি ফরয হাজ্জ আদায় করার সমান অথবা তিনি বলেছেন : আমার সাথে একটি হাজ্জ আদায় করার সমান।[৩২৩]

২৫২০১, ২৫২০৪, বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/৮৪০১। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। উল্লেখ্য, আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : হাজ্জ ও 'উমরাহ্ হলো নারীদের জিহাদ।

[৩২২] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৩০৯৭, নাসায়ী হা/২১১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২৯৯১- তাহক্বীক্ব আলবানী : **সহীহ**। ইরওয়াউল গালীল হা/৮৬৯। দারিমী হা/১৮৫৯- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ। আহমাদ হা/১৭৬০০, ২০২৫ - তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসটি সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৮০৯, ১৫২০৬, ১৪৮১৮, ১৭৫৩০, ১৭৫৩২, ১৭৫৯২) : সানাদ হাসান ও সহীহ।

[৩২৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৭৩০- হাদীসের শব্দাবলী তার, এবং হাদীসের প্রথমাংশ সহীহ মুসলিম, এবং আহমাদ হা/২৮০৮, ১৪৭৯৫, ১৪৮৮২, ১৫২৭০, ১৭৫৯৯।

শিশুদের হাজ্জ করানোর ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

(৩২৪) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে উঁচিয়ে ধরে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! এর জন্য কি হাজ্জ আছে? তিনি (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ, তবে এর সাওয়াব তোমার।[৩২৪]

ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তার ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدْ سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ أَوْ يُلَبِّي " .

(৩২৫) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। সে সময় ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তি হঠাৎ তার উটের পিঠ হতে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেলো। ফলে

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "হে উম্মু সুলাইম! রমাযানে 'উমরাহ্ করা আমার সাথে হাজ্জ করার সমতুল্য।"** (ইবনু হিব্বান। হাদীস সহীহ লিগাইরিহি। সহীহ আত-তারগীব)

[৩২৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৩৩১৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৯২৪, ইবনু মাজাহ হা/২৯১০- উভয়ে জাবির হতে, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৮৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : জাবির বর্ণিত হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও এবং দু' কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা, ক্বিয়ামাতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।[৩২৫]

তালবিয়া পাঠের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ .

(৩২৬) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন হাজ্জ সর্বোত্তম? তিনি বললেন : যে হাজ্জে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা হয় ও কুরবানী করা হয় সেই হাজ্জ উত্তম।[৩২৬]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا " .

---

[৩২৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৭১৭, সহীহ মুসলিম হা/২৯৪৯, তিরমিযী হা/৯৫১- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩০৮৪, ইরওয়াউল গালীল হা/১০১৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩২৬] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী হা/৮২৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২৯২৪, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৬৩১, দারিমী হা/৮১৫১, দারাকুতনী হা/২৪৪৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৬৬৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৯৭, বাযযার হা/৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৫০০। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৩২৭) সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে কোন মুসলমান তালবিয়া পাঠকারীর অনুসরণে তার ডান ও বামের পাথর, বৃক্ষরাজি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। যতক্ষণ না যমীন তার এদিক ওদিক তথা ডান ও বাম পার্শ্ব হতে ধ্বংস হয়ে যায়।[৩২৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى فِي هَذَا الْوَادِي مُحْرِمًا بَيْنَ قَطْوَانَتَيْنِ.

(৩২৮) 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি যেন দেখছি, মূসা (আঃ) সানিয়্যাহ থেকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় অবতরণ করছেন এবং এভাবেই তিনি মহান আল্লাহর নিকটে যাচ্ছেন।[৩২৮]

عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ " .

---

[৩২৭] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৮২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/ ২৬৩৪- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : এর সানাদ সহীহ। বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৫৫০।

তিরমিযীর বর্ণনায় আরো রয়েছে : **"এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীর দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়।"** (তিরমিযী হা/৮২৮)

[৩২৮] **হাদীস হাসান** : আবূ ইয়ালা হা/৪৯৬২, ত্বাবারানী কাবীর হা/১০১০৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/২০২৩। আবূ ইয়ালার তাহক্বীক্ব গ্রন্থে হুসাইন সালীম আসাদ বলেন : সানাদ যঈফ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৫৩৫১) বলেন : হাদীসটি আবূ ইয়ালা ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(৩২৯) সায়িব ইবনু খাল্লাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার কাছে জিবরীল (আঃ) এসে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীদের এবং যারা আমার সাথে রয়েছে তাদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ করি।[৩২৯]

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجَرِ " وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ " .

(৩৩০) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ অবশ্যই ক্বিয়ামাতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উত্থিত করবেন। তার দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহবা বা মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে ন্যায়নিষ্ঠভাবে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।[৩৩০]

---

[৩২৯] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৮২৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২৯২২, আহমাদ হা/১৬৫৫৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৫০৯, ১৬৫২০, ১৬৫২১, ১৬৫২২) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[৩৩০] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৯৬১- হাদীসের শব্দাবলী তার- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ। অনুরূপ আহমাদ হা/২২১৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসটি সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৬৪৩, ২২১৫, ২৩৯৮, ২৭৯৭, ৩৫১১) : এর সানাদ সহীহ। দারিমী হা/১৮৩৯- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৬৮০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ, এর সহীহ শাহেদ রয়েছে। ইবনু মাজাহ হা/২৯৪৪, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৭২৫, বায়হাক্বী।

عِنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا .

(৩৩১) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর স্পর্শ পাপ সমূহকে সম্পূর্ণ মুছে দেয়।[৩৩১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ " .

(৩৩২) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : হাজরে আসওয়াদ হলো জান্নাতের পাথর। পাথরটি দুধের চাইতেও বেশি সাদা ছিল। কিন্তু আদম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দিয়েছে।[৩৩২]

[৩৩১] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৯৫৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৭৯৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, আহমাদ হা/৫৭০১, ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/৯৫২৮, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৭২৯- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৫৬২১, ৫৭০১) : এর সানাদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম ইবনু হিব্বান, ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী এবং শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৩২] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৮৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/২৯৩৫- হাদীসের প্রথমাংশ, ইবনু খুযাইমাহ হা/২৯৩৩- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ হাসান। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"হাজরে আসওয়াদ বরফের চাইতে সাদা ছিল কিন্তু শির্কপন্থীদের পাপ তাকে কালো বানিয়ে ফেলেছে।"** (বায়হাক্বী, আহমাদ, সহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৬। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৭৯৬, ৩০৪৭) : সানাদ সহীহ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " .

(৩৩৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকুত থেকে দুটি ইয়াকুত। এ দুটির আলোকপ্রভা আল্লাহ নিস্প্রভ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ দুটির প্রভা নিস্তেজ না করতেন তাহলে তা পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিতো।[৩৩৩]

যমযমের পানির ফাযীলাত

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ "

(৩৩৪) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যমযমের পানি যে উদ্দেশ্য নিয়ে পান করবে তা পূরণ হবে।[৩৩৪]

---

[৩৩৩] **সহীহ লিগাইরিহি** : তিরমিযী হা/৮৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু হিব্বান হা/৩৭১০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাসান লিগাইরিহি, আহমাদ হা/৭০০০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৬৭৭-১৬৭৯ যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, সহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৭। ইমাম হাকিম বলেন : এর শাহেদ হাদীস রয়েছে। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭০০৮) : এর সানাদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এটি 'আবদুল্লাহ বিন 'আমরের মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত আছে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি।

[৩৩৪] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৪৮৪৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস হাসান, ইবনু মাজাহ হা/৩০৬২- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। বায়হাক্বী। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। হাদীসটিকে একদল হাদীসবিশারদ সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَ هِيَ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ " .

(৩৩৫) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যমযমের পানি বরকতময়, স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য এবং রোগীর ঔষধ।[৩৩৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ .

(৩৩৬) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যমীনের উপর সর্বোত্তম পানি হলো যমযমের পানি।[৩৩৬]

ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৩, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৮৮৩, এবং আলবানী প্রণীত 'মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল 'উমরাহ'।

[৩৩৫] **হাদীস সহীহ** : তায়ালিসি হা/৪৫৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানী সাগীর হা/২৯৬, সিলসিলাহ সহীহাহ্ ১০৫৬ নং হাদীসের নিচে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৫৭১১) বলেন : হাদীসটি বাযযার ও ত্বাবারানী সাগীর বর্ণনা করেছেন, বাযযার এর রিজাল সহীহ রিজাল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"যমযমের পানি স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য এবং রোগীর জন্য নিরাময়।"** (বাযযার, সহীহ আত-তারগীব হা/১১৬২। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ)

২। **"এটা বরকতময় এবং স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য।"** (আহমাদ হা/২১৫২৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ)

[৩৩৬] **হাদীস হাসান** : ত্বাবারানী কাবীর হা/১১০০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/১১৬১। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে **(হা/৫৭১২) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এর রিজাল সিক্বাত এবং ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।**

عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ فِيْ الْأَدَاوِىْ وَ الْقِرَبِ وَ كَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَ يَسْقِيْهِمْ ".

(৩৩৭) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের সাথে পাত্রে ও মশকে করে যমযমের পানি বহন করতেন। তা অসুস্থদের উপর ছিটিয়ে দিতেন এবং তাদের পান করাতেন।[৩৩৭]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةَ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو : أَنْ أَهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَلَا يَتْرُكَ قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمُزَادَتَيْنِ .

(৩৩৮) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাবী (সাঃ) মাক্কাহ বিজয়ের পূর্বে মাদীনাহ্য় থাকাবস্থায় সুহাইল ইবনু 'আমরের কাছে এজন্য লোক পাঠিয়েছিলেন যে, আমাদের জন্য যমযমের পানি হাদীয়া পাঠাবে এবং পাঠাতে ভুল করবে না। অতঃপর তিনি নাবী (সাঃ)-এর কাছে দুই কলস পানি পাঠালেন।[৩৩৮]

---

[৩৩৭] **হাদীস সহীহ** : সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/৮৮৩- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত, তিরমিযী হা/৯৬৩, বুখারীর 'তারীখুল কাবীর, বায়হাক্বী। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৩৮] **হাদীস হাসান** : বায়হাক্বী সুনানুল কাবীর হা/৯৭৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার- জাইয়্যিদ (ভাল) সানাদে জাবির সূত্রে। এর মুরসাল সহীহ শাহিদ বর্ণনা রয়েছে মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/৯১২৭। দেখুন, আলবানী প্রণীত মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল 'উমরাহ, এবং সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৮৮৩ এর নীচে।

হাজ্জের বাহনের বিনিময়ে হাজীর সাওয়াব লাভ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ " مَا يَرْفَعُ إِبِلُ الْحَاجِّ رِجْلًا وَلَا يَضَعُ يَدًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَى عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ".

(৩৩৯) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : হাজ্জে গমনকারী ব্যক্তির উট (চলার পথে) যখনই পা উত্তোলন করে এবং হাত রাখে এর বিনিময়ে (অর্থাৎ প্রতিটি কদমের বিনিময়ে) আল্লাহ ঐ হাজ্জকারীর জন্য সাওয়াব লিখে দেন। অথবা এর দ্বারা তার একটি গুনাহ মুছে দেন অথবা এর দ্বারা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।[৩৩৯]

হাজ্জ ও 'উমরাহ্কারীর দু'আ

عَنْ ابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ .

(৩৪০) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর পথের গাযী (যোদ্ধা), হাজ্জ এবং 'উমরাহ্কারী। এরা আল্লাহর দল। তারা দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেয়া হয়।[৩৪০]

---

[৩৩৯] **হাদীস হাসান : বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৩৮২১- হাদীসের শব্দাবলী তার,** সহীহ্ আত-তারগীব হা/১১০৬। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩৪০] **হাদীস হাসান** : ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৪৬১৩, সহীহ আত-তারগীব হা/১১০৮, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৮২০। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহু যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/১০২৬) বলেন : এর সানাদ হাস্যন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৫২৮৮) বলেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত।

হাজ্জ ও 'উমরাহ্ করার জন্য খরচ করার ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِيْ عُمْرَتِهَا إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ .

(৩৪১) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে তার 'উমরাহ্ সম্পর্কে বলেছেন : তুমি তোমার পরিশ্রম এবং তোমার খরচ অনুপাতে নেকী পাবে।[৩৪১]

জামারাতে কঙ্কর মারার ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(৩৪২) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তুমি যখন জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তা তোমার জন্য ক্বিয়ামাতের দিনে নূর হয়ে গেলো।[৩৪২]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ

---

[৩৪১] **হাদীস সহীহ :** মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৭৩৩- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। হাদীসের শব্দাবলী তার। সহীহ আত-তারগীব হা/১১১৬। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। এর সহীহ শাহেদ রয়েছে। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"তুমি তোমার 'উমরাহ্‌র সাওয়াব তোমার খরচ অনুপাতে পাবে।"** (হাকিম। তিনি বলেন : সহীহ)

[৩৪২] **হাসান সহীহ : বাযযার,** সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৫৫৮৫। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস হাসান সহীহ।

مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

(৩৪৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলো। অতঃপর মৃত্যু বরণ করলো। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য হাজ্জের সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি 'উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে বের হলো। অতঃপর মৃত্যু বরণ করলো। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য 'উমরাহ্‌র সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে যোদ্ধা হিসেবে বের হলো। অতঃপর মৃত্যু বরণ করলো। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য মুজাহিদের সাওয়াব লিখা হবে।[৩৪৩]

বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ "قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا، وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ".

(৩৪৪) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : কেউ যদি যথাযথভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং দুই রাক'আত সলাত আদায় করে তবে তার একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব হয়। তাওয়াফের প্রতিটি কদমে

---

[৩৪৩] **হাসান সহীহ** : আবূ ইয়ালা হা/৬২২৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ত্বাবারানী আওসাত হা/৫৪৮০, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৫২৭৪, সহীহ আত-তারগীব হা/১২৬৭। আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি।

আল্লাহ তার একটি করে গুনাহ ক্ষমা করেন এবং একটি করে নেকী লিখে দেন।[৩৪৪]

আরাফাহ্ দিবসের ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ .

(৩৪৫) ইবনুল মুসায়্যিব হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আরাফাহ্র দিন অপেক্ষা এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ অত্যধিক পরিমাণ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন এবং তিনি (আল্লাহ) নিকটবর্তী হন আর ফিরিশতাদের নিকট তাদেরকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করে বলেন : এরা কি প্রার্থনা করে?[৩৪৫]

---

[৩৪৪] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৪৪৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৯৫৯, আবূ ইয়ালা হা/৫৬৮৮, বায়হাক্বীর সুনান, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১৯১৬, ইবনু খুযাইমাহ, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৭৯৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, মিশকাত হা/২৫৮০, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৫৪৭৫। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৫৭০১) : এর সানাদ হাসান। ইমাম তিরমিযী, শু'আইব আরনাউত্ব ও ইমাম বাগাভী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ ও অন্যরা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "হে বানী 'আবদে মান্নাফ! এ বায়তুল্লাহ্ ঘর তাওয়াফে এবং সলাত আদায়ে কাউকে বাধা দিবে না, চাই দিনে রাতে যেকোন সময়েই ইচ্ছা করুক না কেন।"** (তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী, ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী, বায়হাক্বী ও আহমাদ। ইমাম তিরমিযী, ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। ইরওয়াউল গালীল হা/৪৮১)

[৩৪৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৩৩৫৪- শব্দাবলী তার, অনুরূপ নাসায়ী হা/৩০০৩, ইবনু মাজাহ হা/৩০১৪, ইবনু হিব্বান হা/৩৯২৬, ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/১১৫৪, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৫৫১, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৯। শায়খ আলবানী এবং একদল মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মাথার চুল মুড়ানো ও ছেঁটে ফেলার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " وَالْمُقَصِّرِينَ " . (قَالَ نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ).

(৩৪৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীর উপর দয়া করুন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীরা? তিনি (সাঃ) বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীর উপর দয়া করুন। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীরা? তিনি (সাঃ) বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীর উপর দয়া করুন। নাফি' বলেন : অতঃপর চতুর্থবারের সময় নাবী (সাঃ) (শুধু একবার) বললেন : এবং চুল খাটোকারীদের উপর দয়া করুন।[৩৪৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। ইবনু রাযীন তার জামি' গ্রন্থে বৃদ্ধি করেছেন : **"আল্লাহ বলেন : হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিলাম।"** (সহীহ আত-তারগীব হা/১১৫৫ : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি)

২। **আল্লাহ আরাফাহ্র অধিবাসীদের ব্যাপারে আকাশের অধিবাসীদের নিকট গর্ব প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে বলেন : তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা এলোমেলো চুলে, ধূলোমলিন অবস্থায় আমার কাছে এসেছে।"** (ইবনু হিব্বান, আহমাদ, হাকিম, সহীহ আত-তারগীব হা/১১৫২, ১১৫৩। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

[৩৪৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৬১২, সহীহ মুসলিম হা/৩২০৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, চতুর্থ বারের কথাটি বুখারীর।

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

(৩৪৭) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহর নিকট যিলহাজ্জ মাসের এই দশ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতেও বেশি প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদও এর চাইতে অধিক প্রিয় নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি (নিজের) জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বেরিয়ে যায় এবং এই দু'টির কোন কিছু নিয়ে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা ভিন্ন।[৩৪৭]

---

[৩৪৭] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৭৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭, আবূ দাউদ হা/২৪৩৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : ইবনু আব্বাস বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

Contents

ফাযায়িলে সিয়াম

সিয়াম পরিচিতি

শাব্দিক অর্থে সিয়াম : আমরা যাকে রোযা বলে থাকি তার আরবী শব্দ হলো সিয়াম। এর একবচন হলো সওম। অর্থ : কোন কিছু থেকে বিরত থাকা।

ইসলামী পরিভাষায় : প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ত, সক্ষম, মুসলিম নারী-পুরুষকে সুবহি সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পানাহার, যৌনসম্ভোগ, অশ্লীল-গর্হিত প্রভৃতি কাজ ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতে হয় বলে ঐ বিশেষ বিরতির নাম দেয়া হয়েছে সিয়াম।

রোযার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

(৩৪৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩৪৮]

عَنْ سَهْلٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ " .

(৩৪৯) সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতের এমন একটি দরজা আছে যার নাম হলো রাইয়ান। ক্বিয়ামাতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিগণ প্রবেশ করতে পারবে, অন্যরা প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে : কোথায় সেই (ভাগ্যবান) রোযাদারগণ? তারা ব্যতীত কেউই এতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর যখন রোযাদারগণ সেখানে প্রবেশ করবে তখন তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে কেউ তাতে প্রবেশ করতে না পারে।[৩৪৯]

---

[৩৪৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৩৭, ১৮৭৫, সহীহ মুসলিম হা/১৮১৭, আবূ দাউদ হা/১৩৭২, ইবনু মাজাহ হা/১৬৪১, নাসায়ী হা/২২০৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৩৩৩৭, আহমাদ হা/৭১৭০, আবূ আওয়ানাহ হা/২১৭৬। হাদীসের শব্দাবলী সকলের।

[৩৪৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৭৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৭৬৬, ইবনু মাজাহ হা/১৬৪০, তিরমিযী হা/৭৬৫, নাসায়ী হা/২২৩৭, বায়হাক্বী, আহমাদ হা/২২৮১৮, ইবনু হিব্বান হা/৩৪৮৯, ইবনু আবূ শাইবাহ হা ৮৯৮৯, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৯০২- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ, বাগাভী, আবূ আওয়ানাহ হা/২১৬৪।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ، مَنْ دَخَلَ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

(৩৫০) সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন রোযাদার শেষ ব্যক্তিটি তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে তখন (রাইয়ান) দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে ঐ পানীয় পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।[৩৫০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

(৩৫১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাগুলো থেকে আহ্বান করে বলা হবে : হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাটি

তিরমিযী বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।"** (ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

[৩৫০] **হাসান সহীহ** : ইবনু খুযাইমাহ হা/১৯০২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৯৬৫ : তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ।

উত্তম। যে ব্যক্তি সলাত আদায়কারী ছিল তাকে সলাতের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে, যে ব্যক্তি মুজাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে রাইয়ান দরজা হতে ডাকা হবে। যে সদাক্বাহ করতো তাকে সদাক্বাহর দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। যাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে আহ্বান করা হবে তার তো আর কোন প্রয়োজন নেই। তবে কাউকে সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে কী? তিনি (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ। আর আমি আশা রাখি, তুমি তাদের একজন হবে।[৩৫১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

(৩৫২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চাইতেও বেশি সুগন্ধিযুক্ত।[৩৫২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ " .

---

[৩৫১] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৭৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৪১৮, ইবনু হিব্বান হা/৩০৯, আহমাদ হা/৭৬৩৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব হা/২০০৫২।

[৩৫২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৭৬১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৭৬০। ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮, নাসায়ী হা/২২১১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/৭১৭৪, ৭১৯৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির (হা/১০৬৪১, ৯৯৫৭) : সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৮৯৭- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/৩৪৯১, আবূ আওয়ানাহ হা/২১৬২, বায়হাক্বী।

(৩৫৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রোযাদারের জন্য আনন্দের সময় হলো দু'টি। এক. যখন সে ইফতার করে তখন সে ইফতারের জন্য আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।[৩৫৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : "الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا " .

(৩৫৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ বলেন : রোযা আমার জন্যই। আমি নিজ হাতেই তার পুরস্কার দিবো।[৩৫৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي".

(৩৫৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আদম সন্তানের প্রতিটি নেক 'আমল দশ থেকে সাতশো

---

[৩৫৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৭৭১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৭৬২। ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮, নাসায়ী হা/২২১৫, তিরমিযী হা/৭৬৬- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ; তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/১৮৯৭- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ সহীহ। আহমাদ হা/৯৪২৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ মুসলিমের শর্তে মজবুত। তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির (হা/৯৩৯২, ১০১০১) : সানাদ সহীহ। বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/৮১১৬, আবূ আওয়ানাহ হা/২১৬৬, ইবনু হিব্বান হা/৩৪৯২।

[৩৫৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৭৬১- হাদীসের শব্দাবলী তার, এবং প্রথমাংশ আহমাদ হা/৭৭৮৮।

গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, তবে রোযা ব্যতীত। কেননা তা আমার জন্য, আর আমি নিজ হাতেই তার প্রতিদান দিবো। সে তো তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার জন্যই বর্জন করেছে।[৩৫৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ ".

(৩৫৬) হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, ও প্রতিবেশী হলো ফিত্নাহ স্বরূপ। তার কাফ্ফারাহ হলো সলাত, সিয়াম ও সদাক্বাহ।[৩৫৬]

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ" .

(৩৫৭) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমাদের মহান রব্ব বলেছেন : রোযা হলো ঢাল স্বরূপ। বান্দা এর দ্বারা নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজ হাতে এর পুরস্কার দিব।[৩৫৭]

---

[৩৫৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৭৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, বায়হাক্বী, ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। এছাড়া সহীহুল বুখারী, আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটি ভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"সে তো আমার জন্যই পানাহার বর্জন করেছে, আমার জন্যই তার আস্বাদন ত্যাগ করেছে এবং তার স্ত্রীকে পরিহার করেছে।"** (সহীহ সানাদে ইবনু খুযাইমাহ, সহীহ আত-তারগীব)

[৩৫৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৭৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৩২৮০, ২৩৪১২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তিরমিযী হা/২২৫৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আবূ আওয়ানাহ হা/১৪৩, তায়ালিসি হা/৪০৮, মুসনাদে বাযযার হা/২৮৪৪, ২৯১৩, হুমাইদী হা/৪৪৭, নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা হা/৩২৭, ত্বাবারানী আওসাত হা/৪৮৩২, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩৮২৮৪, এবং বায়হাক্বী 'আদ-দালায়িল' ৬/৩৮৬।

[৩৫৭] **হাদীস হাসান :** আহমাদ হা/১৪৬৬৯, ১৫২৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, বায়হাক্বী, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৬৬- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস হাসান।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ "، قَالَ: " فَيُشَفَّعَانِ " .

(৩৫৮) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রোযা ও কুরআন ক্বিয়ামাতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে : আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি (সে আমাকে তিলাওয়াত করেছে)। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[৩৫৮]

তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : এর সূত্রসমূহ ও শাওয়াহিদ দ্বারা হাদীসটি সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৫০৭৭) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"যুদ্ধের ময়দানে ঢাল যেমন তোমাদের আত্মরক্ষাকারী, রোযাও তেমন জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার ঢাল স্বরূপ।"** (ইবনু খুযাইমাহ, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৯, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৬৭। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬২২৬) : এর সানাদ সহীহ)

২। **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : "সিয়াম হলো ঢাল এবং এমন প্রতিরোধক যা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।"** (আহমাদ হা/৯২২৫, সানাদ হাসান)

[৩৫৮] **হাসান সহীহ** : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৩৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আহমাদ হা/৬৬২৬। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৬৬২৬) : সানাদ সহীহ। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ দুর্বল। ইবনু আবুদ দুনিয়া, ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আল্লামা

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لَهُ فِيْ صَائِفٍ سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْعَطْشِ .

(৩৫৯) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিশ্চয় বরকতময় মহান আল্লাহ নিজের উপর বিধিবদ্ধ করে নিয়েছেন, যে বান্দা তাঁর জন্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে পিপাসার্তের দিন (ক্বিয়ামাতের দিন) পানি পান করাবেন।[৩৫৯]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ .

(৩৬০) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন কাজের আদেশ করুন। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার রোযা রাখা উচিত। কেননা এর কোন সমতুল্য নেই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন কাজের আদেশ করুন।

হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৫০৮১) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, এবং ত্বাবারানীর রিজাল সহীহ রিজাল।

[৩৫৯] **হাদীস হাসান** : বাযযার হা/৪৯৭৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৭০, হাদীসটি যঈফ আত-তারগীবেও রয়েছে হা/৫৭৭। শায়খ আলবানী ও আল্লামা মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৫০৯৫) বলেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল নির্ভরযোগ্য।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"নিশ্চয় আল্লাহ নিজের উপর ফায়সালা করে নিয়েছেন, যে বান্দা গরমের দিন (রোযা রেখে) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই নিজেকে পিপাসার্ত রেখেছে, আল্লাহর জন্য হাক্ব হয়ে যায় যে, তিনি ক্বিয়ামাতের দিন নিজকে তার সম্মুখে উপস্থাপন করবেন।"** (আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস, ইবনু আবুদ্ দুনিয়া, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৭১- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীসটি যঈফ আত-তারগীবেও রয়েছে হা/৫৭৮)

তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার রোযা রাখা উচিত। কেননা এর কোন সমতুল্য নেই ।[৩৬০]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ.

(৩৬১) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজের আদেশ করুন যে কাজের দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার রোযা রাখা উচিত। কেননা, এর কোন তুলনা হয় না।"[৩৬১]

সাহারীর গুরুত্ব ও ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً ».

(৩৬২) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীর মধ্যে বরকত রয়েছে।[৩৬২]

---

[৩৬০] **হাদীস সহীহ :** নাসায়ী হা/২২২২, ২২২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৮৯৩, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৫৩৩- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৭৩, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯৩৭। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২০৪৯) : সানাদ যঈফ কিন্তু হাদীস সহীহ। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান এবং শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৬১] **হাদীস সহীহ :** নাসায়ী হা/২২২১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২০৪০, ২২০৯৫, ২২১৭৭, ২২১২১) : এর সানাদ সহীহ।

[৩৬২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৭৮৯, সহীহ মুসলিম হা/২৬০৩, ইবনু মাজাহ হা/১৬৯২, নাসায়ী হা/২১৪৬- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, অনুরূপ নাসায়ী হা/২১৪৪- 'আবদুল্লাহ হতে এবং হা/২১৪৭-২১৫১- আবূ হুরাইরাহ হতে; তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান, তায়ালিসি, আহমাদ হা/১০১৮৫- আবূ হুরাইরাহ হতে এবং হা/১১২৮১- আবূ সাঈদ খুদরী হতে এবং হা/১১৯৫০- আনাস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجرعة مِنْ مَاءٍ .

(৩৬৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা সাহারী খাও, যদিও তা এক ঢোক পানি দিয়েও হয়।[৩৬৩]

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ .

(৩৬৪) 'ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে (রমাযানে) সাহারী খাওয়ার জন্য ডাকলেন, অতঃপর তিনি বললেন, বরকতপূর্ণ খাবারের জন্য এসো।[৩৬৪]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ».

(৩৬৫) 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমাদের ও আহ্লি কিতাবদের (ইয়াহুদী খৃষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহারী খাওয়া।[৩৬৫]

হতে- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সহীহ, আবূ আওয়ানাহ হা/২২০৯, বাযযার হা/১৮২১- 'আবদুল্লাহ হতে, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৯০০৬, ৯০০৭, ইবনু জারূদ, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৯৩৬- 'আবদুল্লাহ হতে- তাহক্বীক্ব ডক্টর মুস্তফা আ'যমী : সানাদ হাসান সহীহ।

[৩৬৩] **হাসান সহীহ** : ইবনু হিব্বান হা/৩৪৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। সহীহ আত-তারগীব হা/১০৫৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৪৬৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ।

[৩৬৪] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/২৩৪৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। নাসায়ী হা/২১৬৫, ইবনু হিব্বান হা/৩৪৬৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সহীহ। মুসনাদ আহমাদের তাহক্বীক্ব গ্রন্থে শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭১২৬) : এর সানাদ সহীহ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ".. فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ " .

(৩৬৬) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এবং ফিরিশতাকুল সাহারী গ্রহণকারীদের উপর রহমাত ও ক্ষমার দু'আ করতে থাকেন।[৩৬৬]

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ، وَالسُّحُورِ".

(৩৬৭) সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে : জামা'আত বদ্ধতায়, সারীদ জাতীয় খাদ্যে এবং সাহারীতে।[৩৬৭]

---

[৩৬৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৬০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/২৩৪৩, নাসায়ী হা/২১৬৬, তিরমিযী হা/৭০৯- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়া ইবনু খুযাইমাহ হা/১৯৪০, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৯০০৮, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান হা/৩৪৭৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৩৬৬] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১১০৮৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৬৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব, আবূ নু'আইম হিলয়্যা, সহীহ আত-তারগীব হা/১০৫৩, ত্বাবারানী আওসাত্ব। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৮৪০) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন, এর সানাদে রয়েছে আবূ রিফা'আহ, কাউকে তার দোষ-গুন বর্ণনা করতে দেখিনি, এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল সহীহ রিজাল। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৬৭] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৮৫০) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর বর্ণনা করেছেন, সানাদে 'আবদুল্লাহ বাসরী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায়নি, এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল সিক্বাত। এর শাহেদ বর্ণনা রয়েছে মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৭৮৭৮, ৭৮৭৯- আবূ হুরাইরাহ হতে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সহীহ আত-তারগীব হা/১০৫২। হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত।

তাড়াতাড়ি ইফতার করার ফাযীলাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ».

(৩৬৮) সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : লোকেরা যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে ততদিন কল্যাণে থাকবে।[৩৬৮]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ».

(৩৬৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : দ্বীন (ইসলাম) ততদিন পর্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতারে জলদি করবে, নিশ্চয় ইয়াহুদী এবং নাসারারা (ইফতারে) বিলম্ব করে।[৩৬৯]

---

[৩৬৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৮২১, সহীহ মুসলিম হা/২৬০৮- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ তিরমিযী হা/৬৯৯, ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৮- আবূ হুরাইরাহ হতে, দারিমী হা/১৭৫২, বায়হাক্বী, আহমাদ হা২২৮০৪, ইবনু খুযাইমাহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৯১৭। এছাড়া আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' গ্রন্থে এটি বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণনা করেছেন : **"আমার উম্মাতের লোকেরা ততদিন কল্যাণ পাবে যতদিন তারা ইফতারে জলদি করবে"**। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনু আবূ শাইবাহ মুসান্নাফ গ্রন্থে। তবে তিনি **'আমার উম্মাতের'** পরিবর্তে **'এই উম্মাত'** শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই সানাদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৩৬৯] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ হা/২৩৫৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু খুযাইমাহ হা/২০৬০, ইবনু হিব্বান হা/৩৫০৩, ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৮, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৩৯১৬, আহমাদ হা/৯৮১০, সহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৫। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীসটি হাসান সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা ইফতারে জলদি করবে।"** (ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৭, ইরওয়াউল গালীল হা/৯১৭। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ)

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফাযীলাত

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

(৩৭০) যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করালো তার জন্য উক্ত রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে অথচ উক্ত রোযাদারের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।[৩৭০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ " أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ " .

(৩৭১) 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন, একদা নাবী (সাঃ) সা'দ ইবনু মু'আযের নিকট ইফতার করে (তার জন্য) এ দু'আ করলেন : "আফত্বারা 'ইনদাকুমুস সায়িমূন ওয়া আকালা ত্বা'আমাকুমুল আবরার ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমুল মালায়িকাহ"। (অর্থ) : "তোমার নিকট রোযাদারগণ

২। "আমার উম্মাত ততদিন আমার সুন্নাতের উপর থাকবে যতদিন তারা ইফতারের জন্য তারকা দেখার অপেক্ষা করবে না।" (ইবনু হিব্বান। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ)

[৩৭০] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৮০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬, তা'লীকুর রাগীব ২/৯৫, রাওযুন নাযীর হা/৩২২, ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ, বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/৩৩৩১, ৩৩৩২। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমাদের তাহক্বীক্ব গ্রন্থে আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৯৭০, ১৬৯৮১, ২১৫৭০) : এর সানাদ সহীহ।

ইফতার করুন, সৎ লোকেরা তোমার খাদ্য আহার করুন এবং ফিরিশতাগণ তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করুন।"[৩৭১]

লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

(৩৭২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় ক্বদর রজনীতে 'ইবাদাত করবে তার জীবনের পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩৭২]

---

[৩৭১] **হাসান সহীহ** : বায়হহাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/১০১২৯, ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৭ - হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/১২১৭৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির (হা/১২১১৬, ১৩০২০) : এর সানাদ সহীহ। ইবনু আবূ শাইবাহ, আবূ ইয়ালা হা/৪৩১৯, ত্বাবারানী আওসাত হা/৩০৩, ৬১৫৮, এবং ত্বাবারানী 'আদ-দু'আ' হা/৯২২, ৯২৩, ৯২৬, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' হা/২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ইবনুস সুন্নী হা/৪৮২, ইবনু হিব্বান হা/৫২৬৯- আলবানী বলেন : হাসান সহীহ, দারিমী হা/১৭৭২- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১২৭৪। উল্লেখ্য, কোন হাদীসে রয়েছে : **নাবী (সাঃ) যখন কোন লোকের কাছে ইফতার করতেন তখন উক্ত দু'আ পড়তেন,** যেমন আহমাদ হা/১৩০৮৬। কোন বর্ণনায় রয়েছে : **নাবী (সাঃ) আহলে বাইতের নিকট ইফতার করার সময় উক্ত দু'আ পড়েছেন,** যেমন আহমাদ হা/১২১৭৭। আবার কোন বর্ণনায় রয়েছে : **সা'দ ইবনু মু'আযের নিকট ইফতারের সময় উক্ত দু'আ পড়েছেন।** যেমন ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বানের বর্ণনা। এছাড়া কোন বর্ণনায় 'সল্লাত' এর স্থলে "তানায্যালাত" শব্দ রয়েছে।

[৩৭২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৭৬৮, সহীহ মুসলিম হা/১৮১৭- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু হিব্বান হা/২৫৪৩, ইবনু খুযাইমাহ হা/১৮৯৪, আহমাদ হা/৭২৮০, এবং আহমাদ শাকিরের তাহক্বীক্ব (হা/৭৭৭৪, ৭৮৬৮, ৯২৫৯, ৯৪৩২, ১০৭৮৯, ১০২৫৩) : সানাদ সহীহ। বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/২৫০৩, আবূ ইয়ালা হা/২৫৭৪, বাযযার হা/৮৫৮৯, ত্বাবারানী কাবীর হা/১২৪৮, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১৭০৬, তায়ালিসি হা/২৪৭২।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى.

(৩৭৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয় ক্বদর রজনীতে ফিরিশতাদের সংখ্যা পৃথিবীর সমুদয় কংকরের চাইতেও বেশি হয়।[৩৭৩]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

(৩৭৪) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমাযানের শেষ দশকে এতো বেশি সাধনা করতেন যে, অন্য সময়ে তা করতেন না।[৩৭৪]

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ .

(৩৭৫) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রমাযানের শেষ দশক আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'ইবাদাতের জন্য কোমর কষে বাঁধতেন। নিজে রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকদেরও জাগাতেন।[৩৭৫]

---

[৩৭৩] **সানাদ হাসান :** তায়ালিসি হা/২৬৫৯, ইবনু খুযাইমাহ হা/২১৯৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সানাদ হাসান। আহমাদ হা/১০৭৩৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান পর্যায়ের। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/২২০৫।

[৩৭৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৮৪৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৭৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/১৭৬৭, আহমাদ হা/২৬১৮৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ সহীহ, ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২১২৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৭৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৮৮৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৮৪৪, আবূ দাউদ হা/১২৭৬, ইবনু মাজাহ হা/১৭৬৮, ইবনু খুযাইমাহ,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " .

(৩৭৬) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে তা খুঁজো।[৩৭৬]

ফিতরাহ দেয়ার ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

(৩৭৭) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রোযাদারের রোযাকে বেহুদা আচরণ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য ব্যবস্থার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিতরাহ আদায় ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা ঈদের সলাতের পূর্বে আদায় করবে তা ফিতরাহ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা ঈদের সলাতের পর আদায় করবে, তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে।[৩৭৭]

বায়হাক্বী। উল্লেখ্য, ফাযীলাত অর্জনের উদ্দেশ্যে এ রাতগুলোতে বেশি বেশি 'ইবাদাত করার বিষয়ে আরো বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

[৩৭৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৮৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৮৩৩, তিরমিযী হা/৭৯২, ইবনু মাজাহ হা/১৭৬৬, আবূ দাউদ হা/১৩৮১, ১৩৮৩, বায়হাক্বী।

উল্লেখ্য, সহীহুল বুখারী, আবূ দাউদ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান গ্রন্থে বর্ণিত একাধিক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ক্বদরের রাত সব সময় কোন নির্দিষ্ট বিজোড় রাতে হয় না বরং একেক সময় একেক বিজোড় রাতে হয়। সুতরাং ক্বদর রাতের এই বিরাট ফাযীলাত অর্জনের জন্য 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কোন বিজোড় রাতকে নির্দিষ্ট না করে রমাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ও ২৯ শে রাতের প্রত্যেকটিতে 'ইবাদাত করতে হবে।

[৩৭৭] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/১৬০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৪৮৮- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, দারাকুতনী,

বিভিন্ন নফল রোযার ফাযীলাত

'আরাফাহ ও মুহার্‌রম মাসের রোযা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ .

(৩৭৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযানের পর সর্বোত্তম রোযা হলো, মুহার্‌রম মাসের রোযা।[৩৭৮]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ أنه قَالَ : وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ .

(৩৭৯) আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি আশা রাখি যে, আশুরার রোযা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারাহ হবে।[৩৭৯]

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله –صلى الله عليه وسلم– سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

সহীহ আত-তারগীব হা/১০৭১, ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪৩। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারীর শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। মুনযিরী একে স্বীকৃতি দিয়েছে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

[৩৭৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৮১২- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/২৪২৯, তিরমিযী হা/৪৩৮- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী একে সহীহ বলেছেন। এছাড়া ইবনু খুযাইমাহ হা/২০৭৬, বায়হাক্বী, আহমাদ হা/৮৫৩৪- বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ সানাদে, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৫১।

[৩৭৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৮০৩- হাদীসের শব্দাবীল তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/২৪২৫, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৫২০) : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

وَالْبَاقِيَةَ ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ».

(৩৮০) আবূ ক্বাতাদাহ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরাফাহ্‌র রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আরাফাহ্‌র দিনের রোযা বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারাহ হবে। তাঁকে আশুরার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আর আশুরার রোযা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারাহ হবে।[৩৮০]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى . قَالَ " فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ " . فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

(৩৮১) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাদীনাহ্‌য় আগমন করে দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কিসের রোযা? তারা বললো, এটা একটা উত্তম দিন। এই দিন আল্লাহ বনী ইসরাঈল জাতিকে তাদের দুশমন (ফিরাউন) এর কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। তাই মূসা (আঃ) এই দিনে রোযা রেখেছিলেন। তখন নাবী (সাঃ) বললেন : তোমাদের চাইতে আমিই মূসার অধিক হক্‌দার। কাজেই তিনি (সাঃ) নিজে আশুরার রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে আদেশ দিলেন।[৩৮১]

---

[৩৮০] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২৮০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২২৬২১, ২২৬৫০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৪২৯) : এর সানাদ সহীহ।

[৩৮১] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৮৬৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৭১৪, ইবনু মাজাহ হা/১৭৩৪, আবূ দাউদ হা/২৪৪৪, আহমাদ হা/২৬৪৪, 'আবদুর রাযযাক হা/৭৮৪৩, হুমাইদী হা/৫১৫, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ .

(৩৮২) সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আরাফাহ্র দিবসে রোযা রাখে তার একাধারে দুই বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৩৮২]

শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ – رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ».

(৩৮৩) আবূ আইয়ূব আর-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখলো এবং এর পরপরই শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযাও রাখলো সে যেন সারা বছরের সিয়াম পালন করলো।[৩৮৩]

---

[৩৮২] **হাদীস সহীহ** : আবূ ইয়ালা হা/৭৫৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : এর সানাদ জাইয়্যিদ। সহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৫১৪১) বলেন : 'হাদীসটি আবূ ইয়ালা ও ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবূ ইয়ালা'র রিজাল সহীহ রিজাল।' হাদীসটি ভিন্ন শব্দে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ আহমাদের তাহক্বীক্ব গ্রন্থে আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৫৪৯) : এর সানাদ সহীহ।

[৩৮৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/২৮১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৭৫৯, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/১৭১৬- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ। দারিমী হা/১৭৫৪- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ হাসান কিন্তু হাদীস সহীহ। ইবনু আবূ শাইবাহ, ইবনু খুযাইমাহ হা/২১১৪, আহমাদ হা/২৩৫৩৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৫০, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৯২। ইমাম তিরমিযী বলেন : আবূ আইয়ূবের হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৪৩২৪, ২৩৪৫১) : এর সানাদ সহীহ।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }

(৩৮৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি (ঈদুল) ফিতরের পর ছয়দিন রোযা রাখলো তাতে এক বছরই পূর্ণ হয়ে গেল। যে একটি নেকী নিয়ে আসে তার জন্য তার দশগুণ রয়েছে।[৩৮৪]

প্রতি মাসে তিনটি রোযা

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ .

(৩৮৫) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখলো সে যেন সারা বছরই রোযা পালন করলো।" অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে নাযিল করেন : 'যে একটি নেকী নিয়ে আসে তার জন্য রয়েছে তার দশগুণ।' অতএব একদিন দশদিনের সমতুল্য।[৩৮৫]

---

[৩৮৪] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২/৭৫, রাওযুন নাযীর হা/৯১১, তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ হা/২১১৫, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৩, ইরওয়াউল গালীল ৪/১০৭। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৮৫] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৭৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/১০২১, ইরওয়াউল গালীল ৪/১০২। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. قَالَ وَقَالَ « هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ ».

(৩৮৬) ইবনু মিলহান আল-ক্বাইসী হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে আইয়্যামে বীযের রোযার ব্যাপারে নসিহত করেছেন, আমরা যেন তা (মাসের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে পালন করি এবং বলেছেন, এটা সারা বছর রোযা রাখার মতই।[৩৮৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ يَعْنِى مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ – ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

(৩৮৭) 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন।[৩৮৭]

শা'বান মাসের রোযা

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها حَدَّثَتْهُ قَالَتْ، لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ .

(৩৮৮) আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ (রাঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন : নাবী (সাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এতো বেশি রোযা রাখতেন না।[৩৮৮]

---

[৩৮৬] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/২৪৪৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/১৭০৭, সহীহ আত-তারগীব হা/১০২৫, ইবনু হিব্বান হা/৩৬৫৫- হাদীসের প্রথমাংশ- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৮৭] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/২৪৫২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান। ইবনু হিব্বান হা/৩৬৪১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : এর সানাদ হাসান।

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

(৩৮৯) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।[৩৮৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مُهْتَجِرَيْنِ يَقُولُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا.

(৩৯০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ)-কে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে তাঁর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রত্যেক মুসলিমের গুনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে

---

[৩৮৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৮৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৪৫৪২, বায়হাক্বী, ইবনু খুযাইমাহ হা/২০৭৮।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : নাবী (সাঃ) পুরো শা'বান মাসই রোযা রাখতেন, তিনি শা'বানের অল্প দিনই বিনা রোযায় থাকতেন।"** (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)

[৩৮৯] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৭৪৫- হাদীসের শব্দাবলী তার- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, ইবনু মাজাহ হা/১৭৩৯, নাসায়ী হা/২১৮৬, তা'লীক্ব 'আলা ইবনে খুযাইমাহ, ইরওয়াউল গালীল ৪/১০৫, সহীহ আত-তারগীব হা/১০৩১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/২৪৭৪৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৪৬২৯) : এর সানাদ সহীহ।

(আল্লাহ বলেন) : এদেরকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে।[৩৯০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " .

(৩৯১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট বান্দার 'আমল পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোযা অবস্থায় যেন আমার 'আমল পেশ করা হয়।[৩৯১]

---

[৩৯০] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/১৭৪০- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২/৮৪-৮৫, সহীহ আত-তারগীব হা/১০২৮। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৬২৯) বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত।

[৩৯১] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৭৪৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/১০২৭, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৪৯, মিশকাত হা/২০৫৬, তা'লীকুর রাগীব ২/৮৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ফাযায়িলে ইল্‌ম

ইল্‌ম পরিচিতি

ইল্‌ম অর্থ : জানা, অবগত হওয়া, অবহিত হওয়া ইত্যাদি। আলোচ্য অনুচ্ছেদে ইল্‌ম দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ইল্‌ম অর্জনের দ্বারা মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনকে চেনা যায়, তাঁরই হুকুম ও নির্দেশিত পথে চলা যায়, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত কামিয়াবী হাসিল হয়- সেই ইল্‌ম অর্জন করা। যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ্‌তে রয়েছে। এই ইল্‌ম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করার ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " .

(৩৯২) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন।[৩৯২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ " .

(৩৯৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ ধরে আল্লাহ তার জন্য এর দ্বারা জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।[৩৯৩]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ".

(৩৯৪) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণকর ইল্‌ম শিখার জন্য অথবা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় মাসজিদে যায়, তার জন্য এমন একজন হাজীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে, যিনি তার হাজ্জকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন।[৩৯৪]

---

[৩৯২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৮৮৪, সহীহ মুসলিম হা/২৪৩৬, তিরমিযী হা/২৬৪৫- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ, ইবনু মাজাহ হা/২২০- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, আহমাদ হা/১৬৮৪৬, ১৬৮৪৯, ১৬৮৬০- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সহীহ। হাদীসের শব্দাবলী সকলের।

[৩৯৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭০২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/২৬৪৬, ইবনু মাজাহ হা/২২৩, আহমাদ হা/৮৩১৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারীর শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৯৪] **হাসান সহীহ :** ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৩৪৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৮১। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৪৯৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِه إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ .

(৩৯৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার এই মাসজিদে আসলো। তার আসার উদ্দেশ্যটা যদি কেবলমাত্র কল্যাণকর ইল্‌ম শিখা অথবা শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্তবা আল্লাহর পথে মুজাহিদগণের স্থানে।[৩৯৫]

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ : أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِماً يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ ، وَالآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– :« فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِى يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِى يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ رَجُلاً » .

বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এবং এর রিজালের প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য। হাফিয ইরাক্বী বলেন : এর সানাদ জাইয়্যিদ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"সে এমন 'উমরাহ্‌কারীর সাওয়াব পাবে যে তার 'উমরাহকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছে।"** (হাকিম। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসটি বুখারীর শর্তে সহীহ)

[৩৯৫] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/২২৭- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৮৩) বলেন : এর সানাদ সহীহ, ইমাম মুসলিম এর সকল বর্ণনাকারীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩০৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, সহীহ আত-তারগীব হা/৮২। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন : ইবনু মাজাহর সানাদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। যেমনটি আল্লামা বুসয়রী 'যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেছেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। অবশ্য তা কেবল মুসলিমের শর্তে সহীহ।

(৩৯৬) হাসান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বানী ইসরাইলের দু' ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো : যাদের একজন ছিলেন আলিম, তিনি ফরয সলাত আদায় করতেন, অতঃপর বসে লোকদেরকে উত্তম জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। পক্ষান্তরে অপরজন (ছিলেন আবেদ, তিনি) দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে ক্বিয়ামুল লাইল করতেন (অর্থাৎ নফল রোযা ও নফল সলাত আদায় করতেন)। এদের মধ্যে কে অধিক উত্তম? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যে আবেদ সারা দিন রোযা রাখে এবং সারা রাত সলাত আদায়ে কাটিয়ে দেয় তার চাইতে এই আলিমের- যিনি শুধু ফরয সলাত আদায় করেন, অতঃপর বসে লোকদের ইল্‌ম শিক্ষা দেন- ফাযীলাত রয়েছে এরূপই যেমন আমার ফাযীলাত তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর।[৩৯৬]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ " .

(৩৯৭) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট দু' ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাদের একজন ছিল আবেদ এবং অপরজন আলিম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণ এবং আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া

---

[৩৯৬] **হাদীস হাসান :** দারিমী হা/৩৪০- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ মুনকাতি তবে রিজাল সিক্বাত, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৫০। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ বর্ণনাকারী হাসান পর্যন্ত সহীহ। তবে এটি মুরসাল। কিন্তু হাদীসটির মাওসুল শাহিদ বর্ণনা রয়েছে যদ্বারা হাদীসের এ সানাদটি মজবুত হয়ে যাচ্ছে।

এবং (পানির) মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।[৩৯৭]

أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ " .

(৩৯৮) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে পৌঁছে দেন এবং ফিরিশতাগণ ইল্‌ম অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। অনন্তর আলিমদের জন্য আসমান যমীনের সকল প্রাণী ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানি জগতের মাছসমূহও। সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (সাধারণ) আবেদের উপর আলিমদের মর্যাদা বিদ্যমান। আলিমগণ নাবীদের ওয়ারিস। আর নাবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে গেছেন ইল্‌ম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে।[৩৯৮]

---

[৩৯৭] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৬৮৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, দারিমী হা/২৮৯- সানাদ হাসান মুরসাল, তা'লীকুর রাগীব ১/৬০, মিশকাত হা/২১৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয় তার জন্য প্রতিটি জিনিস ক্ষমা প্রার্থনা করে এমনকি সমুদ্রের মাছও।"** (বাযযার, সহীহ আত-তারগীব হা/৭৮। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ)

[৩৯৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৬৮২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৩৬৪১, ইবনু মাজাহ হা/২২৩। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

(৩৯৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখনই কোন একটি দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনায় রত থাকে, তখনই আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে রহমাত ঢেকে ফেলে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন এবং মহান আল্লাহ ফিরিশতাগণের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করেন।[৩৯৯]

বলেছেন। এছাড়া তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২১২ : সানাদ হাসান। আহমাদ হা/২১৭১৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : 'হাসান লিগাইরিহি, হাদীসটির বহু শাহেদ হাদীস রয়েছে, যদ্বারা এটি শক্তিশালী হয়।' এর বহু শাহেদ সহীহ এবং বহু শাহেদ হাসান সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **সাফওয়ান ইবনু আসসাল আল-মুরাদী (রাঃ) বলেন : একদা আমি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি মাসজিদে তাঁর লাল চাদরে হেলান দিয়ে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি (সাঃ) বললেন : "মারহাবা! ইল্‌ম অন্বেষণকারীকে স্বাগতম। নিশ্চয় ইল্‌ম অন্বেষীর জন্য ফিরিশতাগণ নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর ফিরিশতাগণ একে অন্যের উপর উঠতে উঠতে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান ইল্‌ম অন্বেষীদের প্রতি ভালবাসার কারণে।"** (আহমাদ, ত্বাবারানী-জাইয়্যিদ সানাদে, ইবনু হিব্বান, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন সহীহ আত-তারগীব হা/৬৮)

[৩৯৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭০২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/৭৪২৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবূ দাঊদ হা/১৪৫৫, ইবনু মাজাহ হা/২২৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১৩০- ইমাম বাগাভী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَذْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ " .

(৪০০) ইব্‌রাহীম ইবনু 'আবদুর রহ্‌মান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভাল লোকেরাই (কিতাব ও সুন্নাহ্‌র) এই ইল্‌মকে গ্রহণ করবেন। তারা এর থেকে সীমালঙ্ঘনকারী, বাতিলপন্থীদের রদবদল ও মূর্খদের অযথা তাবীলকে দূর করবেন।[৪০০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

(৪০১) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে হিংসা করা জায়িয নয়। প্রথম ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সাথে সাথে সৎ কাজে ব্যয় করার প্রচুর মনোবলও দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে

---

[৪০০] **হাদীস সহীহ :** বায়হাক্বীর মাদখাল, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী বলেন : বর্ণনাটি মুরসাল। কেননা এর বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম ইবনু 'আবদুর রহমান একজন তাবেঈ, যেমনটি ইমাম যাহাবী বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি মাওসুল সানাদে একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার কতিপয় সূত্রকে হাফিয আলায়ী সহীহ বলেছেন বাগিয়াতুল মুলতামিস (২-৩) গ্রন্থে। হাদীসটি খতীব বর্ণনা করেছেন 'শারফু আসহাবুল হাদীস' (২/৩৫) গ্রন্থে মাহনা ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে ইব্‌রাহীম সূত্রে মু'আয ইবনু রিফাআহর এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি ইমাম আহমাদকে বলেছিলাম, হাদীসটি যেন বানোয়াট উক্তির মত মনে হচ্ছে। একথা শুনে ইমাম আহমাদ বলেন : না , বরং হাদীসটি সহীহ। আমি তাকে বললাম, আপনি এটি কার কাছ থেকে শুনেছেন? ইমাম আহমাদ বললেন : একাধিক সূত্রে। আমি বললাম, তারা কারা? তিনি বললেন : আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মিসকীন, তবে তিনি বলেছেন : মু'আয ক্বাসিম ইবনু 'আবদুর রহমান হতে। ইমাম আহমাদ বলেন : মু'আয ইবনু রিফা'আহর হাদীসে কোন সমস্যা নেই। আমি একদল থেকে হাদীসের সানাদগুলো একত্রিত করেছি।

আল্লাহ হিকমাত দান করেছেন, আর সে তা কাজে লাগায় এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।[৪০১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

(৪০২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মানুষ যখন মারা যায় তখন তার 'আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি 'আমল ছাড়া। তা হলো : সদাক্বাহ জারিয়া, এমন ইল্‌ম যা দ্বারা উপকৃত হয়, এমন নেক সন্তান যে তাদের জন্য দু'আ করে।[৪০২]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ».

(৪০৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দ্বীনকে 'তাজদীদ' করবেন।[৪০৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا " .

(৪০৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (শেষ যামানায়) মহান আল্লাহ

[৪০১] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬৭৭২, সহীহ মুসলিম হা/১৯৩৩- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। হাদীসটি ইতোপূর্বে ফাযায়িলে সদাক্বাহ অধ্যায়ে গত হয়েছে।

[৪০২] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৪৩১০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৪০৩] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৪২৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৮৫৯২, বায়হাক্বীর মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার পৃঃ/৫২, খত্বীব 'আত-তারীখ' ২/৬১, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫৯৯, সহীহ আল-জামিউস সাগীর হা/১৮৭৪, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৪৭। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

মানুষের কাছ থেকে এক টানে ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন না। বরং আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে তিনি যখন কোন আলিমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা অজ্ঞ জাহিলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতাওয়াহ চাওয়া হবে। আর তারা ইল্‌ম ছাড়াই ফাতাওয়াহ দিবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৪০৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

(৪০৫) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (দ্বীন ইসলামের) জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।[৪০৫]

---

[৪০৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৯৮, সহীহ মুসলিম হা/৬৯৭১, তিরমিযী হা/২৬৫২- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। আহমাদ হা/৬৫১১- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/৫২- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এছাড়া মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/২০৪৭৭, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩৬৬৯৫, হুমাইদী হা/৫৮১, ইবনুল মুবারাক 'আয-যুহদ' হা/৮১৬, দারিমী হা/২৪৫, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৫৪, ত্বাবারানী কাবীর হা/৮৫৭, ১১১২, ১৪০৯, আবূ নু'আইম হিলয়্যা ও তারীখে আসবাহান, বায়হাক্বীর 'আদ-দালায়িল' ও মাদখাল এবং খতীব 'তারীখে বাগদাদ'।

[৪০৫] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/২২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু 'আবদুর বার 'আল-ইল্‌ম', সহীহ আত-তারগীব হা/৭২, জামিউস সাগীর হা/৭৩৬০। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ফাযায়িলে দা‘ওয়াত ও তাবলীগ

দা‘ওয়াত ও তাবলীগ পরিচিতি

দা‘ওয়াত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো। ইসলামী পরিভাষায় দা‘ওয়াত হলো : সত্য, ন্যায়, কল্যাণ তথা মহান আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের সহজ সরল দ্বীন ইসলামের দিকে আল্লাহর বান্দাদেরকে আহ্বান করা।

তাবলীগ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো : প্রচার করা, পৌঁছে দেয়া, জানিয়ে দেওয়া, ঘোষণা করা ইত্যাদি। আর ইসলামী পরিভাষায় তাবলীগ হলো : মহান আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের তাওহীদের বাণী এবং তাঁর প্রেরিত নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নাহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ " .

(৪০৬) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে, (অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে) এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে।[৪০৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

(৪০৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আমার পক্ষ হতে (কুরআন ও সুন্নাহর) একটি কথা হলেও পৌঁছে দাও। আর বানী ইসরাইলের কাছ থেকে কিছু বর্ণনা করাতে

---

[৪০৬] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৬৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/২৩২- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। দারিমী হা/২৩০- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ যঈফ তবে হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/৪১৫৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান, তবে হাদীসটি সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৪১৫৭, ১৬৬৯৯, ১৬৬৮৩) : সানাদ সহীহ। এছাড়া ইবনু হিব্বান হা/৬৬, আবূ ইয়ালা হা/৫১৭৩, হুমাইদী হা/৮৮, বায়হাক্বীর 'আদ-দালায়িল', শাশী হা/২৭৫।

অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে (আগুনে) করে নেয়।[৪০৭]

---

[৪০৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৩২০২, আহমাদ হা/৬৪৮৬, তিরমিযী হা/২৬৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তাদের। এছাড়া সহীহ মুসলিম, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/১০১৫৭, দারিমী হা/৫৫১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার নামে মিথ্যা বলা এবং তোমাদের কারোর নামে মিথ্য বলা সমান কথা নয়। যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন আগুনে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।** (সহীহ মুসলিম)

২। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায়।** (সহীহ মুসলিম)

৩। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে এমন হাদীস বর্ণনা করলো ধারণা করা হচ্ছে যে, সেটি মিথ্যা। সে মিথ্যাবাদীদের একজন।** (সহীহ মুসলিম)

এ হুকুম বিশেষভাবে তাদের জন্য যারা ফাযীলাত সম্পর্কিত দুর্বল হাদীসসমূহের ব্যাপারে নীরব থাকেন! তাহলে আহকাম ও অনুরূপ বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রে কেমন হুকুম হতে পারে? জেনে রাখুন, যিনি এমনটি করবেন, তিনি নীচের দুই ব্যক্তির কোন একজন হবেন :

এক : হয়ত তিনি ঐ হাদীসগুলোর দুর্বলতা অবহিত আছেন কিন্তু সেগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করছেন না। এরূপ ব্যক্তি মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণাকারী এবং উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত শাস্তির অধিকারী।

ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন : "এই হাদীস প্রমাণ করে, কোন মুহাদ্দিস যখন জেনে বুঝে নাবী (সাঃ)-এর বাণী বলে এমন হাদীস প্রচার করে, যা নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত নয়, তাহলে ঐ মুহাদ্দিস দুই মিথ্যুকের একজন মিথ্যুক গণ্য হবেন। উপরন্তু হাদীসের বাহ্যিকতা আরো কঠোর সংবাদ দিচ্ছে যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার সূত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করল **ধারণা করা হচ্ছে যে,** সেটা মিথ্যা...। সুতরাং কোন বর্ণনার ব্যাপারে সেটি সহীহ কি সহীহ নয়, এ ধরনের যে কোন সংশয়ই এই হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন : "তাহলে ঐ ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হবে যে এরূপ হাদীস মোতাবেক 'আমল করে?"

দুই : হয়ত তিনি হাদীসটির দুর্বলতা অনবহিত। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও গুনাহগার, অপরাধী। কারণ তিনি কিছু না জেনে কোন কথাকে নাবী (সাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত

করলেন কেন? নাবী (সাঃ) তো বলেই দিয়েছেন : "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীস হিসাবে বর্ণনা করবে।"

অতএব এমন ব্যক্তির ভাগ্যে নাবী (সাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারীর পাপ বর্তাবে। কেননা নাবী (সাঃ) ইশারা করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি যা কিছু শুনে তাই হাদীস বলে বর্ণনা করে সে নিঃসন্দেহে নাবী (সাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যারা কেবল কোন কিতাব হতে হাদীস পাওয়া মাত্রই যাচাই বাছাই না করে তা বর্ণনা শুরু করে দেয় তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। দু' কারণে এরূপ লোক দু' মিথ্যুকের একজন মিথ্যুক বলে গণ্য হবে। প্রথমতঃ সে নাবী (সাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ লাগিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সে এই মিথ্যাকে প্রচার করেছে!

ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন : "এই হাদীসে মানুষের জন্য ধমকি এসেছে যে, সে যা কিছুই শুনেছে সেটির বিশুদ্ধতা নিশ্চিতরূপে না জানা পর্যন্ত যেন প্রচার না করে।"

ইমাম নাবাবী (রহঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন, যে ব্যক্তি হাদীসের দুর্বলতা অবহিত নয়, তার জন্য হালাল হবে না গবেষণা ব্যতিরেকে ঐ হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণ করা। তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, যদি যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা থাকে তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখা। অথবা যাচাইয়ের জ্ঞান না থাকলে আহলি 'ইলমের কাউকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া। (মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি যা শুনে তাই বলে বেড়ায় তবে সে মিথ্যা থেকে নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি (যাচাই না করেই) শুনা কথা বলে বেড়ায় সে কখনো ইমাম (নেতা) হওয়ার যোগ্য নয়। (সহীহ মুসলিম)

আয়াস ইবনু মু'আবিয়াহ (রহঃ) সুফিয়ান ইবনু হুসাইনকে বলেন : আমি তোমাকে যা নসিহত করছি তা ভালভাবে স্মরণ রাখবে। তা হলো : তুমি নিজেকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা থেকে রক্ষা করো। কেননা যে কেউ এ কাজ করেছে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করেছে এবং মানুষের কাছে তার হাদীস মিথ্যা বলে দুর্নাম অর্জন করেছে। (সহীহ মুসলিম)

৪। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : শেষ যামানায় আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আর্বিভাব ঘটবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে যা তোমরা কিংবা তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে। যাতে, তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করতে না পারে।** (সহীহ মুসলিম)

এতে প্রমাণিত হলো, কুরআন এবং সহীহ হাদীসের প্রচারই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের তাবলীগ। এ দুটোর তাবলীগ করলে তাবলীগের ফাযীলাত অর্জন সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস, কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী বা মনগড়া আলোচনা, অথবা নিজের পক্ষ থেকে অতিরঞ্জিত করে- চাই সেটা জেনে হোক অথবা না জেনে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " .

(৪০৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি হিদায়াতের পথে ডাকলে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে অনুসারীর সাওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে ডাকে সে তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের ভাগী হবে, তবে তাদের পাপ থেকে মোটেও কমানো হবে না।[৪০৮]

عَنِ ابْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنِ

ভাল উদ্দেশ্যে হোক বা মন্দ উদ্দেশ্যে, কিংবা আবেগের বশে- এগুলো দ্বীন ইসলামের তাবলীগের অর্ন্তভুক্ত নয়। প্রতিটি মুবাল্লিগের এ বিষয়টি অবশ্যই খুবই গুরুত্বের সাথে মনে রাখা দরকার। কেননা এরূপ করলে তাবলীগের ফাযীলাত তো অর্জন হবেই না বরং এজন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই তাবলীগের কাজে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। এতে দ্বীনের নিষ্কলুষতা ও নির্ভুলতা অক্ষুন্ন থাকবে।

[৪০৮] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬৯৮০, তিরমিযী হা/২৬৭৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯১৩৩) : সানাদ হাসান। আহমাদ হা/৯১৬০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। দারিমী হা/৫১৩- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/২০৬, আবূ ইয়ালা হা/৬৪৮৯, ইবনু হিব্বান হা/১১২, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১০৯, বায়হাক্বী 'আল-ই'তিক্বাদ' পৃঃ/২৩০, ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ' হা/১১৩।

اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٌّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا " .

(৪০৯) ইবনু জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি উত্তম কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সাওয়াব পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে তাদের সাওয়াব থেকে সামান্যও কমানো হবে না। আবার কোন ব্যক্তি বদকাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের গুনাহের ভাগী হবে উপরন্তু তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহের ভাগীও হবে, কিন্তু তাতে অনুসারীদের গুনাহের পরিমাণ মোটেও কমানো হবে না।[৪০৯]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : " فَوَ اللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ" .

---

[৪০৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৬৯৭৫, ইবনু মাজাহ হা/২০৩, তিরমিযী হা/২৬৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/১০৫৫৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "সৎ কাজের পথ প্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য।"** (সহীহ জামি' আত-তিরমিযী হা/২৬৭০, তা'লীকুর রাগীব ১/৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১১৬)

২। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের পথ দেখায়, তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।"** (সহীহ মুসলিম, সহীহ জামি' আত-তিরমিযী হা/২৬৭১)

(৪১০) সাহ্ল ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ) ['আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে] বলেন : আল্লাহর শপথ! যদি তোমার দ্বারা মহান আল্লাহ একজন লোককেও হিদায়াত দান করেন, তবে তোমার জন্য সেটা (অর্থাৎ এর সওয়াব) একটি (উন্নত মানের) লাল উট (কুরবানী বা সদাক্বাহ করার) চাইতেও উত্তম।[৪১০]

---

[৪১০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৭২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ হা/৩৬৬১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/২২৮২১- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' হা/৮১৪৯, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' ১/৬২, বায়হাক্বী 'আদ-দালায়িল' ৪/২০৫, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/৩৯০৬।

ফাযায়িলে ইখলাস

ইখলাস পরিচিতি

ইখলাস অর্থ হলো : আন্তরিকতা, অকপটতা, নির্ভেজাল। কোন পার্থিব স্বার্থ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য আন্তরিকতার সাথে নির্ভেজালভাবে সহীহ নিয়্যাতে যে 'আমল করা হয় তাই ইখলাসপূর্ণ 'আমল। অন্য কথায় লোক দেখানো অথবা সুনাম পাওয়ার জন্য কাজ না করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য 'আমল করাই হল ইখলাস।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "আল্লাহ কেবল সেই 'আমলই কবূল করেন যা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করা হয় এবং তার মাধ্যমে শুধু তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করা হয়।" (সুনান নাসায়ী)

Contents

ইখলাসের সাথে 'আমল করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

(৪১১) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো : এক ব্যক্তি সাওয়াব ও মানুষের কাছে সুনাম অর্জন উভয়টির জন্যই যুদ্ধ করে, তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি, সে কি কোন সাওয়াব পাবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সে কিছুই পাবে না। ঐ ব্যক্তি তিনবার একই প্রশ্ন করলো আর প্রতিবারই রাসূল (সাঃ) বলেন : সে কোন কিছুই পাবে না। অতঃপর নাবী (সাঃ) বলেন : মহিয়ান আল্লাহ তো কেবলমাত্র সেই 'আমলই কবুল করে থাকেন যা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই জন্য করা হয় এবং তার মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।[৪১১]

---

[৪১১] **হাসান সহীহ** : নাসায়ী হা/৩১৪০- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫২। আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। তাখরীজু ইহইয়া গ্রন্থে হাফিয ইরাক্বী বলেন : এর সানাদ হাসান।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়ার সম্পদ গনীমাতের মাল পেতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সে কোন সওয়াবই পাবে না। ঐ লোক রাসূলের কাছে কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলো, কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সে কোন সাওয়াব পাবে না।"** (আহমাদ, হাকিম, আবূ দাউদ, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : সহীহ)

২। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি উট বাঁধার সামান্য রশির জন্যও যুদ্ধ করবে, তার প্রাপ্য শুধু ঐ রশিটুকুই (অর্থাৎ সে কোন সাওয়াব পাবে না)।"** (আহমাদ,

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِي شَرِيكًا فَهُوَ لِشَرِيكِي، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ، وَلَا تَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ ،

ইবনু হিব্বান হা/৪৬৩৮। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি তার শাহেদ হাদীসের কারণে হাসান)

৩। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। তাদের প্রথম ব্যক্তি হলো, যিনি শহীদ হয়েছেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করে তার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এসব নিয়ামাত পেয়ে কি করেছো? সে বলবে, আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বীর হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছো এবং তা তুমি দুনিয়াতেই পেয়েছো। অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এমন ব্যক্তিকে যিনি দীনের জ্ঞান অর্জন করেছেন, দীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং আল-কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। তিনি এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এসব পাওয়ার পর তুমি কি করেছো? সে বলবে, আমি দীনের জ্ঞান অর্জন করেছি, অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো আলিম খ্যাতি লাভের জন্য জ্ঞানার্জন করেছো, তুমি (হাফেয) ক্বারী হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্য কুরআন পড়েছো এবং তা তুমি দুনিয়াতেই পেয়েছো। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর হাজির করা হবে এমন ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ্ স্বচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে এবং সে তা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এসব পেয়ে তুমি কি করেছো? সে বলবে, আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই তা ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো দানশীল হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্যই দান করেছো এবং সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছো। অতঃপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে পা ধরে টেনে হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম)

فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا تَقُولُوا هَذِهِ لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ، فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكُمْ لَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ " .

(৪১২) যাহ্হাক ইবনু ক্বাইস আর-ফিহরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : 'মহান আল্লাহ বলেন, আমিই উত্তম শরীক। সুতরাং কেউ আমার সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করলে তা আমার সাথে কৃত ঐ অংশীদারের জন্যই গণ্য হবে (আমার জন্য নয়)।' হে মানব জাতি! তোমাদের 'আমলগুলো খাঁটি করো। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর জন্য কৃত ইখলাসপূর্ণ 'আমল ছাড়া অন্য কোন 'আমল কবূল করেন না। কাজেই তোমরা এরূপ বলো না যে, এটি আল্লাহ এবং আত্মীয়দের জন্য (করা হলো)। কেননা তা আত্মীয়দের জন্য কৃত বলেই ধর্তব্য হবে, তাতে আল্লাহর জন্য কোন অংশ নেই। আর তোমরা এরূপ বলো না যে, এটি আল্লাহ এবং তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য। কেননা এতে তোমাদের সন্তুষ্টিই ধর্তব্য হবে এবং আল্লাহর জন্য এতে কিছুই থাকবে না।[৪১২]

---

[৪১২] **সহীহ লিগাইরিহি :** বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৬৪১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, বাযযার হা/৯০১২, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২৭৬৪। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

দৃষ্টি আকর্ষণ : ইবাদতে ইখলাস ও সহীহ নিয়্যাত না থাকলে তার বিধান

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

"(হে মুহাম্মাদ!) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। অতএব আপনি নির্ভেজাল অন্তরে ইখলাসের সাথে আল্লাহর 'ইবাদাত করুন। জেনে রাখুন, দৃঢ় আস্থার (ইখলাসের) সাথে বিশুদ্ধ 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহরই জন্য।" (সূরাহ আয-যুমার : ২-৩)

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

"তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই 'ইবাদাত করবে।" (সূরাহ আল-বাইয়্যিনাহ : ৫)

বান্দা তার 'আমলের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য কামনা করবে এবং জান্নাতে পৌঁছার চেষ্টা করবে। কিন্তু বান্দা যদি তার 'আমলের মধ্যে অন্য কিছুর নিয়্যাত করে, তবে তাতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা রয়েছে :

(১) যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের নৈকট্য লাভের নিয়্যাত করে এবং ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়্যাত করে, তাহলে তার 'আমল বাত্বিল হয়ে যাবে। এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **"যে**

ব্যক্তি এমন কোন 'আমল করলো, যাতে সে আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করেছে, আমি তাকে এবং সে যা শরীক করেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করবো।" (সহীহ মুসলিম)

(২) যদি 'আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের নিয়্যাত করে, যেমন- নেতৃত্ব লাভ, সম্মান লাভ ইত্যাদি তাহলে তার 'আমল বাত্বিল হয়ে যাবে। এ ধরনের 'আমল তাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদের কাজের পূর্ণফল দুনিয়াতে দিয়ে থাকি এবং তথায় তাদেরকে কম দেয়া হবে না। আর এরাই হলো সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বিফল হয়েছে।" (সূরাহ্ হূদ : ১৫-১৬)

উল্লেখিত প্রথম প্রকার শির্ক এবং দ্বিতীয় প্রকার শির্কের মাঝে পার্থক্য এই যে, প্রথম লোকটি আল্লাহর 'ইবাদাতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়্যাত করেছে। আর দ্বিতীয় লোকটি আল্লাহর 'ইবাদাতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়্যাত করেনি বরং দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের নিয়্যাত করেছে।

(৩) 'আমল শুরু করার সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়্যাত করেছে। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ এমনিতেই চলে আসার সম্ভাবনা থাকে। যেমন পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে ইবাদতের নিয়্যাতের সাথে সাথে শরীর পরিস্কার করারও নিয়্যাত করা, সলাতের মাধ্যমে শরীর চর্চার নিয়্যাত করা, সওমের মাধ্যমে শরীরের ওজন কমানো ও চর্বি দূর করা, হাজ্জের মাধ্যমে পবিত্র স্থান এবং হাজ্জপালনকারীদেরকে দেখার নিয়্যাত করা। এ রকম করাতে ইবাদতের সাওয়াব কমে যাবে। যদি ইবাদতের নিয়্যাতটা প্রবল হয় তাহলে ঐ পরিমাণ মিশ্রিত নিয়্যাত তার কোন ক্ষতি করবে না- যেমন ক্ষতি হয় মিথ্যা ও গুনাহের দ্বারা। হাজ্জের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾

"তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ : ১৯৮)

কিন্তু যদি ইবাদতের নিয়্যাত ছাড়া অন্য কোন নিয়্যাত প্রবল হয় তাহলে দুনিয়াতে যা অর্জন করলো প্রতিদান হিসেবে কেবল তাই পাবে এবং আখিরাতে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এরূপ করার কারণে লোকটি পাপী হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা সে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থের নিয়্যাত করেছে। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সদাক্বাহ্ বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। সদাক্বাহ্ থেকে কিছু পেলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।" (সূরাহ্ আত-তাওবাহ : ৫৮)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى .

(৪১৩) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : গোটা দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়াতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর সন্তুটি অর্জনের জন্য ইখলাসের সাথে যা কিছু করা হয় তা অভিশপ্ত নয়।[৪১৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি দুনিয়াবী সম্পদ (গণীমাত) লাভের আশায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ইচ্ছা করেছে, তার ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। উপস্থিত লোকদের কাছে কথাটি গুরুত্ববহ মনে হলো। ফলে তারা লোকটিকে বললো, তুমি রাসূলুল্লাহকে কথাটি আবার বলো, সম্ভবত তিনি কথাটি বুঝতে পারেননি। ফলে লোকটি তাদের অনুরোধে রাসূলের কাছে কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করল, কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।" (হাকীম, আহমাদ, আবূ দাউদ, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

নাবী (সাঃ) আরো বলেন : "যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরাত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য হিজরাত করবে, তার হিজরাত তার নিয়্যাত অনুযায়ীই হবে।" (সহীহুল বুখারী)

আর যদি উভয়টি সমান হয় অর্থাৎ ইবাদতের নিয়্যাত কিংবা অন্য কোন নিয়্যাতের কোনটিই প্রবল না হয়, তাহলেও বিশুদ্ধ কথা হলো, সে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। যেমনভাবে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এবং অন্যের জন্য 'ইবাদাত করলে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

মোটকথা অন্তরের নিয়্যাতের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বান্দা কখনো সিদ্দিকীনের স্তরে পৌঁছে যায় আবার কখনো নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এজন্যই কোন কোন সালফে সালেহীন বলেছেন : ইখলাসের ব্যাপারে আমি যতটুকু নফ্সের সাথে জিহাদ করেছি, অন্য কোন ব্যাপারে আমার নফ্সের সাথে ততটুকু জিহাদ করিনি।

আমরা আল্লাহর কাছে সহীহ নিয়্যাত ও 'আমলে ইখলাস কামনা করি। [ফাতাওয়াহ্ আরকানুল ইসলাম ও অন্যান্য]

[৪১৩] **হাসান লিগাইরিহি :** ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/৭- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৭৬৫৯) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর সানাদে খিদাশ রয়েছেন, তাকে আমি চিনতে পারিনি, এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ .

(৪১৪) মুস'আব ইবনু সা'দ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তার পিতা) মনে করতেন যে, নাবী (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা তাঁর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, তাঁদের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। নাবী (সাঃ) বললেন : আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল লোকের দ্বারাই সাহায্য করে থাকেন। তাদের দু'আ, সলাত ও তাদের ইখলাসের দ্বারা।[৪১৪]

নিয়্যাত পরিশুদ্ধ করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ .

(৪১৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের শরীর, আকৃতি ও বেশভূষার দিকে দৃষ্টি দেন না। বরং তিনি দৃষ্টি দেন তোমাদের অন্তরের প্রতি।[৪১৫]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "দুনিয়ার সব কিছু অভিশপ্ত, এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। অভিশপ্ত নয় কেবল আল্লাহর যিকির ও তাঁর ভালবাসা, আলিম এবং ইলম্ অন্বেষী।"** (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব হা/৬৯)

[৪১৪] **হাদীস সহীহ** : নাসায়ী হা/৩১৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। সহীহ আত-তারগীব' হা/৫। হাদীসটি বুখারী ও অন্যরা ইখলাস কথাটি বাদে বর্ণনা করেছেন।

[৪১৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৬৭০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেন না। বরং তিনি দৃষ্টি দেন তোমাদের অন্তরের প্রতি এবং তোমাদের আমলের প্রতি।"** (সহীহ মুসলিম)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

(৪১৬) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যাবতীয় কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যাত করে তা-ই পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরাত করেছে, তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থে কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরাত করেছে, তার হিজরাত তার উদ্দেশ্য অনুসারেই বিবেচিত।[৪১৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

(৪১৭) 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : একদল সেনাবাহিনী কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে। তারা যখন মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাঝখানে বাইদা নামক জায়গায় পৌঁছাবে তখন তাদের আগে ও পিছনের সবাইকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। 'আয়িশাহ্ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তাদের আগের-পিছের সবাইকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের মাঝখানের জায়গায় হাট-

[৪১৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬১৯৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম, তিরমিযী হা/১৬৪৭, ইবনু মাজাহ হা/৪২২৭, নাসায়ী হা/৭৫, আহমাদ হা/১৬৮, ইরওয়াউল গালীল হা/২২।

বাজার থাকবে এবং যারা তাদের কর্মের ভাগীদার নয় এমন ব্যক্তিও থাকবে? তিনি বললেন, তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর (ক্বিয়ামাতের দিন) প্রত্যেককেই তাদের নিজ নিজ নিয়্যাত অনুযায়ী উঠানো হবে।[৪১৭]

ভাল কাজের নিয়্যাত করার ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

(৪১৮) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাবুক অভিযান থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যাবর্তন করে বললেন : আমাদের চলে যাওয়ার পর মাদীনাহ্য় এমন কিছু লোক থেকে গিয়েছিল, যারা আমাদের সফর করা প্রতিটি স্থানে এবং আমাদের অতিক্রম করা প্রত্যেকটি জায়গাতে আমাদের সাথেই ছিল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো মাদীনাহ্তে ছিল। তিনি (সাঃ) বললেন : অনিবার্য বাধাই তাদেরকে মাদীনাহ্তে আটকে রেখেছিল।[৪১৮]

---

[৪১৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৯৭৫- **হাদীসের শব্দাবলী তার**, সহীহ মুসলিম হা/৭৪২৬।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"(ক্বিয়ামাতের দিন) মানুষকে তার নিয়্যাতের উপর হাশর করানো হবে।"** (ইবনু মাজাহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন 'সহীহ আত-তারগীব' হা/১২)

[৪১৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৪০৭১- হাদীসের শব্দাবলী তার। আহমাদ হা/১২০০৯, ১২৮৭৪, ১৩২৩৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : **সহীহ**। মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/৯৫৪৭, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩৮১৬৫, ইবনু সা'দ ২/১৬৮, 'আব্দ ইবনু হুমাইদ হা/১৪০২, ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-জিহাদ' হা/২৬৪, আবূ ইয়া'লা হা/২২৩৭, ৩৭৩৬, ৪০৯৯, ইবনু হিব্বান হা/৪৭৩১, আবূ নু'আইম 'তারীখে আসবাহান' ২/৩৬২, বায়হাক্বী 'আদ-দালায়িল' ৫/২৬৭, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/২৬৩৭।

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ .

(৪১৯) আবূ কাবশাহ আল-আনমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : দুনিয়া চার ধরনের ব্যক্তির জন্য। (এক) যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইল্‌ম দান করেছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার রবকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং এতে আল্লাহ্‌রও হক রয়েছে বলে সে মনে করে, এই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ। (দুই) আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছেন, কিন্তু সম্পদ দেননি। ফলে সে নিয়্যাতের ব্যাপারে সৎ ও সত্যবাদী। সে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকতো তাহলে অমুক (দানশীল) ব্যক্তির ন্যায় (ভাল) কাজ করতাম। এই ব্যক্তির মর্যাদা তার নিয়্যাত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং এই উভয় ব্যক্তি একই রকম সাওয়াব পাবে। (তিন) আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু ইল্‌ম দান করেননি। আর সে জ্ঞানহীন হওয়ার কারণে তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী খরচ করে। এ ব্যাপারে সে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও করে না। আর এতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। এই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক। (চার) আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদও দেননি এবং ইল্‌মও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকতো তবে

আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির চাহিদা মত মন্দ) কাজ করতাম। তার স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়্যাত অনুসারে। সুতরাং এই দু'জনের পাপ হবে সমান সমান।[৪১৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

(৪২০) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে বলেন : মহান আল্লাহ ভাল কাজ ও মন্দ কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর তা নিজের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলো কিন্তু তা করলো না (বা করতে পারলো না), আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব নির্ধারণ করবেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশো' গুণ এমনকি তার চাইতেও বেশি সাওয়াব নির্ধারণ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করলো কিন্তু কাজটি করলো না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব নির্ধারণ করবেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর কাজটি করে ফেলে তাহলে এর বদলাতে কেবলমাত্র একটি গুনাহ লিখে রাখবেন।[৪২০]

---

[৪১৯] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৩২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৪২২৮, আহমাদ হা/১৮০৩১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস হাসান, ত্বাবারানী কাবীর, বাগাভী হা/৪০৯৭, মিয্যী 'তাহযীবুল কামাল ১৪/১৯৩-১৯৪, সহীহ আত-তারগীব হা/১৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪২০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬০১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৩৫০, আহমাদ হা/২৮২৭, ৩৪০২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ, আবূ আওয়ানাহ হা/১৮২, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান

عن مَعْنِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .

(৪২১) মা'ন ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু দীনার সদাক্বাহ করার জন্য বের করলেন এবং মাসজিদে এক ব্যক্তির কাছে রেখে এলেন। আমি মাসজিদে এসে দীনারগুলো নিয়ে পিতার কাছে আসলাম। তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে দিতে চাইনি। আমি তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করলাম। তিনি (সাঃ) বললেন : হে ইয়াযীদ! তুমি যা নিয়্যাত করেছো, তেমনই ফল পাবে। আর ওহে মা'ন! তুমি যা নিয়েছো তা তোমারই থাক।[৪২১]

হা/৩৮৪, ৩৮৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/৩৭৯, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৭০৪১, আবূ ইয়ালা হা/৩৩৫৭, ৩৪০৫, ৬৩৬৮, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৬০৪।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর কাজটি না করলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখার আদেশ দেন। তিনি বলেন : কারণ আমার বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্যই কাজটি বর্জন করেছে।"** (সহীহ মুসলিম)

২। **হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন : "আমার বান্দা কোন মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করলে তা লিখে রাখবে না যতক্ষণ না সে তা সম্পাদন করে। যদি করে ফেলে তবে শুধু পাপ অনুপাতে গুনাহ লিখবে (বেশি লিখবে না)। আর সে যদি আমার সন্তুষ্টির জন্য পাপ কাজটি না করে তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিখে রাখবে।"** (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

[৪২১] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৩৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৫৮৬০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। দারিমী হা/১৬৩৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ, ত্বাহাভী 'মুশকিলুল আসার' হা/৪৫৩৩, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৬৪১৫, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/১৩৬৩৩।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ .

(৪২২) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিয়্যাত করে ঘুমায় যে, সে রাতে উঠে সলাত আদায় করবে, কিন্তু ঘুম প্রবল হওয়ায় সকাল পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠতে পারে না, তার জন্য রাতে সলাত আদায়ের সাওয়াব লিখা হবে, আর ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সদাক্বাহ হিসেবে গণ্য হবে।[৪২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

(৪২৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মানুষকে তার নিয়্যাতের উপর প্রেরণ করা হয়েছে।[৪২৩]

---

[৪২২] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। মুয়াত্তা মালিক হা/২৩৭, নাসায়ী হা/১৭৮৭, ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৭২, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১১৭০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, রাওযুন নাযীর হা/৭৩৫, তা'লীক্ব 'আলা ইবনে খুযাইমাহ হা/১১৭১-১১৭৫, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৫৪। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আল্লামা মুনযিরী 'আত-তারগীব' গ্রন্থে বলেন : এর সানাদ জাইয়্যিদ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪২৩] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/৪২২৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২৬/১। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/১৫১৯) বলেন : এর শাহেদ হাদীস রয়েছে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে, যা সহীহ মুসলিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

Contents

কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ফাযীলাত

মহান আল্লাহ বলেন :

"এটাই আমার সহজ-সরল পথ, অতএব তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তিনি তোমাদেরকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সতর্ক হও।" (সূরাহ আল-আন'আম : ১৫৩)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের। আর (এরূপ না করে) তোমাদের 'আমলগুলো বরবাদ করো না।" (সূরাহ মুহাম্মাদ : ৩৩)

"রাসূল তোমাদেরকে যা করতে বলেন তা আঁকড়ে ধর, আর যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরাহ হাশর : ১৭)

"তোমাদের প্রতিপালক যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তা-ই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে কোন ওলী আওলিয়ার অনুসরণ করো না।" (সূরাহ আল-আ'রাফ :৩)

কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ও বিদ'আত বর্জন করার ফাযীলাত

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .

(৪২৪) 'ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে এমন ভাষণ দিলেন যে, শ্রোতাদের অন্তর প্রকম্পিত হলো এবং অনেকের চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। অতঃপর আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে আপনি বিদায়ী ভাষণ দিলেন। আমাদের প্রতি আপনার বিদায়ী উপদেশ দিন। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমাদের প্রতি আমার বিদায়ী ওয়াসিয়্যাত এই যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তোমাদের নেতাদের আদেশ শ্রবণ করবে এবং তা মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, তোমাদের মধ্যে যে বেশিদিন বেঁচে থাকবে সে উম্মাতের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা সুন্নাতকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে (কঠোরভাবে অনুসরণ করবে) এবং প্রত্যেক নবাবিস্কৃত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নবাবিস্কৃত বিষয়ই পথভ্রষ্টতার শামিল।[৪২৪]

---

[৪২৪] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৪৬০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/১৭১৪৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ, ইবনু মাজাহ হা/৪২, তিরমিযী হা/২৬৭৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৩২, ৩৩৩- যাহাবীর তা'লীক্বসহ,

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:أَبْشِرُوا، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا، وَلَنْ تَهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا.

(৪২৫) আবূ শুরাইহ আল-খাযাঈ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? আমরা বললাম : অবশ্যই সাক্ষ্য দেই। তিনি বললেন, তাহলে মনে রেখো, এই কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। অতএব আল-কুরআনকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং কখনো ধ্বংস হবে না।[৪২৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُّعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَ لَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُّطَاعَ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا يَا

দারিমী হা/৯৫- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ, ত্বাবারানী, আজরী 'আশ-শারী'আহ' পৃঃ/৪৭, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১০২, ত্বাহাভী 'শারহু মুশকিলুল আসার' হা/১১৮৬, তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৪, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৯৩৭, ৩০০৭, যিলালুল জান্নাহ হা/২৬-৩৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি সহীহ, এর কোন দোষ নেই। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪২৫] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী কাবীর হা/১৭৯৪১- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/১২২, ইবনু নাসর 'ক্বিয়ামুল লাইল', সহীহ আত-তারগীব হা/৩৫। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا : كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّةُ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و سلم.

(৪২৬) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন : তোমাদের এ ভূ-খণ্ডে আর পূজা পাওয়ার আশা শয়তানের নেই। তবে তোমরা যদি ছোটখাট কার্যকলাপে তার কথায় চলো, সে তাতেই খুশি থাকবে। সুতরাং সাবধান! আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাত।[৪২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ.

(৪২৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করলো সে তো আল্লাহর অনুসরণ করলো। আর যে আমার নাফরমানী করলো সে আল্লাহর নাফরমানী করলো।[৪২৭]

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(৪২৮) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে

---

[৪২৬] **হাদীস হাসান : মুস্তাদরাক** হাকিম হা/৩১৮- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৬। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

[৪২৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৭৩৭, ৬৬০৪, সহীহ মুসলিম হা/৪৮৫৪, ইবনু মাজাহ হা/৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। অনুরূপ আহমাদ হা/৭৪৩৪, ৭৬৫৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। এছাড়া ইবনু আবূ শাইবাহ, বায়হাক্বী, বাগাভী হা/২৪৫০, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৯৪।

এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৪২৮]

عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ .

(৪২৯) আবূ 'আমির আল-হাওযানী হতে বর্ণিত। একদা মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন : জেনে রাখো, তোমাদের পূর্বে যে কিতাবধারী জাতি ছিলো তারা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মাতে মুহাম্মাদী বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এদের মধ্যে ৭২টি ফিরকা হবে জাহান্নামী, আর একটি ফিরকা হবে জান্নাতী। আর ঐ ফিরকাটি হচ্ছে আল-জামা'আত।[৪২৯]

---

[৪২৮] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/১০, ৩৯৫২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৫০৫৯, আবূ দাউদ হা/৪২৫২, তিরমিযী হা/২২২৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৮৬৫৩- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯৫৭। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তালখীস গ্রন্থে বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যারা তাদের তিরস্কার করবে তাদেরকে তারা পরোয়া করবে না।"** (ইবনু মাজাহ, হাদীস সহীহ)

[৪২৯] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৪৫৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/ ১৬৯৩৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ', সহীহ আল-জামিউস সাগীর হা/২৬৪১, সহীহ আত-তারগীব হা/৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২০৪।

عَنْ عُتْبَةَ بن غَزْوَانَ أَخِي بَنِي مَازِنِ بن صَعْصَعَةَ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الْمُتَمَسِّكُ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ"قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ:"بَلْ مِنْكُمْ"قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ:"لا، بَلْ مِنْكُمْ"ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا .

(৪৩০) ‘উতবাহ ইবনু গাযওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি ছিলেন অন্যতম সাহাবী। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের সামনে অপেক্ষা করছে ধৈর্যের দিন। বর্তমানে তোমরা যে আমলের উপর রয়েছো ঐ সময়ে যে ব্যক্তি এই কাজগুলো দৃঢ়ভাবে করবে সে তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের সাওয়াব পাবে। তারা বললো, হে আল্লাহর নাবী! তা কি তাদের পঞ্চাশ জনের মত? তিনি (সাঃ) বললেন : ‘না, বরং তোমাদের পঞ্চাশ জনের মত।’ তারা বললো, হে আল্লাহর নাবী! তা কি তাদের পঞ্চাশ জনের মত? তিনি (সাঃ) বললেন : ‘না, বরং তোমাদের পঞ্চাশ জনের মত।’ কথাটি তিনবার বা চারবার পুনরাবৃত্তি করেন।[৪৩০]

عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ "، فَنَادَى رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: " إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ "، قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: " الْإِخْلَاصُ "، قَالَ: فَمَا الْيَقِينُ ؟ قَالَ: " التَّصْدِيقُ بِالْقِيامة ".

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **“আমি এবং আমার সাহাবীরা যে আর্দশের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এর উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই হবে ঐ জান্নাতী দল।”** (তিরমিযী ও অন্যান্য, সহীহ আত-তারগীব হা/৪৮)

[৪৩০] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী কাবীর হা/১৩৭৩৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু নাসর, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১২২১৫, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৪৯৪। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য, অন্য বর্ণনায় রয়েছে : “তোমাদের পঞ্চাশ জন শহীদের সমান”- কিন্তু এর সানাদ যঈফ। দেখুন সহীহাহ হা/৪৯৪, যঈফাহ হা/৩৯৫৯, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫১৪৪।

(৪৩১) বনু আসলাম গোত্রের লোক আবূ ফিরাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী আমাকে প্রশ্ন করো। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কি? জবাবে তিনি বললেন : সলাত ক্বায়িম করা এবং যাকাত দেয়া। লোকটি বললো, ঈমান কি? তিনি (সাঃ) বললেন : ইখলাস। লোকটি বললো, ইয়াক্বীন কি? তিনি (সাঃ) বললেন : ক্বিয়ামাতের সত্যায়ন করা।[৪৩১]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

(৪৩২) 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু খেয়ে বললেন : আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। কোন উপকার এবং ক্ষতি করার শক্তি তোমার নেই। আমি নাবী (সাঃ) কর্তৃক তোমাকে চুমু খেতে না দেখলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।[৪৩২]

---

[৪৩১] **হাদীস সহীহ** : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৬৪৪২, সহীহ আত-তারগীব হা/৩। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৩২] **সহীহ মাওকুফ** : সহীহুল বুখারী হা/১৪৯৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৩১২৬, আবূ দাউদ হা/১৮৭৩, নাসায়ী হা/২৯৩৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/৯৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। এছাড়া ইবনু হিব্বান হা/৩৮২২, বায়হাক্বী, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১৯০৫।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমরা এক সফরে ইবনু 'উমারের (রাঃ) সাথে ছিলাম। পথে একটি জায়গা অতিক্রমকালে তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে চললেন। এরূপ করার কারণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি এমনটিই করতে দেখেছি।** (আহমাদ, বাযযার, উত্তম সানাদে। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২। **ইবনু 'উমার (রাঃ) মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত একটি গাছের কাছে আসতেন এবং ঐ গাছের নীচে বিশ্রাম নিতেন। তিনি জানান যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করতেন।** (বাযযার, এমন সানাদে যাতে সমস্যা নেই। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

Contents

ফাযায়িলে জিহাদ

জিহাদ পরিচিতি

শাব্দিক অর্থে জিহাদ : জিহাদ আরবী শব্দ। বাংলায় এর আভিধানিক অর্থ হলো : ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করা, প্রচেষ্টা চালানো, সাধনা করা ইত্যাদি। আলিমগণের মতে, আভিধানিক অর্থে জিহাদ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। তা হলো, সমগ্র শক্তি ও চেষ্টা আল্লাহর পথে নিয়োগ করা এবং এক্ষেত্রে জান-মাল ও ভাষা শক্তি প্রয়োগ করা। (ফাতহুল বারী শরহে সহীহ বুখারী ৪/২২৭ ও অন্যান্য)

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ হলো : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান, মাল, জ্ঞান-বুদ্ধি, সবকিছু প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। অন্য কথায়, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ জাতি ছাড়া অন্যান্য কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমদের সশস্ত্রযুদ্ধ করাকে জিহাদ বলা হয়। (আসারুল হারব ফিল ফিকহিল ইসলামী পৃঃ ৩৩)

জিহাদের ফাযীলাত

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর দুঃখ বেদনা দূরীকরণ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ ".

(৪৩৩) 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। নিশ্চয় তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা বিশেষ। এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবেন।[৪৩৩]

জিহাদের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা একশো গুণ বৃদ্ধি

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ " وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ " . قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ " .

---

[৪৩৩] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/২২৭১৯, **মুস্তাদরাক** হাকিম হা/২৪০৪- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, 'আবদুর রাযযাক হা/৯২৭৮, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৯৪১। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (হা/৯৪০৯) বলেন : আহমাদ ও অন্যের একটি সানাদ নির্ভরযোগ্য। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১৬১৮) : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীদের সকলেই নির্ভরযোগ্য।

(৪৩৪) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : হে আবূ সাঈদ! যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে নাবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কথাটি শুনে আবূ সাঈদ অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আমাকে আবার বলুন। তিনি (সাঃ) তা পুনরায় বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এছাড়াও আরেকটি কাজ রয়েছে যা জান্নাতে বান্দার মর্যাদাকে একশো গুণ বৃদ্ধি করে দেয়। যার প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝের ব্যবধান হলো আকাশ ও যমীনের দূরত্বের সমান। আবূ সাঈদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই কাজটি কি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৪৩৪]

সামান্যতম সময় যুদ্ধ করার অকল্পনীয় পুরস্কার

عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

(৪৩৫) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি উটনী দোহনের মত সামান্য সময়ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৪৩৫]

---

[৪৩৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৪৯৮৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ নাসায়ী হা/৩১৩১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/১১১০২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১১০৪৪) : এর সানাদ হাসান তবে হাদীসটি সহীহ। বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৯৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪৬১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বাগাভী হা/২৬১১, সাঈদ ইবনু মানসূর হা/২৩০১, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' হা/৬ এবং 'সুনানুল কুবরা' হা/৯৮৩৪। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন।

[৪৩৫] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/২৫৪১- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু হিব্বান ৪৬১৮, আহমাদ হা/৯৭৬২, ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-জিহাদ' হা/১৩৫, বাযযার হা/১৬৫২, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৩৮২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, ত্ববারানী কাবীর হা/১৬৬২৯, 'আবদুর রাযযাক হা/৯৫৩৯, ইবনু মাজাহ হা/২৭৯২, তিরমিযী হা/১৬৫০, দারিমী হা/২৩৯৪- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১৯১৩) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব

জিহাদের কাতারে অবস্থান করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةِ سِتِّينَ عَامًا خَالِيًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ.

(৪৩৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর পথে (জিহাদের ময়দানে) তোমাদের কারোর অবস্থান করা, তার বিগত ষাট বছরের সলাত আদায়ের চাইতে উত্তম। তোমরা কি এরূপ পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান? তাহলে তোমরা আল্লাহর পথে সমর অভিযান চালাও।[৪৩৬]

আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ, তবে ইবনু সাওবানের কারণে সানাদ হাসান। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৩৬] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১০৭৮৬- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯৭২৪) : এর সানাদ হাসান। তিরমিযী হা/১৬৫- সানাদ হাসান, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৩৮২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, বাযযার হা/৮৩৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৯০২। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। মাকদাসী বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"আল্লাহর পথে তোমাদের কারোর অবস্থান করা তোমাদের কারোর নিজ পরিবারে থেকে ষাট বৎসর 'ইবাদাত করার চাইতে উত্তম।"** (আহমাদ, তিরমিযী, বায়হাক্বী। হাদীসের সানাদ হাসান। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী এটিকে সহীহ বলেছেন)

২। **"কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে জিহাদের সারিতে অবস্থান করাটা অন্য লোকের ষাট বছরের 'ইবাদাতের চাইতে ফাযীলাতপূর্ণ।"** (দারিমী, ইবনু হিব্বান, হাকিম, বায়হাক্বী, বাযযার, ত্বাবারানী। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ্ ২/৬০৪, সহীহ জামিউস সাগীর ৫/২১১)

যুদ্ধক্ষেত্রে কাফির দুশমনকে হত্যা করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا .

(৪৩৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন কাফির এবং তার হত্যাকারী মুমিন কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।[৪৩৭]

---

[৪৩৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৫০০৩, আহমাদ হা/৯১৬৩, আবূ ইয়ালা হা/৬৩৭৩, আবূ আওয়ানাহ হা/৫৯৭৮, আবূ দাউদ হা/২৪৯৫- হাদীসের শব্দাবলী তাদের- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। অনুরূপ ইবনু হিব্বান হা/৪৬৬৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসের সানাদ ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯১৩৬) : এর সানাদ সহীহ। বায়হাক্বী, ইবনু খুযাইমাহ 'আত-তাওহীদ' ২/৮৩১, বাগাভী হা/২৬২১।

সর্বোত্তম জিহাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ থেকে রক্ত ঝরা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رِسُوْلَ اللّٰهِ أيُّ الجِهَادِ أفْضَلُ؟ قَالَ : أنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَ يُهْرَاقَ دَمُكَ .

(৪৩৮) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : যে জিহাদে তোমার ঘোড়ার পা কেটে যায় এবং তোমার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় সেই জিহাদ সর্বোত্তম।[৪৩৮]

নিজের অন্তরকে আল্লাহর হুকুম মানতে বাধ্য করা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أفْضَلُ الجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى ذَاتِ اللهِ عزّ وَجَلّ .

(৪৩৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সর্বোত্তম জিহাদ হলো, যে তার অন্তরের সাথে জিহাদ করে।[৪৩৯]

---

[৪৩৮] **হাদীস সহীহ :** ইবনু হিব্বান হা/৪৬৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, এবং আহমাদ হা/১৪২১০, ১৪২৩৩। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসের সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৪৬৬২) : এর সানাদ সহীহ। দারিমী হা/২৩৯২- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৬২০, এবং তা'লীকুর রাগীব ২/১৯১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। ত্ববারানী আওসাত হা/৪৬০১, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/১৯৬৬৯, ১৯৬৭০।

[৪৩৯] **হাদীস সহীহ :** ইবনু নাসর 'আস-সলাত' ২/১৪২, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৪৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ, সানাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"সেই মুজাহিদ, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"** (ইবনু হিব্বান, আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন :

স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় সঙ্গত কথা বলা

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ .

(৪৪০) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় সঙ্গত কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।[৪৪০]

হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী একে সহীহ বলেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ)

[৪৪০] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৪৩৪৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/২১৭৪, ইবনু মাজাহ হা/৪০১১, হুমাইদী, আহমাদ হা/১১১৪৩, ২২২০৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব : হাসান লিগাইরিহি, সিলসিলাহ সহীহাহ্ ৩/৪৭৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি অন্য অনুচ্ছেদে আবূ উমামাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটি এ সূত্রে হাসান গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

মুজাহিদের ফাযীলাত

মুজাহিদ সর্বোত্তম ব্যক্তি

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

(৪৪১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : সেই ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। লোকটি বললো, এরপর কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কোন গিরি গুহায় বাস করে স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহর 'ইবাদাত করে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্টকারিতা থেকে নিরাপদ রাখে।[৪৪১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَكُونُ أَفْضَلُ النَّاسِ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ، رَجُلٌ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ.

(৪৪২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে যখন মানবকুলের

---

[৪৪১] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৫৭৮, সহীহ মুসলিম হা/৪৯৯৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/১৬৬০, আবূ দাউদ, নাসায়ী হা/৩১০৫, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৮, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৮২, আহমাদ হা/১১৩২২, ১১৮৩৮, ১৮০৫১, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/২০৭৬১, আবূ আওয়ানাহ হা/৫৯৬৪, ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-জিহাদ' হা/৩৭, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/৯৭৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে ঐ ব্যক্তিই উত্তম হবে, যে আল্লাহর পথে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। সে যখনই জিহাদের ডাক শুনবে তার জন্তুর পিঠে চড়ে যাবে, অতঃপর (প্রত্যাশিত) শাহাদাতের মৃত্যু অন্বেষণ করবে।[৪৪২]

মুজাহিদের উপমা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ

---

[৪৪২] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/৯৭২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং এর সানাদ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯৬৮৪) : এর সানাদ সহীহ। সাঈদ ইবনু মানসূর 'আস-সুনান' হা/২৪৩৬, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৭, তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৫৮১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"ফিত্বনার সময় সেই ব্যক্তি উত্তম, যে আল্লাহর দুশমনের পশ্চাতে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। সে আল্লাহর দুশমনকে ভয় দেখায় আর তারাও তাকে ভয় দেখায়।"** (হাকিম। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ)

২। **"আমি কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সংবাদ দিবো না যে মানুষের মাঝে মর্যাদার দিক থেকে উত্তম? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি (সাঃ) বললেন : ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার মস্তক ধরে আছে যতক্ষণ না সে মারা যায় অথবা (দুশমন কর্তৃক) নিহত হয়।"** (নাসায়ী, দারিমী, ইবনু হিব্বান, আহমাদ, ত্বাবারানী। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২৫৫, ৬৯৮)

৩। **"মানুষের মধ্যে উত্তম লোকের উপমা হলো সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং মানুষের খারাবী থেকে দূরে থাকে।"** (আহমাদ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটির সানাদ সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২২৫৯)

৪। **"সুসংবাদ তো ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর পথে ধুলাবালী যুক্ত দু'টি পায়ে, এলোমেলা চুলে জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। তাকে পাহারার জন্য সেনাদলের সামনে বা পেছনে যেখানেই নিযুক্ত করা হোক না কেন সে সেখানেই নিযুক্ত থেকে পাহারা দেয়।"** (সহীহুল বুখারী)

৫। **লোকদের মাঝে ঐ ব্যক্তির জিন্দেগী সর্বোৎকৃষ্ট যে আল্লাহর পথে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে, জিহাদের ডাক শুনামাত্রই সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাবে এবং নিহত হওয়া বা প্রত্যাশিত শাহাদাত তালাশ করবে।** (সহীহ মুসলিম)

ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى .

(88৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজ আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে? তিনি (সাঃ) বললেন : কোন কাজই জিহাদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা দুই বা তিনবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারে নাবী (সাঃ) বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি যতদিন বাড়িতে ফিরে না আসে ততদিন তার উপমা হলো এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে বিরতিহীনভাবে রোযা রাখে এবং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কুরআনের মাধ্যমে নফল সলাতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং এতে কোন বিরক্তিবোধ করে না (এ 'আমল করে যাবে যতদিন মহান আল্লাহর পথে জিহাদকারী ফিরে না আসে)।[88৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ .

(888) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে মুজাহিদের উদাহরণ হলো- আল্লাহ ভাল জানেন কে তার পথে জিহাদকারী- ঐ ধার্মিক ব্যক্তির ন্যায়, যে অনবরত সলাত ও সওম পালন করতে থাকে (এরূপ অবস্থা

---

[88৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৪৯৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুয়াত্তা মালিক হা/৮৪৬, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৬০২- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। মুসনাদ আহমাদের তাহক্বীক্বে আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯৪৪৯) : এর সানাদ সহীহ।

চলবে যতক্ষণ না মুজাহিদ শহীদ হন অথবা ফিরে আসেন)। আর আল্লাহ দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর পথের মুজাহিদকে হয়তো তিনি মৃত্যু দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা নিরাপদে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনবেন পুরস্কার সহকারে বা গনীমাত সহকারে।[৪৪৪]

নাবী (সাঃ)-এর দায়িত্বে মুজাহিদের জান্নাতে প্রবেশ

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنْ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ .

(৪৪৫) ফাদালাহ ইবনু 'উবাইদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, ইসলাম কবুল করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে- আমি এ ব্যক্তির জিম্মাদার এমন ঘরের যা জান্নাতের শুরুতে অবস্থিত, আর একটি ঘরের যা জান্নাতের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং একটি ঘরের যা জান্নাতের উচ্চে অবস্থিত। সে যেখানে কল্যাণের সন্ধান পায়, সেখান থেকে কল্যাণ সন্ধান করবে এবং মন্দ থেকে রক্ষার জন্য যেখানে ইচ্ছে পালাবে। সে যেখানে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করুক না কেন (জান্নাত তার জন্য অবধারিত)।[৪৪৫]

---

[৪৪৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৫৭৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা৪৯৭৭/, নাসায়ী হা/৩১২৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

[৪৪৫] **হাদীস সহীহ :** নাসায়ী হা/৩১৩৩, ইবনু হিব্বান হা/৪৬১৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৩৯১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আল-জামিউস সাগীর হা/১৪৬৫। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু হিব্বান ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুজাহিদের জিম্মাদার স্বয়ং মহান আল্লাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَّانِ اللهِ عز وجل : رَجُلٌ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ مَسَاجِدَ اللهِ، وَ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَ رَجُلٌ خَرَجَ حَاجًا .

(৪৪৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে : (১) যে আল্লাহর মাসজিদসমূহের কোন মাসজিদের দিকে রওয়ানা হয় (২) যে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য বের হয় (৩) যে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়।[৪৪৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " تَكَفَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " .

(৪৪৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কেবলমাত্র জিহাদ ও আল্লাহর কথার উপর দৃঢ় আস্থাই তাকে (বাড়ি থেকে) বের করে থাকে, তবে আল্লাহ তার জিম্মাদার হয়ে যান। হয় তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা নেকী ও গনীমাতের মালসহ তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।[৪৪৭]

---

[৪৪৬] **হাদীস সহীহ** : হুমাইদীর মুসনাদ হা/১১৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ নুআইম হিলয়্যা, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৫৯৮। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সানাদ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৪৪৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৮৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৪৯৬৯, নাসায়ী হা/৩১২২- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। মুয়াত্তা মালিক হা/৮৫০, বায়হাক্বী, আহমাদ হা/৯১৮৭, সাঈদ বিন মানসূর 'সুনান', সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২৫৩।

সর্বোত্তম 'আমল- জিহাদ

ঈমানের পর সর্বোত্তম 'আমল

عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اىُّ الْعَمَلِ أفْضَلُ؟ قَالَ : إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ جِهَادٌ فِي سَبِيْلِه .

(৪৪৮) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।[৪৪৮]

বায়তুল্লাহ নির্মাণের চেয়েও উত্তম 'আমল

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ . وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ . فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُول الله صلى الله

---

[৪৪৮] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/২১৩৩১- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১২২৮) : এর সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/১৫২, ১৫৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। অনুরূপ দারিমী হা/২৭৩৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ এবং হাদীসটি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি। হুমাইদী হা/১৩১, 'আবদুর রাযযাক হা/২০২৯৯, দারিমী হা/২৭৩৮, বাযযার, আবূ আওয়ানাহ হা/৬০৯৯, বায়হাক্বী, ইবনু মানদাহ, খত্বীব 'তারিখু বাগদাদ', বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/২৪১৮, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৪৯০।

উপরোক্ত হাদীস সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যত্র এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে : **আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : "কোন 'আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর কোনটি? তিনি বললেন : কবুল হাজ্জ।"**

عليه وسلم وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا .

(৪৪৯) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিম্বারের পাশে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, ইসলাম গ্রহণের পর মাসজিদে হারাম নির্মাণ ব্যতীত কোন 'আমলকেই আমি গুরুত্ববহ মনে করি না। তখন আরেক ব্যক্তি বললো, তোমরা যে কথা বললে তার চাইতে ফাযীলাতপূর্ণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এমতাবস্থায় আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন : "তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো আর মাসজিদে হারাম নির্মাণ করাকে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য মনে করছো যে আল্লাহ এবং ক্বিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট এরা মোটেই সমমানের নয়। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।"[৪৪৯]

পিতা-মাতার খিদমাতের পর সর্বোত্তম 'আমল

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ " الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا " . قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ . قَالَ " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " . قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ " .

(৪৫০) আবূ আমর আশ-শায়বানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন 'আমলটি অধিক উত্তম? তিনি বললেন : সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন :

---

[৪৪৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৪৯৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৪৫৯১, ত্বাবারী জামিউল বায়ান, সুয়ূতী দুররে মানসূর এবং বাগাভী মাআলিমুত তানযীল। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৪৫০]

সকল আমলের সর্বোচ্চ চূড়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ أَوْ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " . قِيلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ " الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ " . قِيلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ " .

(৪৫১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন 'আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? নাবী (সাঃ) বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা সকল আমলের সর্বোচ্চ চূড়া। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? নাবী (সাঃ) বললেন : কবুল হাজ্জ।[৪৫১]

সলাতের পর সর্বোত্তম 'আমল

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

(৪৫২) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন : নিশ্চয়ই সলাতের পর সর্বোত্তম 'আমল হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৪৫২]

---

[৪৫০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৫৭৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৬২, দারিমী, আহমাদ হা/৩৭৯০, ইবনু হিব্বান, তিরমিযী হা/১৭৩- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[৪৫১] **হাসান সহীহ** : তিরমিযী হা/১৬৫৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান, আহমাদ হা/৭৮৬৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৪৫২] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৪৮৭৩- হাদীসের শব্দাবলী তার। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটির সানাদ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ্ ৪র্থ খণ্ড। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

সমরাস্ত্র প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার ফাযীলাত

তরবারীর ছায়ায় জান্নাতের হাতছানি

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.

(৪৫৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জেনে রাখো, নিশ্চয় তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত অবস্থিত।[৪৫৩]

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ .

(৪৫৪) আবূ বাক্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ বিন ক্বাইস (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে (আবূ মূসাকে) বলতে শুনেছি, তিনি (বদর যুদ্ধের দিন) দুশমনের মোকাবিলায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়ার নীচেই রয়েছে। এ সময় জীর্ণ-শীর্ণকায় এক ব্যক্তি

---

[৪৫৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৬০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/১৯১১৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আবূ দাউদ হা/২৬৩১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪১৩- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবূ 'আওয়ানাহ হা/৫২৯৮, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৩৯৯৯, 'আবদুর রাযযাক হা/৯৫১৪, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/১৯৮৫৬, ৩৩৭৫২।

দাঁড়িয়ে বললো, হে আবূ মূসা! আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললো, আস্‌সালামু 'আলাইকুম! অতঃপর সে তার তরবারীর খাপ ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, খোলা তরবারী নিয়ে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকলো।[৪৫৪]

তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের ফাযীলাত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ " .

(৪৫৫) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই অনেক ভূখণ্ড তোমাদের হস্তগত হবে এবং (দুশমনের অনিষ্ট মোকাবেলায়) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। অতএব তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজী খেলার অভ্যাস ছেড়ে না দেয়।[৪৫৫]

---

[৪৫৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫০২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/১৬৫৯, আহমাদ হা/১৯৫৩৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৩৮৮- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু হিব্বান হা/৪৬১৭, আবূ ইয়ালা হা/৭৩২৪, ৭৩৩০, ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-জিহাদ' হা/৯, তায়ালিসি হা/৫৩০, ইবনু আবূ শাইবাহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৮৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবূ নুআইম ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৫৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫০৫৬, আহমাদ হা/১৭৪৩৩- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/৪৬৭৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ত্বাবারানী কাবীর হা/১৩৫৫৬, আবূ ইয়ালা হা/১৭৪২, আবূ আওয়ানাহ, বাগাভী আত-তাফসীর, সাঈদ ইবনু মানসূর 'আস-সুনান' হা/২৪৪৯, বায়হাক্বী।

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ مَرْفُوْعًا : عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرُ لَعِبِكُمْ .

(৪৫৬) মুস'আব ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। তা তোমাদের উত্তম খেলাও বটে।[৪৫৬]

عَنْ سَعْدٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ : أَنْبِلُوْا سَعْدً ارْمِ يَاسَعْدُ رَمَى اللهُ لَكَ ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَ أُمِّيْ .

(৪৫৭) সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন : তোমরা তীর ছুঁড়ে মারো। হে সা'দ! তুমি তীর ছুঁড়ো। আল্লাহ তোমাকে নিক্ষেপে সাহায্য করবেন। তুমি তীর ছুঁড়ে মারো তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক।[৪৫৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শেখার পর তা বর্জন করলো, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"** (সহীহ মুসলিম)

[৪৫৬] **হাদীস হাসান :** আবূ হাফ্স 'আল-মুনতাক্বা মিন হাদীসি ইবনে মুখাল্লাদ ওয়া গাইরিহি' ২/২২৫, খতীব 'আল-মুওয়াজ্জেহ' ২/৩০, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৬২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সানাদ হাসান। আল্লামা মুনযিরী তারগীব গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বাযযার ও ত্বাবারানী আওসাত এবং উভয়ের সানাদ মজবুত। আল্লামা হায়সামী বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর, আসওসাত ও বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং ত্বাবারানীর রিজাল সহীহ। তবে 'আবদুল ওয়াহ্হার ব্যতীত, তিনি নির্ভরযোগ্য সিক্বাহ।

[৪৫৭] **হাদীস সহীহ :** মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪৭২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। হাদীসের শব্দাবলী তাঁর। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৪৮৬১) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"আলী (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ)-কে সা'দ ব্যতীত আর কারোর জন্য তাঁর পিতা-মাতা কুরবান করার কথা বলতে শুনিনি, আমি নাবী (সাঃ)-কে**

তীর ছোঁড়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ أَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: " مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ "، فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا . "

(৪৫৮) আবূ নাজীহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে তায়েফের একটি দুর্গে বা প্রাসাদে উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে তীর ছুঁড়বে, সে জান্নাতে একটি মর্তবা পাবে।' আর আমি সেদিন ষোলটি তীর নিক্ষেপ করেছি।[৪৫৮]

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ .

বলতে শুনেছি, তুমি তীর নিক্ষেপ করো, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক।" (সহীহুল বুখারী)

[৪৫৮] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/ ১৯৪২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু হিব্বান হা/৪৬৯৯, নাসায়ী হা/৩১৪৩, আবূ দাউদ হা/৩৯৬৫, বায়হাক্বী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৫৬০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৭৫৬ এর নীচে, তা'লীকুর রাগীব। ইবনু হিব্বান ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৯৩২১) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসের সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর ছুঁড়লো এবং তা নিশানায় গিয়ে লাগলো তার জন্য জান্নাতে একটি মর্তবা রয়েছে। তখন এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তীর ছুঁড়ি এবং তা নিশানায় লাগাই তাহলে কি আমার জন্য জান্নাতে মর্তবা হবে? অতঃপর লোকটি তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত করলো।"** (আহমাদ হা/১৯৪২৯। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ)

(৪৫৯) আবূ নাজীহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর নিক্ষেপ করবে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব রয়েছে।[৪৫৯]

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ كَانَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(৪৬০) আবূ নাজীহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বৃদ্ধ হয়, ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য আলোকবর্তিকা (নূর) থাকবে। আর যে

---

[৪৫৯] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৫৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ নাসায়ী হা/৩১৪৩, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৫৬০, ৪৩৭১- যাহাবীর তা'লীকসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ্ ৪/৩৫১, আহমাদ হা/১৯৪২৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৯৩২১) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব ও 'আবদুল কাদীর আরনাউত্ব বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"যে আল্লাহর পথে তীর ছুঁড়লো, এটা যেন ঐ ব্যক্তির মতই হলো যে একজন দাস মুক্ত করেছে।"** (ইবনু হিব্বান হা/৪৬১৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/১৮০৬৫, তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সহীহ লিগাইরিহি)

২। **"যে ব্যক্তি শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে, অতঃপর সেই তীর লক্ষ্যচ্যুত হোক বা সঠিক নিশানায় লাগুক, তাতে একজন গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব রয়েছে।"** (ইবনু মাজাহ, হাকিম, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৬৮১। হাদীসটিকে ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন)

৩। **"যে কেউ আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করলো। অতঃপর তীর লক্ষ্যচ্যুত হোক বা নিশানায় গিয়ে লাগুক তার জন্য ইসমাঈলের সন্তানদের থেকে একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব রয়েছে।"** (আহমাদ হা/১৭০২৩, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৭৫৬, হাদীস সহীহ)

ব্যক্তি আল্লাহর পথে (শত্রুর বিরুদ্ধে) তীর নিক্ষেপ করে ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য আলোকবর্তিকা থাকবে।[৪৬০]

عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

(৪৬১) কা'ব ইবনু মুর্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। যে ব্যক্তি শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, এর দ্বারা আল্লাহ তার মর্তবাকে উঁচু করে দেন। এ কথা শুনে 'আবদুর রহমান ইবনু নাজ্জাম বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মর্তবা কি? তিনি বললেন : তা এমন দু'টি স্তর যার (দূরত্বের) মধ্যে একশো বছরের ব্যবধান রয়েছে।[৪৬১]

---

[৪৬০] **হাদীস সহীহ** : বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/১৮৯৭৯- হাদীসের শব্দাবলী তার-বিশুদ্ধ সানাদে, বাযযার, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২৫৫৫। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর হাদীসের প্রথম অংশের শাহেদ রয়েছে আহমাদ ও নাসায়ীতে সহীহ সানাদে। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৯৫৯) : সহীহ।

[৪৬১] **হাদীস সহীহ** : নাসায়ী হা/৩১৪৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৪৬১৬, সহীহ আল-জামিউস সাগীর হা/৬৩০৭। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যুদ্ধের বাহনের ফাযীলাত

ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহীত

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ .

(৪৬২) 'উরওয়াহ আল-বারিক্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঘোড়ার কপালে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে। যা নেকী ও গনীমাতের পন্থায় হাসিল হতে থাকবে।[৪৬২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ " .

(৪৬৩) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঘোড়ার কপালে বরকত নিহীত আছে।[৪৬৩]

---

[৪৬২] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৪৯৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ দারিমী হা/২৪২৭- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ। নাসায়ী হা/৩৫৭৫, এবং ইবনু মাজাহ হা/২৭৮৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। তিরমিযী হা/১৬৩৬- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/৪৬৬৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ হা/৫১০২, ত্বাবারানী কাবীর হা/২৩৫৬, ৫৪৯৩, ৬৩৬২, ১৩৮৩৯, ১৩৮৪২-১৩৮৪৪, ১৩৮৪৭-১৩৮৪৯, ১৩৮৫১, ১৩৮৫৩-১৩৮৫৯, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/১২৬৬৯, ১৮২৬০, তায়ালিসি হা/১১৩৯, ১১৪০, ১১৪১, ১৩২৯, ১৯৪৪, বাযযার হা/৫৬৮৬, ৬৬১৮, ত্বাহাভী 'মুশকিলুল আসার' হা/২১৯, ২২৩, ২২৫, ৩২৩, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/২৬৪৫, ২৬৪৬।

[৪৬৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৬৩৯, সহীহ মুসলিম হা/৪৯৬২, নাসায়ী হা/৩৫৭১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/৪৬৭০- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারীর শর্তে সহীহ। আহমাদ হা/১২০৬৪, ১২২৩০- তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির : সানাদ সহীহ। আবূ আওয়ানাহ হা/৫৮৬৯, আবূ ইয়ালা হা/৪০৬৪, সাঈদ ইবনু মানসূর হা/২৪২৭, ক্বাযাঈ 'মুসনাদে শিহাব' হা/২২২, ইবনু আবূ শাইবাহ

ঘোড়া প্রতিপালনকারী তিন শ্রেণীর

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ .

(৪৬৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঘোড়া তিন ধরনের। এটা কারোর জন্য সাওয়াবের, কারোর জন্য ঢাল স্বরূপ এবং কারোর জন্য গুনাহের কারণ হয়ে থাকে। এটা সাওয়াবের কারণ ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটাকে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে পালন করে। কোন চারণ ভূমিতে বা বাগানে এটাকে লম্বা রশি দ্বারা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এই ঘোড়াটি যতদূর পর্যন্ত ঘাস খাবে তার 'আমল নামায় সাওয়াব লিখা হবে। ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে আরো দূরে চলে যায়, তবে এর প্রত্যেক পদক্ষেপ ও বিষ্ঠার বিনিময়ে সাওয়াব লিখা হয়। কোন নদীর তীরে গিয়ে যদি ঘোড়াটি পানি পান করে, তবে ঐ ঘোড়ার মালিক ইচ্ছে করে পানি পান না করানো সত্ত্বেও এর সাওয়াব লিখা হবে। আর ঘোড়া ঢাল স্বরূপ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এটাকে উপার্জন ও পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য প্রতিপালন করে এবং এর যাকাত আদায়

হা/৩৪১৭৩, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/১৩২৭২, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/২৪৪৩। হাদীসের শব্দাবলী সকলের।

করে। আর ঘোড়া পাপের কারণ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অহংকার, লোক দেখানো এবং মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করার জন্য একে প্রতিপালন করে।[৪৬৪]

ঘোড়া প্রতিপালনের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(৪৬৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করবে, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির আমলের পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করা হবে।[৪৬৫]

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ " .

(৪৬৬) তামীম আদ-দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে বেঁধে রাখে। অতঃপর সে নিজ হাতে ঘোড়াকে ঘাস দানা খাওয়ায়। প্রতিটি দানার বিনিময়ে তাকে নেকী দেয়া হবে।[৪৬৬]

---

[৪৬৪] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/২৬৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৩৩৭, ইবনু মাজাহ হা/২৭৮৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ।

[৪৬৫] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/২৬৪১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৮৮৬৬, ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৮৬।

[৪৬৬] হাদীস সহীহ : ইবনু মাজাহ হা/২৭৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার, রাওযুন নাযীর হা/১৭৫। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৯৯২) বলেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ . فَقُلْنَا لِمَعْمَرٍ : مَا الْمُتَكَفِّفُ بِالصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : « الَّذِيْ يُعْطِيْ بِكَفَّيْهِ »

(৪৬৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঘোড়ার জন্য ব্যয়কারীর উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দু' হাতে সদাক্বাহ করে। ফলে আমরা মা'মারকে জিজ্ঞেস করলাম, দু' হাতে সদাক্বাহ করার অর্থ কি? তিনি বললেন : যিনি দুই হাতের তালু ভর্তি করে দান করেন।[৪৬৭]

যুদ্ধে একাধিক ঘোড়া নেয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، أَنَّهُ أَتَى رَجُلا، فَقَالَ: أَطْرِقْنِي مِنْ فَرَسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَنْ أَطْرَقَ فَرَسَهُ مُسْلِمًا فَعَقَّبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يُعَقِّبْ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

(৪৬৮) আবূ কাবশাহ আল-আনমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আপনার ঘোড়াগুলো থেকে আমাকে একটি ঘোড়া দিন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার একটি ঘোড়ার পেছনে আরেকটি ঘোড়া নেয়, (যেন যুদ্ধে একটি ঘোড়া অকেজো হয়ে গেলে অন্যটি ব্যবহার করতে পারে) তার জন্য

হাদীসটি ত্বাবারানীও বর্ণনা করেছেন, সেটির সানাদে কোন সমস্যা নেই এবং তা ইবনু মাজাহ্র সানাদের চেয়ে উত্তম। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[৪৬৭] **হাদীস সহীহ :** ইবনু হিব্বান হা/৪৬৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪৫৫, আহমাদ হা/১৭৬২২- হাসান সানাদে, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫৪৮২, ৫৪৮৭, সহীহ আত-তারগীব হা/১২৪৪, ১২৪৫- মাকতাবা শামেলা। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহর পথে চালিত সত্তরটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে। আর যদি সে অন্য কোন ঘোড়া না নেয় তবে তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত একটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে।[৪৬৮]

ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ফাযীলাত

عَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بن عُمَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ يَرْتَمِيَانِ فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ : كَسِلْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهْوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلا أَرْبَعَ خِصَالٍ : مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ ، وَمُلاعَبَةُ أَهْلِهِ ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ ".

(৪৬৯) ‘আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ আনসারী ও জাবির ইবনু ‘উমাইর আনসারীকে তীর নিক্ষেপ করতে দেখলাম। অতঃপর তাদের মধ্যে একজন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অন্যজন তখন তাকে বললেন; তুমি এতেই হতোদ্যম হয়ে পড়লে? আমিতো রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে কাজেই মহান আল্লাহর স্মরণ মেলেনা সে কাজই [অনর্থক] ক্রীয়া কৌতুক অথবা গাফিলতি। তবে চারটি কাজ এর ব্যতিক্রম। তীর মারার দুই নিশানার মাঝে কোন মানুষের হাটাহাটি করা, নিজ ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, নিজ পরিবারের (স্ত্রীর) সাথে ক্রিয়া-কৌতুক করা এবং সাঁতার শেখা।[৪৬৯]

---

[৪৬৮] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী কাবীর হা/১৮২৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু হিব্বান হা/৪৬৭৯- তাহক্বীক্ব শু‘আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী ‘মাজমাউয যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে (হা/৯৩৭০) বলেন : হাদীসের রিজাল সিক্বাত। তা‘লীক্বাতুল হাস্সান ‘আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৬৬০- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/১৮০৩২- প্রথমাংশ, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৮৬৮।

[৪৬৯] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী কাবীর হা/১৭৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা হায়সামী ‘মাজমাউয যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে (হা/৯৩৯০) বলেন : ত্বাবারানীর রিজাল সহীহ রিজাল। নাসায়ী ‘কিতাবু ‘আশারাতুন নিসা’ (ক্বাফ ৭৪/২), আবূ নু‘আইম

আল্লাহর পথে সময় ব্যয় ও সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফাযীলাত

আল্লাহর পথে সময় ব্যয়ের ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

(৪৭০) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর পথে একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তুর চাইতে উত্তম।[৪৭০]

আল্লাহর পথে ধুলো ধূসরিত হওয়ার ফাযীলাত

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَنَا رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِد إِلَى الْجُمُعَة مَاشِيًا وَهُوَ رَاكِبٌ، قَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ .

আহাদীসু আবুল ক্বাসিম আল-আসাম' (ক্বাফ ১৭-১৮), সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৩১৫। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৭০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৯৩৬, ২৫৮৩, সহীহ মুসলিম হা/৪৯৮১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ তিরমিযী হা/১৬৫১- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ, ইবনু মাজাহ হা/২৭৫৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, আহমাদ হা/১০৮৮৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৩১৭, ১২৩৭৬, ১২৪৯৪) : সহীহ। দারিমী হা/২৩৯৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : হাদীস মুত্তাফাকুন আলাইহি, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৮৫, তায়ালিসি হা/২৮১৪, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৮২।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"আল্লাহর পথে একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা ঐ জিনিস হতে উত্তম যার মধ্যে সূর্য্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়।"** (মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ)

(৪৭১) ইয়াযীদ ইবনু আবূ মারইয়াম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে 'আবায়াহ ইবনু রাফি' ইবনু খাদীজের সাক্ষাৎ হলো। তখন আমি জুমু'আহ্র (সলাতের) জন্য পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাচ্ছিলাম। আর তিনি ছিলেন আরোহী অবস্থায়। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন! কেননা আমি আবূ 'আব্সকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যার দু'টি পা আল্লাহর পথে ধুলো ধূসরিত হয়, মহান আল্লাহ উক্ত পা দু'টির ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।[৪৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَلَا يَجْتَمِعُ دُخَانُ جَهَنَّمَ وَ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ .

(৪৭২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জাহান্নামের ধোঁয়া এবং আল্লাহর পথের ধূলা কোন মুসলিমের নাকে একত্র হবে না।[৪৭২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ .

---

[৪৭১] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৫৯৩৫-হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৫৮৭৮) : এর সানাদ সহীহ।অনুরূপ তিরমিযী হা/১৬৩২- ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ, তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। সহীহুল বুখারী হা/৮৫৬, নাসায়ী হা/৩১১৬, বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৮৩।

[৪৭২] **হাদীস সহীহ** : ইবনু হিব্বান হা/৪৬০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : এর সানাদ হাসান। নাসায়ী হা/৩১০৭, তিরমিযী হা/১৬৩৩- 'মুসলিমের নাক' কথাটি বাদে। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ। মিশকাত হা/৩৮২৮, এবং তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৫৮৮, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৬৬৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ।

(৪৭৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া কোন মু'মিনের উদরে একত্রিত হবে না।[৪৭৩]

মুজাহিদ ক্যাম্প/সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফাযীলাত

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ " .

(৪৭৪) সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে একদিন অথবা এক রাত পাহারা দেয়া একাধারে এক মাস সওম পালন ও সলাত আদায়ের চাইতে উত্তম। সে যদি (ঐ অবস্থায়) মারা যায় তাহলে তার আমলের নেকী জারি থাকবে যেমনটি সে 'আমল করে আসছিল এবং তার রিযিক্ব জারি রাখার ব্যবস্থা করা হবে এবং সে ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে।[৪৭৪]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَ يُصَامُ نَهَارُهَا .

---

[৪৭৩] **হাদীস সহীহ :** নাসায়ী হা/৩১০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩২৪০, ৪৫৮৭- তাহক্বীক্ব আলবানী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৩৯৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪৪, ৪৫৭, আহমাদ হা/৮৪৭৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ এবং সানাদ মজবুত। আহমাদ শাকির একে সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৭৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫০৪৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/১৬৬৫, ইবনু হিব্বান হা/৪৭০৭, বায়হাক্বী, তাহাভী, ত্বাবারানী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪২২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১২০০। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসের সানাদ বিশুদ্ধ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৪৭৫) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে এক রাত পাহারা দেয়া এমন এক হাজার রাত্রির চাইতে ফাযীলাতপূর্ণ যা রাতে সলাত ও দিনে সওম পালনের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়।[৪৭৫]

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ : أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ

---

[৪৭৫] **হাদীস হাসান :** মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪২৬- যাহাবীর তা'লীকুসহ, আহমাদ হা/৪৩৩, ৪৬৩। হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। ইবনু আবূ 'আসিম 'আল-জিহাদ' হা/১৫১, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪৩, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' ৬/২১৪-২১৫, যঈফ জামিউস সাগীর হা/২৭০৪- যঈফ সানাদে। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ! শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ যঈফ কিন্তু হাদীসটি হাসান। অনুরূপভাবে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন শায়খ আহমাদ শাকির।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"কোন স্থানে এক হাজার দিন অতিবাহিত করার চাইতে আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া অধিক কল্যাণকর।"** (তিরমিযী, দারিমী হা/২৪৭৯, নাসায়ী হা/৩১৬৯, ৩১৭০, হাকিম। ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসটি বুখারীর শর্তে সহীহ)

حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا

(৪৭৬) সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তারা (সাহাবীগণ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন। রাত আসা পর্যন্ত তারা একে অপরের অনুসরণ করে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সলাতের সময় উপস্থিত হওয়ার কথা জানানো হলো। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাদের কাছে থেকে পৃথক হয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে উঠে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াযিন গোত্রের নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তাদের উট, বকরী সবকিছু নিয়ে হুনাইনে একত্র করেছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেসে বললেন : ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এসব কিছুই মুসলিমদের গনীমাতের বস্তু হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দিবে? আনাস ইবনু আবূ মারসাদ আল–গানাবী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। তিনি

বললেন ঃ তাহলে ঘোড়ায় চড়ো। তিনি তার একটি ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন : তুমি এ গিরিপথের দিকে খেয়াল করবে এবং এর শেষ চূড়ায় গিয়ে পাহারা দিবে। সাবধান! আমরা যেন তোমার অসতর্কতার কারণে ধোঁকায় না পড়ি। অতঃপর ভোর হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাতের জন্য বেরিয়ে এসে দু' রাক'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করে বললেন : তোমাদের অশ্বারোহীর কি খবর? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার কোন খবর অবহিত নই। অতঃপর সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাত পড়ালেন এবং গিরিপথের দিকে তাকাতে থাকলেন। সলাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের অশ্বারোহী এসে গেছে। সাহাবীগণ বললেন, আমরা গাছের ফাঁক দিয়ে গিরিপথের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আসছেন। এমনকি তিনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললো, আমি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী গিরিপথের শেষ প্রান্তে গিয়েছি এবং ভোর বেলায় উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, কিন্তু কোন (শত্রুকেই) দেখতে পাইনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি কি রাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছিলে? তিনি বললেন, সলাত ও প্রকৃতির প্রয়োজন ছাড়া নামিনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন : তুমি তোমার জন্য (জান্নাত) অবধারিত করেছো, এরপর তোমার জীবনে আর অতিরিক্ত কোন নেক 'আমল না করলেও চলবে।[৪৭৬]

যে রাত কদরের রাতের চাইতে ফাযীলাতপূর্ণ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ؟ حَارِسُ الحَرْسِ فِي أَرضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعِ إِلَى أَهلِه .

[৪৭৬] হাদীস সহীহ : আবূ দাউদ হা/২৫০১- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪৩৩- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসের সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ শু'আইব আরনাউত্ব ও 'আবদুল কাদীর আরনাউত্ব হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন 'যাদুল মাআদ' এর তাখরীজে।

(৪৭৭) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন রাত্রির সংবাদ দিব না যে রাত্রিটি কদরের রাত্রির চাইতেও ফাযীলাতপূর্ণ? (তা হলো, আল্লাহর পথে মুজাহিদ) প্রহরীর কোন ভীতিকর স্থানে এমন মন মানসিকতা নিয়ে পাহারা দেয়া যে, তার হয়তো নিজ পরিবারের নিকট আর ফিরে আসা হবে না।[৪৭৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ فِيْ الرِّبَاطِ ، فَفَزِعُوْا ، فَخَرَجُوْا إِلَى السَّاحِلِ ، ثُمَّ قِيْلَ : لاَ بَأْسَ ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ ، فَمَرَّ بِه إِنْسَانٌ ، فَقَالَ : مَا يُوْقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِعِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ .

(৪৭৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি সীমান্ত চৌকিতে ছিলেন। সে সময় পাহাড়ারত সৈন্যরা ভয় পেল। ফলে তারা সমুদ্র উপকূলের দিকে ছুটলো। অতঃপর মানুষেরা ফিরে এলো। কিন্তু আবূ হুরাইরাহ (সেখানেই) দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে অতিক্রম করার সময় বললো, হে আবূ হুরাইরাহ! আপনাকে কোন বস্তু দাঁড় করিয়ে রেখেছে? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে উত্তম।[৪৭৮]

---

[৪৭৭] **হাদীস সহীহ :** রাওইয়ানীর মুসনাদ (ক্বাফ/২৪৭/২)। **শায়খ আলবানী বলেন :** এর সানাদ সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪২৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। হাদীসের শব্দ উভয়ের। বায়হাক্বী ৯/১৪। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ বুখারীর শর্ত মোতাবেক সহীহ। মুনযিরী একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আলবানী বলেন : এটা তাদের ধারণা। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৮১১।

[৪৭৮] **হাদীস সহীহ :** ইবনু হিব্বান হা/৪৬০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু আসাকির, বায়হাক্বী-বিশুদ্ধ সানাদে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১০৬৮। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : "আল্লাহর পথে এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া আমার নিকট কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদের নিকট**

পাহারাদারী চোখের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ .

(৪৭৯) আবূ রাইহানাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে চোখ আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) নিদ্রাহীন কাটিয়েছে সেই চোখের জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করা হয়েছে।[৪৭৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ " .

(৪৮০) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : দু' শ্রেণীর চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। দুই. যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়।[৪৮০]

অবস্থানের চাইতে উত্তম।" (ইবনু হিব্বান ও অন্যরা বিশুদ্ধ সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

[৪৭৯] হাদীস সহীহ : নাসায়ী হা/৩১১৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪৩২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী নাসায়ীর তাহক্বীক্ব গ্রন্থে বলেন : হাদীস সহীহ। এছাড়া তা'লীকুর রাগীব ২/১৫৫, সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে বলেন হা/১২৩৪, ৩৩২১ : হাসান লিগাইরিহি। আহমাদ হা/১৭২১৩ : তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : মারফুভাবে হাসান লিগাইরিহি। উল্লেখ্য, হাদীসটির বহু শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

[৪৮০] হাদীস সহীহ : তিরমিযী হা/১৬৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, মিশকাত হা/৩৮২৯, তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৩)। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

পাহারারত অবস্থায় মৃত্যু বরণের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِه الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ ".

(৪৮১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারা থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ তার উপর সে (জীবিত অবস্থায়) যে নেক 'আমল করছিল তা অব্যাহত রাখবেন এবং তার রিযিক্ব নির্ধারিত করবেন, তাকে ফিৎনাহ থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সব রকমের পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন।[৪৮১]

عن فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ: أن رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : كُلُّ المَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِه إِلَّا المُرَابِطَ، فإنهُ يَنْمُوْ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ يُؤْمَنُ مِنْ فتَّانِ القَبْرِ .

(৪৮২) ফাদালাহ ইবনু 'উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের ধারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দুশমনের মোকাবেলায় পাহারারত সৈনিক ব্যতীত। ক্বিয়ামাত আসা পর্যন্ত তার জন্য তার 'আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরে (মুনকার নাকীর ফিরিশতার) পরীক্ষা থেকেও নিরাপদ থাকবে।[৪৮২]

---

[৪৮১] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, রাওযুন নাযীর। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ। হাদীসটি ইবনু হিব্বানেও বর্ণিত হয়েছে। শু'আইব আরনাউত্ব সেখানে হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন। অবশ্য ইবনু হিব্বানে 'ক্বিয়ামাতের দিন সব রকম পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন' এ অংশটুকু নেই। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহু যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৯৮২) বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত।

[৪৮২] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/২৫০০-হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৪৫৩৯। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুজাহিদকে সাহায্য করা ও তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করার ফাযীলাত

عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا .

(৪৮৩) যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন সৈনিকের অস্ত্র সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো অথবা সৈনিকের পরিবারের দেখাশুনা করলো, তাকেও সৈনিকের অনুরূপ সাওয়াব দেয়া হবে। এমনকি সৈনিকের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।[৪৮৩]

عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

(৪৮৪) যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের আমানাতের সাথে দেখাশুনা করলো সেও যেন জিহাদ করলো।[৪৮৪]

---

[৪৮৩] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/২৭৫৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৭০৩৩, দারিমী হা/২৪১৯- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫১৩৭, ৫১৩৮, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৩৩৩১, হুমাইদী হা/৮১৮, সাঈদ ইবনু মানসূর সুনান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৯৮১) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৮৪] **হাদীসটি সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৬৩১- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/৫০১১, তিরমিযী হা/১৬২৮, ১৬২৯, নাসায়ী হা/৩১৮০, আবূ দাউদ

আল্লাহর পথে খরচ করার ফাযীলাত

সর্বোত্তম ব্যয়

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " .

(৪৮৫) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য খরচ করে, ঐ দীনার যা সে আল্লাহর রাহে ঘোড়া প্রতিপালনের জন্য খরচ করে এবং ঐ দীনার যা সে আল্লাহর পথের সৈনিকের জন্য খরচ করে।[৪৮৫]

একটির বিনিময়ে সাতশো গুণ সওয়াব

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ .

(৪৮৬) খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কোন

হা/২৫০৯, আহমাদ হা/১৭০৩৯, তায়ালিসি হা/৯৮৭, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫০৭৫, ৫০৭৬, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৩১।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"গৃহে অবস্থানকারীদের মাঝে যে ব্যক্তি যুদ্ধরত সৈনিকের পরিবার ও ধন-সম্পদের আমানাতের সাথে হিফাযাত করবে, সে উক্ত সৈনিকের অর্ধেক সাওয়াব পাবে।"** (আবূ দাউদ, সাঈদ ইবনু মানসূরের সুনান, তার সূত্রে সহীহ মুসলিম, আহমাদ, ইবনু জারুদ, ইবনু হিব্বান। হাদীসটিকে শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব সহীহ বলেছেন)

[৪৮৫] **হাদীস সহীহ :** ইবনু হিব্বান হা/৪৬৪৬, ইবনু মাজাহ হা/২৭৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"সকল দানের মধ্যে সর্বোত্তম দান হলো আল্লাহর পথে ছায়ার জন্য তাঁবু করে দেয়া, আল্লাহর পথে খাদিম উপহার দেয়া এবং আল্লাহর পথে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত উট দান করা।"** (তিরমিযী। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান)

কিছু ব্যয় করে তার 'আমলনামায় (বৃদ্ধি করে) তার সাতশো গুণ লিখা হয়।[৪৮৬]

জান্নাতের দারোয়ান কর্তৃক আহবান

عَنْ أَبِي ذَرٍّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ قُلْتُ : وَمَا زَوْجَانِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ : عَبْدَانِ مِنْ رَقِيْقِهِ ، فَرَسَانِ مِنْ خَيْلِهِ، بَعِيرَانِ مِنْ إِبْلِهِ .

(৪৮৭) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে দু'টি সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে জান্নাতের দারোয়ান অতিদ্রুত তার দিকে ছুটে যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদসমূহের দু'টি সম্পদ কি? তিনি বললেন : গোলাম থেকে দু'টি গোলাম, ঘোড়াসমূহ থেকে দু'টি ঘোড়া এবং উটসমূহ থেকে দু'টি উট দান করা।[৪৮৭]

---

[৪৮৬] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১৯০৩৬, তিরমিযী- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪৪১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, মিশকাত হা/৩৮২৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : অন্য অনুচ্ছেদে এটি আবূ হুরাইরাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে এবং এই হাদীসটি হাসান। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৮৯৩৭) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নাবী (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি লাগাম পরানো একটি উটনী নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটি আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এই একটি লাগাম পরানো উটনীর বিনিময়ে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাকে সাতশো উটনী দান করবেন, যার প্রত্যেকটিই লাগাম পরানো থাকবে।"** (সহীহ মুসলিম, ইবনু হিব্বান হা/৪৫৪৯, হাকিম। শু'আইব আরনাউত্ব, ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী হাদীসের সানাদকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন)

[৪৮৭] **হাদীস সহীহ :** ইবনু হিব্বান হা/৪৬৪৩, ৪৬৪৪, ৪৬৪৫ : তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব। তিনি বলেন : সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৬২৪ : তাহক্বীক্ব আলবানী, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২৬০। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শহীদ প্রসঙ্গ

শহীদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ، قَالَ رَجُلٌ أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ قَالَ : " فِي الْجَنَّةِ " . فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .

(৪৮৮) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উহুদ যুদ্ধের দিন) এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে আমি কোথায় থাকবো? জবাবে নাবী (সাঃ) বললেন : জান্নাতে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ লোকটির হাতে কতগুলো খেজুর ছিল। সে তৎক্ষণাৎ খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেলো।[৪৮৮]

শাহাদাতের ফাযীলাত দেখে শহীদগণের পুনরায় শহীদ হওয়ার বাসনা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى " .

(৪৮৯) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে না, যদিও ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সম্পদ তাকে দিয়ে দেয়া

[৪৮৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫০২২- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৩১৫৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"মুমিন ব্যক্তির রূহ পাখির আকারে জান্নাতে লটকে থাকবে যা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে তার শরীরে ফিরিয়ে দিবেন।"** (ইবনু হিব্বান, মালিক, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, ত্বাবারানী, আহমাদ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটির সানাদ সহীহ)

হয়। কিন্তু শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের বাস্তব মর্যাদা দেখার পর পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করবে।[৪৮৯]

আল্লাহ্ হাসবেন যাদের দেখে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ " .

(৪৯০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দুই ব্যক্তির কার্যকলাপে আল্লাহ হাসবেন। যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করেছে। অথচ তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তা এভাবে যে) এই ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে নিহত (শহীদ) হয়েছে। অতঃপর হত্যাকারীর তওবাহ আল্লাহ কবুল করবেন। ফলে সে (ইসলাম গ্রহণ করে) আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করবে।[৪৯০]

তরবারী শহীদের সকল পাপ মুছে দেয়

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– :« الْقَتْلَى ثَلاَثَةٌ : مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ إِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ». قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فِيهِ :« فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِى خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلاَّ بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ ، وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً جَاهَدَ بِنَفْسِهِ

---

[৪৮৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৫৮৬- শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৪৯৭৬, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৬১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, আহমাদ হা/১২২৭৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৪৯০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৬১৪- শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৩১৬৫-৩১৬৬ তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান হা/২১৫, মুয়াত্তা মালিক হা/৮৭২।

وَمَالِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ إِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ ». قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ :« مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ ، وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِى النَّارِ ، إِنَّ السَّيْفَ لاَ يَمْحُو النِّفَاقَ ».

(৪৯১) 'উতবাহ ইবনু 'আবদুস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। তা হলো : এক. এমন মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। এমনকি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যায়, এ ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ। আল্লাহর আরশের তাঁবুর নীচে তারা অবস্থান করবেন। তাদের থেকে নবীগণ কেবল নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিক মর্যাদাশীল।

দুই. এমন মুমিন ব্যক্তি, যে জীবনে পাপ পুণ্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। তবুও নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবেলা করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। সে পাপরাশি ধৌতকারী। তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। কারণ তরবারী সকল অপরাধ মোচনকারী। সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। জান্নাতের আটটি এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে।

তিন. ঐ মুনাফিক, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে এবং শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে মারা যায় বটে, কিন্তু সে জাহান্নামী। কারণ (খাঁটি তাওবাহ ছাড়া) তরবারী মুনাফিকী মুছে দিতে পারে না।[৪৯১]

---

[৪৯১] **হাদীস সহীহ** : দারিমী হা/২৪১১- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৬৩ - তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। তায়ালিসি, বায়হাক্বী, আহমাদ হা/১৭৬৫৭, ত্বাবারানী। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৫০, ১৪৬) : সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসের সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (হা/৯৫১১) বলেন : আহমাদের রিজাল সহীহ রিজাল। সুনানু দারিমীর তাহক্বীক্ব গ্রন্থে ফাওয়ায আহমাদ ও খালিদ আস-সাবঈ বলেন : হাদীসের সানাদ জাইয়্যিদ (ভাল)। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সর্বোত্তম শহীদ

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " الَّذِينَ إِنْ يُلْقَوْا فِي الصَّفِّ لَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ " .

(৪৯২) নু'আইম ইবনু হাম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন শহীদ সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : যে শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করে কিন্তু শত্রু থেকে মুখ ফিরায় না। এরা জান্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানার মধ্যে অবস্থান করবে। তার দৃঢ়তা দেখে আল্লাহও খুশি হয়ে হেসে দিবেন। আর তোমাদের প্রতিপালক যখন দুনিয়ায় কারো উপর হেসে দেন তখন আখিরাতে ঐ বান্দার আর কোন হিসাব (জবাবদিহিতা) নেই।[৪৯২]

শহীদী মৃত্যু যন্ত্রণাবিহীন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ .

(৪৯৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কেবল ততটুকুন কষ্ট অনুভব করে যতটুকু কষ্ট তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে অনুভূত হয়।[৪৯৩]

---

[৪৯২] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২২৪৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ ইয়ালা, ত্বাবারানী মুসনাদে শামীন, সহীহ আত-তারগীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (হা/৯৫১৩) বলেন : আবূ ইয়ালা ও আহমাদের রিজাল সিক্বাত (নির্ভরযোগ্য)। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি মজবুত।

[৪৯৩] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৬৬৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৩১৬১, ইবনু মাজাহ হা/২৮০২, আহমাদ হা/৭৯৫৩। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৯৪০) : এর সানাদ সহীহ। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : ইবনু আজলানের

নাবী (সাঃ)-এর শহীদ হওয়ার বাসনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ رضى الله عنه ــ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ " .

(৪৯৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : ঐ সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, অতঃপর আবার জীবন লাভ করি। এরপর আবার নিহত হই। এরপর আবার জীবন লাভ করি এবং এরপর আবারো নিহত হই।[৪৯৪]

অল্প কাজে বেশি সাওয়াবের নিশ্চয়তা

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : اتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُقَاتِلُ وَ أُسْلِمُ؟ قَلَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : عَمِلَ قَلِيْلًا وَأُجِرَ كَثِيْرًا .

(৪৯৫) বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ)-এর নিকট লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে শরীক হবো নাকি ইসলাম গ্রহণ করবো। তিনি (সাঃ) বললেন : তুমি

কারণে এর সানাদ হাসান। দারিমী হা/২৪০৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ হাসান। ইবনু হিব্বান হা/৪৬৫৫, সহীহাহ হা/৯৬০। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৯৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৫৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৪৯৬৭, ৪৯৭২, আহমাদ হা/১০৫২৩, মালিক হা/৮৭১, নাসায়ী হা/৩০৯৮, ইবনু হিব্বান হা/৪৭৩৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

(প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর যুদ্ধে শরীক হও। অতঃপর লোকটি ইসলাম কবুল করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং শাহাদাত বরণ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সে সামান্য 'আমল করে বেশি পুরস্কার পেলো।[৪৯৫]

ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা হবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي ذَلِكَ .

(৪৯৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ ক্বাতাদাহ্কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর উপর ঈমান সবচেয়ে উত্তম কাজ। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত, যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই তবে কি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে? তখন তিনি (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ। তুমি যদি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের প্রত্যাশী এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হয়ে অগ্রগামী অবস্থায় নিহত হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ

[৪৯৫] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/২৬৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৫০২৩, ইবনু হিব্বান হা/৪৬০১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

(সাঃ) তাকে বললেন : তুমি কী কথা বলেছিলে? সে বললো, যদি আমি আল্লাহর পথে নিহত হই তবে কি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে? তিনি (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ। যদি তুমি (যুদ্ধের ময়দানে) অবিচল থেকে সাওয়াবের আশায় অগ্রগামী হয়ে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে নিহত হও। কিন্তু তোমার ঋণের গুনাহ ক্ষমা হবে না। কেননা জিবরীল (আ) আমাকে (এইমাত্র) এ কথাটি বলে গেছেন।[৪৯৬]

শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ ".

(৪৯৭) মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর নিকটে শহীদের জন্য ছয়টি সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তা হলো :

(১) তার রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(২) জান্নাতে তার বাসস্থানটি তাকে দেখানো হবে।

(৩) কবরের আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবে।

(৪) সে কঠিন ভীতিপূর্ণ দিন থেকে নিরাপদ থাকবে।

---

[৪৯৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৪৯৮৮-হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২২৫৮৫- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। নাসায়ী হা/৩১৫৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। বায়হাক্বী, মালিক হা/৮৭৫, ইবনু মানদাহ আল-ঈমান হা/২৪৫। হাদীসটির বহু সমার্থক হাদীস রয়েছে। তার একটি বর্ণনা হলো : **"ঋণ ব্যতীত আল্লাহ শহীদদের সকল গুনাহই ক্ষমা করেন।"** (সহীহ মুসলিম)

(৫) তার মাথায় ইয়াকুত পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরানো হবে যার এক একটি পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম।

(৬) টানাটানা চোখ বিশিষ্ট ৭২ (বাহাত্তর) জন হুরকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে এবং তার নিকটাত্মীয়দের সত্তর জনের জন্য তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।[৪৯৭]

শহীদের লাশের উপর ফিরিশতাদের ছায়াদান

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو . فَقَالَ " لِمَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا " .

(৪৯৮) মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির হতে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : উহুদ যুদ্ধ শেষে আমার পিতার (লাশকে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনা হলো। নাক কান কেটে তার আকৃতি বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাঁর সামনে রাখা হলো। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। এমন সময় কোন বিলাপকারীনীর বিলাপ ধ্বনি শুনা গেলো। বলা হলো, সে আমার মেয়ে বা বোন। নাবী (সাঃ) বললেন :

---

[৪৯৭] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৬৬৩, ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৭১৮২। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭১১৬) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। যাদুল মাআদের তাখরীজে শু'আইব আরনাউত্ব ও 'আবদুল কাদীর আরনাউত্ব বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৯৫১৬) বলেন : আহমাদ ও ত্বাবারানীর রিজাল সিক্বাত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "(হাশরের ময়দানে) শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তর জন লোকের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।"** (আবূ দাউদ, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান। শায়খ আলবনী বলেন : হাদীসটি সহীহ)

তুমি কাঁদছো কেন? অথবা বলেছেন, তুমি কেঁদো না। ফিরিশতারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করেছেন।[৪৯৮]

শাহাদাত বাসনার ফাযীলাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ .

(৪৯৯) সাহল ইবনু আবূ উমামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানাতে মৃত্যু বরণ করে।[৪৯৯]

আল্লাহর পথে আহত হওয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ .

(৫০০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে আহত হয়, আর আল্লাহ তো ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথে আহত হয়, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার শরীর

---

[৪৯৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৬০৫- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৪৯৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৫০৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৭, আবূ দাউদ হা/১৫২০, আহমাদ হা/২২১১০, ইবনু হিব্বান হা/৩১৯১, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫৪১৭, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৪১২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

থেকে তাজা রক্ত ঝরতে থাকবে। এর রং হবে রক্তের রঙের মতো আর এর সুগন্ধি হবে কস্তুরীর সুগন্ধির মতো।[৫০০]

হিজরাত প্রসঙ্গ

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: " أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ "، قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " الْإِيمَانُ "، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: " تُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ "، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " الْهِجْرَةُ "، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ ؟ قَالَ: " تَهْجُرُ السُّوءَ "، قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ "، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ ؟ قَالَ: " أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ "، قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ "، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ".

(৫০১) ‘আমর ইবনু ‘আবাসাহ হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কি? তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহর জন্য তোমার অন্তরকে সমর্পন করা এবং তোমার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিমদের নিরাপদে রাখা। লোকটি বললো, কোন ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : ঈমান। লোকটি বললো, ঈমান কি? তিনি (সাঃ) বললেন : তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। লোকটি বললো, কোন

[৫০০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৫৯৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, মালিক হা/৮৭৩, আহমাদ হা/২৩৬৫৮- তাহক্বীক্ব শু‘আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ, সানাদ হাসান। নাসায়ী হা/৩১৪৭- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৫, বায়হাক্বীর দালায়িল এবং ইবনু আবূ ‘আসিম আল-জিহাদ।

ঈমান সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : হিজরাত সম্পন্ন। লোকটি বললো, হিজরাত কি? তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার মন্দ কাজ বর্জন করা। লোকটি বললো, কোন হিজরাত সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : জিহাদের উদ্দেশ্যে যে হিজরাত করা হয় সেটা। লোকটি বললো, জিহাদ কি? তিনি (সাঃ) বললেন : দুশমনের সাক্ষাতে তাদের সাথে তোমার যুদ্ধ করা। লোকটি বললো, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : (যুদ্ধে) যার ঘোড়া আহত করা হয় এবং রক্ত ঝরান হয়।[৫০১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْضَلُ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ .

(৫০২) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করে চলে।[৫০২]

---

[৫০১] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৭০২৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৫৫১ এর নীচে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৯৯) বলেন : হাদীসটি আহমাদ এবং অনুরূপ ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর রিজাল সিক্বাত।

[৫০২] **হাদীস হাসান** : সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৪৯১ এর নীচে, ত্বাবারানী কাবীর। হাদীসের শব্দ সহীহাহ থেকে গৃহীত। আল্লামা মানাবী বলেন : এর সানাদ হাসান।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা ত্যাগ করে।"** (বিশুদ্ধ সানাদে ইবনু নাস্‌র। সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৪৯১ এর নীচে)

২। **"সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফ্সের সাথে জিহাদ করে এবং তার প্রবৃত্তিকে আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে দেয়।"** (ইবনু নাসর, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৪৯১। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ সহীহ, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)

৩। **"সর্বোত্তম হিজরাত হলো তোমার প্রতিপালক যা অপছন্দ করেন তা থেকে দূরে থাকা।"** (আহমাদ। সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৫৫৩)

৪। **"সর্বোত্তম হিজরাত হলো আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।"** (আবূ দাউদ হা/১৪৪৯, আলবানী একে সহীহ বলেছেন)

ফাযায়িলে দরূদ

নাবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের ফাযীলাত

দরূদ পরিচিতি

দরূদ হলো আল্লাহর নিকট নাবী (সাঃ)-এর প্রতি রহমাত বর্ষণের দু'আ করা, তাঁর প্রতি শান্তির ধারা অব্যাহত রাখার প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ নাবীর উপর রহমাত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নাবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নাবীর উপর দরূদ পাঠ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম পাঠাও।" (সূরাহ আল-আহযাব : ৫৬)

দরূদ পাঠে রহমাত বর্ষিত হয়

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا .

(৫০৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, এর প্রতিদানে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন।[৫০৩]

দরূদ পাঠকারীর নাম রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উপস্থাপিত হয়

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .

(৫০৪) আওস ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আহর দিন সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই তোমরা ঐ দিন আমার উপর বেশি করে দরূদ পাঠ করো। কারণ আমার নিকট তোমাদের দরূদগুলো উপস্থাপন করা হয়। সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট আমাদের দরূদ কিভাবে পেশ করা হবে, আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? নাবী (সাঃ)

---

[৫০৩] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৮৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তার। অনুরূপ আহমাদ হা/৬৫৬৮, তিরমিযী হা/৩৬১৪, ইবনু হিব্বান হা/১৬৯২, ইবনু খুযাইমাহ হা/৪১৮, বায়হাক্বী ১/৪০৯, বাগাভী হা/৪২১, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪২। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৮৪০) : সানাদ সহীহ। আবূ দাউদ হা/৫২৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৯৮৭৩, ইবনু আবূ শাইবাহ, আবূ আওয়ানাহ, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/৩৫৪। এ বিষয়ে অনুরূপ অর্থের বহু সহীহ হাদীস রয়েছে।

বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ নাবীদের শরীরকে যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[৫০৪]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ ».

(৫০৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে ক্ববরে পরিণত করো না। আর তোমরা আমার ক্ববরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।[৫০৫]

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ للهِ تَعَالَى مَلَكًا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَلَيْسَ مِنْ أَحَد يُصَلِّيْ عَلَيَّ إِلاَّ أَبْلَغَنِيْهَا وَإِنِّيْ سَأَلْتَ رَبِّيْ أَنْ لَّا يُصَلِّيْ عَلَيَّ عَبْدٌ صَلاَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا .

(৫০৬) 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মহান আল্লাহর এমন একজন ফিরিশতা রয়েছে যাকে বান্দার কথা শ্রবণ করার শক্তি দান করা হয়েছে। যে কেউ আমার উপর দরূদ পাঠ করলে তার নাম আমার নিকট ঐ ফিরিশতার মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। আর

---

[৫০৪] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১০৪৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১০২৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আল-জামি' হা/২২১২। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারীর শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ মুসলিমের শর্তে। হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান এবং ইমাম নাববী সহীহ বলেছেন। সহীহ আবূ দাউদ 'আল-কিতাবুল উম্ম' হা/৯৬২ : তাহক্বীক্ব আলবানী।

[৫০৫] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/২০৪২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আবূ দাউদ 'আল-কিতাবুল উম্ম' হা/১৭৮০- তাহক্বীক্ব আলবানী, সহীহ আল-জামিউস সাগীর হা/৭২২৬, মিশকাত হা/৯২৬। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ সহীহ। অনুরূপ বলেছেন হাফিয (রহঃ)। আর ইবনুল কাইয়্যিম একে হাসান বলেছেন।

আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছি : কোন বান্দা আমার উপর দরূদ পাঠ করলে বিনিময়ে তাকে যেন দশটি নেকী দেয়া হয়।[৫০৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– «: إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِى الأَرْضِ يُبَلِّغُونِى عَنْ أُمَّتِى السَّلاَمَ ».

(৫০৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মহান আল্লাহর এমন ধরনের ফিরিশতা রয়েছে যারা পৃথিবী ব্যাপী পরিভ্রমণ করে থাকেন। তারা আমার উম্মাতের পেশকৃত সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেন।[৫০৭]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَىَّ رُوحِى حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ».

(৫০৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন আমার উপর দরূদ পাঠ করে, তখন মহান আল্লাহ আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।[৫০৮]

---

[৫০৬] **হাদীস হাসান :** সহীহ জামিউস সাগীর হা/২১৭৬, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৫৩০- হাদীসের শব্দ তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

[৫০৭] **হাদীস সহীহ :** দারিমী হা/২৭৭৪- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ। ইবনু হিব্বান হা/৯১৪, নাসায়ী হা/১২৮২, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৫৭৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। এছাড়া সহীহ জামিউস সাগীর হা/২১৭৪, মিশকাত হা/৯২৪, ফাযলুস সলাত 'আলা ন্নাবী হা/২১। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৩৬৬৬, ৪২১০, ৭৪১৮) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : "তোমরা আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করো। কেননা মহান আল্লাহ আমার ক্বরে একজন ফিরিশতা অকীলরূপে নিয়োগ করেছেন। আমার উম্মাতের কেউ আমার উপর দরূদ পাঠ করলে তিনি আমাকে বলেন : হে মুহাম্মাদ! অমুকের পুত্র অমুক লোক অমুক সময়ে আপনার উপর দরূদ পাঠ করেছেন।"** (হাদীস হাসান, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৫৩০)

[৫০৮] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/১৭৯৫, ২০৪১, সহীহ আবূ দাউদ 'আল-কিতাবুল উম্ম' হা/১৭৭৯ : তাহক্বীক্ব আলবানী, সহীহ আল-জামি' হা/৫৬৭৯। শায়খ

গুনাহ কমে নেকী বৃদ্ধি পায়

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ .

(৫০৯) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমাত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।[৫০৯]

নাবী (সাঃ)-এর শাফায়াত লাভ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ " .

আলবানী বলেন : এর সানাদ হাসান। হাফিয ইরাক্বী বলেন : জাইয়্যিদ, হাসান। হাফিয বলেন : এর রিজাল সিক্বাত।

[৫০৯] **হাদীস সহীহ** : বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৩, নাসায়ী হা/১২৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১১৯৯৮, ১৩৭৫৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০১৮- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বাগাভী হা/১৩৬৫, নাসায়ীর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৬২, ২৬২, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/১৫৫৪, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৬৩৫৯, মিশকাত হা/৯২২, সহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৭- মাকতাবা শামেলা। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৩৬৮৯) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ এবং সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

(৫১০) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা কেউ আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করবে। ওয়াসিলাহ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যার অধিকারী হবেন আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বান্দা। আমি আশা করছি, আমিই হবো সেই বান্দা। কেউ আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করলে সে আমার শাফা'আত পাবে।[৫১০]

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَ حِيْنَ يُمْسِى عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(৫১১) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, সে ক্বিয়ামাতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে।[৫১১]

অপদস্থতা থেকে পরিত্রাণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .

(৫১২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সেই লোকের নাক ধূলিমলিন হোক, যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না।[৫১২]

---

[৫১০] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৫২৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৩৬১৪, নাসায়ী হা/৬৭৮, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪২। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য, হাদীসটি ফাযায়িলে সলাত অধ্যায়ে মুয়াজ্জিনের আযানের জবাবে যা বলা ফাযীলাতপূর্ণ অনুচ্ছেদে গত হয়েছে।

[৫১১] **হাদীস হাসান** : সহীহ জামিউস সাগীর হা/৮৮১১- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

কৃপণতা বর্জনের উপায়

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .

(৫১৩) 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে লোকের সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, আর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনি, সে-ই হচ্ছে কৃপণ।[৫১৩]

দু'আ কবুলের উপাদান

عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৫১৪) 'আলী (রাঃ) হতে মারফুভাবে বর্ণিত। নাবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত প্রতিটি দু'আ লুকায়িত থাকে।[৫১৪]

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِه فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِه إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ .

---

[৫১২] হাসান সহীহ : তিরমিযী হা/৩৫৪৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আল-জামি' হা/৩৫১০, ইরওয়াউল গালীল হা/৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৫১৩] হাদীস সহীহ : তিরমিযী হা/৩৫৪৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আল-জামি' হা/২৮৭৮, রিয়াদুস সালিহীন হা/১৪১১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[৫১৪] হাদীস হাসান : সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২০৩৫- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৪৫২৩, ত্বাবারানী আওসাত হা/৭২৫, দায়লামী- আনাস হতে। বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান হা/১৫২৩- 'আলী হতে মাওকুফভাবে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

(৫১৫) ফাদালাহ ইবনু 'উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে নাবী (সাঃ) তার সলাতের মাঝে দু'আ করতে শুনলেন, কিন্তু সে নাবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করেনি। নাবী (সাঃ) বললেন : এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে বা অন্য কাউকে বললেন : তোমাদের কেউ সলাত আদায় করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করে, তারপর নাবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দু'আ করে।[৫১৫]

জান্নাত পাওয়ার দলীল

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ .

(৫১৬) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে আমার উপর দরূদ পাঠ করতে ভুলে যায় সে জান্নাতের পথ চিনতে ভুল করবে।[৫১৬]

মজলিশ নিরর্থক হবে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ ".

(৫১৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন স্থানে কতিপয় লোক একত্রিত হওয়ার পর সেখানে আল্লাহর যিকির

---

[৫১৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ জামি' আত-তিরমিযী হা/৩৪৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আবূ দাউদ হা/১৩৩১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[৫১৬] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৯০৮, ত্বাবারানী কাবীর হা/১২৬৪৮- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, এবং বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান হা/১৫৭৩- আবূ হুরাইরাহ হতে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। সহীহ জামিউস সাগীর হা/৬৫৬৮, আত-তারগীব ২/২৮৪, ফাযলুস সলাত 'আলা ন্নাবী হা/৪১-৪৪, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৩৩৭।

এবং নাবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ না করলে ক্বিয়ামাতের দিন তারা অনুতপ্ত হবে; যদিও তারা নেক আমলের কারণে জান্নাতে যাবে।[৫১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

(৫১৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন স্থানে লোকজনের সমাগম হলে তারা যদি ঐ সমাগমে আল্লাহর যিকির ও নাবীর উপর দরূদ পাঠ না করে, তবে এরূপ মজলিসের জন্য আফসোস এবং পরিতাপ। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন।[৫১৮]

দুশ্চিন্তা দূর হয়

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ

---

[৫১৭] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৯৯৬৫- হাদীসের শব্দাবলী তার : তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব, ইবনু হিব্বান হা/৫৯১, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০১৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৭৬। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী বলেন : এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারীর শর্তে সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "কোন সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে তাতে আল্লাহর যিকির ও নাবীর উপর দরূদ পেশ ছাড়াই সভাস্থল ত্যাগ করলে তারা যেন আবর্জনার দুর্গন্ধ নিয়ে ফিরে গেলো।"** (বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান হা/১৫৭০, তায়ালিসি, জাবির হতে। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। সহীহ জামিউস সাগীর হা/৫৫০৬)

[৫১৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৩৩৮০- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০১৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ', আহমাদ হা/৯৫৮৩, ৯৮৪৩, ১০২৪৪, ১০২৭৭, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা', সহীহ জামিউস সাগীর, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৭৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারীর শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯৮০৪, ৯৫৪৯) : সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ .

(৫১৯) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে থাকি। আমার দু'আর কতটুকু পরিমাণ দরূদ আপনার জন্য নির্ধারণ করবো? নাবী (সাঃ) বললেন : যতটুকু তুমি চাও। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ। তিনি (সাঃ) বললেন : যতটুকু তুমি চাও। যদি তুমি বৃদ্ধি করো তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, অর্ধেক। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার ইচ্ছা। তবে বৃদ্ধি করলে তোমারই কল্যাণ হবে। আমি বললাম, তিন চতুর্থাংশ। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার ইচ্ছা। তবে বৃদ্ধি করলে তোমারই মঙ্গল হবে। আমি বললাম, আমার সবটুকু দু'আই আপনার জন্য নির্ধারণ করলাম। নাবী (সাঃ) বললেন : "তাহলে তো তোমার দুশ্চিন্তা দূরীকরণে এবং তোমার গুনাহ মোচনে এরূপ করাই যথেষ্ট।[৫১৯]

দরূদে ইবরাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(৫২০) (উচ্চারণ) : "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা 'আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিউ

---

[৫১৯] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/২৪৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৫৭৮- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ হা/৯২৯, সহীহাহ হা/৯৫৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ হাসান। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা 'আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ"।[৫২০]

---

[৫২০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৩১১৯- হাদীসের শব্দাবলী তার। এছাড়া অন্যান্য সহীহ হাদীসে বিভিন্ন শব্দে দরূদ রয়েছে । যেমন :

১। **কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম অথবা লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ ও সালাম পড়ার আদেশ করেছেন। সালাম পাঠের নিয়ম আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করবো ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা বলো :**

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীমের উপর। আপনি ইবরাহীমকে যেমন বরকত দান করেছেন তেমনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

২। **আবূ হুমাইদ আস-সাইদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়বো ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা বলো :**

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আয্ওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি কামা সল্লাইতা 'আলা 'আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি কামা বারাকতা 'আলা 'আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির উপর রহমত বর্ষণ করুন যেমনি ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। এবং আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির উপর বরকত নাযিল করুন যেমনি ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও মহান। (সহীহুল বুখারী হা/৫৮৮৩, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

৩। **"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"** (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

৪। **"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন নাবিইল উম্মীয়ি ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদিন।"** (আহমাদ (৪/১১৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনুল হারিস হতে, এর সানাদ হাসান। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন সহীহ আবূ দাউদ গ্রন্থে)

ফাযায়িলে কুরআন

আল-কুরআন পরিচিতি

কুরআন আরবী শব্দ। এর কয়েকটি শাব্দিক অর্থ রয়েছে : (১) এটি আল্লাহর বাণীর নির্দ্দিষ্ট নাম, (২) পঠিত : যেহেতু কুরআন পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, (৩) মিলিত : যেহেতু কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত, (৩) অধিক নিকটতর: কুরআনের তিলাওয়াত ও তদানুযায়ী 'আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর অধিক নিকটে পৌঁছে দিবে।

পরিভাষায় আল-কুরআন হলো : মহান আল্লাহর অলৌকিক বিস্ময়কর বাণী, যা সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর বিশ্বস্ত জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, আমাদের নিকট মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত, যার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত, যা সূরাহ আল-ফাতিহা দ্বারা আরম্ভ এবং সূরাহ নাস দ্বারা পরিসমাপ্ত।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল-কুরআনের অনেকগুলো নাম বর্ণিত হয়েছে। সেসব নামের অর্থ ও বিশ্লেষণে পবিত্র কুরআনের পরিচিতি আরো ব্যাপক ও বিস্ময়কর পরিলক্ষিত হয়।

হাদীসে কুদ্‌সীতে মহান আল্লাহ বলেন : (হে মুহাম্মাদ!) আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানিও মিটাতে পারবে না (ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না)। তা আপনি শয়নে জাগরনে সর্বাবস্থায় পাঠ করতে পারেন।" (সহীহ্ মুসলিম হা/৫১০৯)

কুরআন তিলাওয়াত করা ও তা শিক্ষা দেয়ার ফাযীলাত

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ .

(৫২১) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : এই কিতাব (কুরআন) দ্বারা আল্লাহ অনেক সম্প্রদায়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার এই কিতাব দ্বারা অনেক সম্প্রদায়কে অপমানিত করেন (তার আদেশ না মানার কারণে)।[৫২১]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

(৫২২) 'উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।[৫২২]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ».

---

[৫২১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৯৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার। আহমাদ হা/২৩২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির (হা/২৩২) : এর সানাদ সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২৩৯, ইবনু হিব্বান হা/৭৭২, ইবনু মাজাহ হা/২১৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। বাগাভী হা/১১৮৪, দারিমী হা/৩৩৬৫- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ।

[৫২২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৬৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/২৯০৭- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/২১১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১১৭৩। আহমাদ হা/৪০৫, ৪১২- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবদুর রাযযাক হা/৫৯৯৫, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৮০৩৮।

(৫২৩) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং) কুরআনের বিশেষজ্ঞ হয়, সে (ক্বিয়ামাতের দিন) সম্মানিত নেককার লিপিকার ফিরিশতাগণের সাথে থাকবে। আর যে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা তিলাওয়াত করতে করতে আটকে যায়, তিলাওয়াত করাটা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।[৫২৩]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ .

(৫২৪) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার উপমা হচ্ছে কমলালেবু। যার সুবাস সুন্দর এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুরের মত। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু তার স্বাদ মিষ্টি।[৫২৪]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ .

(৫২৫) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত

---

[৫২৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৫৫৬, সহীহ মুসলিম হা/১৮৯৮-হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/২৯০৪, আবূ দাউদ হা/১৪৫৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৫২৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫০০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/১৮৯৬।

করো। কারণ কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামাতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।[৫২৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ " .

(৫২৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করে তার প্রতিদানে সে একটি সাওয়াব পায়। আর প্রতিটি সাওয়াব দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আলিফ-লাম-মীমকে আমি একটি হরফ বলছি না। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।[৫২৬]

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ . فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى

---

[৫২৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৯১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২২১৪৬, ক্বাযাঈ মুসনাদে শিহাব হা/১৩১০, বাগাভী হা/১১৯৩। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২১১৪) : এর সানাদ সহীহ।

[৫২৬] হাদীস **সহীহ** : সহীহ আল-জামি' হা/৬৪৬৯, তিরমিযী হা/২৯১০- হাদীসের **শব্দাবলী** তার, মিশকাত হা/২১৩৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান **সহীহ** ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا ؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَذًّا كَانَ، أَوْ تَرْتِيلًا " .

(৫২৭) বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী (সাঃ)-এর পাশে বসা ছিলাম। এ সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : ক্বিয়ামাতের দিন যখন কুরআনের ধারক-বাহক কবর থেকে বের হবে তখন কুরআন তার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যেমন দুর্বলতার কারণে মানুষের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। কুরআন পাঠকারীকে জিজ্ঞেস করবে : তুমি কি আমাকে চিনতে পারো? সে বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন পুনরায় জিজ্ঞেস করবে : তুমি কি আমাকে চিনতে পারো? সে বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। কুরআন বলবে : আমি তোমার সঙ্গী- সেই কুরআন, যে তোমাকে কঠিন গরমের দ্বিপ্রহরে (কুরআনের হুকুম মোতাবেক সিয়াম পালনের মাধ্যমে) পিপাসার্ত রেখেছি এবং রাতে (তিলাওয়াতে মশগুল রেখে) জাগ্রত রেখেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজ ব্যবসার মাধ্যমে লাভবান হয়ে চায়। আজ তুমি নিজ ব্যবসার দ্বারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। অতঃপর সাহেবে কুরআনকে ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে এবং বাম হাতে (জান্নাতে) চিরস্থায়ী বসবাসের পরওয়ানা দেয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের তাজ রাখা হবে এবং তার পিতা-মাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরিধান করানো হবে দুনিয়াবাসী যার মূল্য ধার্য করতে পারবে না। পিতা-মাতা বললেন : আমাদেরকে এই জোড়া পোশাক কি কারণে পরানো হলো? তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তান কুরআনের ধারক-বাহক হওয়ার কারণে। অতঃপর কুরআনের ধারককে বলা হবে : কুরআন পড়তে থাকো আর জান্নাতের মর্তবা ও বালাখানায় উঠতে থাকো। অতঃপর যতক্ষণ কুরআন পড়তে থাকবে- চাই সে দ্রুত পড়ুক বা ধীরে ধীরে, সে আরোহণ করতে থাকবে।[৫২৭]

---

[৫২৭] **হাসান সহীহ** : আহমাদ হা/২২৯৫০- হাদীসের শব্দাবলী তার। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। এর মুতাবা'আত ও শাওয়াহিদ বর্ণনা রয়েছে। হাফিয ইবনু কাসীর হাদীসটিকে হাসান বলেছেন স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে, বরং এর কতিপয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً " .

(৫২৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কুরআন ক্বিয়ামাতের দিন উপস্থিত হয়ে বলবে : হে আমার প্রভূ! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। অতঃপর তাকে সম্মান ও

শাহেদ দ্বারা হাদীসটি সহীহ পর্যায়ের। হাদীসটি সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন আবূ 'উবাইদ 'ফাযায়িলে কুরআন' পৃঃ ৮৪-৮৫, ইবনু আবূ শাইবাহ, দারিমী হা/৩৩৯১, মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারুযী 'ক্বিয়ামুল লাইল' হা/২০২, ইবনু 'আদী 'আল-কামিল' ২/৪৫২, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৮৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। বাগাভী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ১/৩৩-৩৪ এবং শারহু সুন্নাহ হা/১১৯০। ইমাম বাগাভী বলেন : হাদীসটি হাসান। বাযযার হা/২৩০২- কাশফুল আসতার, আজরী 'আখলাকু আহলে কুরআন' হা/২৪, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/১৯৮৯, ১৯৯০, ত্বাবারানী কাবীর হা/৮১১৯।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : "কুরআন তিলাওয়াতকারীকে (ক্বিয়ামাতের দিন) বলা হবে, কুরআন পাঠ করো এবং জান্নাতের মানযিলে উঠতে থাকো এবং ধীরে ধীরে পাঠ করতে থাকো যেমন তুমি দুনিয়াতে ধীরে ধীরে পাঠ করতে। কারণ তোমার স্থান হবে জান্নাতের সেই জায়গাতে যেখানে তুমি তিলাওয়াত শেষ করবে।" (আবূ দাউদ হা/১৪৬৫, তিরমিযী হা/২৯১৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আল-জামি' হা/৮১২২, মিশকাত হা/২১৪৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ)

২। বুরাইদাহ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে কুরআন পড়ে এবং তা শিক্ষা দেয় এবং নিজে কুরআন অনুযায়ী 'আমল করে ক্বিয়ামাতের দিন তার পিতা-মাতাকে নূরের তাজ পরানো হবে; যার আলো হবে সূর্যের আলোর ন্যায়। তার পিতা-মাতাকে এমন দুই জোড়া অলঙ্কার পরানো হবে যার মূল্য দুনিয়াবাসী ধার্য করতে পারবে না, ..।" (হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী একে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৩৪)

মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে : হে আমার প্রভূ! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে : হে আমার প্রভূ! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে : তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাকো এবং উপরের দিকে উঠতে থাকো। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সাওয়াব (মর্যাদা) বৃদ্ধি করা হবে।[৫২৮]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ " .

(৫২৯) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য।[৫২৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " .

(৫৩০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন একটি দল আল্লাহর কোন একটি ঘরে (মাসজিদে)

---

[৫২৮] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/২৯১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২/২০৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান।

[৫২৯] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৯১৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, মিশকাত হা/২২০২, সহীহ আবূ দাউদ হা/১২০৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করলে এবং নিজেদের মধ্যে তার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলে তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে রহমাত ঢেকে ফেলে, ফিরিশতাগণ নিজেদের ডানা দিয়ে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেন এবং আল্লাহর নিকট যারা অবস্থান করেন তাদের মাঝে (অর্থাৎ ফিরিশতাদের মাঝে) আল্লাহর তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৫৩০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏"‏ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ ‏"‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : ‏"‏ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ‏"‏.

(৫৩১) আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর এমন কিছু লোক আছেন যেমন কারো ঘরে বিশেষ লোক থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি (সাঃ) বললেন : আহলে কুরআন (কুরআনের ধারক-বাহকগণ)। তারা আল্লাহর ঘরের লোক এবং তাঁর বিশেষ লোক।[৫৩১]

---

[৫৩০] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৭০২৮, আবূ দাউদ হা/১৪৫৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। আহমাদ হা/৭৪২৭- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১১৮৩১) : সানাদ সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/২২৫, ৩৭৯১- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। তিরমিযী হা/৩৩৭৮- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। এছাড়া আহমাদ হা/৯৭৭২, ১১৭৮৭, ১১৮৭৫, ১১৮৯২, তিরমিযী হা/২৯৪৫, দারিমী হা/৩৪৪, বাগাভী হা/১৩০, ইবনু আবূ শাইবাহ ৮/২৭৯, ইবনুল জারুদ হা/৭০৮, ইবনু হিব্বান হা/ ৭৬৮, ৮৫৫, আবূ নু'আইব 'হিলয়্যা' ৪/১১০, নাসায়ী সুনানুল কুবরা হা/৭২৮৭, ৭২৮৮, ৭২৮৯, ৭২৯০।

[৫৩১] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/২১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৭৭) বলেন : এই সানাদটি সহীহ এবং রিজাল নির্ভরযোগ্য। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/১২২৯২, ১২২৭৯, ১৩৫৪২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১২২১৯, ১২২৩২) : সানাদ সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৪৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, জামি'উস সাগীর হা/৩৯২৮। ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসটি তিনটি সূত্রে

সূরাহ্ ফাতিহার ফাযীলাত

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ) ؟ قَالَ : فَتَلاَ عَلَيْهِ { الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } [الفاتحة :٢] .

(৫৩২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরাহ্র সংবাদ দিব না? অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন (সূরাহ্ ফাতিহা)।[৫৩২]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِى ».

(৫৩৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সূরাহ্ ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং বারবার পঠিত সাতটি আয়াত।[৫৩৩]

বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রটি অধিক ভাল। এছাড়া তায়ালিসি হা/২১২৪, আবূ 'উবাইদ 'ফাযায়িলে কুরআন' পৃঃ ৮৮, নাসায়ক্ষ সুনানুল কুবরা হা/৮০৩১, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' ৩/৬৩, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/২৯৮৮, ২৯৮৯, দারিমী হা/৩৩২৯, খত্বীব 'তারীখে বাগদাদ' ২/৩১১। হাদীসে বর্ণিত আহলু কুরআন অর্থ : কুরআনের হাফিয, কুরআনের পাঠক, কুরআন মোতাবেক 'আমলকারী। আর আল্লাহর আহ্ল অর্থ আল্লাহর ওলী বা বন্ধুগণ।

[৫৩২] **হাদীস সহীহ : মুস্তাদরাক** হাকিম হা/২০৫৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু হিব্বান হা/৭৭১। হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৫৪- মাকতাবা শামেলা, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৭৪।

[৫৩৩] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/১৪৫৭- হাদীসের শব্দ তার, অনুরূপ শব্দে তিরমিযী হা/৩১২৪, আহমাদ হা/৯৭৯০ এবং দারিমী হা/৩৩৭৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُبَيُّ وَهُوَ يُصَلِّي فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ أَنْ { اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } قَالَ بَلَى وَلَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ.

(৫৩৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে ডাকলেন : হে উবাই! উবাই (রাঃ) তখন সলাত আদায় করছিলেন। তিনি তাঁর দিকে তাকালেন কিন্তু জবাব দিলেন না। তিনি সংক্ষেপে সলাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আস্‌সালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম। হে উবাই! আমি তোমাকে ডাকলে কিসে তোমাকে জবাব দিতে বাধা

শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। এছাড়া আহমাদ হা/৯৭৮৮- বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। দারিমীর তাহক্বীক্বে হুসাইন সালীম আসাদ বলেন : সানাদ সহীহ। বায়হাক্বী ২/৩৭৬, বাগাভী হা/১১৮৭।

দিলো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সলাতে ছিলাম। তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহ আমার কাছে ওয়াহী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তুমি কি এ নির্দেশ পাওনি : "রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে।" (সূরাহ আল-আনফাল : ২৪)? তিনি বলেন, হাঁ। আর কোন দিন এরূপ করব না ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরাহ শিখাই যার মত সূরাহ তাওরাত, ইনজীল, যাবুর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ হয়নি? তিনি বলেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : তুমি সলাতে কি পাঠ করো? উবাই (রাঃ) বলেন, উম্মুল কুরআন (সূরাহ ফাতিহা) পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরাহ ফাতিহার মত মর্যাদা সম্পন্ন কোন সূরাহ তাওরাত, ইনজীল, যাবুর, এমনকি কুরআনেও নাযিল করা হয়নি। এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরাহ এবং মহান কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।[৫৩৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ{ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قَالَ اللهُ تَعَالَى

---

[৫৩৪] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৪১১৪, ৪৩৩৪, ৪৬২২, তিরমিযী হা/২৮৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/১৪৫৮, নাসায়ী হা/৯১৩, আহমাদ হা/৯৩৪৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৫১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, মিশকাত হা/২১৪২। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

(৫৩৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেন : "আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সলাতকে (অর্থাৎ সূরাহ ফাতিহাকে) ভাগ করে নিয়েছি।" তোমরা সূরাহ ফাতিহা পাঠ কর। বান্দা যখন বলে, "আল হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "আর-রহমানির রহীম"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলে, "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন"- তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তাই তাকে দেয়া হবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দলীন"- তখন আল্লাহ বলেন, এর সবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে।[৫৩৫]

[৫৩৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৯০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/২৯৫৩, নাসায়ী হা/৯০৯, ইবনু মাজাহ হা/৮৩৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/৭২৯১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। হুমাইদী হা/৯৭৩-৯৭৪, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৮০১৩, আবূ আওয়ানাহ ২/১২৮, বায়হাক্বী।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ .

(৫৩৬) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে এক বিকট শব্দ এলো। জিবরীল (আঃ) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতিপূর্বে কখনো খুলেনি। অতঃপর সেখান থেকে একজন ফিরিশতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হলো যা ইতিপূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। তা হলো : সূরাহ ফাতিহা এবং সূরাহ বাক্বারাহ্র শেষ আয়াতগুলো। ওর এক একটি অক্ষরের উপর নূর রয়েছে।[৫৩৬]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقِرَى فَلَمْ يَقْرُونَا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لاَ أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا . قَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلاَثِينَ شَاةً . فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ

---

[৫৩৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৯১৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৯১২- তাহক্বীক্ব আলবানী সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৫২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

{الْحَمْدُ لِلَّهِ} سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ . قَالَ فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لاَ تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ " وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْبِضُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ " .

(৫৩৭)। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা একটি জনপদে পৌঁছে তাদের কাছে মেহমানদারী প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে মেহমানদারী করলো না। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র প্রধানকে বিছা দংশন করে। তারা আমাদের কাছে এসে বলে তোমাদের মধ্যে বিছায় দংশনকারীকে ঝাড়ফুঁক করার মত লোক আছে কি? আমি বললাম, হাঁ আমি নিজেই। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে এক পাল বকরী না দিলে আমি ঝাড়ফুঁক করতে রাজি নই। তারা বললো, আমরা তোমাদের ত্রিশটি বকরী দিবো। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হলাম। আমি সাতবার সূরাহ ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম। ফলে সে দংশনমুক্ত হলো এবং আমরা বকরীগুলো হস্তগত করলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহ জাগলো। কাজেই আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবো না। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি যা করেছি তা তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : "এটা যে রক্বিয়্যাহ (পড়ে ফুঁ দেয়ার সূরাহ) তা তুমি কেমন করে জানলে? বকরীগুলো হস্তগত করো এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ দিও। [৫৩৭]

---

[৫৩৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২১১৫, ৪৬২৩, সহীহ মুসলিম হা/৫৮৬৩, আবূ দাউদ হা/৩৪১৮, তিরমিযী হা/২০৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২১৫৬, ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৫৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্র ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

(৫৩৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে গোরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ্ পাঠ করা হয় তাতে শয়তান প্রবেশ করে না।[৫৩৮]

---

[৫৩৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৮৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/২৮৭৭- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/৭৮২১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৯৬৫, এবং সুনানুল কুবরা হা/৮০১৫, হুমাইদী হা/৯৯৪, ফিরয়াবী 'ফাযায়িলুল কুরআন' হা/৩৬।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"নিশ্চয় প্রতিটি বস্তুর চূড়া আছে। কুরআন মাজীদের উঁচু চূড়া হলো সূরাহ আল-বাক্বারাহ। নিশ্চয় শয়তান যখন সূরাহ বাক্বারাহ পাঠ করতে শুনে, তখন যে ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করা হয় সেখান থেকে শয়তান বেরিয়ে যায়।"** (হাকিম। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাসান)

২। **"যে ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ্ পাঠ করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পলায়ন করে।"** (নাসায়ীর দিবা-রাত্রির 'আমাল)

৩। **'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোতে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করো। কেননা যে ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।"** (হাকিম, হাসান সানাদে, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৫২১।

৪। **"যে ব্যক্তি রাতের বেলায় নিজের ঘরে সূরাহ বাক্বারাহ পাঠ করে শয়তান তিন রাত ঐ ঘরে প্রবেশ করতে পারে না আর যে ব্যক্তি তা দিনের বেলায় পাঠ করে শয়তান ঐ ঘরে তিন দিন প্রবেশ করতে পারে না।"** (ইবনু হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৬২। আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالساً عِنْدَ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلاَ يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ».

(৫৩৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা সূরাহ আল-বাক্বারাহ শিক্ষা করো; কেননা এর শিক্ষা (পাঠে) বরকত ও কল্যাণ আছে এবং তা পরিত্যাগ করাতে রয়েছে অতি বেদনা ও আফসোস। এর শক্তি বাতিলপন্থী যাদুকরদেরও নেই।[৫৩৯]

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي

---

[৫৩৯] হাদীস সহীহ : আহমাদ হা/২২১৪৬, ২২১৫৭, ২২২১৩, ২২৯৫০, ২২৯৭৫, ২৩০৪৯, দারিমী হা/৩৩৯১- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ হাসান। হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৭১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১১৬৩৩) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৮৪৬) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ .

(৫৪০) উসাইদ ইবনু হুদাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক রাতে তিনি সূরাহ আল-বাক্বারাহ্ পড়া আরম্ভ করেন। হঠাৎ তার পাশে বাঁধা তার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করে। তিনি পড়া বন্ধ করলে ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি পুনরায় পড়তে শুরু করলে ঘোড়া আবারো লাফাতে শুরু করে এবং পড়া বন্ধ করলে ঘোড়া থেমে যায়। তৃতীয়বারও এমনটি ঘটে। ঘোড়াটির পাশে তার শিশু পুত্র ইয়াহইয়া শুয়ে ছিল। তিনি ভয় পেলেন, না জানি ছেলের গায়ে আঘাত লেগে যায়। কাজেই তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে যান। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া চমকে উঠার কারণ বুঝতে পারলেন। অতঃপর সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালেন। নাবী (সাঃ) তাকে বললেন, হে উসাইদ! তুমি পড়তেই থাকতে! উসাইদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তৃতীয়বারের পরে ছেলে ইয়াহইয়ার জন্য পড়া বন্ধ করেছিলাম। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছায়ার মত একটা জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পাই এবং তা দেখতে দেখতেই উপরের দিকে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি কি জানো সেটা কি ছিল? তাঁরা ছিলেন গগণ বিহারী অগণিত জ্যোতির্ময় ফিরিশতা। তোমার পড়া শুনে তাঁরা নেমে এসেছিলেন। যদি তুমি পড়া বন্ধ না করতে তাহলে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন এবং মাদীনাহ্র সকল লোক তা দেখে চক্ষু জুড়াতো। একটি ফিরিশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হতেন না।[৫৪০]

---

[৫৪০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী- হা/৪৬৩০ এর পরের বাব মু'আল্লাক্ব হাদীস-, হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৮৯৫, ইবনু হিব্বান হা/৭৭৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আহমাদ হা/১১৭৬৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সহীহ। নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৮২৪৪, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫৬৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৩৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আবূ 'উবাইদ 'ফাযায়িলুল কুরআন' পৃঃ ২৭।

আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أُبَيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ: "أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟ " قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: "لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ ".

(৫৪১) 'আবদুল্লাহ ইবনু রাবাহ হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত কোনটি? জবাবে উবাই বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি (সাঃ) তাকে আবারো এটা জিজ্ঞেস করেন। তাকে বারবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আয়াতুল কুরসী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন : হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তোমার জ্ঞানে বরকত দান করুন। সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ "এর জিহ্বা হবে, ওষ্ঠ হবে এবং এটা প্রকৃত বাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে ও আরশের পায়ায় লেগে থাকবে।"[৫৪১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : "একদা মাদীনাহবাসী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, আমরা গত রাতে দেখেছি যে, সাবিত ইবনু ক্বায়স (রাঃ)-এর কুটির খানা সারা রাত ধরে উজ্জ্বল প্রদীপের আলোতে ঝলমল করছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সম্ভবত রাতে সে সূরাহ বাক্বারাহ তিলাওয়াত করেছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সত্যই আমি রাতে সূরাহ বাক্বারাহ পাঠ করেছিলাম।" (ইবনু কাসীর, এর সানাদ ভাল এবং বর্ণনাটি মুরসাল)

[৫৪১] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২১২৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার- শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১১৭৫) : এর সানাদ সহীহ। আবূ দাউদ হা/১৪৬০, সহীহ মুসলিম হা/৪০২১, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/৬০০১, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১৭৮, ইবনু আবূ আসিম 'আল-আহাদ ওয়াল মাসানী' হা/১৮৪৭, তায়ালিসি হা/৫৫০, এবং আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' ১/২৫০। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ .

(৫৪২) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছুই তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে থাকবে না।[৫৪২]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ { وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ { الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }.

(৫৪৩) আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ইসমে আযম এ দু'টি আয়াতে রয়েছে ঃ (এক) তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি অতি দয়ালূ মেহেরবান (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ঃ ১৬৩)। (দুই) সূরাহ আলে-'ইমরানের প্রথমাংশ, আলিফ-লাম-মীম, তিনিই সেই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।।[৫৪৩]

---

[৫৪২] **হাদীস সহীহ** : ইবনুস সুন্নী হা/১২০, ১২১, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ হা/৯৭২- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। ইবনু হিব্বান ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শায়খ আবুল হাসান বলেন : বুখারীর শর্তে। আল্লামা হায়সামী বলেন : 'হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর ও আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর একটি সানাদ জাইয়্যিদ। বিস্তারিত দেখুন সহীহাহ্ হা/৯৭২।

[৫৪৩] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/৩৪৭৮, আবূ দাউদ হা/১৪৯৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৫, দারিমী হা/৩৩৮৯- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ হাসান, ইবনু আবূ শাইবাহ ১০/২২৭, 'আবদ ইবনু হুমাইদ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ

হা/১৫৭৮, ত্বাবারানী কাবীর, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/২৩৮৩, বাগাভী হা/২৮৬১, 'আবদুল গনী মাকদেসী 'আত-তারগীব ফিদ দু'আ' হা/৫৬, সহীহ আল-জামি' হা/৯৮০। বাগাভী বলেন : এ হাদীসটি গরীব। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"ইসমে আযম তিনটি সূরাহতে রয়েছে। এই নামের বরকতে যে প্রার্থনাই আল্লাহ তা'আলার নিকট করা হয় তা গৃহীত হয়ে থাকে। ঐ সূরাহ তিনটি হলো : সূরাহ বাক্বারাহ, সূরাহ আল-'ইমরান ও সূরাহ ত্বা-হা।"** (ইবনু মাজাহ, হাকিম, সহীহাহ হা/৭৪৬, সহীহ জামে'উস সাগীর হা/৯৭৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। উল্লেখ্য, সূরাহ বাক্বারাহর ইসমে আযমের আয়াত হলো : আয়াতুল কুরসী, সূরাহ 'ইমরানের প্রথম তিন আয়াত এবং সূরাহ ত্বাহার- কারো মতে 'ওয়া আনাতিল উজুহু লিল হাইয়্যিল ক্বাইয়ূম, কারো মতে 'ইন্নানি আনা আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনা' আয়াতটি)

وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ { اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ { اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ .

(৫৪৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে রমাযানের যাকাতের প্রহরী নিযুক্ত করেন। আমার কাছে এক আগমনকারী এসে ঐ মাল থেকে কিছু কিছু করে উঠিয়ে নিয়ে সে তার চাদরে জমা করতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং বলি, তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবী লোক। তখন আমি তাকে ছেড়ে দেই। সকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রাতের বন্দী কি করেছিলো? আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার ভীষণ অভাবের অভিযোগ করায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে

আবার আসবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথায় বুঝলাম যে, সে সত্যিই আবার আসবে। আমি পাহারা দিতে থাকলাম। সে এলো এবং খাদ্য উঠাতে থাকলো। আমি আবার তাকে ধরে ফেলে বললাম, তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে আবার ঐ কথাই বললো, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি খুবই অভাবী। তার প্রতি আমার দয়া হলো। কাজেই তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার রাতের বন্দীটি কি করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে অভাবের অভিযোগ করায় আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি আবার তৃতীয় রাতে পাহারা দেই। অতঃপর সে এসে খাদ্য উঠাতে থাকলো। আমি তাকে বলি : এটাই তৃতীয়বার এবং এবারই শেষ। তুমি বারবার বলছো যে, আর আসবে না, অথচ আবার আসছো। সুতরাং তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো। তখন সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কতগুলা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন। আমি বললাম, ঐগুলো কি? সে বললো : "যখন আপনি বিছানায় শয়ন করবেন তখন আয়তুল কুরসী শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন। এতে মহান আল্লাহ আপনার রক্ষক হবেন এবং সকাল পর্যন্ত আপনার সামনে কোন শয়তান আসতে পারবে না।" তারা ভাল জিনিসের খুবই লোভী। অতঃপর (আবূ হুরাইরাহ থেকে এ কথাগুলো শুনার পর) নাবী (সাঃ) বললেন : সে চরম মিথ্যাবাদী হলেও এটা সে সত্যই বলেছে। হে আবূ হুরাইরাহ! তুমি তিন রাত কার সাথে কথা বলেছো তা কি জানো? আমি বললাম, না। তিনি (সাঃ) বললেন : সে শয়তান।[৫৪৪]

---

[৫৪৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী ফাতহুল বারীসহ হা/২৩১১- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, তাফসীর ইবনু কাসীর- সূরাহ বাক্বারাহ আয়াত/২৫৫ এর তাফসীর।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"জ্বিন ও শয়তান তার কাছেই আসতে পারবে না।"** (আহমাদ, আবূ আইয়ুব আনসারী বর্ণিত হাদীস। শাওয়াহিদের জন্য আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াতের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ".

(৫৪৫) আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।[৫৪৫]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلاَ يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ " .

(৫৪৬) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দুটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দুটি আয়াতের মাধ্যমেই সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের সামনে আসতে পারে না।[৫৪৬]

২। **"উবাই ইবনু কা'ব এক জ্বিনকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমার অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে পারে। জ্বিন বললো, আয়াতুল কুরসী। সকালে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহকে জানানো হলে তিনি বলেন, খবীস তো এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্যই বলেছে।"** (আবূ ইয়ালা, হাকিম, ত্বাবারানী। আল্লামা হায়সামী বলেন, এটি ত্বাবারানীর বর্ণনা, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য। হাদীসটিকে ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন)

[৫৪৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৬২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/১৯১৪, আবূ দাউদ হা/১৩৯৭, ইবনু মাজাহ হা/১৩৬৯, তিরমিযী হা/২৮৮১- ইমাম তিরমিযী বলেন,এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৪৬] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৮৮২- হাদীসের শব্দাবলী তার, দারিমী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৬৫, ৩০৩১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ জামি'উস সাগীর

সূরাহ্ আল-'ইমরান এর ফাযীলাত

عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ " . قَالَ نَوَّاسٌ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ " تَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ وَبَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُجَادِلاَنِ عَنْ صَاحِبِهِمَا " .

(৫৪৭) নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কুরআন ও কুরআনের ধারক-বাহকগণ ক্বিয়ামাতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ ও সূরাহ্ আল-'ইমরান তাদের আগে আগে থাকবে। নাওয়াস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দু'টি সূরাহ্ আগমনের তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি সেগুলো এখনও ভুলিনি। তিনি বলেছেন : এ দু'টি সূরাহ্ ছায়ার মতো আসবে এবং উভয়ের মাঝে আলো থাকবে। অথবা এ দু'টি সূরাহ্ কালো মেঘ খণ্ডের ন্যায়। অথবা ডানা বিস্তারকারী পাখির ন্যায় আসবে এবং তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে।[৫৪৭]

২/১২৩, মিশকাত হা/২১৪৫, তা'লীকুর রাগীব ২/২১৯, রাওযুন নাযীর হা/৮৮৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৪৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৯১০, তিরমিযী হা/২৮৮৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৭৬৩৭, ২২১৪৬, ২২১৫৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২১১৪) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ।

সূরাহ্ আল-মুল্ক ও তানযীল আস-সাজদাহ্ এর ফাযীলাত

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : {الم * تَنْزِيلُ} وَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} .

(৫৪৮) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) সূরাহ আলিফ লাম মীম তানযীল আস-সাজদাহ্ ও সূরাহ্ মুল্ক না পড়ে ঘুমাতেন না।[৫৪৮]

عَنْ كَعْبٍ قَالَ : مَنْ قَرَأَ (تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ وَ (تَبَارَكَ الَّذى بِيَدِه الْمُلْكُ) كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُونَ سَيِّئَةً وَرُفِعَ لَهُ بِهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً .

(৫৪৯) কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তানযীল আস-সাজদাহ্ ও সূরাহ মুল্ক পাঠ করে তার জন্য সত্তরটি সাওয়াব লিখা হয়, সত্তরটি মন্দ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা সমুন্নত করা হয়।[৫৪৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْفُوْعًا : سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(৫৫০) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সূরাহ মুল্ক (তিলাওয়াতকারীকে) ক্বরের আযাব থেকে প্রতিরোধকারী।[৫৫০]

---

[৫৪৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৮৯২- হাদীসের শব্দাবলী তার, দারিমী, আহমাদ হা/১৪৬৫৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৪৫৯৪) : এর সানাদ সহীহ। বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ' ও নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ', সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫৮৫। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[৫৪৯] **সানাদ হাসান** : দারিমী হা/৩৪০৯- উপরোক্ত শব্দে- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ এবং এটি কা'বের মাওকুফ বর্ণনা। শায়খ আলবানী বলেন : এ সানাদটি মাক্বতূ' হাসান, এর ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫৮৫ এর নীচে।

[৫৫০] **হাসান সহীহ** : আবুশ শাইখ 'ত্বাবাক্বাতে আসবাহানিয়্যিন' হা/২৬৪- 'আবদুল্লাহ হতে মারফুভাবে। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ হাসান এবং

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سُوْرَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلاَّ ثَلاَثُوْنَ آيَةً ، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّىٰ أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ ، وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ »

(৫৫১) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কুরআনের এমন একটি সূরাহ রয়েছে, যা তার পাঠকারীর জন্য বিতর্ক করবে এমনকি জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আর সেটি হলো সূরাহ আল-মুলক।[৫৫১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " .

হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন হাকিম হা/৩৮৩৯- মাওকুফভাবে ইবনু মাসউদ হতে আরো পরিপূর্ণভাবে। যা মারফুর হুকুমে রয়েছে। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহাহ হা/১১৪০- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে তাবারকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক (সূরাহ মুলক) পাঠ করবে এর মাধ্যমে মহিয়ান আল্লাহ তাকে ক্বরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। সাহাবায়ি কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে আমরা এ সূরাহটিকে আল-মানি'আহ বলতাম। অর্থাৎ আমরা একে "ক্বরে আযাব থেকে প্রতিরোধকারী" হিসেবে নামকরণ করেছিলাম। সূরাহ মুলক মহান আল্লাহর কিতাবের এমন একটি সূরাহ, যে ব্যক্তি এটি প্রতি রাতেই পাঠ করে সে অধিক করলো এবং অতি উত্তম কাজ করলো।"** (নাসায়ী। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সূরাহ মুলক ক্বরের আযাব থেকে প্রতিরোধকারী এরূপ অর্থের হাদীস হাকিমেও বর্ণিত আছে ইবনু মাসউদ থেকে মাওকুফভাবে এর চেয়ে পরিপূর্ণভাবে। তবে তা মারফুর পর্যায়ের। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী সেটির সানাদকে সহীহ বলেছেন। আলবানী বলেছেন হাসান। সহীহ আত-তারগীব)

[৫৫১] **হাদীস হাসান :** ত্বাবারানীর সাগীর হা/৪৯১ ও আওসাত্ব হা/৩৭৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ ও যঈফ আল-জামিউস সাগীর হা/৫৯৫৭। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১১৪৩০) বলেন : এর রিজাল সহীহ রিজাল। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(৫৫২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কুরআনের ত্রিশ আয়াত সম্বলিত একটি সূরাহ্ আছে যা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ সূরাহটি হলো 'তাবারকাল্লাযি বিয়াদিহিল মুলক'।[৫৫২]

সূরাহ্ আল-কাহাফ এর ফাযীলাত

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ » .

(৫৫৩) আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল-কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিত্নাহ হতে নিরাপদ রাখা হবে।[৫৫৩]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ .

(৫৫৪) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিনে সূরাহ্ কাহাফ পাঠ করবে, তার ঈমানের নূর এক জুমু'আহ্ হতে আরেক জুমু'আহ্ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।[৫৫৪]

---

[৫৫২] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/২৮৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/১৪০০, ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৬, বায়াহাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/২৫০৬, ইবনু হিব্বান হা/৭৮৭-৭৮৮, আহমাদ হা/৭৯৭৫। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮২৫৯, ৭৯৬২) : সানাদ সহীহ। তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি। মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৭৫, ৩৮৩৮- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৫৫৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৫৫৪] **হাদীস সহীহ** : বায়হাক্বীর 'সুগরা' হা/৬৩৫ এবং 'কুবরা' হা/৫৭৯২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৭৩৬- মাকতাবা শামেলা, আল-

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ " .

(৫৫৫) বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক লোক সূরাহ আল-কাহাফ পাঠ করছিলো। হঠাৎ সে দেখলো, তার পশু লাফাচ্ছে। সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেঘমালা বা ছায়ার মতো কিছু দেখতে পেল। লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি বললো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এটা হলো বিশেষ প্রশান্তি, যা কুরআনের সাথে বা কুরআনের উপর নাযিল হয়েছে।[৫৫৫]

সূরাহ ইয়াসীন এর ফাযীলাত

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ، أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس ؟ " قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ

জামিউস সাগীর হা/১১৪১৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৩৯২- মারফু ও মাওকুফভাবে। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি সূরাহ কাহাফ পাঠ করলো যেভাবে তা নাযিল হয়েছে ঠিক সেভাবে, এটি তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন নূর হবে তার স্থান থেকে মাক্কাহ পর্যন্ত।"** (হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী একে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৭৩)

[৫৫৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৬২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৮৯২, তিরমিযী।

مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفْوَانُ: " وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَد "

(৫৫৬) সাফওয়ান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার শায়খগণ বলেছেন, তারা গুতাইফ বিন হারিস আস-সুমালীর কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন, আপনাদের মধ্যকার কেউ সূরাহ ইয়াসীন পড়বেন কি? তখন সালিহ ইবনু শুরাইহ আস-সাকূনী তা পাঠ করলেন। যখন তিনি চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তার মৃত্যু হলো। বর্ণনাকারী বলেন, শায়খগণ বলতেন : মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরাহ ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ এর দ্বারা মৃত্যুকে সহজ করে দেন। ইবনু মা'বাদ এর নিকট (তার মৃত্যুর সময়) ঈসা ইবনু মু'তামির তা পাঠ করেছেন[৫৫৬]

---

[৫৫৬] **হাসান মাওকূফ** : আহমাদ হা/১৬৯৬৯- হাদীসের শব্দ তার। শায়খ আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (হা/৬৮৮ এর নীচে) বলেন : এই সানাদটি গুদাইফ বিন হারিস (রাঃ) পর্যন্ত সহীহ, রিজাল সিক্বাত, তবে শায়খগণ বাদে, কেননা তাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তারা অজ্ঞাত। কিন্তু তাদের আধিক্যের কারণে তাদের জাহালাতে অসুবিধা নেই। বিশেষ করে তারা হলেন তাবেঈন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এই আসারটির সানাদ হাসান এবং মাশায়েখদের অস্পষ্টায় কোন অসুবিধা নেই। হাফিয আল-ইসাবা গ্রন্থে গুদাইফের জীবনীতে এর সানাদকে হাসান বলেছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন : সূরাহ ইয়াসীনের বিশেষ ফাযীলাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে প্রমাণিত হয়নি। অথচ সুয়ূতীর অনুকরণ করতে গিয়ে শাওকানী ধারণা করেছেন যে, সূরাহ ইয়াসীনের ফাযীলাত সম্পকিত কতিপয় বর্ণনা সহীহ এর শর্তে রয়েছে। তাই তাদের দু'জনের বিরোধীতা করে শায়খ 'আবদুর রহমান মুআল্লিমী ইমানী (রহঃ) বলেন : হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় হাসানের উপর। তিনি আবু হুরাইরাহ হতে হাদীসটি শুনেননি। সুতরাং খবরটি মুনকাতি। শুধু তাই নয়, বরং হাসান পর্যন্ত হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে সমালোচনাও রয়েছে। তার একটি সানাদে আবু বাদর শুজা' বিন ওয়ালিদ রয়েছেন। তিনি সত্যবাদী কিন্তু সংশয় রয়েছে। বুখারী তার কেবল একটি হাদীস এনেছেন। যাতে তার শায়খ তার মুতাবাআত করেছেন। অনুরূপ মুসলিম তার মুতাবাআত বর্ণনা এনেছেন মাত্র। তার একটি সানাদে রয়েছেন মুবারাক ইবনু ফাযালাহ ও আবুল 'আওয়াম। মুবারক ভুল ও তাদলীসকারী। আর আবুল 'আওয়াম এর মতপার্থক্য ও সন্দিহান প্রচুর। তার অন্য

সূরাহ্ যুমার ও বানী ইসরাইল এর ফাযীলাত

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ .

(৫৫৭) আবূ লুবাবাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন : নাবী (সাঃ) সূরাহ যুমার ও সূরাহ বানী ইসরাইল না পড়ে ঘুমাতেন না।[৫৫৭]

সূরাহ্ ইখলাস, সূরাহ্ ফালাক্ব ও সূরাহ্ নাস এর ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ " .

(৫৫৮) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, আমি এই সূরাহ ইখলাসকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।[৫৫৮]

সানাদে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া, তিনি হাদীস জালকারী। এছাড়া আগলাব ইবনু তামীম ও জাসরাহ বিন ফারক্বাদ। আর এ সমস্ত সানাদাবলী আবূ বাদরের। যার সম্পর্কে সুয়ূতী ধারণা করেছিলেন যে, তা সহীহ্র শর্তে রয়েছে। আর আপনারা তো এইমাত্র অবহিত হলেন যে, সানাদটির কি (বাজে) অবস্থা। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

[৫৫৭] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৯২০- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৬৩, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৬২৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আহমাদ- হাম্মাদ বিন যায়িদ হতে আবূ লুবাবার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে হাকিম ও যাহাবী নীরব থেকেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব। আলবানী বলেন : এর সানাদ জাইয়্যিদ এবং ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৬৪১।

[৫৫৮] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১২৪৩২- হাদীসের শব্দাবলী তার। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১২৪৫১, ১২৩৭২) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِد قُبَاء وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاة مِمَّا يَقْرَأُ بِه افْتَتَحَ بِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلكَ فِي كُلِّ رَكْعَة فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِه السُّورَة ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِه أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِه السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ .

(৫৫৯) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক আনসারী মাসজিদে কুবার ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করার পরই সূরাহ ইখলাস পাঠ করতেন। অতঃপর কুরআনের অন্য অংশ পছন্দমত পড়তেন। একদিন মুক্তাদী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : "আপনি সূরাহ ইখলাস পড়েন, তারপর অন্য সূরাহও এর সাথে মিলিয়ে দেন, কি ব্যাপার? হয় শুধু সূরাহ ইখলাস পাঠ করুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরাহ পাঠ করুন।" আনসারী জবাব দিলেন : "আমি যেমন করছি তেমনই করবো, তোমরা ইচ্ছে হলে আমাকে ইমাম হিসেবে রাখো,

---

বলেন : হাদীসটি সহীহ এবং সানাদ হাসান। আবূ ইয়ালা হা/৩৩৩৫ : তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ এবং হা/৩৩৩৬ : সানাদ হাসান। দারিমী হা/৩৪৯৪, ইবনু হিব্বান, ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ', ইবনু মানদাহ 'আত-তাওহীদ', এবং তিরমিযী হা/২৯০১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ।

না হলে বলো, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দেই।" মুসল্লীরা দেখলেন যে, এটাতো মুশকিল ব্যাপার! কারণ উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর বর্তমানে তাঁরা অন্য কারো ইমামতি মেনে নিতে পারলেন না। অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে গমন করলে মুসল্লীরা তাঁর কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি মুসল্লীদের কথা মানো না কেন? তুমি প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ইখলাস পড় কেন? জবাবে আনসারী সাহাবী বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! এ সূরাহর প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। একথা শুনে নাবী (সাঃ) বললেন : এ সূরাহর প্রতি তোমার এ ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।[৫৫৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

(৫৬০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জেনে রাখো, সূরাহ ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[৫৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ* اللهُ الصَّمَدُ{ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ " . قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ " الْجَنَّةُ " .

(৫৬১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে অগ্রসর হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক

---

[৫৫৯] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৭৩২ এর পরের বাব- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৫৬০] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৪৬২৭, ৪৬২৮, ৬১৫২, আহমাদ, আবূ ইয়ালা হা/১০১৭, ১১০৭, ১৫৪৮- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ; আবূ সাঈদ খুদরী হতে, এবং তিরমিযী হা/২৮৯৯- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ব্যক্তিকে সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : জান্নাত।[৫৬১]

عن سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاَثِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلاَثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ ».

(৫৬২) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরাহ্ ইখলাস দশ বার পড়বে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন, যে বিশ বার পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ তৈরি করবেন এবং যে ব্যক্তি ত্রিশ বার পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ্ তিনটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।[৫৬২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ أَصَلَّيْتُمْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللهُ

---

[৫৬১] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৮৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী, হা/৯৯৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৭৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৬২] **হাদীস হাসান** : দারিমী হা/৩৪৯২- হাদীসের শব্দাবলী তার। বর্ণনাটি মুরসাল এবং উত্তম। শায়খ আলবানী বলেন : এই সানাদটি সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত, বুখারী ও মুসলিমের রিজাল। তবে আবূ 'উক্বাইল কেবল বুখারীর রিজাল। হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানীর আওসাত- আবূ হুরাইরাহ হতে মারফু'ভাবে, এবং আহমাদ- মু'আয ইবনু আনাস হতে মারফু'ভাবে। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫৮৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান। আল-জামিউস সাগীর হা/১১৪১৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

(৫৬৩) মু'আয ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বর্ষণমুখর খুবই অন্ধকার কালো রাতে আমাদের সলাত পড়াবার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন : বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন : বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন : তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরাহ ইখলাস, সূরাহ নাস ও সূরাহ ফালাক্ব পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে। তবে প্রতিদিন তোমার জন্য দুই বারই যথেষ্ট।[৫৬৩]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ{ وَ }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ{ وَ }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ{ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِه وَوَجْهِه وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

(৫৬৪) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক্ব ও সূরাহ নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন।[৫৬৪]

---

[৫৬৩] **হাদীস হাসান :** আবূ দাউদ হা/৫০৮২- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৩৮২৮, নাসায়ী হা/৫৪২৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৫৬৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৬৩০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : .. أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ فَأَقْرَأَنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ .

(৫৬৫) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (আমাকে) বললেন : আমি কি তোমাকে এমন দু'টি উত্তম সূরাহ শিক্ষা দেব না, যা মানুষ তিলাওয়াত করে? এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সূরাহ নাস ও সূরাহ ফালাক্ব শিক্ষা দিলেন। এমন সময় সলাতের ইক্বামাত বলা হলো এবং তিনি অগ্রসর হয়ে এ দু'টি সূরাহ্ই পড়লেন। পরে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে 'উক্ববাহ! কেমন দেখলে? তুমি প্রত্যেক শয়নে ও জাগরণে (ঘুমানোর সময় ও জাগ্রত অবস্থায়) এ সূরাহ দু'টি পাঠ করবে।[৫৬৫]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ .

(৫৬৬) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে প্রত্যেক সলাতের শেষে সূরাহ ফালাক্ব ও সূরাহ নাস পড়ার আদেশ করেছেন।[৫৬৬]

---

[৫৬৫] **হাদীস সহীহ** : নাসায়ী হা/৫৪৩৭- হাদীসের শব্দাবলী তার। শায়খ আলবানী বলেন : সানাদ হাসান। আহমাদ হা/১৭২৯৬, ১৭৩৫০, ১৭৩৯২, - তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ সহীহ। আবূ দাউদ হা/১৪৬২- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। এছাড়া ইবনু আবূ শাইবাহ, ইবনু খুযাইমাহ, আবূ ইয়ালা, বায়হাক্বী, ত্বাবারানী।

[৫৬৬] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৯০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৭৪১৭, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/২৫৬৫, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৫১৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭৭১৯, ১৭৩৪৮) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ عَنِّي فَقُلْتُ اَللَّهُمَّ ارْدُدْهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا .

(৫৬৭) ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : হে উক্ববাহ! বলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন : হে উক্ববাহ! বলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি আবার চুপ থাকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ! তাঁকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিন। তারপর তিনি বললেন : হে উক্ববাহ! বলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? এবার তিনি বললেন : বলো, কুল আ‘উযু বিরব্বিল ফালাক্ব, আমি তা পড়ে শেষ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : বলো। আমি বললাম, কি বলবো? তিনি বললেন : বলো, কুল আ‘উযু বিরব্বিন নাস। আমি তা

সহীহ এবং সানাদ হাসান। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী ‘নাতায়িজুল আফকার’ গ্রন্থে বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : “জেনে রেখো, সলাতে পড়ার ক্ষেত্রে এ দুটি (নাস ও ফালাক্ব) সূরাহর মত ক্বিরাআত নেই।” (সহীহ সানাদে আহমাদ, নাসায়ী)

২। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : “সূরাহ ফালাক্ব অপেক্ষা অধিক উপকার দানকারী কোন সূরাহ আর নেই।” (সহীহ সানাদে আহমাদ, নাসায়ী)

পড়লাম। এরপর তিনি বললেন : কোন প্রার্থনাকারী এর মত কিছু দ্বারা প্রার্থনা করেনি এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী এর মত অন্য কিছু দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করেনি। (অর্থাৎ আশ্রয় চাওয়ার জন্য সূরাহ ফালাক্ব ও নাসের মত সূরাহ আর নেই)।[৫৬৭]

সূরাহ্ কাফিরূন এর ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ .

(৫৬৮) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি **বলেন,** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' **কুরআনের** এক-চতুর্থাংশের সমান।[৫৬৮]

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي . قَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاقْرَأْ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ " .

(৫৬৯) হারিস ইবনু হাবালাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি ঘুমানোর সময় পাঠ করবো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যখন তুমি

---

[৫৬৭] **হাদীস সহীহ :** নাসায়ী হা/৫৪২৯, ৫৪৩৮- হাদীসের **শব্দাবলী** তার -তাহক্বীক্ব আলবানী : সানাদ সহীহ। এছাড়া নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৭৮৩৮, ৭৮৪৫, ৭৮৫২, ৮০৬৩।

[৫৬৮] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৮৯৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, বায়হাকী, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২০৮৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৭৭- মাকতাবা শামেলা। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব। **শায়খ** আলবানী বলেন : (তিরমিযীতে বর্ণিত সূরাহ যিলযাল কথাটি বাদে) হাদীসের **এ অংশটুকু** সহীহ। এছাড়া আবূ **ইয়ালা-** হাসান সানাদে, এবং ত্বাবারানী কাবীর - **ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে।** শায়খ **আলবানী** বলেন : সহীহ লিগাইরিহি। দেখুন, জামিউস **সাগীর হা/৭৮৫৫, সহীহ আত-তারগীব হা/৫৮৩।**

বিছানায় শয়ণ করতে যাবে তখন কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন পাঠ করবে। কেননা এতে শির্ক থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে।[৫৬৯]

রাতে দশ কিংবা একশো আয়াত তিলাওয়াতের ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ .

(৫৭০) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (রাতের) সলাতে একশো আয়াত পাঠ করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।[৫৭০]

---

[৫৬৯] **হাদীস হাসান** : আহমাদ হা/২৪০০৯/৫ - হাদীসের শব্দাবলী তার। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, ত্বাবারানী, আবূ দাউদ হা/৫০৫৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৯৮২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, তিরমিযী হা/৩৪০৩, ইবনু হিব্বান, সহীহ ও যঈফ আল-জামিউস সাগীর হা/২০৪১- আনাস হতে : আলবানী একে সহীহ বলেছেন এবং হা/২৯২- হারিস ইবনু হাবালাহ হতে : আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/৬০৫। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৭০৩৩) বলেন : এর রিজালকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৫৭০] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/১৩৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৪৪, **প্রথমাংশ মুস্তাদরাক** হাকিম হা/২০৪১, ২০৪২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৩৬, ১৪৩৭, ১৫৮৭। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِئَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ .

(৫৭১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি এই (পাঁচ ওয়াক্ত) ফরয সলাতসমূহের হিফাযাত করবে তাকে গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে একশো আয়াত তিলাওয়াত করে তাকেও গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না, অথবা তাকে একান্ত অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[৫৭১]

---

[৫৭১] **হাদীস সহীহ :** ইবনু খুযাইমাহ হা/১১৪২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৬৪০, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৬৪৩। মুস্তাদরাক হাকিম হা/১১৬০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

রোগ ও রোগী দেখার ফাযীলাত

আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মুসলমানের প্রতি যখন কোন বিপদ, কোন রোগ, কোন ভাবনা, কোন চিন্তা, কোন কষ্ট বা কোন দুঃখ পৌঁছে, এমনকি তার শরীরে কোন কাঁটা ফুটলেও তদ্দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রোগের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ .

(৫৭২) আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মুসলমানের প্রতি যখন কোন বিপদ, কোন রোগ, কোন ভাবনা, কোন চিন্তা, কোন কষ্ট বা কোন দুঃখ পৌঁছে, এমনকি তার শরীরে কোন কাঁটা ফুটলেও তদ্দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৫৭২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ .

(৫৭৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ যার ভাল চান তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।[৫৭৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

---

[৫৭২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫২১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬৭৩৩।

[৫৭৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫২১৩- হাদীসের শব্দাবলী তার।

مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

(৫৭৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ! তোমাদের দু'জনের সমপরিমাণ জ্বর আমারই হয়ে থাকে। আমি বললাম, আপনার তো দ্বিগুণ নেকী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ! আসল কারণ তাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : কোন মুসলিমের প্রতি যেকোন কষ্ট আসুক না কেন, চাই সেটা অসুস্থতা বা অন্য কিছুই হোক। আল্লাহ এর দ্বারা তার গুনাহসমূহ ঝেড়ে দেন, যেমনিভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে।[৫৭৪]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ قَالَتْ الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا فَقَالَ لَا تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ .

(৫৭৫) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মু সায়িব এর নিকট গেলেন এবং বললেন : তোমার কি হয়েছে, কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, জ্বর, আল্লাহ তা ভাল না করুন! এ কথা শুনে নাবী (সাঃ) বললেন : তাকে গালি দিও না। কেননা, তা আদম সন্তানের গুনাহসমূহকে দূর করে দেয় যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে।[৫৭৫]

---

[৫৭৪] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫২২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬৭২৪।

[৫৭৫] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬৭৩৫- হাদীসের শব্দাবলী তার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ .

(৫৭৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মুমিনের উপমা হলো তৃণ লতার মত। যাকে বাতাস এদিক সেদিক দোলায়, আর মুমিনের উপর সর্বদা মুসিবত এসে থাকে। আর মুনাফিকের উপমা হচ্ছে পিপল গাছ, যা বাতাসে দোলায় না, যতক্ষণ না তাকে কেটে ফেলা হয়।[৫৭৬]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ .

(৫৭৭) জাবির ইবনু ‘আতীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকার শাহাদাত রয়েছে। মহামারিতে নিহত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে নিহত ব্যক্তি শহীদ, ফুসফুস প্রদাহে নিহত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ, ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ এবং যে মহিলা প্রসবকালীন কষ্টে মারা যায় সে শহীদ।[৫৭৭]

---

[৫৭৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬৯১২, ৫২১২, সহীহ মুসলিম হা/৭২৭০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৫৭৭] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৩১১১- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু হিব্বান হা/৩১৮৯, সহীহ আত-তারগীব হা/১৩৯৮। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৩০০- যাহাবীর তা‘লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ।

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ .

(৫৭৮) মুস'আব ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা পরীক্ষা করা হয় কাদের? নাবী (সাঃ) বললেন : নাবীদেরকে। তারপর তাঁদের তুলনায় যারা অপেক্ষাকৃত কম উত্তম তাদেরকে। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয় তবে তার বিপদও শক্ত হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনের ব্যাপারে তার শিথিলতা থাকে, তার বিপদও শিথিল হয়ে থাকে। তার এমন বিপদ হতে থাকে যে , শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহ থাকে না।[৫৭৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ، فِي جَسَدِهِ، وَفِي مَالِهِ، وَفِي وَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ " .

(৫৭৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলার প্রতি বিপদ লেগেই থাকে। (যেমন) তার নিজ শরীরে, তার ধন-সম্পদে কিংবা তার সন্তানদের

---

[৫৭৮] **হাসান সহীহ** : তিরমিযী হা/২৩৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩, দারিমী হা/২৭৮৩, তায়ালিসি হা/২১৫, ইবনু হিব্বান হা/২৯০০, ২৯২১, বাযযার হা/১১৫৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১২০, ১২১, ৫৪৬৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। আহমাদ হা/১৪৮১, ১৪৯৪, ১৫৫৫, ১৬০৭- শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৪৩। ইমাম তিরমিযী বলেন :এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ব্যাপারে। যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে। আর তখন তো তার উপর কোন গুনাহের বোঝাই থাকে না।[৫৭৯]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ .

(৫৮০) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (দুনিয়াতে) সুখ শান্তি ভোগকারী ব্যক্তিরা যখন ক্বিয়ামাতের দিন দেখবে যে, বিপদগ্রস্ত লোকদের সাওয়াব দেয়া হচ্ছে। তখন তারা আক্ষেপ করবে : আহা, দুনিয়াতে যদি তাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো![৫৮০]

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَعَمْ

(৫৮১) আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাঃ) খালিদ ইবনু 'উরফাতা (রাঃ)-কে অথবা

---

[৫৭৯] **হাসান সহীহ** : আহমাদ হা/৭৮৫৯, ৯৮১১- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্ত াদরাক হাকিম হা/১২৮১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, তিরমিযী হা/২৩৯৯, বায়হাক্বী, ইবনু আবূ শাইবাহ, আবূ ইয়ালা হা/৫৯১২, আবূ নু'আইম, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯৪, মিশকাত হা/১৫৬৭, বাগাভী হা/১৪৩৬। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ হাসান, আর একে মুসলিমের শর্তে বলাটা তাদের ধারণামাত্র। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। অনুরূপ ইমাম বাগাভী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৫৮০] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/২৪০২- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : ইবনু 'আব্বাস হতে এর শাহিদ বর্ণনা থাকায় হাদীসটি হাসান। দেখুন, তারগীব ৪/১৪৬, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৭০, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২০৬।

খালিদ (রাঃ) সুলাইমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছেন : যাকে পেটের রোগ হত্যা করেছে, তাকে ক্ববরে শাস্তি দেয়া হবে না? তাদের একজন অপরজনকে বললেন, হ্যাঁ।[৫৮১]

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ يُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ .

(৫৮২) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে অপর ব্যক্তি বললো : সে বড়ই ভাগ্যবান, মরে গেলো অথচ কোন রোগে ভুগলো না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমাকে কে বললো যে, সে বড়ই ভাগ্যবান। যদি আল্লাহ তাকে কোন রোগে ফেলতেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিতেন (কতই না ভালো হতো)![৫৮২]

সুস্থ অবস্থায় নেক 'আমল করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

(৫৮৩) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বান্দা যখন রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সফরে থাকে তার জন্য

---

[৫৮১] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৮৩১২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। তিরমিযী হা/১০৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ত্বাবারানী কাবীর হা/৩৯৯৪, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৭৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদে আবূ ইসহাক্ব সংমিশ্রণ করতো। কিন্তু হাদীসটি আহমাদে ভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে। সেই সানাদটি সহীহ।

[৫৮২] **সহীহ মুরসাল** : মুয়াত্তা মালিক হা/১৪৭৮। শায়খ আলবানী বলেন : এটি মুরসাল তবে সানাদ সহীহ। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৭৮।

তা-ই (সেই আমলের সওয়াবই) লিখা হয় যা সে সুস্থ অবস্থায় কিংবা বাড়িতে অবস্থানকালে করতো।[৫৮৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ، ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا، حَتَّى أُطْلِقَهُ، أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ ".

(৫৮৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বান্দা যখন 'ইবাদাতের কোন ভাল নিয়ম পালন করতে থাকে অতঃপর অসুস্থ হয়ে যায়। তখন তার প্রতি নিযুক্ত ফিরিশতাকে বলা হয় : সে মুক্ত (সুস্থ) অবস্থায় যা করতো তার জন্য তার অনুরূপই লিখতে থাকো, যতক্ষণ না তাকে মুক্ত করে দেই অথবা আমার কাছে তাকে ডেকে নেই (মৃত্যু দান করি)।[৫৮৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ اللهُ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ ".

(৫৮৫) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিমকে যখন শারীরিক বিপদে ফেলা হয়, তখন ফিরিশতাকে বলা হয় : তার জন্য ঐরূপই লিখতে থাকো সে যে

---

[৫৮৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৭৭৪- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৫৮৪] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/৬৮৯৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/২০৩০৮, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/১৪২৯, মিশকাত হা/১৫৫৯- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৬৮৯৫) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ এবং সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৮১০) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ হাসান।

নেক 'আমল বরাবর করতো। অতঃপর যদি আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, তাকে (গুনাহ) ধুয়ে পবিত্র করেন। আর যদি উঠিয়ে নেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন।[৫৮৫]

অসুস্থতায় ধৈর্য ধারণ ও শুকরগুজার হওয়ার ফাযীলাত

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا .

(৫৮৬) 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাকে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন : আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এই কালো মহিলাটি। মহিলাটি একবার নাবী (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে যাই। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। নাবী (সাঃ) বললেন : তুমি ইচ্ছে করলে ধৈর্য ধারণ করো, এতে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও তবে আমি দু'আ করবো আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন। মহিলাটি বললো : আমি ধৈর্য ধারণ করবো। তবে দু'আ করুন, যেন উলঙ্গ না হয়ে যাই। নাবী (সাঃ) তার জন্য সেই দু'আ করলেন।[৫৮৬]

---

[৫৮৫] হাদীস সহীহ : আহমাদ হা/১২৫০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/১০৯৩৬, আবূ ইয়ালা হা/৪২৩৩, ৪২৩৫, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/৫০১, বাগাভী "শারহুস সুন্নাহ' হা/১৪৩০। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১২৪৪২, ১৩৬৪৭) : সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি এবং এ সানাদটি হাসান। মিশকাত হা/১৫৬০- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীসটি মুসনাদ গ্রন্থে হাসান সানাদে বর্ণিত আছে। তাতে এটির ভিন্ন সানাদও রয়েছে এবং সেই সানাদটি সহীহ। ইমাম হাকিম এবং ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৮৬] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫২২০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/৬৭৩৬।

عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ ، فَلَقِيَ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيُّ مَعَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللهُ ؟ قَالَا: نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَخٍ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ . فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ . فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ: أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي، وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ".

(৫৮৭) আবুল আশ'আস আস-সান'আনী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা দুপুর বেলায় তিনি দামিশ্কের মাসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। এ সময় শাদ্দাদ ইবনু আওস ও আস-সুনাবিহ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাদের উপর রহমাত করুন! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন। তারা বললো, এইতো এখানে আমাদের এক অসুস্থ ভাইকে দেখতে যাচ্ছি। ফলে আমিও তাদের সাথে চললাম। অতঃপর তারা লোকটির নিকট প্রবেশ করে তাকে বললেন : তুমি কেমন সকাল কাটালে? লোকটি বললো : আমি নি'য়ামাতের সাথেই সকাল অতিবাহিত করেছি। শাদ্দাদ তাকে বললেন : তুমি ভুলত্রুটি কাফফারাহ হওয়ার ও গুনাহসমূহ ক্ষমার সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা বলেন : “আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যকার কোন মুমিন বান্দাকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করি, আর আমার এ বান্দা বিপদগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে আমার প্রশংসা করে, সে তার এই রোগ শয্যা থেকে উঠবে এমন পূতঃ পবিত্র হয়ে সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।” আর মহিয়ান রব আরো বলেন : “আমি আমার বান্দাকে আটকে রেখেছি এবং তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি। কাজেই তোমরা

(ফিরিশতারা) তার জন্য ঐরূপ নেকী লিখতে থাকো যেমন লিখতে সে সুস্থ থাকা অবস্থায়।"[৫৮৭]

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ .

(৫৮৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : বড় বিনিময় বড় বিপদের বিনিময়েই হয়ে থাকে। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদেরকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টিই রয়েছে। আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তুষ্টিই রয়েছে।[৫৮৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ .

(৫৮৯) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা বলেন : আমি যখন আমার কোন বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তু সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করি, তখন সে যদি তাতে ধৈর্য অবলম্বন করে তাহলে আমি তাকে এর পরিবর্তে জান্নাত দান করবো। ঐ প্রিয় বস্তু দুটি দ্বারা দু' চোখ বুঝানো হয়েছে।[৫৮৯]

---

[৫৮৭] **সহীহ লিগাইরিহি** : আহমাদ হা/১৭১১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানী, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' ৯/৩০৯-৩১০, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৭৯। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৭০৫৪) : এর সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী বলেন : সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি।

[৫৮৮] হাদীস হাসান : তিরমিযী হা/২৩৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৬৬।

[৫৮৯] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫২২১- হাদীসের শব্দাবলী তার।

রোগী দেখার ফাযীলাত

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ .

(৫৯০) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিম যখন তার কোন অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে তাকে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।[৫৯০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ.

(৫৯১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসো নাই। সে বলবে, হে আমার রব! (আপনি কিভাবে অসুস্থ হলেন আর) আমি আপনাকে কেমন করে দেখতে আসবো, আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল আর তুমি তাকে দেখতেও যাওনি? তুমি কি জানো না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয় আমাকে তার কাছে পেতে।[৫৯১]

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ .

[৫৯০] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬৭১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।
[৫৯১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬৭২১- হাদীসের শব্দাবলী তার।

(৫৯২) 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে সকাল বেলায় দেখতে যায় তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। যদি সে তাকে সন্ধ্যা বেলায় দেখতে যায়, তাহলে তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সকাল হয় এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি করা হয়।[৫৯২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا ".

(৫৯৩) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে রওয়ানা হয়, সে আল্লাহর রহমাতের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে যতক্ষণ না সেখানে গিয়ে বসে। যখন সে সেখানে গিয়ে বসে তখন (সে রহমাতের সাগরে) ডুব দিলো।[৫৯৩]

---

[৫৯২] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৮৯১- হাদীসের শব্দাবলী তার, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫০, আবূ দাউদ হা/৩০৯৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ মাওকুফ। আহমাদ হা/৯৭৫। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৫৪, ৯৫৫৯) : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামী বলেন : আহমাদের রিজাল সিক্বাত। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাদীসটি 'আলী হতে ভিন্ন সানাদেও বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনাকারী এটি মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন মারফু করেননি। আলবানী বলেন : এর সানাদ দুর্বল, কিন্তু হাদীসটি আবূ দাউদ দুটি সানাদে বর্ণনা করেছেন মারফুভাবে এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি 'আলী হতে মারফুভাবে ভিন্ন সানাদে সহীহ ভাবে বর্ণিত আছে। হাদীসের একটি সানাদকে ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৫৯৩] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১১৬৬-'আলী হতে, এবং হা/১৪২৬০- জাবির হতে- হাদীসে উল্লেখিত শব্দাবলী তার। শু'আইব আরনাউত্ব আলী বর্ণিত হাদীসকে হাসান এবং জাবির বর্ণিত হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৪৯৪, ১৪১৯৪, ২২৩২১) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : এর অনেকগুলো শাওয়াহিদ বিদ্যমান থাকায় হাদীসটি সহীহ। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৮১। এছাড়া বায়হাক্বী, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/১০৯৩৯, ইবনু হিব্বান হা/২৯৫৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১২৯৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنْ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ .

(৫৯৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে জ্বরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ বলেন : এটা আমার আগুন। দুনিয়াতে আমি একে আমার মুমিন বান্দার উপর প্রেরণ করি, যাতে ক্বিয়ামাতে এটি তার জাহান্নামের আগুনের বিকল্প হয়ে যায়।[৫৯৪]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عُوفِيَ .

(৫৯৫) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যখন কোন মুসলিম বান্দা এমন কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি, সে তাকে সাতবার এই বলে দু'আ করবে : "আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যিনি আরশের অধিপতি, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন।" এতে সে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করবে যদি না তার মৃত্যু উপস্থিত হয়।[৫৯৫]

---

[৫৯৪] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৯৬৭৬, ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭০- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৯৮৪৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১২৭৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/১০৯০৭, মিশকাত হা/১৫৮৪, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫৫৭। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ জাইয়্যিদ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/১২১৬) বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল নির্ভরযোগ্য।

[৫৯৫] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৩১০৬, তিরমিযী হা/২০৮৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫২, আহমাদ হা/২১৩৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১৩৭) : এর সানাদ

লাশের অনুগমন ও জানাযা সলাত আদায়ের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ .

(৫৯৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কোন মুসলিমের লাশের অনুগমন করেছে এবং জানাযা সলাত আদায় পর্যন্ত তার সাথেই রয়েছে এবং তাকে দাফন করেছে, সে দুই কীরাত সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। অথচ প্রত্যেক কীরাত হচ্ছে ওহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার সলাত আদায় করেছে এবং দাফন করার আগেই ফিরে এসেছে, সে এক কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরে এসেছে।[৫৯৬]

জানাযার সলাতে তাওহীদপন্থী লোক উপস্থিত হওয়ার ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ».

و في رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ ».

(৫৯৭) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যদি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাত এমন একদল মুসলিম আদায় করে

সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৯৬] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৪৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২২৩২।

যাদের সংখ্যা একশো পর্যন্ত পৌঁছে এবং প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, নিশ্চয় তার সম্পর্কে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

আরেক বর্ণনায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যদি কোন ব্যক্তির জানাযার সলাতে এমন চল্লিশজন লোক অংশগ্রহণ করে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, সেই মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাদের সুপারিশ আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন।[৫৯৭]

ঈমানদার কর্তৃক মৃতের প্রশংসা করার ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ .

(৫৯৮) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কোন একটি লাশের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তিকে ভাল বলে প্রশংসা করলো। তখন নাবী (সাঃ) বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে। অতঃপর লোকেরা আরেকটি লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রমের সময় মৃত লোকটি খারাপ ছিল বলে কুৎসা করলো। নাবী (সাঃ) বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ কথা শুনে 'উমার (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? নাবী (সাঃ) বললেন : ঐ ব্যক্তি, যার প্রশংসা তোমরা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর ঐ ব্যক্তি, তোমরা যার কুৎসা করলে, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেছে। তোমরা (মুমিন বান্দারা) হচ্ছো দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষী।[৫৯৮]

---

[৫৯৭] হাদীস সহীহ : উভয়টি সহীহ মুসলিম হা/২২৪১, ২২৪২- হাদীসদ্বয়ের শব্দাবলী তার। আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : আবু মালীহ বলেন, হাদীসে একদল মুসলিম বলতে ৪০ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/১২০০৯, ২৬৬৯১) : এর সানাদ সহীহ।

[৫৯৮] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/১২৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২২৪৩।

মৃতকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও ক্বর খননের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مُسْلماً فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفرَ لَهُ اللّهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَ مَنْ حَفرَ لَهُ فأجره أجرى عَلَيْه كأجرِ مسْكن أسْكَنَهُ إِيَّاهُ الى يَومِ القِيَامَة، وَ مَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَق الجَنَّة .

(৫৯৯) আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে গোসল দিবে অতঃপর মৃত ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ ঐ গোসল দানকারীকে চল্লিশবার ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য ক্বর খনন করবে, অতঃপর তাকে দাফন করবে, তাকে বিনিময়ে দেয়া হবে মিসকীনকে বিনিময় দেয়ার সমতুল্য। মহান আল্লাহ বিশেষ করে তাকে ক্বিয়ামাতের দিন বাসস্থান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাবে, মহান আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন পাতলা মিহি রেশমী ও পুরু স্বর্ণ খচিত জান্নাতী রেশমী কাপড় পরাবেন।[৫৯৯]

---

[৫৯৯] **হাদীস সহীহ :** মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৩০৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী 'সুনানে কুবরা' হা/৬৪৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এ শব্দে : "চল্লিশটি কবীরাহ গুনাহ ক্ষমা করবেন।" আল্লামা মুনযিরী এবং তার অনুসরনে আল্লামা হায়সামী বলেন : তার বর্ণনাবলী তাদের দ্বারা দলীলযোগ্য সহীহ পর্যায়ের। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী 'আদ-দিরায়াহ' গ্রন্থে বলেন : এর সানাদ শক্তিশালী। দেখুন, শায়খ আলবানী প্রনীত 'আহকামুল জানায়িয'।

উল্লেখ্য, উপরোল্লিখিত সাওয়াব লাভের জন্য শর্ত হচ্ছে : গোসলদাতা মৃত ব্যক্তির উপর পর্দা করবে, মৃতের কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তা গোপন করবে এবং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করবে, কোন পারিশ্রমিকের জন্য নয়।

ফাযায়িলে লিবাস

[পোশাক ও সাজসজ্জার ফাযীলাত]

লিবাস পরিচিতি

লিবাস অর্থ : পোশাক, পরিচ্ছদ, পরিধেয় বস্ত্র। যদ্বারা লজ্জাস্থান ও শরীর আবৃত করে রাখা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন :

"হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার এবং বেশভূষার জন্য পোশাক দিয়েছি, আর সবচাইতে উত্তম হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক।" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ২৬)

"তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন কাপড়ের, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে বাঁচায় এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বর্মের, যা তোমাদেরকে যুদ্ধের সময় হিফাযাত করে।" (সূরাহ আন-নাহল : ৮১)

সাদা কাপড়ের ফাযীলাত

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ " .

(৬০০) সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা ওটাই সব চাইতে পবিত্র ও সর্বাধিক উত্তম।[৬০০]

সাদাসিদে অনাড়ম্বর পোশাক পরার ফাযীলাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.

(৬০১) সাহল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তির সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেবল বিনয়ের কারণে মূল্যবান পোশাক বর্জন করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং তাকে যেকোন ঈমানী পোশাক পরার সুযোগ দিবেন।[৬০১]

---

[৬০০] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৩৫৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২০১৫৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২০০৬১, ২০০৭৭, ২০০৯৫) : এর সানাদ সহীহ। তিরমিযী হা/২৮১০, নাসায়ী হা/১৮৯৬, মিশকাত হা/৪৩৩৭, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৩৭৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৬১৯, বায়হাক্বী, আবূ নু'আইম হিলয়্যা, বাগাভী হা/৩০৮৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬০১] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৪৮১- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সানাদ হাসান। আহমাদ হা/১৫৬১৯- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব :

সামর্থ অনুযায়ী পোশাক পরার ফাযীলাত

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ .

(৬০২) 'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার উপর তাঁর নিয়ামাতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।[৬০২]

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– فِي ثَوْبٍ دُونٍ فَقَالَ « أَلَكَ مَالٌ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « مِنْ أَيِّ الْمَالِ ». قَالَ قَدْ أَتَانِيَ اللهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ « فَإِذَا أَتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ ».

(৬০৩) আবুল আহওয়াস হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন আমার পরনে নিম্নমানের পোশাক ছিল। তিনি (সাঃ) আমাকে বললেন : তোমার সম্পদ আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (সাঃ) বললেন : কিরূপ সম্পদ? আমি বললাম, প্রত্যেক ধরনের সম্পদ, আল্লাহ আমাকে উট, ছাগল, ঘোড়া, দাস সবই দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহ যেহেতু তোমাকে সম্পদ

হাদীস হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৫৫৬৮) : সানাদ সহীহ। মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৩৭২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বীর সুনানুল কুবরা হা/৬৩১৮, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৬৭৯৯, সহীহ আল জামি' হা/৬১৪৫, রিয়াদুস সালিহীন হা/৮০৬, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৭১৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : সার্বিকভাবে হাদীসটি সহীহ।

[৬০২] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী হা/২৮১৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, গায়াতুল মারাম হা/৭৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান। আলবানী একে হাসান সহীহ বলেছেন।

দিয়েছেন সেহেতু তোমার মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামাত ও সম্মানের নিদর্শন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।[৬০৩]

যে ব্যক্তির চুল পাকে তার ফাযীলাত

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ ». قَالَ عَنْ سُفْيَانَ « إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى « إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ». وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ .

(৬০৪) 'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। কেননা কেউ মুসলিম থাকাবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হলে ঐ বার্ধক্য ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্যে জ্যোতিতে পরিণত হবে।" অপর বর্ণনায় রয়েছে : আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী লিখবেন এবং একটি গুনাহ মুছে দিবেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : পাকা চুল হলো মুসলমানের জ্যোতি।[৬০৪]

---

[৬০৩] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৪০৬৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/৫২২৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৩৬৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আহমাদ হা/১৫৮৮৭, গায়াতুল মারাম হা/৭৫, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৬১৯৯, বাগাভী হা/৩১১৮, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৫৯৫১। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী তাদের সাথে একমত পোষণ করে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৬০৪] **হাসান সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৪২০২- প্রথম হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ। তিরমিযী হা/২৮২১- দ্বিতীয় হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

সুরমা ব্যবহারের ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

(৬০৫) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা 'ইসমিদ' সুরমা চোখে লাগাও। কেননা এটা দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে এবং পশম উদগত করে।[৬০৫]

বায়হাক্বীর শু'আইবুল ঈমান- হাসান সানাদে, ইবনু হিব্বান- হাসান সানাদে, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১২৪৩, মিশকাত হা/৪৪৫৮।

[৬০৫] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৭৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তায়ালিসি। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ফাযায়িলে আতইমা

[খাদ্য বিষয়ক ফাযীলাত]

প্রত্যেক বান্দার ইবাদত ও দু'আ কবূলের জন্য হালাল খাদ্য খাওয়া ও হালাল রুজি অন্বেষণ করা আবশ্যক। তাই প্রত্যেক মু'মিনকেই হালাল খাদ্য ভক্ষন ও হালাল রুজি অন্বেষণ করতে হবে। এটা তার জন্য যাবতীয় ইবাদতের ফাযীলাত লাভে সহায়ক হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি শুধুমাত্র পবিত্রকেই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে ঐ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে রাসূলদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন : "হে রাসূলগণ! তোমরা (পাক-পবিত্র) হালাল খাদ্য খাও এবং সৎ 'আমল করো।" আল্লাহ আরো বলেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের যে হালাল রিয্ক দান করেছি তা থেকে খাও।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করছে (মুসাফিরের দু'আ সাধারণত কবূল হয়) তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলাবালু। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে প্রার্থনা করছে অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে উদরপূর্তি করেছে তাহলে কিভাবে এ ব্যক্তির দু'আ কবূল হতে পারে? (সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

বিসমিল্লাহ্ বলে খাবার শুরু করার ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ بِسْمِ اللهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ .

(৬০৬) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর খাবার ছয়জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খেতেন। একদিন এক বেদুঈন (গ্রাম্য লোক) এসে মেহমান হলো। সে ঐ খাবার দুই গ্রাসে খেয়ে ফেললো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা শোনো, এই বেদুঈন যদি বিসমিল্লাহ বলতো, তাহলে ঐ খাবার তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। কাজেই তোমাদের কেউ খাবার খাওয়ার সময় যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। যদি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তাহলে সে যেন বলে "বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি"।[৬০৬]

---

[৬০৬] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/১১২৩) বলেন : এর সানাদের রিজাল মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবূ দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী হা/১৮৫৮, ইবনু হিব্বান হা/৫২১৩, আহমাদ হা/২৫৭৩৩, ২৬০৮৯, দারিমী হা/২০২১, বায়হাক্বী, তায়ালিসি হা/১৫৬৬, ত্বাবারানী কাবীর হা/১০২০০, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৬৫, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯৮, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭০৮৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী একে সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

থালার এক পাশ থেকে খাওয়ার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا " .

(৬০৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট একটি পাত্র আনা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা থালার এক পাশ থেকে খাও, মাঝখানটা বাদ রাখো। তাহলে আল্লাহ এ খাবারে তোমাদের জন্য বরকত দিবেন।[৬০৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا " .

(৬০৮) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন পাত্রের মাঝখান থেকে খাবার না খায় বরং সে যেন পাত্রের এক পাশ থেকে নিয়ে খায়। কেননা, খাদ্যের বরকত উপর থেকে নীচের দিকে আসে।[৬০৮]

একত্রে বসে খাবার খাওয়ার ফাযীলাত

حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَحْشِيٍّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ . قَالَ " فَلَعَلَّكُمْ

---

[৬০৭] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/৩৭৭৩, ইবনু আসাকির, বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৮১, মিশকাত হা/৪২১১, সিলসিলাহ সহীহাহা হা/৩৯৩। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬০৮] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৩৭৭২- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৭। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ " .

(৬০৯) ওয়াহ্শী হতে বর্ণিত। একবার লোকেরা বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাওয়া দাওয়া করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা একসাথে খাও নাকি আলাদা আলাদাভাবে? তারা বললো : আলাদা আলাদাভাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সকলে একসাথে খাবে এবং বিসমিল্লাহ বলে খাবে, তাহলে তাতে বরকত হবে।[৬০৯]

আঙ্গুল ও থালা চেটে খাওয়ার ফাযীলাত

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

(৬১০) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (খাওয়ার সময়) যদি তোমাদের কারো লোকমা থালার বাইরে পড়ে যায় তবে সে যেন তা তুলে নিয়ে এর ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর খাওয়া শেষ করে

---

[৬০৯] **হাদীস হাসান** : আবূ দাউদ হা/৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু আবূ 'আসিম আল-আহাদ ওয়াল মাসানী হা/৪৮১, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৭৮২৪, ইবনু হিব্বান হা/৫২২৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৫০০- ইমাম যাহাবী বলেন : আমরা এটি শাহেদ হিসেবে বর্ণনা করেছি। আহমাদ হা/১৬০৭৮, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৬৬৪। আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি হাসান এর শাওয়াহিদ দ্বারা।

৩৫-

আঙ্গুলগুলো চেটে না খাওয়া পর্যন্ত যেন রুমালে হাত না মুছে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে।[৬১০]

খাওয়া শেষে আল্হামদুলিল্লাহ্ বলার ফাযীলাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

(৬১১) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন বান্দা কিছু খেয়ে বা পান করে আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তার উপর খুবই খুশি হন।[৬১১]

[৬১০] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫৪২১- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩২৭০- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, ইবনু হিব্বান হা/৫২৫৩, আবূ আওয়ানাহ হা/৬৬৯৯, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৬৭৬৭, আবূ ইয়ালা হা/২২৪৬, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৮৫৬, আহমাদ হা/১৪২২১- শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু হিব্বান, তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৭০।

[৬১১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭১০৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/১৮১৬- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৬৫১, কাযাঈ হা/১০৯৮, আহমাদ হা/১১৯৭৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

সমাজ বিষয়ক ফাযায়িল

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الصَّلاَةُ لِمِيقَاتِهَا " . قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " .

(৬১২) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেন : সলাতকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।[৬১২]

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ .

(৬১৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।[৬১৩]

---

[৬১২] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৮৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৩৮৯০, তায়ালিসি হা/৩৭২, ইবনু হিব্বান হা/১৪৭৭, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৪৮৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়াও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সহীহুল বুখারী হা/৪৯৬, ২৫৭৪, ৫৫১৩, সহীহ মুসলিম হা/২৬২, ত্বাবারানী কাবীর হা/৯৬৮১, ৯৬৮৩, আবূ নু'আইম হিলয়্যা ৭/২৬৬, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৭৮২৪, বাগাভী হা/৩৪৪, আবূ আওয়ানাহ হা/১৪৪।

[৬১৩] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৮৯৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭২৪৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫১৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ বর্ণনাটি অধিক সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ إِنَّ أُمِّي وَرُبَّمَا قَالَ أَبِي .

(৬১৪) আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আবুদ দারদা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : "পিতা হলো জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। তুমি চাইলে এটা ভেংগেও ফেলতে পারো অথবা এর হিফাযাতও করতে পারো।" বর্ণনাকারী সুফিয়ান কখনো মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন আবার কখনো পিতার কথা।[৬১৪]

পিতার বন্ধুদের সম্মান প্রদর্শন করার ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ».

(৬১৫) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে পিতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা।[৬১৫]

---

[৬১৪] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৯০০- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২৭৫১১,২৭৫১১, ২৭৫৫২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ হাসান, তায়ালিসি হা/১০৬৩, ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯, ইবনু হিব্বান হা/৪২৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭২৫২, ৭২৯৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৯১৪, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৯২৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬১৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৬৬৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/১৯০৩। অন্য অনুচ্ছেদে হাদীসটি আবূ উসাইদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সানাদটি সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

খালার সাথে সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ " هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ " . قَالَ لاَ . قَالَ " هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَبِرَّهَا " .

(৬১৬) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি। আমার কি তাওবাহর সুযোগ আছে? নাবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বললো, না। নাবী (সাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমার খালা আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ। নাবী (সাঃ) বললেন : তার সাথে সদ্ব্যবহার করো।[৬১৬]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ " .

(৬১৭) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : খালা হলো মাতৃস্থানীয়।[৬১৭]

সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ

---

[৬১৬] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৮২৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৪৩৫, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭২৬১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৪, তা'লীকুর রাগীব হা/২১৮, মিশকাত হা/৪৯৩৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রটি অধিকতর সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬১৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৫০১, ৩৯২০, তিরমিযী হা/১৯০৪- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ .

(৬১৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসান ইবনু 'আলীকে চুমু খেলেন। এ সময় তার পাশে আল-আকরা ইবনু হাবিস আত-তামীমী (রাঃ) বসা ছিলেন। আল-আকরা (রাঃ) বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে লোক দয়া-অনুগ্রহ করে না সে দয়া-অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় না।[৬১৮]

কন্যা সন্তানের জন্য ব্যয় করার ফাযীলাত

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ " . وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ .

(৬১৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করবে, আমি এবং সে একত্রে এভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবো। এই বলে তিনি নিজের হাতের দু'টি আংগুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন।[৬১৯]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ " .

---

[৬১৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৫৩৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬১৭০, তিরমিযী হা/১৯১১- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/৭১২১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবূ ইয়ালা হা/৫৮৯২, ৫৯৮৩, বাগাভী হা/৩৪৪৬।

[৬১৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৬৮৬৪, তিরমিযী হা/১৯১৪- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহাহ্ হা/২৯৭।

(৬২০) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানের কারণে কোনরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে।[৬২০]

ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তার লালন-পালনের ফাযীলাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ " . وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى .

(৬২১) সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এই দুই আংগুলের মত একত্রে থাকবো। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল দিয়ে ইশারা করে দেখান।[৬২১]

মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করার ফাযীলাত :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ " .

---

[৬২০] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬৪৬২, তিরমিযী হা/১৯১৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব হা/৮৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬২১] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৪৮৯২, সহীহ মুসলিম হা/৭৬৬০, আবূ দাউদ হা/৫১৫০, তিরমিযী হা/১৯১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২২২৮৪, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৮০০। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৬২২) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। যারা যমীনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রহমান থেকে উদগত। যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে আল্লাহও তার সাথে নিজ বন্ধন অক্ষুন্ন রাখেন। আর যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[৬২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ " .

(৬২৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল ক্বাসিম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : কেবল নিষ্ঠুর ও দুর্ভাগা ব্যক্তির উপর থেকেই রহমাত ছিনিয়ে নেয়া হয় (দয়ালু থেকে নয়)।[৬২৩]

মুসলমানদের সাথে বিনয় ও নম্রতা সুলভ ব্যবহার করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ .

---

[৬২২] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৯২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৬৪৯৪, আবূ দাউদ হা/৪৯৪১, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭২৭৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/৯২৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬২৩] **হাদীস হাসান :** আহমাদ হা/৮০০১, ৯৭০২, ৯৯৪০, ৯৯৪৫, ১০৯৫১, আবূ দাউদ হা/৪৯৪২, তিরমিযী হা/১৯২৩- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৬৩২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু হিব্বান হা/৪৬৪, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/২৫৮৬৯, তায়ালিসি হা/২৬৪৩। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তালখীস গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৯৮৮, ৯৬৬৩, ৯৯০২) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ হাসান।

(৬২৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না, ক্ষমা করার দ্বারা আল্লাহ কেবল ইজ্জত বৃদ্ধি করেন, আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।[৬২৪]

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ .

(৬২৫) ‘ইয়াদ ইবনু হিমার আল-মুজাশিঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ করবে। যাতে কেউ কারো উপর ফখর ও গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের উপর বাড়াবাড়ি না করে।[৬২৫]

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ " .

(৬২৬) আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : এক মু’মিন অপর মু’মিনের জন্য একটি সুদৃঢ় অট্টালিকা স্বরূপ, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এ বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলোকে একত্র (মুষ্ঠিবদ্ধ) করলেন।[৬২৬]

---

[৬২৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/২০২৯, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/২৩২৮, ইরওয়াউল গালীল হা/২২০০, রিয়াদুস সালিহীন হা/৬০৩। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬২৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৬২৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৫৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯২৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ন্যায় বিচারের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا.

(৬২৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দুনিয়াতে (আল্লাহর দেয়া) একটি হদ ক্বায়িম করা পৃথিবী বাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়ার চাইতে উত্তম।[৬২৭]

অপরাধীকে ক্ষমা করার ফাযীলাত

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ . و زاد أحمد : "وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ" .

(৬২৮) জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে মানুষকে দয়া করে না সে আল্লাহর দয়া পায় না। আর যে মানুষকে ক্ষমা করে না সে (আল্লাহর) ক্ষমা পায় না।[৬২৮]

---

[৬২৭] **হাদীস হাসান** : ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান। উল্লেখ্য, কোন বর্ণনায় **ত্রিশ দিনের এবং কোন বর্ণনায় চল্লিশ রাতের কথা রয়েছে-** (সহীহ আত-তারগীব)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "জান্নাতের অধিবাসী তিন শ্রেণীর : ন্যায়পরায়ণ বিচারক, প্রত্যেক মুসলিম আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়াদ্র এবং বহু সন্তানের জনক সৎ ব্যক্তি।"** (সহীহ মুসলিম)

[৬২৮] **হাদীস সহীহ** : হাদীসের প্রথমাংশ সহীহুল বুখারী হা/৬৮২৮- উপরোক্ত শব্দে, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯২২, এবং আহমাদ হা/১৯১৬৯, ১৯১৭১, ১৯১৮৯, ১৯২০৩, ১৯২৪১, ১৯২৪৭। সকলেই হাদীসের প্রথমাংশ বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি রয়েছে আহমাদ হা/১৯২৪৪- শু'আইব আরনাউত্ব এ অংশটিকে হাসান বলেছেন এবং শায়খ আলবানী বলেছেন সহীহ লিগাইরিহি। সহীহ আত-তারগীব হা/২২৫১।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **নাবী (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা দয়া করো তাহলে তোমরাও দয়া লাভ করবে এবং তোমরা ক্ষমা করো তাহলে তোমাদেরকেও ক্ষমা করা হবে।"** (আহমাদ-ভাল সানাদে। আলবানী একে সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব)

মুসলমানের দোষ গোপন রাখার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

(৬২৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকেন।[৬২৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ " .

(৬৩০) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় ঢেকে রাখে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয় ঢেকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিয়ে তার বাড়িতেই তাকে অপদস্ত করবেন।[৬৩০]

---

[৬২৯] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৯৩০- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২২৫, আবূ দাউদ হা/৪৯৪৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৩০] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, এছাড়া হাদীসের প্রথমাংশ আহমাদ হা/৭৯৪২, ১০৭৬১, সহীহ মুসলিম হা/৬৭৬০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৮১৫৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭৬, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৩৪১। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৫৪৯, ২৩০৭৮) : হাদীস সহীহ। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

কারো মান-সম্মানের উপর আঘাত প্রতিহত করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(৬৩১) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন।[৬৩১]

আগে সালাম দেয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

(৬৩২) আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা ও মেলামেশা ত্যাগ করা বৈধ নয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, অথচ একজন এদিক এবং অপরজন আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেয় সে-ই উত্তম।[৬৩২]

---

[৬৩১] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/২৭৫৪৩, তিরমিযী হা/১৯৩১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু আবুদ দুনিয়া, গায়াতুল মারাম হা/৪৩১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৭৪০৭, ২৭৪১৪) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৩২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৬১৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ হা/৪৯১০, ৪৯১৪, মালিক, তিরমিযী হা/১৯৩২- বুখারীর অনুরূপ শব্দে, ইরওয়াউল গালীল হা/২০২৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

দুই মুসলিমের মাঝে সমঝোতা করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ..

(৬৩৩) আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা জানাবো না যার মর্তবা সিয়াম, সলাত এবং সদাক্বাহর চাইতেও অধিক মর্তবা? সাহাবায়ি কিরাম বললেন : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (সাঃ) বললেন : দুই জনের মাঝে সমঝোতা করে দেয়া।[৬৩৩]

প্রতিবেশীর ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ " .

১। **নাবী (সাঃ) বলেন : "প্রত্যেক ঝগড়া-বিবাদকে খারাপ জানলে এবং অস্বীকার করলে দুই রাক'আত সলাতের সাওয়াব হয়।"** (সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৫৮৯)

২। **নাবী (সাঃ) বলেন : "যে ব্যক্তি ন্যায়পন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করলো, আমি তার জান্নাতে বাসস্থানের জিম্মাদার।"** (জামি'উস সাগীর হা/১৪৭৭, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

[৬৩৩] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৪৯১৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/৬৪০, আহমাদ হা/২৭৫০৮, ইবনু হিব্বান হা/৫০৯২, বায়হাক্বীর 'আল-আদাব' ও শু'আবুল ঈমান, বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' হা/৩৫৩৮, ইবনু শাহীন হা/৫০৪, গায়াতুল মারাম হা/৪১৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং রিজার নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের রিজাল। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য হাদীসে রয়েছে : **"দুই মুসলিমের মাঝে সমঝোতা স্থাপনের জন্য মিথ্যা বলা জায়িয, এ ক্ষেত্রে যে মিথ্যা বলে সে মিথ্যুক নয়।"** (সহীহুল বুখারী, আবূ দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু শাহীন)

(৬৩৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর কাছে সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম সঙ্গী হলো সেই ব্যক্তি যে তার নিজ সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তম হলো সেই প্রতিবেশী যে তার নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।[৬৩৪]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

(৬৩৫) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জিবরীল (আঃ) আমাকে অবিরত প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। এতে আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই হয়তো তাকে ওয়ারিস বানানো হবে।[৬৩৫]

টিকটিকি মারার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ.

(৬৩৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি মারতে পারবে তার জন্য রয়েছে ১০০টি সওয়াব। দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম সাওয়াব এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়েও কম সওয়াব।[৬৩৬]

---

[৬৩৪] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৯৪৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৬২০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, মিশকাত হা/৪৯৮৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৩৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৫৫৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬৮৫৪ ও তিরমিযী হা/১৯৪২-'আয়িশাহ হতে অনুরূপ শব্দে। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[৬৩৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৫৯৮৪- হাদীসের শব্দাবলী তার।

মেহমানদারীর ফাযীলাত

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

(৬৩৭) আবূ শুরাইহ আল-'আদাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু' কান শুনেছে এবং দু' চোখ দেখেছে যখন নাবী (সাঃ) কথা বলেছেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে, তাকে জাইযা দেয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন জাইযা কি? তিনি (সাঃ) বলেন : একদিন ও এক রাতের পাথেয় সাথে দেয়া। তিনি

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে একটি গিরগিটি (টিকটিকি) হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ সাওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে এটি হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ সাওয়াব রয়েছে, যা প্রথম আঘাতে মারার তুলনায় কম। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ সাওয়াব রয়েছে, যা দ্বিতীয় আঘাতে হত্যার চেয়ে কম।" (আবূ দাউদ হা/৫২৬৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ, তিরমিযী হা/১৪৮২। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ)

২। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : "প্রথম আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য সত্তর নেকী রয়েছে।" (আবূ দাউদ হা/৫২৬৪- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ)

(সাঃ) আরো বলেন : মেহমানদারী তিনদিন পর্যন্ত। এরপর অতিরিক্ত (যা খরচ করা হবে) তা সদাক্বাহ হিসেবে গণ্য।[৬৩৭]

মিসকীন ও বিধবাকে ভরণ-পোষণের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ .

(৬৩৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : স্বামীহীনা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা সারারাত সলাত আদায়কারীর ও সারা দিন সওম পালনকারী সমান সাওয়াবের অধিকারী।[৬৩৮]

সত্য কথা বলার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا .

---

[৬৩৭] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫৫৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/১৮২, আবূ দাউদ হা/৫১৫৪, তিরমিযী হা/২৫০০, ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৫, তিরমিযী হা/১৯৬৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[৬৩৮] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৪৯৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৭৬৫৯, ইবনু মাজাহ হা/২১৪০, তিরমিযী হা/১৯৬৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

Contents

(৬৩৯) 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে। কেননা সততা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সদা সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের প্রতি মনোযোগী থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে পরম সত্যবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে পথ দেখায়, পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন বান্দা সদা মিথ্যা কথা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর কাছে ডাহা মিথ্যাবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।[৬৩৯]

লজ্জাশীলতার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ ».

(৬৪০) আবুস সাওয়ার আল-'আদাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (সাঃ) বলেছেন : লজ্জাশীলতার ফল সর্বদাই ভাল হয়ে থাকে।[৬৪০]

عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ .

(৬৪১) 'ইমরান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : লজ্জা শরমের পুরোটাই ভাল।[৬৪১]

---

[৬৩৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৬২৯, সহীহ মুসলিম হা/৬৮০৫, তিরমিযী হা/১৯৭১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[৬৪০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৬৫২, সহীহ মুসলিম হা/১৬৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[৬৪১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/১৬৬- হাদীসের শব্দাবলী তার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ .

(৬৪২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ঈমানের ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। লজ্জাশীলতা ঈমানেরই একটি শাখা।[৬৪২]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ " .

(৬৪৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে।[৬৪৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " .

(৬৪৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের স্থান হলো জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা যুলুমের অঙ্গ, আর যুলুমের স্থান জাহান্নাম।[৬৪৪]

---

[৬৪২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/১৬১, মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে : সত্তরের অধিক শাখা।

[৬৪৩] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৯৭৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক হা/২০১৪৫, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/১২১৪, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/৬০১, ইবনু হিব্বান হা/৫৫১, বাগাভী হা/৩৫৯৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/১২৬৮৯। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৬৪৪] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২০০৯, ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৪, আহমাদ হা/১০৫১২- হাদীসের শব্দাবলী তাদের। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। ইবনু হিব্বান হা/১৯২৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৭১, ১৭২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক' ৪/৩৩৫/১, তাহাভীর মুশকিলুল

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ " .

(৬৪৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা নিজেদের বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো, যাতে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারো। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট থাকলে নিজেদের মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।[৬৪৫]

ভালো কথা বলার ফাযীলাত

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا " . فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ " .

আসার ৪/২৩৮ এবং বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/১৩১৪, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৪৯৫, রাওযুন নাযীর হা/৭৪৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অন্য অনুচ্ছেদে হাদীসটি ইবনু 'উমার, আবূ বাকরাহ্, আবূ উমামাহ ও 'ইমরান ইবনু হুসাইন থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৪৫] হাদীস সহীহ : তিরমিযী হা/১৯৭৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭২৮৪- যাহাবীর তা'লীকসহ, আহমাদ হা/৪৪৬৮। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/২৭৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি গরীব। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৮৫৪) : এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামীও বলেন : হাসান। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৬৪৬) 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতের মধ্যে একটি বালাখানা রয়েছে। যার ভেতর থেকে বাইরের এবং বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়। এক বেদুঈন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই বালাখানা কার জন্য? তিনি (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভাল কথা বলে, অনাহারীকে খাবার দেয়, নিয়মিত রোযা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সলাত আদায় করে।[৬৪৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

(৬৪৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।[৬৪৭]

মন্দ কাজের পরক্ষণেই ভাল কাজ করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " .

(৬৪৮) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন : তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো, খারাপ

---

[৬৪৬] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/১৯৮৪-হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৩৩৮, আবূ ইয়ালা হা/৪৩৮, ইবনু খুযাইমাহ হা/২১৩৬, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/২৬২৫৭, তা'লীকুর রাগীব ২/৪৬, মিশকাত হা/২৩৩৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি গরীব। শু'আব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৬৪৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৬৭০, ৫৯৯৪, সহীহ মুসলিম হা/১৮২, আবূ দাউদ হা/৫১৫৪, তিরমিযী হা/২৫০০, আহমাদ হা/৭৬২৬- হাদীসের শব্দাবলী সকলের, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭১।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **একদা মিকদাম (রাঃ) বলেন : কি 'আমল করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে? রাসূল (সাঃ) বললেন : "তুমি উত্তম কথা বলো এবং মানুষকে খানা খাওয়াও।"** (সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯৩৯)

কাজের পরপরই ভাল কাজ করো, তাতে খারাপ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।[৬৪৮]

ঈমান আনা এবং অহংকার বর্জন করার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ " .

(৬৪৯) 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[৬৪৯]

ধীর-স্থিরতার ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ.

(৬৫০) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন দুটি অভ্যাস রয়েছে, যা স্বয়ং

---

[৬৪৮] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/১৯৮৭, আহমাদ হা/২১৩৫৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১২৮- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। হাদীসের শব্দাবলী তাদের। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। দারিমী হা/২৭৯১, বায়হাক্বী, রাওযুন নাযীর হা/৮৫৫, মিশকাত হা/৫০৮৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : 'হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৬৪৯] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৯৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/২৭৫- হাদীসের প্রথমাংশ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহও পছন্দ করেন। একটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হলো ধীর-স্থিরতা।[৬৫০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " .

(৬৫১) 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস আল-মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : উত্তম আচরণ, ধীর-স্থিরতা ও মধ্যম পন্থা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ।[৬৫১]

সৎ চরিত্রের ফাযীলাত

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

(৬৫২) নাওয়াস ইবনু সাম'আন আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি : নেকী হচ্ছে উত্তম চরিত্র আর গুনাহ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেগ করে এবং অন্য কেউ তা জেনে ফেলুক, এটা তোমার কাছে খারাপ লাগে।[৬৫২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا .

---

[৬৫০] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১২৬, তিরমিযী হা/২০১১- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৮, যিলালুল জান্নাহ হা/১৯০, রাওযুন নাযীর হা/৪০৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৬৫১] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/২০১০- হাদীসের শব্দাবলী তার, রাওযুন নাযীর হা/৩৮৪, তা'লীকুর রাগীব ৩/৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৬৫২] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৬৬৮০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

(৬৫৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) অশ্লীলতা পছন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল ভাষীও ছিলেন না। তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লোক তারাই, যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।[৬৫৩]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

(৬৫৪) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মুমিন ব্যক্তির 'আমলনামায় সচ্চরিত্রের চাইতে ভারী আর কোন 'আমলই হবে না।[৬৫৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ .

---

[৬৫৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৩২৯৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৬১৭৭।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"একদা রাসূল (সাঃ) আবূ যারের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে আবূ যার! আমি তোমাকে এমন দুটি আমলের কথা কি বলে দিবো না যা অন্যান্য আমলের তুলনায় সহজ কিন্তু সাওয়াব অনেক বেশি? আবূ যার বলেন, নিশ্চয়ই বলুন। রাসূল (সাঃ) বললেন : তোমার জন্য উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা এবং নীরবতা পালন করা জরুরী। কেননা বান্দার এর চাইতে উত্তম কোন 'আমল নেই।"** (সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৯৩৮)

[৬৫৪] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৪৭৯৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ শব্দে আহমাদ হা/২৭৫১৭, তিরমিযী হা/২০০৩, ইবনু হিব্বান হা/৪৮১, তায়ালিসি হা/৩৭৮, 'আবদ ইবনু হুমাইদ হা/২০৪, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৮০০৩, ৮০০৪, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/২৭০, ইবনু আবূ 'আসিম 'আস-সুন্নাহ' হা/৭৮৩, সহীহ আল-জামি' হা/৫৭২১, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৮৭৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৭৩৯০) : এর সানাদ সহীহ। ইমাম ইবনু হিব্বান ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৬৫৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক পরিমাণে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো : কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক পরিমাণে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন : মুখ ও লজ্জাস্থান।[৬৫৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا .

(৬৫৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাধিক কামিল মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র ভাল। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে।[৬৫৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ».

---

[৬৫৫] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/২০০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬, আহমাদ হা/৭৯০৭, ৯০৯৬, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৯৭৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৬৫৬] **হাসান সহীহ** : তিরমিযী হা/১১৬২- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৭৪০২, হাদীসের প্রথমাংশ আবূ দাউদ হা/৪৬৮২, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/২৫৮২৮, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা', মুস্তাদরাক হাকিম হা/১, ২, সহীহ জামিউস সাগীর হা/১২৩২, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৮৪। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তবে শায়খ আলবানীর মতে তার সানাদটি কেবল হাসান। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৩৯৬, ১০০৬২) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ এবং সানাদ হাসান। ইমাম তিরমিযী বলেন : আবূ হুরাইরাহ্র হাদীসটি হাদীসটি হাসান ও সহীহ। অন্য অনুচ্ছেদে এটি 'আয়িশাহ এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(৬৫৭) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মুমিন তার সুন্দর স্বভাব ও উত্তম চরিত্র দ্বারা দিনে সওম পালনকারী ও রাতে তাহাজ্জুদ গুজারীর উপর মর্যাদা লাভ করতে পারে।[৬৫৭]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

(৬৫৮) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মীযানের পাল্লায় যে বস্তুই রাখা হোক না কেন তা সৎ চরিত্রের চাইতে ভারী হবে না। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা সওম পালনকারী ও সলাত আদায়কারীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়।[৬৫৮]

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ ».

(৬৫৯) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের পার্শ্ববর্তী এক ঘরের

---

[৬৫৭] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৪৭৯৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ জামিউস সাগীর হা/১৯৩২, মিশকাত হা/৫০৮২। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[৬৫৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২০০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৮৭৬, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৪১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি গরীব। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১২৬৭৮) বলেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যামিন, যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও লোক দেখানো কাজ পরিহার করে। আর আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের মধ্যকার একটি ঘরের যামিন, যে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও মিথ্যাকে পরিহার করে। আর আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যামিন, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল।[৬৫৯]

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ.

(৬৬০) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার কাছে সব চাইতে প্রিয় ও মজলিসের দিক থেকে আমার খুবই নিকটে থাকবে সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং ক্বিয়ামাতের দিন আমার থেকে বহু দূরে অবস্থান করবে তারা হলো : বাচাল, নির্লজ্জ এবং অহংকারে স্ফীত ব্যক্তিরা। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বাচাল ও নির্লজ্জ তো বুঝলাম কিন্তু 'মুতাফাইহিকুন' কারা? তিনি বলেন : অহংকারীরা।[৬৬০]

---

[৬৫৯] **হাদীস হাসান** : আবূ দাউদ হা/৪৮০০- হাদীসের শব্দাবলী তার, ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৩৬১, সহীহ আল-জামি' হা/১৪৬৪, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২৭৩, রিয়াদুস সালিহীন হা/৬৩০। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১২৬৭৯) বলেন : এর রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৬৬০] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/২০১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, খত্বীব 'তারীখ', বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৭৬১৯, আহমাদ হা/১৭৭৩২, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/৭৯১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন সিলসিলাহ সহীহাহ গ্রন্থে এবং সহীহ বলেছেন তিরমিযীর তাহক্বীক্ব গ্রন্থে। আল্লামা

লোকদের সাথে মিলেমিশে থাকা ও কোমল ব্যবহার করার ফাযীলাত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَ اللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ .

(৬৬১) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইয়াহুদীদের একটি দল নাবী (সাঃ)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলো এবং তারা তাঁকে আস্-সামু 'আলাইকা (আপনার মৃত্যু হোক) বলে অভিবাদন জানালো। তখন আমি ('আয়িশাহ্) বললাম : বরং তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক। নাবী (সাঃ) বললেন : "হে 'আয়িশাহ! আল্লাহ নিজে কোমল ও মেহেরবান। তিনি প্রত্যেক কাজে কোমলতা ও মেহেরবানীর নীতি পছন্দ করেন।" আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কী বলেছে? নাবী (সাঃ) বললেন : আমি তো জবাবে বলেছি ওয়া 'আলাইকুম (এবং তোমাদের উপর)।[৬৬১]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ .

(৬৬২) নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ নিজে কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা ঐ জিনিস দান

হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১২৬৬৫) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, আহমাদের রিজাল সহীহ রিজাল।

[৬৬১] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬৪১৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৫৭৮৬।

করেন, যা কঠোরতা দ্বারা দান করেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না।[৬৬২]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

(৬৬৩) নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয় সেটাই দোষযুক্ত হয়ে যায়।[৬৬৩]

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ ».

(৬৬৪) জারীব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।[৬৬৪]

---

[৬৬২] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৬৭৬৬- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৬৬৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৬৭৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার। মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১২৬৪১।

[৬৬৪] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/৪৮০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৯২০৮- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। সহীহ মুসলিম হা/৬৭৬৩- 'সব রকমের' কথাটি বাদে, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৬৬০৬- শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১২৬৪৩) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর রিজাল সিক্বাত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন ঘরের বাসিন্দাদের কল্যাণ চান তখন তাদেরকে কোমলতা দান করেন।" (আহমাদ হা/২৪৪২৭, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১২৬৪৯, সহীহ জামিউস সাগীর হা/৩০৩, সহীহ আত-তারগীব হা/২৬৬৯। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ .

(৬৬৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না, কোন ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? (তবে শোনো) : জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে মানুষের নিকটে থাকে বা তাদের সাথে মিলে মিশে থাকে এবং যে কোমলমতি, নম্র মেজাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট।[৬৬৫]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ .

(৬৬৬) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মুমিন ঐ ব্যক্তি যে মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে। ইনি ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধরে না।[৬৬৬]

হাদীসটি সহীহ। আল্লামা হায়সামী বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২। **জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন কওমের কল্যাণ চান তখন তাদের মাঝে কোমলতা ঢুকিয়ে দেন।"** (বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১২৬৫১। আল্লামা হায়সামী বলেন : এর রিজাল সহীহ রিজাল)

[৬৬৫] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৪৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৯৩৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[৬৬৬] **হাদীস হাসান** : ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। তিরমিযী হা/২৫০৭, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৯৩৯।

সাক্ষাতে হাসিমুখে উত্তম কথা বলার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

(৬৬৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সুন্দর কথাও একটি সদাক্বাহ।[৬৬৭]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ .

(৬৬৮) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন : ভাল কাজের ছোট অংশকেও অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ এর মত বিষয় হয়।[৬৬৮]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ".

(৬৬৯) 'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) জাহান্নামের উল্লেখ করলেন, তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তারপর (আবার) জাহান্নামের উল্লেখ করলেন, চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অতঃপর বললেন : তোমরা জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো। এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো। কেউ এরূপ করতেও সক্ষম না

---

[৬৬৭] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/২৭৬৭, সহীহ মুসলিম হা/২৩৮২- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[৬৬৮] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৬৮৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার।

হলে অন্তত ভাল ও মধুর কথার দ্বারা হলেও যেন সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে।[৬৬৯]

মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً " .

(৬৭০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক (ফিরিশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন : কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এ পথ চলা। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলে।[৬৭০]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসা

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلاَلِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ " .

(৬৭১) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন : আমার মর্যাদা

---

[৬৬৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬০৭৮, সহীহ মুসলিম হা/২৩৯৬- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[৬৭০] **হাদীস হাসান :** তিরমিযী হা/২০০৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, মিশকাত হা/৫০১৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ও পরাক্রমের টানে যারা পরস্পরকে ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে নূরের মিম্বার। নাবী এবং শহীদগণ পর্যন্ত তাদের সাথে (মর্যাদা দেখে) ঈর্ষা করবেন।[৬৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ..

(৬৭২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন। (তাদের মধ্যে চতুর্থজন হলেন), এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করে, এই সম্পর্কেই একত্র হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়।[৬৭২]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ফাযীলাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ.

---

[৬৭১] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৩৯০- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ৪/৪৭, মিশকাত হা/৫০১১। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৭২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬২০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৪২৭, তিরমিযী হা/২৩৯১, আহমাদ হা/৯৬৬৫, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৫৮, ইবনু হিব্বান হা/৪৫৬৩, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৫, আবূ আওয়ানাহ হা/৫৬৭০, নাসায়ীর 'সুনানুল কুবরা' হা/৫২৮৫, মুয়াত্তা মালিক হা/১৫০১, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৯৩, ১১০৫, ইরওয়াউল গালীল হা/৮৮৭। হাদীসটি ইতিপূর্বে ফাযায়িলে সলাত, ফাযায়িলে সদাক্বাহ ও ফাযায়িলে যুহদ অধ্যায়ে গত হয়েছে।

(৬৭৩) সাহ্‌ল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রাগ বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে, মহান আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে এনে জান্নাতের যেকোন হুরকে নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দিবেন।[৬৭৩]

সালাম দেয়ার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

(৬৭৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলো, ইসলামের কোন কাজটি সব চাইতে উত্তম? তিনি (সাঃ) বললেন : ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং চেনা-অচেনা নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা।[৬৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

(৬৭৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে

---

[৬৭৩] **হাদীস হাসান :** ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/২০২১, আবূ দাউদ হা/৪৭৭৭, জামিউস সাগীর হা/১১৪৬৮, সহীহ আত-তারগীব হা/২৭৫৩, রাওযুন নাযীর হা/৪৮১, ৮৫৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৬৭৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১১, ২৭, সহীহ মুসলিম হা/১৬৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

পারবে না এবং পরস্পরকে না ভালবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমানের পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের একে অপরের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার করো।[৬৭৫]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَشْرٌ " . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ " عِشْرُونَ " . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ " ثَلاَثُونَ "

(৬৭৬) 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আস্ সালামু 'আলাইকুম। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসার পর নাবী (সাঃ) বললেন : দশটি সাওয়াব লিখা হয়েছে। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আস্ সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি তার জবাব দিলেন। লোকটি বসে গেলে নাবী (সাঃ) বললেন : বিশটি সাওয়াব লিখা হয়েছে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আস্ সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি

---

[৬৭৫] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/২০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : নাবী (সাঃ) বলেন : "হে লোক সকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করো এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সলাত আদায় করো। তাহলে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৫৬৯, সহীহ জামি' আত-তিরমিযী হা২৪৮৫, সহীহ আল-জামি' হা/৭৮৬৫)

ওয়া বারাকাতুহু। তিনি তার জবাব দিলেন এবং লোকটি বসে পড়লে তিনি বললেন : ত্রিশটি সাওয়াব লিখা হয়েছে।[৬৭৬]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ " .

(৬৭৭) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি শ্রেয়, যে আগে সালাম দেয়।[৬৭৭]

মুসাফাহ্ করার ফাযীলাত

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا " .

(৬৭৮) বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন দু' জন মুসলিম মিলিত হওয়ার পর মুসাফাহ করে, তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৬৭৮]

---

[৬৭৬] হাদীস সহীহ : আবূ দাউদ হা/৫১৯৫, তিরমিযী হা/২৬৮৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, তা'লীকুর রাগীব ৩/২৬৮, রিয়াদুস সালিহীন হা/৮৫৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৭৭] হাদীস সহীহ : আবূ দাউদ হা/৫১৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, মিশকাত হা/৪৬৪৬, সহীহ আল-কালিমুত তাইয়্যিব হা/১৯৮। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৭৮] হাদীস সহীহ : আবূ দাউদ হা/ ৫২১২, তিরমিযী হা/২৭২৭, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৩, আহমাদ হা/১৮৫৪৭, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/২৬২৩১, বায়হাক্বী। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৫২৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৮৪৫৬, ১৮৬০৫, ১৮৪৫৭) : এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু দূর করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي عَلَى طَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ، فَقَالَ: لَأَرْفَعَنَّ هَذَا لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ لِي بِهِ، فَرَفَعَهُ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ بِهِ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " .

(৬৭৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলাচলের পথে কাঁটাযুক্ত ডাল পেলো। সে বললো, আমি অবশ্যই এটিকে উঠিয়ে ফেলে দিবো, হয়তো আল্লাহ এর কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর সে তা উঠিয়ে ফেলে দিলো। এতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।[৬৭৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلَ رَجُلُ الْجَنَّةَ فِيْ غُصْنِ شَجَرَةٍ أَوْ فِيْ أَصْلِ شَجَرَةٍ كَانَتْ فِيْ الطَّرِيْقِ وَ كَانَتْ تُؤْذِىْ أَهْلَ الطَّرِيْقِ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَطَعَهُ فحُوْسِبَ فَغُفِرَ لَهُ .

(৬৮০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক ব্যক্তি গাছের একটি ডাল বা গাছের মূলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সেটি পথচারীদেরকে কষ্ট দিতো। লোকটি

---

[৬৭৯] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১০২৮৯- হাদীসের শব্দাবলী তার। হাদীসটির বহু শাওয়াহিদ বর্ণনা রয়েছে। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১০৮৪০, ১০২৩৮) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেছেন : এর সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

সেদিক দিয়ে অতিক্রমকালে সেটিকে কেটে ফেলে দেয়। অতঃপর তার কাছ থেকে এর হিসাব নেয়া হয় এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৬৮০]

---

[৬৮০] **হাদীস সহীহ :** ইবনু শাহীন হা/৫৫২- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব সালিহ মুহাম্মাদ মুসলিহ আল-ওয়াঈদ : সানাদ সহীহ। হাদীসটির মুতাবা'আত বর্ণনা রয়েছে সহীহ মুসলিম হা/৬৮৩৬-৬৮৪০, ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮২।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **নাবী (সাঃ) বলেন : "আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। গাছটি সে রাস্তার উপর থেকে এজন্য কেটে ফেলেছিলো যে, তাতে লোকদের কষ্ট হতো।"** (সহীহ মুসলিম হা/৬৮৩৭, সহীহ আত-তারগীব)

২। **আনাস (রাঃ) বলেন, একটি গাছের কারণে লোকজনের অসুবিধা হতো। এটা দেখে এক লোক এসে সেটিকে লোকদের চলাচলের পথ থেকে সরিয়ে ফেললো। আনাস বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : "আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের ছায়ায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।"** (আবূ ইয়ালা, আহমাদ, আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/২৯৭৭)

৩। **আবু বারযা বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন : তুমি লক্ষ্য করো মানুষের চলাচলের পথে কোন বস্তু মানুষকে কষ্টে ফেলে। পথ থেকে সেগুলো তুমি দূরীভূত করো।** (সহীহ মুসলিম হা/৬৮৩৯, ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮১- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। ইবনু শাহীন হা/৫৪৯- তাহক্বীক্ব : সালিহ মুহাম্মাদ মুসলিহ আল-ওয়াঈদ)

৪। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলাচলের পথে কোন কষ্টকর বস্তু দেখতে পেলে বলতো : আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এটিকে উঠিয়ে ফেলে দিবো, যেন কোন মুসলিম এর দ্বারা কষ্ট না পান। অতঃপর সে তা উঠিয়ে ফেলে দিলো। এতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"** (ইবনু শাহিন হা/৫৫০- তাহক্বীক্ব সালিহ মুহাম্মাদ মুসলিহ আল-ওয়াঈদ : হাদীস সহীহ)

৫। **'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের রাস্তার একটি গর্ত বন্ধ করে আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করবেন এবং তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন।** (সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৮৯২)

৬। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : একদা এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেলো। সে তা তুলে ফেলে দিলো। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।** (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী)

মন্দ কাজে বাধা প্রদানের ফাযীলাত

عَنْ اَبِيْ سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ».

(৬৮১) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ মন্দ কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বীয় হাতের দ্বারা (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) তা পরিবর্তন করে দেয়। যদি তার এই ক্ষমতা না থাকে, তবে সে মুখ দ্বারা (প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি এই সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে, তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।[৬৮১]

৭। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।" (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম। হাদীসটি ফাযায়িলে কালেমা অধ্যায়ে গত হয়েছে)

[৬৮১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/১৮৬- হাদীসের শব্দাবলী তার। আহমাদ হা/১১০৭২, ১১৪৬০, ১১৮৭৬- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/৪০১৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আবূ দাউদ হা/১১৪০, ৪৩৪০, আবূ ইয়ালা হা/১২০৩, ইবনু হিব্বান হা/৩০৭, বায়হাক্বীর সুনান।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শির্ক ও বিদ'আতসহ যাবতীয় মন্দ কাজ দূরীকরণে প্রচেষ্টার স্তর অনুযায়ী ঈমানের মান প্রকাশ পাবে এবং সেই অনুপাতে ফাযীলাত অর্জন হবে।

ফাযায়িলে যুহ্‌দ

[পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তির ফাযীলাত]

যুহ্‌দ পরিচিতি

যুহ্‌দ অর্থ : ত্যাগ করা, পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি উদাসীন থাকা। অর্থাৎ দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত না হওয়া, আখিরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণের দিকটি চিন্তা করে দুনিয়াবী স্বার্থ বা বিলাসীতাকে বর্জন করা।

মহান আল্লাহ বলেন :

"মানুষের জন্য নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং শস্যক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ সুশোভিত করা হয়েছে। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ব্যবহারিক উপকরণ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বাসস্থান।" (সূরাহ আলে 'ইমরান : ১৪)

"তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন কেবল খেল-তামাশা, জাঁক-জমক, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের চেয়ে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র। যেমন বৃষ্টির দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দান করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় তখন তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, তারপর তা পরিণত হয় খড়-কুটায়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং (মু'মিনদের জন্য) রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন তো নিছক প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।" (সূরাহ আল-হাদীদ : ২০)

আল্লাহর কাছে আশা ও সুধারণা করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ.

(৬৮২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : "আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আছি (অর্থাৎ সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি)। সে আমাকে যেখানেই স্মরণ করে আমি সেখানেই তার সাথে আছি।" আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ বিশাল প্রান্তরে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তার বান্দা তাওবাহ করলে তার চাইতেও বেশি আনন্দিত হন। (আল্লাহ আরো বলেন) : যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, আর যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু' হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই।[৬৮২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(৬৮৩) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাঁর ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে

---

[৬৮২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬৮৫৬, ৬৯৮২, সহীহ মুসলিম হা/৭১২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যেন মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে মারা না যায়।[৬৮৩]

আল্লাহর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার ফাযীলাত

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

(৬৮৪) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে, তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক্ব দেয়া হয় তোমাদেরকেও সেভাবে রিযিক্ব দেয়া হবে। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।[৬৮৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ " .

(৬৮৫) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নাবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতো আর অপর জন উপার্জনে লিপ্ত থাকতো। একদা ঐ

---

[৬৮৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭৪১২- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৬৮৪] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৩৪৪, ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ আহমাদ হা/৩৭৩, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৮৯৪- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৩১০। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সমর্থন করেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন : বরং এটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে নাবী (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলো। তিনি তাকে বললেন : হয়তো তার কারণে তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছো।[৬৮৫]

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ.

(৬৮৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত দুধ স্তনে ফিরে না যায় (অর্থাৎ দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমন তারও জাহান্নামে প্রবেশ করা অসম্ভব)।[৬৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

(৬৮৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে সেদিন তার ছায়াতলে স্থান দিবে, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়াই থাকবে না। (তাদের সপ্তম ব্যক্তি

---

[৬৮৫] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৩৪৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩২০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, রাওইয়ানীর মুসনাদ ক্বাফ/১/২৪১, ইবনু 'আদীর কামিল ২/৬৮২, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/২৭৬৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী উভয়ের সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৮৬] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১৬৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ শব্দে নাসায়ী হা/৩১০৮, তা'লীকুর রাগীব ২/১৬৬, মিশকাত হা/৩৮২৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হলেন) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দু' চোখের পানি ফেলে (কাঁদে)।[৬৮৭]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

(৬৮৮) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর কাছে দুটি ফোঁটা ও দুটি নিদর্শনের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। ফোঁটা দুটি হলো : আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দুটি হলো : আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষত এবং আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয আদায় করতে গিয়ে যে ক্ষত হয় (যেমন কপালে সাজদাহ্র দাগ)।[৬৮৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ " .

(৬৮৯) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : দু' ধরনের চোখকে জাহান্নামের

---

[৬৮৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬২০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৪২৭, তিরমিযী হা/২৩৯১, আহমাদ হা/৯৬৬৫, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৫৮, ইবনু হিব্বান হা/৪৫৬৩, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৫, আবূ আওয়ানাহ হা/৫৬৭০, নাসায়ীর 'সুনানুল কুবরা' হা/৫২৮৫, মুয়াত্তা মালিক হা/১৫০১, ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৯৩, ১১০৫। হাদীসটি ইতিপূর্বে গত হয়েছে ফাযায়িলে সলাত ও ফাযায়িলে সদাক্বাহ অধ্যায়ে।

[৬৮৮] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/১৬৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২/১৮০। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে (২) যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়।[৬৮৯]

দরিদ্র জীবনযাপন ও দুনিয়ার বস্তুর প্রতি মোহ কম থাকার ফাযীলাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ».

(৬৯০) সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় আমরা খন্দক খনন করছিলাম এবং আমাদের কাঁধে মাটি বহন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, আপনি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন।[৬৯০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ .

---

[৬৮৯] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/১৬৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ২/১৫৩, মিশকাত হা/৩৮২৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য, হাদীসটি ফাযায়িলে জিহাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৬৯০] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৩৫১৩, সহীহ মুসলিম হা/৪৭৭৩- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

(৬৯১) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়াতে যে সবচাইতে ধনী ছিল, তাকে উপস্থিত করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে : হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো শান্তিতে জীবন যাপন করেছো? সে বলবে : 'না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে আমার প্রতিপালক! কখনোই না।' অতঃপর জান্নাতের মধ্য হতেও একজনকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে অভাবগ্রস্ত ছিল। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে : তুমি কি কখনো অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করেছো? সে বলবে : 'না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কখনো অভাব অনটন দেখিনি এবং আমার উপর দিয়ে তেমন কোন দুর্দশার সময়ও অতিবাহিত হয়নি।[৬৯১]

عَنْ مُسْتَوْرِدٍ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ.

(৬৯২) বানূ ফিহ্‌রের ভাই মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় অতটুকুই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে ভিজিয়ে দেখল যে, এতে কি পরিমাণ পানি লেগেছে। এ সময় বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়া শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করেছেন।[৬৯২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

---

[৬৯১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭২৬৬- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৬৯২] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭৩৭৬- হাদীসের শব্দাবলী তার।

(৬৯৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের চাইতে নীচু মর্যাদা সম্পন্ন লোকের দিকে তাকাও এবং উচ্চ মর্যাদাশীলের দিকে তাকিও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে ছোট মনে না করার জন্য এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা।[৬৯৩]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ.

(৬৯৪) সাহল ইবনু সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে। জবাবে নাবী (সাঃ) বললেন : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে সেদিকে লোভ করো না, মানুষও তোমাকে ভালবাসবে।[৬৯৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ .

---

[৬৯৩] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৫১৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/৪১৪২। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ । শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৯৪] **হাসান সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/৪১০২- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৮৭৩- যাহাবীর তা'লীকৃসহ, ইবনু আদীর 'কামিল' ২/১১৭, রাওইয়ানীর মুসনাদ ২/৮১৪, ত্বাবারানী কাবীর হা/৫৮৩৯, বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান হা/১০০৪৩, ১০০৪৪, সহীহ আল জামি' হা/৯২২, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/৯৪৪, সহীহ আত-তারগীব হা/৩২১৩। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ, অথবা অন্ততপক্ষে হাসান। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার বিরোধীতা করেছেন। হাদীসটিকে হাসান বলেছেন ইমাম নাববী, হাফিয ইরাক্বী ও আল্লামা হায়সামী।

(৬৯৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : গরীব ঈমানদাররা ধনীদের চাইতে অর্ধেক দিন তথা পাঁচশো বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬৯৫]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ و عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ .

(৬৯৬) ইবনু 'আব্বাস ও 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি জান্নাতের অবস্থা অবগত হলাম। আমি দেখতে পেলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র আর আমি জাহান্নাম দেখতে পেলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।[৬৯৬]

عَنْ أُسَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ .

(৬৯৭) উসামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব ও দরিদ্র। আর সম্পদশালীদের আটকে রাখা হয়েছে। আর ইতোপূর্বে জাহান্নামীদেরকে জান্নামে ঢুকানোর নিদের্শ হয়ে গেছে। আর আমি জাহান্নামের দরজায় তাকিয়ে দেখলাম, তাতে প্রবেশকারীর অধিকাংশই নারী।[৬৯৭]

---

[৬৯৫] **হাসান সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/৪১২২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/২৩৫৩, তা'লীকুর রাগীব ৪/৮৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৬৯৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৪৭৯৯- 'ইমরান ইবনু হুসাইন থেকে, সহীহ মুসলিম হা/৭১১৪- ইবনু 'আব্বাস থেকে। হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের।

[৬৯৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬০৬৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৭১১৩।

নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগকারীর ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ " . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ " اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ " .

(৬৯৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এমন কে আছে যে, আমার নিকট হতে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী নিজেও 'আমল করবে অথবা এমন কাউকে শিক্ষা দেবে যে অনুরূপ 'আমল করবে? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আছি। অতঃপর নাবী (সাঃ) আমার হাত ধরলেন এবং গুনে গুনে পাঁচটি কথা বললেন : তুমি হারামসমূহ হতে বিরত থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আবেদ বলে গণ্য হবে। তোমাদের ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে খুশি থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বনির্ভর হিসেবে গণ্য হবে। প্রতিবেশীর সাথে ভদ্র আচরণ করলে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে। যা নিজের জন্য পছন্দ কর তা অন্যের জন্যও পছন্দ করতে পারলে প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে এবং অধিক হাসা থেকে বিরত থাকবে। কেননা অতিরিক্ত হাসা অন্তরকে মেরে ফেলে।[৬৯৮]

---

[৬৯৮] হাদীস সহীহ : তিরমিযী হা/২৩০৫, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্ হা/৯৩০, তাখরীজুল মুশকিলাহ হা/১৭। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সন্দেহমূলক জিনিস পরিহার ও পরহেজগারীতা অবলম্বনের ফাযীলাত

عَنْ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

(৬৯৯) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সংশয়পূর্ণ জিনিস। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে না। যে ব্যক্তি এসব সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকবে সে-ই তার দ্বীন ও ইজ্জত সম্মানকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামের মধ্যে পতিত হবে। তার উদাহরণ ঐ রাখালের ন্যায় যে চারণ ভূমির আশেপাশে তার ছাগল বা মেষপাল চরায়। এরূপ অবস্থায় সর্বদাই উক্ত প্রাণী তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমা হচ্ছে তার হারাম করা জিনিসসমূহ।[৬৯৯]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

---

[৬৯৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা৫০, সহীহ মুসলিম হা/৪১৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

(৭০০) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (সাঃ) রাস্তা অতিক্রমের সময় পথে একটি খেজুর পেলেন। তখন তিনি বললেন : এটি যদি সদাক্বাহর মাল হওয়ার আশংকা না থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই এটা খেতাম।[৭০০]

মানুষের ফিতনাহ্ ও অন্যায় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ফাযীলাত

عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ .

(৭০১) সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ মুত্তাকী, প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ও আত্মগোপনকারী বান্দাকে ভালবাসেন।[৭০১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

(৭০২) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক সবচেয়ে উত্তম? জবাবে নাবী (সাঃ) বললেন : ঐ মুজাহিদ মুমিন, যে তার মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারা জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? নাবী (সাঃ) বললেন : তারপর ঐ ব্যক্তি যে পাহাড়ের কোন গিরিপথে

---

[৭০০] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/২২৫২- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ সহীহ মুসলিম হা/২৫২৭।

[৭০১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭৬২১- হাদীসের শব্দাবলী তার।

নির্জনে 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে, তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে এবং লোকদের তার অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত রাখে।[৭০২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ.

(৭০৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : লোকদের মধ্যে ঐ লোকের জিন্দেগী উৎকৃষ্ট, যে কয়েকটি ছাগল নিয়ে এ পাহাড়ের মত কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় অথবা উপত্যকাসমূহের কোন এক উপত্যকায় অবস্থান করে, সলাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং আমৃত্যু তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে। লোকদের সাথে সদাচরণ ছাড়া আর কিছুকেই প্রশ্রয় দেয় না।[৭০৩]

স্বল্পভাষী হওয়া এবং অনর্থক কথা না বলার ফাযীলাত

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ " .

(৭০৪) 'আলী ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অনর্থক আচরণ ত্যাগ করা।[৭০৪]

---

[৭০২] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/২৫৭৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৪৯৯৪।

[৭০৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৪৯৯৭- হাদীসের শব্দাবলী তার।

[৭০৪] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/২৩১৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ .

(৭০৫) বিলাল ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কখনো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, অথচ আল্লাহ তার এ কথার কারণে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। অথচ এ কথার কারণে আল্লাহ তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন।[৭০৫]

মুমিন ব্যক্তির দীর্ঘায়ু ও সুন্দর আমলের ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ : " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ " .

(৭০৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা এক গ্রাম্য লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রাসূলুল্লাহ

[৭০৫] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৩১৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(সাঃ) বললেন : যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে এবং তার 'আমলও সুন্দর হয়েছে।[৭০৬]

অল্পে তুষ্ট থাকার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ.

(৭০৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে এবং তার নিকট ন্যূনতম রিযিক্ব রয়েছে এবং তাকে মহান আল্লাহ অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফিক দিয়েছে, সে-ই সফলকাম হলো।[৭০৭]

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ.

(৭০৮) ফাদালাহ ইবনু 'উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করা হয়েছে এবং তার জীবিকা ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক এবং সে তাতেই খুশি।[৭০৮]

---

[৭০৬] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৩২৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৮৩৬, রাওযুন নাযীর হা/৯২৬, মিশকাত হা/৫২৮৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭০৭] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৩৪৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭০৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৩৪৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ্ হা/১৫০৬, তা'লীকুর রাগীব ২/১১। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিন ব্যক্তিকে ভালবাসার ফাযীলাত

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَذَا.

(৭০৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্র নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামাত কবে হবে? নাবী (সাঃ) সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি (সাঃ) বললেন : ক্বিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তখন লোকটি বললো, আমি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (সাঃ) বললেন : এর জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? লোকটি ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তেমন দীর্ঘ (নফল) সলাত ও (নফল) রোযাও রাখিনি। তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে, ক্বিয়ামাতের দিন সে তার সাথেই অবস্থান করবে। তুমিও যাকে ভালবাসো তার সাথেই অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন : সাহাবীরা এ কথায় এতো খুশি হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদেরকে অন্য কোন বিষয়ে এতো খুশি হতে দেখিনি।[৭০৯]

---

[৭০৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৩৪১২, সহীহ মুসলিম হা/৬৮৭৮, ৬৮৮১, ৬৭৮৩, তিরমিযী হা/২৩৮৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, রাওযুন নাযীর হা/১০৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

কঠিন অবস্থায় আল্লাহর 'ইবাদাত করার ফাযীলাত

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ »

(৭১০) মা'ক্বাল ইবনু ইয়াসার হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কঠিন পরিস্থিতিতে 'ইবাদাত করা আমার নিকট হিজরাত করে আসার সমতুল্য (সওয়াব রয়েছে)।[৭১০]

বুখারীর বর্ণায় রয়েছে : **"তখন আনাস (রাঃ) বলেন : আমি নাবী (সাঃ), আবূ বাক্র (রাঃ) ও 'উমার (রাঃ)-কে ভালবাসি। আর আমি আশা করি যে, তাঁদের প্রতি আমার ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সাথেই থাকবো। যদিও আমি তাঁদের সম-পরিমাণ 'আমল না করি।"**

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **"যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই থাকবে এবং সে যা অর্জন করেছে তা-ই পাবে। তুমি যাকে ভালবাসো তার সাথেই থাকবে, তুমি যা নিয়্যাত করেছো তা-ই পাবে।"** (সিলসিলাহ সহীহা হা/৩২৫৩)

২। **"তুমি ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং আল্লাহভীরু লোক ছাড়া কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।"** (তিরমিযী হা/২৩৯৫। ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

[৭১০] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭৫৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

ফাযায়িলে তাওবাহ ও ইস্তিগফার

তাওবাহ ও ইস্‌তিগফার পরিচিতি

তাওবাহ্ এর শাব্দিক অর্থ হলো : ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। শরীয়তের পরিভাষায় তাওবাহ্ হলো : অতীতের কাজের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করা এবং পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

ইস্‌তিগফার অর্থ হলো : ক্ষমা চাওয়া, মাফ চাওয়া, মার্জনা প্রার্থনা করা। পরিভাষায় আল্লাহর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও গুনাহের মন্দ পরিণাম থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করাকে ইস্‌তিগফার বলে।

তাওবাহ্ করা ও গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

(৭১১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাহ্য় তোমাদের ঐ লোকের চাইতে বেশি খুশি হন মরুভূমিতে যার উট হারিয়ে যাওয়ার পর তা সে ফিরে পেলো।[৭১১]

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا .

(৭১২) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর রহমাতের হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের গুনাহগার তাওবাহ্ করে। আর তিনি প্রতিদিনই তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যেন রাতের গুনাহগার তাওবাহ্ করে।[৭১২]

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلِيَّهَا فَقَالَ « أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا ». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ –

[৭১১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭১২৯- হাদীসের শব্দাবলী তার।
[৭১২] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭১৬৫- হাদীসের শব্দাবলী তার।

صلى الله عليه وسلم- فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى ».؟!

(৭১৩) 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। জুহায়নাহ গোত্রের এক মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনার গুনাহ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। তার অভিভাবককে ডেকে এনে নাবী (সাঃ) বললেন : এর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। সে সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এ ব্যক্তি তাই করলো। অতঃপর নাবী (সাঃ) তাকে যিনার শাস্তির আদেশ করলেন। তার শরীরের সাথে কাপড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া হলো এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জানাযার সলাত আদায় করলেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো যিনা করেছে, আপনি তবুও এর জানাযার সলাত আদায় করছেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সে এমন তাওবাহ্ করেছে যা সত্তরজন মাদীনাহ্বাসীর মাঝে বণ্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেত। আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে যে মহিলা স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেয় তার এমন তাওবাহর চাইতে উত্তম কোন কাজ তোমার কাছে আছে কি?[৭১৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

[৭১৩] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৪৫২৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/৩১৫০। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৭১৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর শপথ! আমি সত্তর বারের বেশি তাওবাহ্ করি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।[৭১৪]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدْ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ .

---

[৭১৪] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/৫৮৩২- হাদীসের শব্দাবলী তার।
অন্য বর্ণনায় রয়েছে : নাবী (সাঃ) বলেন : "হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। কেননা, আমি প্রতিদিন একশো বার তাওবাহ্ করি।" (সহীহ মুসলিম)

(৭১৫) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তি নিরানব্বই জনকে হত্যা করার পর পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধানে বেরিয়ে পরলো। তাকে এক খৃষ্টান দরবেশের খোঁজ দেয়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে বললো যে, সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে, তার জন্য এখন তাওবাহর সুযোগ আছে কি? দরবেশ বললো, নেই। ফলে দরবেশকে হত্যা করে সে একশো সংখ্যা পূর্ণ করলো। অতঃপর পুনরায় সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের খোঁজে বেরিয়ে পড়লে তাকে এক আলিমের খোঁজ দেয়া হলো। তার কাছে গিয়ে সে বললো, সে একশো লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবাহর সুযোগ আছে কি? আলিম বললো, হ্যাঁ, তাওবাহর সুযোগ আছে। তাওবাহর বাঁধা কে হতে পারে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর 'ইবাদাত করছে। তাদের সাথে তুমিও 'ইবাদাত করো। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। কারণ ওটা মন্দ এলাকা। ফলে নির্দেশের স্থানের দিকে লোকটি চলতে থাকলো। অর্ধেক রাস্তা গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়লো। তখন রহমাতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলো। রহমাতের ফিরিশতা বললেন, এ লোক তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফিরিশতা বললেন, লোকটি কখনো কোন সৎ কাজ করেনি। এমন সময় মানুষের রূপ ধারণ করে আরেক ফিরিশতা তাদের কাছে এলেন। তারা এ বিষয়ে তাদের মধ্যে তাকেই বিচারক মেনে নিলেন। বিচারক বললেন : তোমরা উভয় দিকের রাস্তার দূরত্ব মেপে দেখো। যে দিকটি নিকটে হবে সে সেটিরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সেদিকটির নিকটে পাওয়া গেলো। ফলে রহমাতের ফিরিশতাগণ তার জান কবয করলেন।[৭১৫]

---

[৭১৫] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭১৮৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহুল বুখারী হা/৩২১১।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ .

(৭১৬) আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা অপরাধ না করতে তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ সরিয়ে নিতেন, অতঃপর এমন এক জাতি প্রেরণ করতেন যারা অপরাধ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।[৭১৬]

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

(৭১৭) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দু'আ করতে থাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ আমি তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করতে থাকবো, তোমার গুনাহের পরিমাণ যত বেশিই এবং যত বড়ই হোক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোন তোয়াক্কা করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো। এ ব্যাপারে আমি কোন পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবীর সমান গুনাহ্সহ্ উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না

---

[৭১৬] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭১৪০- হাদীসের শব্দাবলী তার।

করে থাকো, তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবীর সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে এগিয়ে যাবো।[৭১৭]

---

[৭১৭] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৩৫৪০- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ। আহমাদ হা/২১৪৭২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস হাসান। দারিমী হা/২৭৮৮, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৬০৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আল-জামি' হা/৪৩৩, তা'লীকুর রাগীব, রাওযুন নাযীর হা/৪৩২, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১২৭-১২৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তালখীস গ্রন্থে বলেন : সহীহ। শায়খ আলবানী এর সানাদকে হাসান এবং হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে : "আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতুবু ইলায়হি"- তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ণ করার মত গুনাহ করলেও।** (সহীহ তিরমিযী হা/৩৫৭৭, আবূ দাউদ হা/১৫১৭, তা'লীকুর রাগীব ২/২৬৯, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ)

২। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো, বান্দা বলবে : "আল্লাহুমা আনতা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দীকা মাসতাত্বা'তু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিমা সনা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা"- যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে এ দু'আ দিনের বেলা পাঠ করে এবং সন্ধ্যা হবার পূর্বেই যদি মারা যায় তবে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলা এ দু'আ পাঠ করে এবং সকাল হবার পূর্বেই মারা যায়, তবে সে জান্নাতী।** (সহীহুল বুখারী)

দৃষ্টি আকর্ষণ : খাঁটি তাওবাহ্‌র শর্তসমূহ

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্‌ করো খাঁটি তাওবাহ। আশা করা যায়, তোমাদের রব্ব তোমাদের মন্দ 'আমলগুলো মিটিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হয়।" (সূরাহ আত-তাহরীম : ৮)

তাওবাহ শব্দটি একটি ব্যাপক ও মহান শব্দ। এর গভীর অর্থ রয়েছে, অনেকেই যেমন মনে করেন বিষয়টি তেমন নয়। শুধু মুখে উচ্চারণ করলো আর পাপের উপর অবিচল থাকলো তা নয়। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো।" (সূরাহ হূদ : ৩)

তাওবাহ ক্ষমা প্রার্থনার চেয়েও বেশি একটা কিছু। মহান বিষয়ের তো অবশ্যই কিছু শর্ত থাকবে। 'আলিমগণ তাওবাহ্‌র কিছু শর্ত দিয়েছেন। যা কুরআন-হাদীস

থেকে গৃহীত। এখানে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হলো : (১) সঙ্গে সঙ্গে পাপ থেকে ফিরে আসা, (২) যা ঘটেছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (৩) পুনরায় পাপ না করার অঙ্গীকার করা, (৪) যাদের উপর জুলুম করেছে তাদের হক্বসমূহ ফেরত দেয়া অথবা তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

কতিপয় 'আলিম খাঁটি তাওবাহ তথা তাওবাতুন নাসূহার কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন। তা হলো :

প্রথমত : শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই পাপ ত্যাগ করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। যেমন, সেটি করতে না পারা বা মানুষের ভর্ৎসনার ভয় করা ইত্যাদি।

সুতরাং যে ব্যক্তি এই কারণে পাপ ত্যাগ করে যে, এতে তার সুনাম নষ্ট হবে অথবা চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হবে- তাকে তাওবাহ্কারী বলা যাবে না। তেমনিভাবে যে নিজের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পাপ ত্যাগ করলো, যেমন ব্যভিচার ও অশ্লীলতা ছেড়ে দিলো সংক্রামক রোগের ভয়ে অথবা এটি তার শরীরকে অথবা স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করে ফেলবে এই ভয়ে- তাকেও তাওবাহ্কারী বলা যাবে না। যে ব্যক্তি বাড়ির পথ খুঁজে না পেয়ে বা ধন ভাণ্ডার খুলতে না পেরে অথবা প্রহরী বা পুলিশের ভয়ে চুরি ছেড়ে দিলো- তাকে তাওবাহ্কারী বলা যাবে না। যে ব্যক্তি এ আশংকায় ঘুষ নেয়া বাদ দিলো যে, ঘুষদাতা ঘুষ দমন বিভাগের লোক হতে পারেন- তাকে তাওবাহ্কারী বলা যাবে না। যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের ভয়ে মদপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ বন্ধ করে দিলো- তাকে তাওবাহ্কারী বলা যাবে না। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছার বাইরে কোন কারণে পাপের কাজ ছেড়ে দিলো তাকেও তাওবাহ্কারী বলা যাবে না, যেমন মিথ্যুক। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে সে কথা বলতে পারে না অথবা ব্যভিচারী যখন যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা চোর যদি কোন দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়ে আঙ্গুল হারায়। এ ধরনের লোকদের অবশ্যই অনুতাপ থাকতে হবে অথবা ভাল কাজের সুযোগ হারিয়ে যাওয়ায় আক্ষেপ করতে হবে।

'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "অনুতাপই হচ্ছে তাওবাহ।" (ইবনু মাজাহ হা/৪২৫২, আহমাদ হা/৩৫৬৮, ৪০১২, ৪০১৪। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীসটি সহীহ)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "পাপের কাফফারাহ হলো অনুতাপ।" (আহমাদ হা/২৬২৩, ত্বাবারানী। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি)

দ্বিতীয়ত : পাপ ও তার কুফলের কদর্যতা অনুভব করবে। এর অর্থ হলো, খাঁটি তাওবাহ্র ক্ষেত্রে বিগত পাপকে স্মরণ করার সময় তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভূত হবে না, ভবিষ্যতে আবার পাপের পথে ফিরে যাওয়ার বাসনা থাকবে না।

পাপের কারণে যেসব কুফল হয় তার কয়েকটি হলো : জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া, বরকত উঠে যাওয়া, সফলতা কম আসা, দুশ্চিন্তা, হতাশা, বিভিন্ন বিষয়ে জটিলতা, অন্তরে মোহর পড়ে যাওয়া, দু'আ কবূল না হওয়া, আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়া, গযব নেমে আসা, জলে স্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া, অশুভ পরিসমাপ্তি, আখিরাতের শাস্তি ইত্যাদি। বান্দা পাপের এসব অপকারীতা জেনে পুরোপুরি পাপ থেকে দূরে থাকবে।

তৃতীয়ত : বান্দা যেন দ্রুত তাওবাহ করে। তাই দেরিতে তাওবাহ করাটাও আরেকটি পাপ যা থেকে তাওবাহ করা প্রয়োজন।

চতুর্থত : তাওবাহ্য় ত্রুটি রয়ে গেছে এই ভয় যেন থাকে। সেটি কবূল হয়ে গেছে এমন দৃঢ় ধারণা যেন না করে।

পঞ্চমত : যদি সম্ভব হয় তাহলে আল্লাহর যে হক্ব ছুটে গেছে তা যেন পূরণ করে। যেমন, যাকাত- যা আগে সে দেয়নি। এতে গরীবেরও হক্ব রয়েছে।

ষষ্ঠত : পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকায় যেন পাপের স্থান থেকে দূরে থাকে।

সপ্তমত : যে তাকে পাপে সহযোগিতা করেছে তার নিকট থেকে যেন দূরে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

"পরহেযগার মুত্তাক্বী বন্ধু ছাড়া অন্য সকল বন্ধু সেদিন শত্রু হয়ে যাবে।" (সূরাহ যুখরূফ : ৬৭)

অসৎ বন্ধুরা ক্বিয়ামাতের দিন একে অপরকে অভিশাপ দিবে। সুতরাং হে তাওবাহ্কারী! আপনি তাদের থেকে দূরে থাকবেন, তাদের সম্পর্কে মানুষকে সর্তক করবেন- যদি তাদের দা'ওয়াত দিতে অপারগ হন। শয়তান যেন আপনাকে প্ররোচনা না দেয়। দা'ওয়াত দাতার ছদ্মবেশে আপনি যেন আবার তাদের দলে ভিড়ে না যান। কারণ, আপনি জানেন, তাদের প্রতিহত করতে পারবেন না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনেকে পুরনো বন্ধুর সাথে সম্পর্ক গড়তে গিয়ে আবার পাপের পথে ফিরে গেছে।

অষ্টমত : হারাম জিনিসপত্র যা সংগ্রহে আছে তা নষ্ট করে ফেলা। যেমন, মাদকদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র, হারাম মূর্তি ও ছবি, ইসলাম বিরোধী সাহিত্য ও ভাস্কর্য। এগুলো ভাঙ্গা, নষ্ট করা অথবা পুড়িয়ে ফেলা জরুরী।

নবমত : সৎ পথে অবিচল থাকার জন্য সহায়ক বন্ধু নির্বাচন করবে। যারা দুষ্ট বন্ধুদের বিকল্প হবে। আলোচনা ও শিক্ষার আসরে যাবে। উপকারী কাজে নিজের সময় ব্যয় করবে। যাতে শয়তান তাকে অতীতের কথা মনে করিয়ে দিতে না পারে।

দশমত : শরীরের প্রতি খেয়াল রাখবে। সে তার শক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগাবে। হালাল অনুসন্ধান করবে যাতে তার শরীরে পবিত্র গোশত হয়।

একাদশ : মৃত্যুকষ্ঠ হওয়ার আগে এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠার আগেই তাওবাহ করতে হবে।

ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করার আগেই তাওবাহ্ করবে, আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবূল করবেন।" (আহমাদ হা/৬১৬০, ৬৪০৮, তিরমিযী হা/৩৫৩৭, ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ হাসান)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সূর্য উঠার পূর্বে তাওবাহ্ করবে তার তাওবাহ আল্লাহ কবুল করবেন।" (সহীহ মুসলিম)- [সূত্র : 'আমি তো তাওবাহ করতে চাই কিন্তু!' মূল : মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জাদ, এছাড়াও অন্যান্য]

ফাযায়িলে নিকাহ

নিকাহ্ পরিচিতি

নিকাহের আভিধানিক অর্থ হলো : বিয়ে, সহবাস, দাম্পত্য মিলন। পরিভাষায় যে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হলে কোন পুরুষ কোন নারীর কাছ থেকে বৈধভাবে উপকার গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে তাকেই নিকাহ বলা হয়। মূলতঃ এর মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি পরিবার। এটি একটি সামাজিক বন্ধন যার মাধ্যমে প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যার ফলে একে অপরের প্রতি কতিপয় অধিকার ও দায়িত্ব পালনে আবদ্ধ হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সকল সদস্যদের স্থিতিশীল জীবন যাপনের এটিই হলো প্রধান উপাদান। তাই ইসলাম এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর জন্য চিন্তা, চেতনা, নৈতিক, সামাজিক ও শরীয়ী বিধান দিয়েছে, যার ভিত্তিতে এর পূর্ণতা আসবে এবং এর কল্যাণ সর্বদা লাভ করবে।

মহান আল্লাহ বলেন : "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।" (সূরাহ আন-নিসা : ১)

দৃষ্টি সংযত রাখার ফাযীলাত

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ".

(৭১৮) 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিবো। যখন কথা বলবে সত্য বলবে, ওয়াদা করলে তা পালন করবে, তোমাদের কাছে কোন আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করবে, তোমাদের সতিত্ব রক্ষা করবে, তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তোমাদের হাত (কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে) বিরত রাখবে।[৭১৮]

বিবাহ করার ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

---

[৭১৮] হাদীস সহীহ : আহমাদ হা/২২৭৫৭, হাকিম হা/৮১৭৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু হিব্বান হা/২৭১ মুস্তাদরাক হাকিম হা/৮০৬৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বী, ইবনু আবূ শাইবাহ, আবূ ইয়ালা, এবং সহীহ আত-তারগীব হা/১৯০১, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৪৭০। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন : এতে ইরসাল আছে। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৬৭০৯, ৭১২১) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত, তবে বর্ণনাকারী মুত্তালিব হাদীসটি 'উবাদাহ থেকে শুনেননি। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৬৫৬) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৭১৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে যুবক সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান হিফাযাতের জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক। আর যে সামর্থ রাখে না সে যেন সওম পালন করে, কেননা সওম যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।[৭১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ.

(৭২০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহর পথের মুজাহিদ, যে ধার গ্রহীতা তা পরিশোধের চেষ্টা করে এবং যে ব্যক্তি সততা বজায় রাখার জন্য (চরিত্র হিফাযাতের জন্য) বিয়ে করে।[৭২০]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " .

---

[৭১৯] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৩৪৬৪, ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, সহীহুল বুখারী হা/৪৬৭৭, আবূ দাউদ হা/২০৪৬, তিরমিযী হা/১০৮১। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭২০] **হাদীস হাসান :** তিরমিযী হা/১৬৫৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান, হা/৪০৩০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৬৭৮, ২৭৫৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(৭২১) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করলো না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেননা আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করবো।[৭২১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ " .

(৭২২) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দু'জনের পারস্পরিক ভালবাসার জন্য বিবাহের মত আর কিছু নেই।[৭২২]

সর্বোত্তম বিবাহ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ .

---

[৭২১] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৩৮৩। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ হাসান কিন্তু হাদীসটি সহীহ। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৬৬০) বলেন : হাদীসটির সহীহ শাহেদ বর্ণনা রয়েছে সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যত্র ইবনু মাসউদ ও আনাস সূত্রে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা বিয়ে করবে। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবো।"** (ইবনু মাজাহ হা/১৮৬২, আবূ দাউদ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৭৮৪- হাদীস সহীহ)

[৭২২] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৬৭৭- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বীর সুনানুল কুবরা হা/১৩৮৩৪, ১৩৮৩৫, ত্বাবারানী কাবীর হা/১০৭৩৬ সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৬২৪। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলাবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৬৬১) বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত।

(৭২৩) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে বিবাহ সহজে ও কম খরচে সম্পাদিত হয়, সেই বিবাহ হলো উত্তম বিবাহ।[৭২৩]

ধার্মিক মেয়ে বিবাহ করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، فَخُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ " .

(৭২৪) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বিয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের যেকোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। তাকে বিয়ে করা হয় তার সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে, তাকে বিয়ে করা হয় তার সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়ে, তাকে বিয়ে করা হয় তার ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে। তুমি তার ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিবে। অন্যথায় তোমার ডান হাত মাটি মিশ্রিত হোক।[৭২৪]

---

[৭২৩] **হাদীস সহীহ :** আবূ দাউদ হা/২১১৭, ইবনু হিব্বান হা/৪১৪৮- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৮৪২। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং সানাদের রিজাল মুসলিমের শর্ত মোতাবেক।

[৭২৪] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১১৭৬৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৪০৩৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৬৮০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৩০৭। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৭৩২৬) বলেন : হাদীসটি আহমাদ, আবূ ইয়ালা ও বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১১৭০৪) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

সতী ও নেককার স্ত্রীর ফাযীলাত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .

(৭২৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সমগ্র দুনিয়াটাই সম্পদ। এর মধ্যে সবচাইতে উত্তম সম্পদ হলো পরহেযগার স্ত্রী।[৭২৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِيْ الشَّطْرِ الثَّانِيْ »

(৭২৬) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ যাকে একজন সৎ স্ত্রী দান করেছেন, তাকে ইসলামের অর্ধেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। বাকী অর্ধেক সম্পর্কে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।[৭২৬]

১। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলাদের চারটির যেকোন একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তার সৌন্দর্য, সম্পদ, চরিত্র ও ধার্মিকতা। তবে ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিবে।"** (আবূ ইয়ালা, বাযযার, ইবনু হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৯ : তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান, এবং ইরওয়াউল গালীল হা/১৭৮৩ : সহীহ)

২। **"সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও ধর্মপ্রীতি। তুমি দীনদার মহিলা গ্রহণ করে সফলকাম হও।"** (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)

[৭২৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৩৭১৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : হাদীস সহীহ।

[৭২৬] **হাসান লিগাইরিহি** : মুস্তাদরাক হাকিম হা/২৬৮১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ত্বাবারানীর আওসাত হা/৯৮৫- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৫১০১, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৭৪৩৪, সহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৬। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন।

স্বামীর ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

(৭২৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : আমি যদি (আল্লাহ ছাড়া) কাউকে সাজদাহ করতে আদেশ দিতাম তাহলে আমি অবশ্যই স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজদাহ করার আদেশ দিতাম।[৭২৭]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيْ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ.

(৭২৮) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি যদি কাউকে কারোর উদ্দেশ্যে সাজদাহর আদেশ দিতাম তাহলে আমি অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজদাহ করার আদেশ দিতাম; স্ত্রীর উপর স্বামীর বিরাট হক হিসেবে। আর কোন স্ত্রীই ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করে। স্বামী যদি স্ত্রীকে কাছে পেতে চায়, আর সে পালনের উপরেও থাকে তখনও সে নিষেধ করবে না।[৭২৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যখন কোন বান্দা বিয়ে করে সে তার অর্ধেক দীন পূর্ণ করলো, কাজেই বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।"** (বায়হাক্বী- হাসান লিগাইরিহি)

[৭২৭] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী হা/১১৫৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/১৮৫২, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৯৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৭২৮] **হাসান সহীহ :** মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৩২৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩৯। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

(৭২৯) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : "যখন দুনিয়াতে কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার হুর স্ত্রীগণ বলতে থাকেন : ওহে! আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন! ওকে কষ্ট দিও না। সেতো তোমার কাছে অল্প দিনের মেহমান! অতি সত্ত্বর সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।"[৭২৯]

স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করার ফাযীলাত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

(৭৩০) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চাইতে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।[৭৩০]

আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৭৬৪৯) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং বাযযারের রিজাল সহীহ রিজাল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যখন কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে, (রমাযান) মাসের রোযা রাখবে, নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে : জান্নাতে প্রবেশ করো, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে তোমার ইচ্ছে হয় সেই দরজা দিয়েই।"** (আহমাদ, ত্বাবারানী। হাদীসটি তার মুতাবা'আত বর্ণনার দ্বারা হাসান। আলবানী একে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন)

[৭২৯] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/১১৭৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২০১৪, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৭৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৩০] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, দারিমী হা/২২৬০- তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ সহীহ, মুস্তাদরাক হাকিম

স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি অর্থ ব্যয়ের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ .

(৭৩১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তুমি যে দীনারটি আল্লাহর পথে খরচ করেছো এবং যে দীনারটি দাস মুক্তির জন্য খরচ করেছো এবং যে দীনার মিসকীনদের জন্য খরচ করেছো এবং যে দীনারটি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করেছো। এগুলোর মধ্যে তুমি তোমার পরিবারের জন্য যে দীনারটি খরচ করেছো, সেটাই অধিক সওয়াবপূর্ণ।[৭৩১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَهُ : وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ .

(৭৩২) সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে সম্পদই ব্যয় করো, তার জন্য

হা/৫৩৫৯- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৮৫, তা'লীকুর রাগীব ৩/৭২, সহীহ আত-তারগীব হা/১৯২৪-১৯২৫। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"** (তিরমিযী, ইবনু হিব্বান। ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

[৭৩১] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৩৫৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

তুমি পুরস্কৃত হবে। এমনকি তুমি যে খাবার তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও, তার জন্যও তুমি পুরস্কৃত হবে।[৭৩২]

সন্তানের সাথে সদাচরণ করার ফাযীলাত

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(৭৩৩) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা রয়েছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করে, সাধ্যমত তাদের পানাহার ও বস্ত্রের সংস্থান করে, তাহলে তারা তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।[৭৩৩]

---

[৭৩২] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৮৯৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৪২৯৬, সহীহ আত-তারগীব হা/১৯৫৩। এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"তুমি নিজেকে যা আহার করাও তা তোমার জন্য সদাক্বাহ, তোমার সন্তানকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদাক্বাহ, তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদাক্বাহ এবং তোমার চাকরকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদাক্বাহ।"** (আহমাদ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৯৫৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ)

[৭৩৩] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৭৪০৩, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/৭৬, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৮৬৮৯, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৯৪। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/১২৮৫) বলেন : এর সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৪০৬) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উল্লেখ্য, এর কিছু দুর্বল শাহেদ বর্ণনা রয়েছে নিম্নোক্ত শব্দে :

১। **যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা প্রতিপালন করে, তাদেরকে আদব শিক্ষা দেয়, তাদের কাছে সে ভাল বলে পরিগণিত হয় এবং তাদেরকে বিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে।"** (আবূ দাউদ)

২। **"যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা কিংবা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা বা দুটি বোন রয়েছে। সে যদি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয়**

যার শিশু সন্তান মারা যায় তার সাওয়াব

عَنْ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلا جِيءَ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ لَهُمِ ادْخُلُوا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْجَنَّةَ.

(৭৩৪) হাবীবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট ছিলেন। এ সময় নাবী (সাঃ) আসলেন এবং আয়িশাহ্র নিকট প্রবেশ করে বললেন : কোন মুসলিম পিতা-মাতার যদি তিনটি শিশু সন্তান মারা যায়, তাহলে ক্বিয়ামাতের দিন তাদেরকে জান্নাতের দরজার সামনে এনে দাঁড় করানো হবে। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে : আমাদের বাবা-মাকে নিয়ে প্রবেশ করতে চাই। তখন বলা হবে : তোমরা তোমাদের বাবা-মাকে নিয়ে এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো।[৭৩৪]

করে চলে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।" (তিরমিযী- তাহক্বীক্ব আলবানী : সানাদ যঈফ, আহমাদ হা/১২৫৩১- তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির : সানাদ হাসান)

[৭৩৪] **হাদীস সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/২০০৩৯- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/৩৯৭৭) বলেন : এর রিজাল সিক্বাত। আহমাদ হা/৩৫৫৪, ইবনু হিব্বান হা/২৯৪০, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২৬০, সহীহ আত-তারগীব হা/২০০৩। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/১০৫৭০) : এর সানাদ সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"দুইজন কন্যা সন্তান মারা গেলেও আল্লাহর বিশেষ রহমাতে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"** (হাকিম, আহমাদ হা/২১৩৫৮, ইবনু হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব হা/২০০৫-২০০৬। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

Contents

ফাযায়িলে তিজারাত

তিজারাত পরিচিতি

তিজারাত অর্থ : ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার, পণ্যদ্রব্য। পার্থিব জীবনে ব্যবসা বণিজ্য মূলতঃ একটি নিত্য আবশ্যকীয় বিষয়। কুরআন-সুন্নাহ্তে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা এসেছে এবং এর ফাযীলাতও বর্ণিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রয়েছে জাগতিক আর্থিক উন্নতি-অগ্রগতি। উপার্জনের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে বরকত ও সমৃদ্ধি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই ব্যবসা করেছেন, অন্যদেরকেও ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ২৭৫)

অর্থ উপার্জনের ফাযীলাত

عَنِ الْمِقْدَامِ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ " .

(৭৩৫) মিক্বদাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জনের খাবারের চাইতে উত্তম কোন খাবার খেতে পারেনি। নাবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।[৭৩৫]

মধ্যম পন্থায় সৎ ভাবে জীবিকা অর্জন

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :" أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " .

(৭৩৬) আবূ হুমাইদ আস-সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনে উত্তম পন্থা

[৭৩৫] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/১৯৩০- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২১৩৭, আহমাদ হা/১৭১৯০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৭০১৯, বাগাবী হা/২০২৬।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **"উত্তম উপার্জন হলো নিজ হাতের উপার্জন এবং যে কোন সৎ ব্যবসার উপার্জন।"** (আহমাদ, বাযযার)

২। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **"মানুষ সবচেয়ে পবিত্র আহার যা গ্রহণ করে, তা হচ্ছে তার নিজের উপার্জিত আহার। আর তার সন্তানও হচ্ছে তার উপার্জিত সম্পদ।"** (ইবনু মাজাহ হা/২১৩৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **"কোন মানুষ নিজ হাতের উপার্জনের চাইতে উত্তম উপার্জন আর কিছুই করতে পারে না।"** (ইবনু মাজাহ হা/২১৩৮, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৪। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **"বিধবা ও মিসকিনদের জন্য উপার্জনকারী আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির ন্যায় এবং ঐ লোকের সমতুল্য যে রাতে নফল ইবাদাত করে ও দিনে রোযা রাখে।"** (ইবনু মাজাহ, হা/২১৪০, আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

অবলম্বন করো। কেননা যার জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তা পাবেই।[৭৩৬]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ " .

(৭৩৭) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বৈধ পন্থায় জীবিকা অর্জন করো। কেননা, কোন প্রাণীই তার নির্ধারিত রিযিক্ব পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও কিছু বিলম্ব ঘটতে পারে। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎ ভাবে জীবিকা অর্জন করো। যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো।[৭৩৭]

ক্রয় বিক্রয়ে নমনীয় ব্যবহারের ফাযীলাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى "

---

[৭৩৬] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/২১৪২- হাদীসের শব্দাবলী তার, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৬০৭ ও ৮৯৮, তা'লীকুর রাগীব ২/৭। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৩৭] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ৩/৭, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৬০৭। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) **বলেন : "হে লোক সকল! সম্পদের প্রাচুর্যতাই ধনী নয় বরং আসল ধনী হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য। আর আল্লাহ তার বান্দাকে তাই দিবেন যা তিনি তার রিযিক্বে রেখেছেন। কাজেই সৎ ভাবে উপার্জন করো। যা হালাল করা হয়েছে তা গ্রহণ করো এবং যা হারাম করা হয়েছে তা বর্জন করো।"** (আবূ ইয়ালা, হাসান সানাদে। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৭৩৮) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ সেই বান্দার উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যে বিক্রয় করার সময় নমনীয়তা প্রদর্শন করে, ক্রয় করার সময় নমনীয়তা প্রদর্শন করে এবং পাওনা আদায় করার সময়ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে।[৭৩৮]

ক্রেতার স্বার্থে বিক্রিত বস্তু ফেরত নেয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(৭৩৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের (অনুরোধে তার) সাথে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করবে (বিক্রিত বস্তু ফেরত গ্রহণ করবে) আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[৭৩৯]

যে কর্মচারী/গোলাম আল্লাহ্ এবং মুনীবের হক আদায় করে তার সওয়াব

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ..

(৭৪০) আবূ বুরদাহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন পরাধীন মানুষ যখন তার মুনিবের হক আদায় করে এবং তার রব (আল্লাহর) আনুগত্যও সঠিকভাবে পালন করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।[৭৪০]

---

[৭৩৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/১৯৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/২২০৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

[৭৩৯] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৩৪৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/২১৯৯, মুস্তাদরাক হাকিম হা/২২৯১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু হিব্বান হা/৫০৩০, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৬১৪, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৩৪। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৪০] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৪৬৯৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৪০৪, আহমাদ হা/১৯৫৩২- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। 'আবদুর রাযযাক হা/১৩১১২, আবূ আওয়ানাহ ১/১০৩, আবূ

দাসদাসী মুক্ত করার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

(৭৪১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে, আল্লাহ ঐ মুক্ত ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন, এমনকি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান।[৭৪১]

বেচাকেনায় উদারতার ফাযীলাত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " أَدْخَلَ اللهُ رَجُلاً الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلاً بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا " .

(৭৪২) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, লোকটি ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় সরলতা প্রকাশ করতো।[৭৪২]

ইয়ালা হা/৭৩০৮, ত্বাহাভী 'শারহু মা'আনিল আসার হা/১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৬৯, ইবনু মানদাহ 'আল-ঈমান' হা/৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, বায়হাক্বীর সুনান ২/১২৮, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৮৬০৭, ৮৬০৮, এবং বায়হাক্বীর 'আল-আদাব' হা/৭১, হুমাইদী হা/৭৬৮। অনুরূপ হাদীস গত হয়েছে এ গ্রন্থে ফাযায়িলে কালেমা অধ্যায়ে হা/৪।

[৭৪১] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬২২১- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৩৮৬৮, তিরমিযী হা/১৫৪১- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"যে ব্যক্তি কোন এতিমকে নিজের পরিবারভুক্ত করে ও তার পানাহারের ব্যবস্থা করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবে।"** (হাদীস সহীহ : আহমাদ। তারগীব হা/১৮৯৫। অনুরূপ অর্থের বহু সহীহ হাদীস রয়েছে)

[৭৪২] **হাদীস হাসান** : ইবনু মাজাহ হা/২২০২- হাদীসের শব্দাবলী তার। আল্লামা বুসয়রী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে (হা/৭৮০) বলেন : এর সানাদের রিজাল সিক্বাত, তবে এটি মুনকাতি। আহমাদ হা/৪১০- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাসান লিগাইরিহি, বাযযার হা/৩৯২, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১১৮১। শায়খ আলবানী

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى " .

(৭৪৩) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয় কালেও উদার এবং তাগাদা করার সময়ও উদারতা প্রদর্শন করে।[৭৪৩]

সকাল বেলায় বরকতময় হওয়া প্রসঙ্গে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا " .

(৭৪৪) ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : হে আল্লাহ! দিনের শুরুতে আমার উম্মাতের জন্য বরকত দান করুন।[৭৪৪]

সততার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার ফাযীলাত

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا " .

(৭৪৫) হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) অবকাশ থাকে। তারা সততার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করলে এবং বিক্রিত মালের দোষ-ত্রুটির প্রকাশ করলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং

হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৪১০, ৪৮৫, ৫০৮) : এর সানাদ সহীহ।

[৭৪৩] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/২২০৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, তা'লীকুর রাগীব ৩/১৮, রাওযুন নাযীর হা/২১১। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৪৪] **হাদীস সহীহ :** ইবনু মাজাহ হা/২২৩৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, রাওযুন নাযীর। এছাড়া মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/৬২২৫, ৬২২৬, ৬২২৭, ৬২২৮, ৬২২৯- জাবির, আবূ হুরাইরাহ, কা'ব বিন মালিক, নাওয়াস ইবনু সাম'আন প্রমুখ সাহাবীগণ (রাঃ) সূত্রে মারফুভাবে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

বিক্রিত বস্তুর দোষ গোপন করে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত দূর হয়ে যাবে।[৭৪৫]

বাজারে প্রবেশের সময় যে দু'আ পড়া ফাযীলাতপূর্ণ

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ - كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

(৭৪৬) সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় বলে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু য়ুহয়ী ওয়া য়ুমিতু ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খাইরু কুল্লুহু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বাদীর।" -আল্লাহ তার 'আমল নামায় দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন এবং তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করে দেন। আর তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।[৭৪৬]

---

[৭৪৫] **হাদীস সহীহ** : আবূ দাউদ হা/৩৪৫৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/১২৬৯। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (ক্বিয়ামাতের দিন) নাবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবে।"** (গায়াতুল মারাম হা/১৬৭, যঈফ আল-জামিউস সাগীর হা/২৫০১, যঈফ তিরমিযী, দারিমী, দারাকুতনী, হাকিম হা/২১৪২, ২১৪৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ আত-তারগীব গ্রন্থে হা/১৭৮২, মাকতাবা শামেলা)

[৭৪৬] **হাদীস হাসান** : ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, তাখরীজু আহাদীসিল মুখতারাহ হা/১৭৬-১৭৮, তা'লীকুর রাগীব ৩/৪, তাখরীজ আল-কালিমুত তাইয়্যিব হা/২২৯। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে : **"দশ লক্ষ মর্যাদা বুলন্দ করা হবে।"**

Contents

বারটি (১২) চন্দ্র মাসের ফাযীলাত ও 'আমল

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

"আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে মাসগুলোর সংখ্যা হল বার। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস।" (সূরাহ আত-তাওবাহ : ৩৬)

উল্লেখ্য, নিষিদ্ধ চারটি মাস হল : মুহার্‌রম, রজব, জিলক্বাদ ও জিলহাজ্জ।

মুহার্‌রম

হিজরী সনের প্রথম মাস হচ্ছে মুহার্‌রম মাস। চারটি হারাম মাসের অন্যতম এ মাস। এ মাসের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যুদ্ধ, মারামারি নিষেধ এ মাসে। অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা বিজড়িত এ মাসটি। এ মাসেই মহান আল্লাহ নাবী মূসা (আঃ)-কে ফিরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরাউনের বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন। মুহার্‌রম মাসের বিশেষ ফাযীলাতপূর্ণ 'আমল হলো, এ মাসের ৯ এবং ১০ অথবা ১০ ও ১১ তারিখ সওম পালন করা। নাবী (সাঃ) বলেন, আমি আশা করি, আশুরার সওম আগামী এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারাহ হবে। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, বায়হাক্বী, আহমাদ। উল্লেখ্য আশুরার সওম পালনের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীস ইতিপূর্বে ফাযায়িলে সিয়াম অধ্যায়ে গত হয়েছে)

সফর

হিজরী সনের দ্বিতীয় মাস হচ্ছে সফর। এ মাসে নির্দ্দিষ্ট কোন ফাযীলাত ও আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তক ও পঞ্জিকায় এ মাসের মধ্যে আখেরি চাহার শোম্বা বলে একটি দিবসের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং সেই দিন সওম পালন ও দান খয়রাত করার অনেক ফাযীলাতের কথাও সেখানে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। খুব ভালভাবে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন ও হাদীসের কোথাও আখেরী চাহার শোম্বা বলে কোন কিছু নেই এবং কোন সাহাবীগণের 'আমল দ্বারাও এ দিনের বিশেষ কোন আমলের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং আখেরী চাহার শোম্বা পালন কোন ফাযীলাতের 'আমল নয়। বরং এটি একটি নিকৃষ্ট বিদ'আত ও গোমরাহী।

রবিউল আওয়াল

হিজরী সনের তৃতীয় মাস হচ্ছে রবিউল আওয়াল। মাসটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাসে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুও

হয়েছে এ মাসে। তবে এ মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ফাযীলাতের আমলের কথা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, এ মাসটিকে কেন্দ্র করে সাওয়াবের আশায় অনেকেই এমন কিছু কাজ করে থাকেন ইসলামী শারী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা মনগড়া বিদআত। যেমন নাবী (সাঃ)-এর জন্ম দিন তথা ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করা, এ উপলক্ষে শিরনী বিতরণ, মিলাদের আয়োজন, র‍্যালি ইত্যাদি। এ ধরনের কোন কাজই নাবী (সাঃ) করেননি, বরং সাহাবায়ি কিরাম, তাবেঈনগণ, বিশিষ্ট চার ইমাম ও তাদের পরবর্তী নেককার ইমামগণ কেউই এরূপ করেননি। সুতরাং এগুলো বিদআত, যা বর্জন করা অপরিহার্য। ইসলাম কোন অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনের ধর্ম নয় বরং আমলের ধর্ম। নাবী (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা দেখাতে হলে নাবী (সাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ অপরিহার্য।

রবিউস সানী

হিজরী সনের রবিউস সানী মাসেও বিশেষ কোন আমলের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

উল্লেখ্য, রবিউস সানি মাসে কেউ কেউ ফাতেহা ইয়াযদাহাম নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ঐ দিন নাকি 'আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাই তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য ফাতেহা ইয়াযদাহাম পালন করা হয়। মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী শারী'আতে ফাতেহা ইয়াযদাহাম বলে কোন জিনিস নেই। কোন নাবী, রাসূল, সাবাহায়ি কিরাম ও বুযুর্গদের এমনকি সাধারণ মানুষেরও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইসলামী শারী'আতে অনুমোদিত নয়। এগুলো বিদ'আত, এগুলো কোন সাওয়াবের কাজ নয় বরং গুনাহের কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন করা অপরিহার্য।

জুমাদাল উলা

এ মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ফাযীলাতের আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই অন্যান্য মাসের মত এ মাসেও স্বাভাবিক ভাবেই 'ইবাদাত বন্দেগী পালন করা উচিত।

জুমাদাল উখরা

এ মাসেরও নির্দ্দিষ্ট কোন ফাযীলাতের আমলের কথা হাদীসে নেই। সুতরাং অন্যান্য দিনের মত এ মাসের প্রতিটি দিন স্বাভাবিকভাবে 'ইবাদাত বন্দেগী পালন করবে।

রজব

হিজরী সনের সপ্তম মাস রজব। এ মাসের বিশেষ 'আমল সম্পর্কে হাদীসে এসেছে : এ মাস আসলে নাবী (সাঃ) এ দু'আ পাঠ করতেন : "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রমাযানা" অর্থ : "হে আল্লাহ আমাদেরকে রজব ও শা'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমাযান মাসে পৌঁছে দিন।" তবে এ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ আছে।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এ মাসের ২৭ তারিখে শবে মিরাজ পালন করেন। আর কেউ কেউ এ রাতকে শবে কদরের মত ফাযীলাতপূর্ণও মনে করেন। অথচ ২৭শে রজব শবে মেরাজ পালন করা একটি ভিত্তিহীন 'আমল। আর শবে কদরের সাথে এর তুলনা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। খুব ভাল করে মনে রাখা দরকার, ইসলামী শারী'আতে শবে মিরাজ পালন করার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া ইতিহাসবিদগণের মধ্যে শবে মিরাজের সঠিক তারিখ নিয়েই তো মতভেদ রয়েছে। তাই ২৭ তারিখেই এটা সংঘটিত হয়েছে কেউ তা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। শুধু তাই নয়, শবে মিরাজ রজব মাসে হয়েছে কিনা এ নিয়েও মতভেদ আছে। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তা রবিউল আওয়াল মাসে হয়েছিল। মোট কথা, এ দিনকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান পালন বা 'ইবাদাতের কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ

নেই। আর যা নেই তা ইসলামী শারী'আতের কোন অংশ নয়। অতএব মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল এর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, এছাড়া একে কেন্দ্র করে কোন মনগড়া 'ইবাদাত চালু করা জায়িয নয়।

শা'বান

এ মাসে বেশি বেশি নফল সওম পালন করা যেতে পারে। বিশেষ করে মাসের প্রথম দিকে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : "নাবী (সাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এতো বেশি সওম পালন করতেন না।" (সহীহুল বুখারী, আবূ দাউদ, বায়হাক্বী, আহমাদে। এ বিষয়ের হাদীসাবলী এ গ্রন্থের 'ফাযায়িলে সিয়াম' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে)

উল্লেখ্য, এ মাসের ১৫ই শা'বানের রাতটি ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত নামে আখ্যায়িত ও উদযাপিত হয়ে থাকে। কিন্তু ১৫ই শা'বানের রাত বা দিনকে কেন্দ্র করে কৃত বিশেষ 'আমল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর সানাদ দুর্বল ও জাল হওয়ায় এবং এ দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কুসংস্কার, শির্ক ও বিদ'আত প্রকাশ পাওয়ায় গবেষক উলামায়ি কিরাম এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে এসব থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।*

*বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন- **"শবে বরাত সমাধান"**- রচনায় : আকরামুয যামান বিন 'আবদুস সালাম।

রমাযান

এ মাসের বিশেষ 'আমল ও ফাযীলাতপূর্ণ বহু দিক রয়েছে।

ফাযীলাতের মাস হিসেবে রমাযান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ " .

(৭৪৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং

জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।[৭৪৭]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ " .

(৭৪৮) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযান মাস এলে তোমরা 'উমরাহ করো। কেননা, রমাযানের একটি 'উমরাহ একটি হাজ্জের সমান।[৭৪৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ .

(৭৪৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের সামনে রমাযান মাস সমাগত। তা বরকতময় মাস। আল্লাহ তোমাদের উপর সে মাসের সওম পালন ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহীম (নামক) দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।[৭৪৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ

---

[৭৪৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/২৫৪৭, বায়হাক্বী, আহমাদ হা/৮৬৮৪, আবূ আওয়ানাহ হা/২১৭৩- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, এবং হাদীসের প্রথমাংশ সহীহুল বুখারী। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৬৬৯) : এর সানাদ সহীহ।

[৭৪৮] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/১৬৫৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/১৭৬০০। এ হাদীস ইতিপূর্বে ফাযায়িলে হাজ্জ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৭৪৯] **হাদীস সহীহ :** নাসায়ী হা/২১০৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/৭১৪৮, ৮৯৯১, 'আবদুর রাযযাক হা/৮৩৮৩, সহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৫, মিশকাত হা/১৯৬২। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ " .

(৭৫০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিনদের বেঁধে রাখা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে একজন ঘোষণাকারী এই বলে ঘোষণা দিতে থাকেন : হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর এ মাসে মহান আল্লাহর বিশেষ দয়ায় জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দেয়া হয় এবং প্রতি রাতেই এরূপ হতে থাকে।[৭৫০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ..

(৭৫১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযান মাসে রহমাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়।[৭৫১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : « آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ » . قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّكَ حِيْنَ صَعِدْتَ

---

[৭৫০] হাদীস সহীহ : তিরমিযী হা/৬৮২, ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, নাসায়ী হা/২১০৭, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৫৩২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, ইবনু খুযাইমাহ, সহীহ আত-তারগীব, মিশকাত হা/১৯৬০, তা'লীকুর রাগীব ২/৬৮। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৫১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/২৫৪৮, আহমাদ হা/৯২০৪- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৭৬৭, ৭৭৬৮) : এর সানাদ সহীহ।

الْمِنْبَرَ قُلْتَ : آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ . ، قَالَ : « إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ ، فَقَالَ : مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرَ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ : آمِيْنَ ، فَقُلْتُ : آمِيْنَ . وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبُرَّهُمَا ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ : آمِيْنَ ، فَقُلْتُ : آمِيْنَ . وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ : آمِيْنَ ، فَقُلْتُ : آمِيْنَ » .

(৭৫২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ) মিম্বারে উঠেই বললেন : আমীন, আমীন, আমীন! নাবী (সাঃ)-কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মিম্বারে উঠে আমীন! আমীন! আমীন! বললেন, আপনি এমনটি করলেন কেন? তখন তিনি (সাঃ) বললেন : (মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই) জিবরীল (আ) আমার কাছে এসে বললেন : 'ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমাযান মাস পেলো অথচ তার জীবনের সমস্ত গুনাহের ক্ষমার ব্যবস্থা হলো না এবং সে জাহান্নামের প্রবেশ করলো, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ (রহমাত থেকে) বঞ্চিত করুন।' অতঃপর জিবরীল বললেন, বলুন, আমীন। আমি বললাম : আমীন-তাই হোক। জিবরীল (আ) বললেন : 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা উভয়ের একজনকে পেলো অথচ তাদের খেদমত করলো না এবং এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে গেলো, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ (রহমাত থেকে) বঞ্চিত করুন।' জিবরীল বললেন, বলুন, আমীন। আমি বললাম : আমীন-তাই হোক। এরপর জিবরীল (আ) বললেন : যে ব্যক্তির নিকট আপনার (মুহাম্মাদ) নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার উপর দরূদ পড়লো না, এবং সে মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে প্রবেশ করলো, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ (রহমাত থেকে) বঞ্চিত করুন।' অতঃপর জিবরীল বললেন, বলুন, আমীন। আমি বললাম : আমীন-তাই হোক।[৭৫২]

---

[৭৫২] **হাদীস হাসান :** ইবনু খুযাইমাহ হা/১৮৮৮, ইবনু হিব্বান হা/৯০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭২৫৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। সহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৫-৯৯৭, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৯০৪।

রমাযান মাসের তারাবীহ্ সলাতের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

(৭৫৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমাযান মাসে ক্বিয়াম করবে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৭৫৩]

রমাযান মাসের ই'তিকাফ

নাবী (সাঃ) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। (আবূ দাউদ, আহমাদ, হাদীসটি সহীহ। ই'তিকাফের বিশেষ ফাযীলাত সম্পর্কে কতিপয় দুর্বল হাদীস রয়েছে। সামনে যঈফ ফাযায়িলে আ'মাল অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ)

লাইলাতুল ক্বদর

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় ক্বদরের রাতে 'ইবাদাত করবে তার জীবনের পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কিত হাদীস ফাযায়িলে সিয়াম অধ্যায়ে অধ্যায়ে গত হয়েছে)।

রমাযান মাসে ফিতরাহ্

এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস ফাযায়িলে সিয়াম অধ্যায়ে গত হয়েছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন : সহীহ। ডক্টর মুস্তফা আ'যমী বলেন : সানাদ জাইয়্যিদ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৭৫৩] হাদীস সহীহ : সহীহুল বুখারী হা/১৮৭০, সহীহ মুসলিম হা/১৮১৫, আবূ দাউদ হা/১৩৭১, তিরমিযী হা/৮০৮, নাসায়ী হা/১৬০২। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৭৭৪, ৭৮৬৮) : এর সানাদ সহীহ।

শাওয়াল

শাওয়ালের প্রথম তারিখ হলো ঈদের দিন। ঈদের দিন হচ্ছে পুরস্কার প্রদানের দিন।। তবে ঈদের রাতটি ফাযীলাতপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল। এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস আছে বলে জানা নেই। দুর্বল হাদীসগুলো এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হবে।

এছাড়া শাওয়াল মাসের বিশেষ 'আমল বলতে হাদীসে ছয়টি নফল রোযা রাখার কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখলো এবং এর পরপরই শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযাও রাখলো সে যেন সারা বছরই রোযা রাখলো। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ। এ হাদীস ফাযায়িলে সিয়াম অধ্যায়ে গত হয়েছে)

জিলক্বাদ

হিজরী সনের একাদশ মাস এটি। এ মাসে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ কোন 'ইবাদাতের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। তবে যারা হাজ্জ করার ইচ্ছা করেন তারা এ মাসে হাজ্জের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

জিলহাজ্জ

আরবী বছরের শেষ মাস এটি। এ মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেকী অর্জনের জন্য এ মাসে রয়েছে অপূর্ব সুযোগ। হাজ্জ ও কুরবানীর মত গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত এ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ মাসটি গুরুত্বের সাথেই অতিবাহিত করার দরকার। এ মাসের কয়েকটি ফাযীলাতপূর্ণ দিক হলো

জিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ 'আমল : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের সৎ 'আমল আল্লাহর নিকট যিলহাজ্জ মাসের এই দশ দিনের সৎ 'আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তিরমিযী। এ হাদীস ফাযায়িলে হাজ্জ অধ্যায়ে গত হয়েছে)

হাজ্জের ফাযীলাত : এ বিষয়ে ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ফাযায়িলে হাজ্জ অধ্যায়ে গত হয়েছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

কুরবানীর ফাযীলাত : কুরবানী করা আমাদের মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। যা মুহাম্মাদ (সাঃ) হতে স্বীকৃত। মহান

আল্লাহ কেবল মুত্তাকী লোকদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করলো না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়। (ইবনু মাজাহ। আলবানী একে হাসান বলেছেন। কারো মতে, এটি হাসান মাওকুফ)

কাজেই কুরবানী করা মুসলিমদের বিশেষ একটি 'ইবাদাত। তবে হাদীস বিশারদগণের নিকট কুরবানীর বিশেষ ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দুর্বল। সামনে পরিশিষ্টে সেগুলো উল্লেখ করা হবে।

আরাফাহ দিবসের ফাযীলাত : এ বিষয়ে ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ফাযায়িলে হাজ্জ অধ্যায়ে গত হয়েছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

আরাফাহর দিনে সওম পালনের ফাযীলাত : এ দিনে যারা আরাফাহ্‌র বাইরে অবস্থান করবেন তাদের জন্য সওম পালন খুবই ফাযীলাতের 'আমল। ফাযায়িশুল হাজ্জ অধ্যায়ে এ বিষয়ের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ গত হয়েছে।

আইয়্যামে তাশরীকের বিশেষ 'আমল : ঈদুল আযহা ও তার পরের তিনদিন হলো তাশরীকের দিন। এ দিনগুলোতে কুরবানী করার পাশাপাশি বিশেষ 'আমল হলো ৯ই জিলহাজ্জ হতে ১৩ই জিলহাজ্জ আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। তবে সাহাবীদের 'আমল থেকে যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। (সহীহুল বুখারী)

তাকবীর হলোঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।" (সহীহুল বুখারী)

উল্লেখ্য, বারটি চন্দ্র মাসের প্রত্যেকটিতেই আইয়ামে বীযের অর্থাৎ প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে তিনটি নফল রোযা রাখা বিশেষ ফাযীলাতপূর্ণ 'আমল। এ বিষয়ে ফাযায়িলে সিয়াম অধ্যায়ে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাযায়িলে দু'আ ও যিকির

দু'আ ও যিকির পরিচিতি

দু'আ শব্দের অর্থ হলো : ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা, দু'আ করা। মহান আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা, কোন প্রয়োজন পূরণের আবেদন নিবেদন, যাবতীয় অমঙ্গল থেকে পরিত্রান চাওয়া ইত্যাদি করাকে দু'আ বলা হয়।

যিকির শব্দের অর্থ : স্মরণ করা, বর্ণনা করা, উপদেশ ইত্যাদি। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রেখে তাঁরই পথে চলা হচ্ছে যিকির। কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ পাঠ, দু'আ করা, আল্লাহর ভয়ে হারাম কাজ বর্জন করা, ভাল কাজে অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি যিকিরের অর্ন্তভুক্ত।

ফাযায়িলে দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.

(৭৫৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কিছু নেই।[৭৫৪]

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ .

(৭৫৫) সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : নিশ্চয়ই তোমাদের বরকতময় সুমহান আল্লাহ অধিক লজ্জাশীল এবং সম্মানিত। বান্দা তাঁর দিকে দুই হাত উঠিয়ে কিছু চাইলে বঞ্চিত করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।[৭৫৫]

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ، وَلاَ يَزِيْدُ فِيْ الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ .

---

[৭৫৪] **হাদীস হাসান :** তিরমিযী হা/৩৩৭০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৯, ইবনু হিব্বান হা/৮৭০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮০১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। মুসনাদ আহমাদের তাহক্বীক্ব গ্রন্থে শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৭৩৩) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৭৫৫] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৩৫৫৬ - হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/১৪৮৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৫, ইবনু হিব্বান হা/৮৭৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮৩০- যাহাবীর তা'লীক্বসহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৭৫৬) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : দু'আ ছাড়া কোন কিছুই তাক্বদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎ 'আমল ছাড়া কোন কিছুই বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না।[৭৫৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي .

(৭৫৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমি আমার বান্দার সাথে তেমনই ব্যবহার করি যেমন সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। আর সে যখন আমার কাছে দু'আ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি।[৭৫৭]

---

[৭৫৬] **হাদীস হাসান :** মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮১৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৮৭২, আহমাদ হা/২২৩৮৬, বাগাভী হা/৩৪১৮, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/৩০৪৮৬, ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪২৫, ৬০০৫, এবং কিতাবুদ দু'আ হা/৩১, ইবনুল মুবারক 'আয-যুহ্দ' হা/৮৬, ক্বাযাঈ 'মুসনাদে শিহাব হা/৮৩১, ১০০১, সহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৮। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২৩১২, ২২২৮৬) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"আল্লাহর সিদ্ধান্তকে দুই হাত ছাড়া কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না..।"** (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৯)

[৭৫৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬৮৫৬, সহীহ মুসলিম হা/৭০০৫, তিরমিযী হা/২৩৮৮- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, ইবনু মাজাহ হা/৩৮২২। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "যে ব্যক্তি বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন সুখ-স্বচ্ছলতার সময় অধিক পরিমাণে দু'আ করে।"** (তিরমিযী, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/১৬২৮)

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَقَرَأَ { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ دَاخِرِينَ }.

(৭৫৮) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) মহান আল্লাহর এই বাণী : "তোমাদের রব্ব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।"- সম্পর্কে বলেন : : দু'আ হচ্ছে 'ইবাদাত, অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। কেননা যারা আমার 'ইবাদাত করতে অহংকার করে (বিরত থাকে) তারা অতি শিঘ্রই লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৭৫৮]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا " قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: " اللهُ أَكْثَرُ ".

(৭৫৯) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যমীনের বুকে যেকোন মুসলিম মহান আল্লাহর নিকট যদি এমন দু'আ করে

---

[৭৫৮] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/২৯৬৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আবূ দাউদ হা/১৪৭৯, ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮, ইবনু হিব্বান হা/৮৯০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮০২- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, আহমাদ হা/১৮৩৫২, ত্বাবারানীর 'কিতাবুদ দু'আ' হা/১, ৩, ৪, ৭, বায়হাক্বীর 'দা'ওয়াতুল কাবীর' হা/৪, বাগাভী হা/১৩৮৪। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন (হা/১১০৭৫) : এর সানাদ হাসান। শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল সিক্বাত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যাতে কোনরূপ গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা নেই; তাহলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি প্রদান করবেন। হয়তো তার দু'আ তাৎক্ষণিক কবুল করবেন কিংবা আখিরাতে উক্ত দু'আর পরিমাণ সাওয়াব তার জন্য জমা করে রাখবেন অথবা উক্ত দু'আ অনুপাতে তার কোন কষ্ট তার থেকে দূর করে দিবেন। সাহাবীগণ বললেন : আমি যখন বেশি বেশি দু'আ করবো (তখনও কি এরূপ প্রতিদান দেয়া হবে?) নাবী (সাঃ) বললেন : আল্লাহ তো অনেক বেশি দানকারী।[৭৫৯]

---

[৭৫৯] **হাসান সহীহ** : আহমাদ হা/১১১৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, বাযযার হা/৩১৪৪, আবূ ইয়ালা হা/১০১৯, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/১১৩০, 'আবদ ইবনু হুমাইদ 'আল-মুনতাখাব' হা/৯৩৭, ইবনু আবূ শাইবাহ হা/২৯৭৮০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮১৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৩। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ জাইয়্যিদ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৭২১০) বলেন : আহমাদ, আবূ ইয়ালা ও বাযযারের একটি রিজাল সহীহ রিজাল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **"দু'আ হচ্ছে সর্বোত্তম 'ইবাদাত।"** (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ হা/১৫৭৯)

২। **'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যমীনের বুকে যেকোন মুসলিম মহান আল্লাহর নিকট যদি এমন দু'আ করে যাতে কোনরূপ গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা নেই; তাহলে আল্লাহ তাকে তাই দিয়ে থাকেন যা সে চায় অথবা উক্ত দু'আ অনুপাতে তার কোন কষ্ট তার থেকে দূর করেন। কওমের এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আমি যখন অধিক পরিমাণে দু'আ করবো তখন? নাবী (সাঃ) বললেন : মহান আল্লাহ তো অধিক দানকারী।"** (তিরমিযী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩১)

৩। **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : "বান্দা গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না করা পর্যন্ত দু'আ কবুল হতে থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যেন তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, তাড়াহুড়া কি? তিনি (সাঃ)**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ .

(৭৬০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।[৭৬০]

বললেন : বান্দা বলে যে, আমি তো দু'আ করেছি, আবারো দু'আ করেছি কিন্তু দু'আ তো কবুল হতে দেখছি না। অতঃপর বিরক্ত হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়।" (সহীহ মুসলিম)

৪। **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : "তোমরা দু'আ কবুল হওয়ার ইয়াক্বীন ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করো। আর জেনে নাও যে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দু'আ কবুল করেন না যার অন্তর গাফেল ও গাইরুল্লাহর সাথে মশগুল।"** (তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫৯৬। হাদীসটি হাসান)

৫। **নাবী (সাঃ) বলেন : প্রতি রাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে কোন মুসলিম বান্দা সেই মুহূর্তে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন।** (সহীহ মুসলিম)

৬। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন আমাদের বরকতময় মহান প্রতিপালক দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন : আছে কি কেউ আমার কাছে দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবুল করবো? আছে কি কেউ আমার নিকট চাইবে আমি তাকে দান করবো? আছে কি কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো?"** (সহীহুল বুখারী)

৭। **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "জান্নাতে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। বান্দা বলবে, এই সম্মান ও মর্যাদা কি আমার জন্য? আমি কিভাবে এই মর্যাদার অধিকারী হলাম? বলা হবে : তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে এই মর্যাদা অর্জিত হয়েছে।"** (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ হা/১৫৯৮)

[৭৬০] **হাদীস হাসান :** তিরমিযী হা/৩৩৭৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৭, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ হা/২৬৫৪। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ফাযায়িলে যিকির

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ .

(৭৬১) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব না, যা তোমাদের মুনীবের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খয়রাত করার চাইতে অধিক উত্তম এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা এবং তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতে উত্তম? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : আল্লাহর যিকির। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকিরের চাইতে অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।[৭৬১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ .

(৭৬২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : মহা মহিয়ান আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং

---

[৭৬১] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৩৩৭৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯০, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮২৫- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বীর দা'ওয়াত হা/২০। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ। মুসনাদ আহমাদের তাহক্বীক্ব গ্রন্থে আহমাদ শাকির বলেন (হা/২১৫৯৯, ২১৬০১) : এর সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আমার স্মরণে তার ঠোট নড়াচড়া করতে থাকে তখন আমি তার সাথে থাকি।[৭৬২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ .

(৭৬৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! শারী'আতের বহু হুকুম রয়েছে। আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি নিজের অযীফা বানিয়ে নিবো। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমার জিহবা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।[৭৬৩]

عَنْ جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ،أن مَالِكَ بن يُخَامِرَ حَدَّثَهُمْ، أن مُعَاذَ بن جَبَلٍ، قَالَ لَهُمْ: إِنَّ آخِرَ كَلامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قُلْتُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ:"أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ" .

(৭৬৪) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আমার যে কথা হয়েছে তা হচ্ছে, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহর নিকট কোন 'আমল সবচেয়ে প্রিয়?

---

[৭৬২] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯২- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৮১৫, আহমাদ হা/১০৯৬৮, সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯০, তা'লীকুর রাগীব ২/২২৭, বাগাভী হা/১২৪২। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান এবং হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৬৩] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৩৩৭৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৩, ইবনু হিব্বান হা/৮১৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮২২- যাহাবীর তা'লীকুসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯১। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তিনি (সাঃ) বললেন : এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু হওয়া যে, তোমার জিহবা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।[৭৬৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةً وَإِنَّ صِقَالَةَ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوْا وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلَوْ أَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ .

(৭৬৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলতেন : নিশ্চয়ই প্রতিটি জিনিসের মসৃণতা ও চাকচিক্যতা রয়েছে। আর অন্তরের মসৃণতা হচ্ছে আল্লাহর যিকির। আল্লাহর যিকির অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস ক্বরের আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী কিছু নেই। সাহাবীগণ বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি (সাঃ) বললেন : যদি তরবারী দিয়ে লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে তা ভেঙ্গে যায়, তার কথা ভিন্ন।[৭৬৫]

---

[৭৬৪] **হাসান সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/১৬৬৩৪, ১৬৬৩৭, ১৬৬০৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৮১৮, সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯২। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। বাযযারের বর্ণনায় রয়েছে : **"আমাকে সবচেয়ে উত্তম 'আমল ও মহান আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নৈকট্যদানকারী 'আমল অবহিত করুন,..।" আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬৭৪৭) বলেন : বাযযারের সানাদ হাসান।**

[৭৬৫] **হাদীস সহীহ** : সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯৫- হাদীসের শব্দ তার থেকে গৃহীত, ইবনু আবুদ দুনিয়া, বায়হাক্বী- সাঈদ ইবনু সিনানের রিওয়ায়াত। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **জাবির (রাঃ) হতে নাবী (সাঃ) সূত্রে বর্ণিত : "মহান আল্লাহর যিকিরের চাইতে অন্য কোন 'আমল ক্বরের আযাব থেকে অধিক নাজাতকারী নেই। জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি (সাঃ) বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদও নয়, তবে কেউ যদি এরূপ বীরত্বের সাথে লড়াই করে যে, তরবারী চালাতে চালাতে এক পর্যায়ে তা ভেঙ্গে যায় তার কথা ভিন্ন।"** (ত্বাবারানী, আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً .

(৭৬৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি আমার বান্দার সাথে তেমনই ব্যবহার করি যেমনটি সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে যিকির করে আমি তার সাথে থাকি। আমাকে যদি সে নিজ অন্তরে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে নিজ মনে স্মরণ করি, যদি আমাকে সে জন সমাগমে স্মরণ করে তাহলে আমি উক্ত জন সমাগম থেকে উত্তম (ফিরিশতাদের) মজলিসে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আমি প্রতি দুই হাত অগ্রসর হই এবং সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার প্রতি দৌড়ে যাই।[৭৬৬]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

(৭৬৭) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে আল্লাহর যিকির করে আর যে যিকির করে না তাদের উভয়ের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[৭৬৭]

---

[৭৬৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬৮৫৬, সহীহ মুসলিম হা/৭০০৮, তিরমিযী রহা/৩৬০৩, ইবনু মাজাহ হা/৩৮২২। হাদীসের শব্দাবলী সকলের। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

[৭৬৭] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৯২৮- হাদীসের শব্দাবলী তার।

যিকিরের মজলিস এবং তাতে উপস্থিত হওয়ার ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنْ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : "যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় না তার উপমা হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" (সহীহ মুসলিম)

(৭৬৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ফিরিশতাদের এমন একটি দল রয়েছে যারা মহান আল্লাহর যিকিরকারীদেরকে খুঁজে বেড়ায়। তারা যখন এমন সম্প্রদায় খুঁজে পান যারা আল্লাহর যিকিরে রত আছেন তখন তারা একে অন্যকে ডেকে বলেন, এসো এখানে তোমাদের প্রত্যাশিত বস্তু রয়েছে। অতঃপর ঐ ফিরিশতাগণ একত্র হয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সেসব লোকদেরকে নিজেদের পাখা দিয়ে বেষ্টন করে ফেলে। মহান আল্লাহ ঐ ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তাদের সম্পর্কে তিনি তাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত : আমার বান্দা কি বলতেছে? জবাবে ফিরিশতাগণ বলেন, তারা আপনার মহত্বের বর্ণনা করছে। অতঃপর আল্লাহ বলেন : তারা কি আমাকে দেখেছে? জবাবে ফিরিশতাগণ বলেন, না, আল্লাহর শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন : যদি তারা আমাকে দেখতো তাহলে কিরূপ অবস্থা হতো? জবাবে ফিরিশতাগণ বলেন, তারা আপনাকে দেখতে পেলে আপনার আরো অধিক 'ইবাদাত করতো এবং এর চাইতেও বেশি মহত্ব বর্ণনা করতো এবং আরো বেশি করে আপনার প্রশংসা করতো। আল্লাহ বলেন : তারা আমার কাছে কি চায়? জবাবে ফিরিশতাগণ বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ বলেন : তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিশতাগণ বলেন, না, আল্লাহর শপথ! হে রব্ব! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ বলেন : তারা যদি জান্নাত দেখতো তাহলে কিরূপ অবস্থা হতো? ফিরিশতাগণ বলেন, তারা যদি জান্নাত দেখতে পেতো তাহলে তারা এর প্রতি আরো বেশি আগ্রহী হতো, এর জন্য অধিক আকাঙ্খা রাখতো এবং একে পাওয়ার জন্য অধিক চেষ্টা করতো। আল্লাহ বলেন : তারা কোন বস্তু থেকে আশ্রয় চাচ্ছে? জবাবে ফিরিশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ বলেন : তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? জবাবে ফিরিশতাগণ বলেন, না, আল্লাহর শপথ! হে রব্ব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ বলেন : তারা যদি জাহান্নাম দেখতো তাহলে কিরূপ অবস্থা হতো? জবাবে ফিরিশতাগণ বলেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখতে পেতো তাহলে তারা এর থেকে পলায়ণের আরো অধিক চেষ্টা করতো এবং একে আরো বেশি ভয় করতো। আল্লাহ বলেন : তোমরা

(ফিরিশতারা) সাক্ষী থাকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফিশিতাদের মধ্যকার এক ফিরিশতা বলে, তাদের মধ্যে তো এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের (যিকিরকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সে তার কোন প্রয়োজনে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন : তারা তো এমন মজলিস ওয়ালা যে, তাদের সাথে কেউ বসলে সেও বঞ্চিত হয় না।[৭৬৮]

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ .

(৭৬৯) মু'আবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌছে বলেন : কিসে তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি এবং তার প্রশংসা করছি, কেননা তিনিই আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের দ্বারা আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। তিনি (সাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! এটাই কি তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই

---

[৭৬৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৯২৯- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৭০১৫।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবু হুরাইরাহ ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি বলেছেন : "যখনই কোন স্থানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, তখন ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন, আল্লাহর রহমাত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে। আর স্বয়ং মহান আল্লাহ তাঁর নিকটে উপস্থিতদের কাছে তাদের আলোচনা করেন।"** (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)

বসে আছি। তিনি (সাঃ) বলেন : আমি তোমাদেরকে মিথ্যা বলার সন্দেহে তোমাদেরকে শপথ দেইনি। জিবরীল (আঃ) আমার কাছে এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ তোমাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করছেন।[৭৬৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ " .

---

[৭৬৯] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭০৩২, তিরমিযী হা/৩৩৭৯- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, নাসায়ী হা/৫৪২৬- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তখন খুব চরে নিবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতের বাগান কি? তিনি (সাঃ) বললেন : যিকিরের মজলিস।" (তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আলবানী একে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/১৫১১)

২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) বলেন : "আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যিকিরের মজলিসসমূহের গনীমত (পুরস্কার) কি? তিনি (সাঃ) বলেন : যিকিরের মজলিসসমূহের গনীমাত হচ্ছে জান্নাত।" (আহমাদ- হাসান সানাদে। আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব হা/১৫০৭)

৩। 'আমর ইবনু আবাসাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : "রহমানের ডান দিকে- তাঁর উভয় হাতই ডান দিকে- এমন কিছু লোক থাকবে যারা নাবীও নন এবং শহীদও নন। তাদের চেহারার উজ্জ্বলতা দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ করে রাখবে। তাদের উচ্চ মর্যাদা ও মহান আল্লাহর নৈকট্যের কারণে নাবী ও শহীদগণও তাদের সাথে ঈর্ষা করবেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি (সাঃ) বললেন : তারা বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের ঐসব লোক; যারা (স্বজনদের থেকে পৃথক হয়ে কোন স্থানে) সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকির করে এবং ঐভাবে বেছে বেছে উত্তম কথাগুলো বলে যেভাবে কোন ব্যক্তি খেজুর খাওয়ার সময় তা বেছে বেছে খায়।" (হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি : ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫০৮)

(৭৭০) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে সমস্ত লোক মহা মহিয়ান আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা তাতে সমবেত হয়। তাদেরকে আকাশ থেকে এক ঘোষক (ফিরিশতা) এই বলে ঘোষণা দিতে থাকেন যে, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে উঠে যাও। তোমাদের গুনাহগুলো নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।[৭৭০]

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءِ وَلاَ شُهَدَاءِ قَالَ فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفُهُمْ قَالَ هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَبِلاَدِ شَتَّى يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُوْنَهُ .

(৭৭১) আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন কোন কোন লোককে এমনভাবে উত্থিত করবেন যে, তাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে। তারা মতির মিম্বারে বসে থাকবেন। অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে ঈর্ষা করবে। তারা নাবীগণও নন এবং শহীদগণও নন। জনৈক গ্রাম্য সাহাবী

---

[৭৭০] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১২৪৫৩, বাযযার হা/৬৪৬৭, আবূ ইয়া'লা হা/৪০৩২- হাদীসের শব্দাবলী তাদের, ত্বাবারানী, ইবনু 'আদী, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫০৪। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১২৩৯৩) : এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ হাসান, তবে হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **সাহল ইবনু হানযালাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "কোন সম্প্রদায় যখন সমবেত হয়ে তাতে মহান আল্লাহর যিকির করে অতঃপর মজলিস শেষ করে; তখন তাদেরকে বলা হয় : তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের খারাবগুলো ভাল দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।"** (ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫০৬। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন)

হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের অবস্থা বর্ণনা করুন যেন আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। তিনি (সাঃ) বললেন : তার বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন শহরের ঐসব লোক যারা আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে ভালবাসে; তারা সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে।[৭৭১]

মজলিসের কাফফারাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ .

(৭৭২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মজলিসে বসে অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলেছে, সে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে বলবে : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক"- তাহলে উক্ত মজলিসে সে যা কিছু বলেছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৭৭২]

---

[৭৭১] হাদীস সহীহ : ত্বাবারানী, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫০৯- হাদীসের শব্দাবলী তার থেকে গৃহীত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৭২] হাদীস সহীহ : আবূ দাউদ হা/৪৮৫৯, তিরমিযী হা/৩৪৩৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী হা/১৩৪৪, ইবনু হিব্বান হা/৫৯৪, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৯৬৯, - যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫১৬। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৭১৬৫) বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল।

তাসবীহ, তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীলের ফাযীলাত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ .

(৭৭৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : এমন দুটি কালেমা আছে যা জিহ্বায় (উচ্চারণে) হালকা এবং (ওজনের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং কালেমা দুটি রহমানের কাছেও খুব প্রিয়। ঐ দুটি কালেমা হলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লাহিল 'আযীম।"[৭৭৩]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(৭৭৪) 'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদীহি" পাঠ করে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।[৭৭৪]

---

[৭৭৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৬১৮৮, সহীহ মুসলিম হা/৭০২১, তিরমিযী হা/৩৪৬৭- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৬, আহমাদ হা/৭১৬৭। হাদীসের শব্দাবলী সকলের।

[৭৭৪] **হাদীস সহীহ :** বাযযার হা/২৪৬৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৩৯। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬৮৭৫) বলেন : এর সানাদ জাইয়্যিদ।

عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ .

(৭৭৫) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিহামদীহি" পাঠ করে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হয়।[৭৭৫]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ .

(৭৭৬) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না আল্লাহর কাছে কোন কালামটি অতি পছন্দনীয়? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় কালাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি (সাঃ) বললেন : নিশ্চয় আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় কালাম হচ্ছে : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি।"[৭৭৬]

---

[৭৭৫] **হাদীস সহীহ :** তিরমিযী হা/৩৪৬৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, রাওযুন নাযীর হা/২৪৩, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৬৪, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৪০। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। নাসায়ীতে রয়েছে : **"তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হয়।"** ইবনু হিব্বান হা/৮২৬, মুস্তাদরাক হাকিম দুই স্থানে দুটি সানাদে হা/১৮৪৭, ১৮৮৮। যার একটিকে ইমাম হাকিম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

[৭৭৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭১০২- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৩৫৯৩, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৪৯৮। তিরমিযীতে রয়েছে : **"সুবহানা রব্বী ওয়া বিহামদিহী।"** ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ .

(৭৭৭) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম কালাম কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেন : সর্বোত্তম কালাম সেটাই যা আল্লাহ তাঁর ফিরিশতা অথবা বান্দাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তা হলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি।"[৭৭৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(৭৭৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে একশো বার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদীহি" পাঠ করে তার সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়; যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা রাশির সমতুল্য হয়।[৭৭৮]

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ

---

[৭৭৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৭১০১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আহমাদ হা/২১৩২০, ত্বাবারানী 'কিতাবুদ দু'আ' হা/১৬৭৭, বায়হাক্বীর দা'ওয়াতুল কাবীর হা/১২৮, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' হা/৮২৪। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৭৭৮] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৯২৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৭০১৮, তিরমিযী হা/৩৪৩৬, ইবনু মাজাহ হা/৩৮১২, ইবনু হিব্বান হা/৮২৯, বাগাভী হা/১২৬২, আহমাদ হা/৮০০৯- শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِه كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَة قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَة فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَة .

(৭৭৯) মুস'আব ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি (সাঃ) বললেন : তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাজার সাওয়াব উপার্জন করতে অক্ষম? নাবী (সাঃ) কাছে বসে থাকা লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললো, আমাদের কেউ কিরূপে এক হাজার সাওয়াব উপার্জন করবে? তিনি (সাঃ) বললেন : একশো বার "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করলে এক হাজার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে অথবা তার থেকে এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে।[৭৭৯]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، أَوْ بَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৭৮০) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রাতের অন্ধকার যাকে ভীত করে অথবা সম্পদ খরচে যাকে কৃপণতা পেয়ে বসে কিংবা দুশমনের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যাকে কাপুরুষতা পায় সে যেন অধিক পরিমাণে "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করে। কেননা এটা আল্লাহর পথে স্বর্নের পাহাড় দান করার চাইতেও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।[৭৮০]

---

[৭৭৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৭০২৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ তিরমিযী হা/৩৪৬৩। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

[৭৮০] **হাদীস সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৭০৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা/১৬৮৭৬, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৪১। আল্লামা মুনযিরী

عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

(৭৮১) জুওয়াইরিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নাবী (সাঃ) ফজর সলাতের সময় তার কাছ থেকে চলে গেলেন, আর তিনি (জুয়াইরিয়াহ) স্বীয় সলাতের স্থানে বসে যিকিরে মশগুল থাকলেন। অতঃপর নাবী (সাঃ) সলাতুয যুহা আদায়ের পর ফিরে এলেন। তখনও জুওয়াইরিয়াহ (রাঃ) ঐরূপ অবস্থায় বসে ছিলেন। নাবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : আমি তোমাকে যেরূপ অবস্থায় রেখে গেছি তুমি কি এখনও সেই অবস্থায়ই রয়েছো? তিনি বললেন, হাঁ। নাবী (সাঃ) বললেন : আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পাঠ করেছি। যদি (এতোক্ষণ পর্যন্ত) তুমি যা কিছু পাঠ করেছো সেগুলোকে এ কালেমাগুলোর মোকাবিলায় ওজন করা হয় তাহলে এ কালেমাগুলোই ভারী হবে। তা হলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি 'আদাদা খালক্বিহি ওয়া রিযা নাফসিহি ওয়া যিনাতা 'আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।"[৭৮১]

বলেন : হাদীসটি বিরল, তবে এর সানাদে সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

[৭৮১] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/৭০৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৮, আবূ দাউদ হা/১৫০৩- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ।

উল্লেখ্য, হাদীসে বর্ণিত যিকির কিছুটা ভিন্ন শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

১। "সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালক্বিহি, সুবহানাল্লাহি রিযা নাফসিহি, সুবহানাল্লাহি যিনাতা 'আরশিহি সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি।" (সহীহ মুসলিম, নাসায়ী এর শেষে অনুরূপভাবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হবে কথাটি বৃদ্ধি করেছেন)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ، فَقَالَ:"بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ؟"قُلْتُ: أَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ:"أَلا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ، ثُمَّ دَأَبْتَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَمْ تَبْلُغْهُ؟"قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ:"تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا فِي خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذَلِكَ وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ".

(৭৮২) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বসা অবস্থায় আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসলেন। তিনি (সাঃ) আমাকে বললেন : তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছো কেন? আমি বললাম, আল্লাহর যিকির করছি; হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (সাঃ) বললেন : আমি কি তোমাকে এমন কিছু জানাবো না, যখন তুমি তা বলবে তোমার রাত-দিনের অনবরত যিকির পাঠও এর সাওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন। তিনি (সাঃ) বললেন : তুমি বলবে : "আলহামদুলিল্লাহি 'আদাদা মা আহ্‌স- কিতাবুহু, ওয়াল হামদুলিল্লাহি 'আদাদা মা ফী কিতাবিহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি 'আদাদা মা

২। "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার 'আদাদা খালক্বিহি ওয়া রিযা নাফসিহি ওয়া যিনাতা 'আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।" (সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭৪)

৩। "সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালক্বিহি, সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালক্বিহি, সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালক্বিহি- তিনবার। সুবহানাল্লাহি রিযা নাফসিহি, সুবহানাল্লাহি রিযা নাফসিহি, সুবহানাল্লাহি রিযা নাফসিহি- তিনবার। একইভাবে যিনাতা 'আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি-তিনবার। (তিরমিযী হা/৩৫৫৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

আহ্স- খালকুহু, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ মা ফী খালক্বিহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি 'আদাদা কুল্লি শাইয়িন, ওয়াল হামদুলিল্লাহি 'আলা কুল্লি শাইয়িন"- অনুরূপভাবে "সুবহানাল্লাহ" এবং "আল্লাহু আকবার" দিয়েও তা পাঠ করবে।[৭৮২]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

(৭৮৩) আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : উযু ঈমানের অর্ধেক। 'আল-হামদুলিল্লাহ' দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল-হামদুলিল্লাহ' একত্রে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। সলাত হলো নূর, সদাক্বাহ হলো (মুক্তির) সনদ এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা হলো আলোকবর্তিকা। কুরআন তোমার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজেকে বিক্রয় করে। সে হয় নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।[৭৮৩]

---

[৭৮২] **হাদীস সহীহ :** ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৮৫৭, ৮০৪৭, দুটি সানাদে- হাদীসের শব্দাবলী তার। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭৫। আবূ উমামাহ হতে হাদীসটি কিছুটা ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে আহমাদ, ইবনু আবুদ দুনিয়া, নাসায়ী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান এবং হাকিমে। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী বলেছেন : সহীহ। সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭৫।

[৭৮৩] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫৫৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ আওয়ানাহ হা/৪৫৭, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/২৪৫৩, তিরমিযী হা/৩৫১৭, আহমাদ হা/১৮২৮৭, ২২৯০২- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ। ইমাম

"সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" : বলার ফাযীলাত

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ".

(৭৮৪) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গাছের ডাল ধরে ঝাকুনি দিলেন কিন্তু কোন পাতা ঝরলো না। অতঃপর আবার ঝাকুনি দিলেন কিন্তু কোন পাতা ঝরলো না। অতঃপর আবার ঝাকুনি দিলেন এবং এবার পাতা ঝরে পড়লো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার"- পাঠ করার মাধ্যমে গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে যায় যেমন (শীতকালে) গাছের পাতা ঝরে পড়ে।[৭৮৪]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৮৪] হাদীস হাসান : আহমাদ হা/১২৫৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হা/৬৩৪, ত্বাবারানীর 'কিতাবুদ দু'আ' হা/১৬৮৮, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭০। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১২৪৭৩) : এর সানাদ হাসান। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদের সিনান ইবনু রবী'আহর কারণে মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদে এর সানাদ হাসান। এছাড়া সানাদের অবশিষ্ট রিজাল সিক্বাত এবং বুখারী মুসলিমের রিজাল। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(৭৮৫) সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর নিকট অত্যধিক প্রিয় কালেমা চারটি : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" তুমি এগুলোর যেটাকেই প্রথমে পড়ো না কেন, কোন সমস্যা নেই।[৭৮৫]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُذُوْا جُنَّتَكُمْ » . قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ : مِنْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ ؟ قَالَ : « لاَ جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ ، قُوْلُوْا : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَإِنَّهَا يَأْتِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٌ وَمُقَدِّمَاتٌ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ »

(৭৮৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমরা আত্মরক্ষার জন্য ঢাল গ্রহণ করো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুশমন উপস্থিত হয়েছে কি? তিনি (সাঃ) বললেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল নিয়ে নাও। তোমরা বলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি"- কেননা ক্বিয়ামাতের দিন এগুলো তার পাঠকের সামনে, পিছন, ডান ও বাম দিক দিয়ে আসবে, তার জন্য

---

[৭৮৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৫৭২৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩৮১১, আহমাদ হা/২০১০৭, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৩৪৬। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদের আরেক বর্ণনায় (হা/২০১২৬, ২০২২৩) রয়েছে : **"এ চারটি কালেমা কুরআনের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং এগুলো কুরআনের কালেমা।"**

নাজাতকারী হবে এবং এগুলোই তার অবশিষ্ট নেক 'আমল হিসেবে রয়ে যাবে।[৭৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

(৭৮৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার"- বলা আমার কাছে ঐসব বস্তুর চাইতে অধিক প্রিয় যার উপর সূর্য্য উদিত হয়।[৭৮৭]

عن أَبِيْ سَلْمَى رَاعِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : « بَخٍّ بَخٍّ بِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ ».

(৭৮৮) আবূ সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : বাহ! বাহ! পাঁচটি বস্তু আমলের পাল্লায় কতই না অধিক ভারী। (তা হলো) : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল

---

[৭৮৬] **হাদীস হাসান** : মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৯৮৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৯৮, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৬৭, আহমাদ হা/১৮৩৫৩- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ লিগাইরিহি। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৭৮৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/৭০২২, তিরমিযী হা/৩৫৯৭- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার।" কোন মুসলিমের নেক সন্তান মৃত্যু বরণ করলে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে।[৭৮৮]

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ .

(৭৮৯) নাবী (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার।"[৭৮৯]

---

[৭৮৮] **হাদীস সহীহ : মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮৮৫-** যাহাবীর তা'লীক্বসহ, হাদীসের শব্দাবলী তার। আহমাদ হা/২৩১০০, ইবনু হিব্বান হা/৮৩৩, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫৭। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। অনুরূপ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৪৫) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সিক্বাত।

[৭৮৯] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/১৬৪১২, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/১০৬৭৭, ১০৬৭৮, এবং 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' হা/৮৪১, ৮৪২, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৪৮। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৬৩৬৪) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : এর সানাদ সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬৮৩৯) বলেন : হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর রিজাল সহীহ রিজাল। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি চারা রোপণ করছিলাম। তিনি (সাঃ) বললেন : হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! কি রোপণ করছো? আমি বললাম, আমার জন্য চারা লাগাচ্ছি। তিনি (সাঃ) বললেন : আমি কি তোমার জন্য এর চাইতেও উত্তম চারার সংবাদ তোমাকে দিবো না? আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (সাঃ) বললেন : তুমি বলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার"- এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি গাছ রোপণ করা হবে।** (ইবনু মাজাহ, হাকিম। ইমাম হাকিম এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৪৯)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً " .

(৭৯০) আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ কালামসমূহ হতে চারটি কালাম বাছাই করেছেন। (তা হলো) : "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার।" যে ব্যক্তি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলে তার জন্য বিশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার বিশটি গুনাহ হ্রাস করা হয়। আর যে ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' বলে তার জন্যও অনুরূপ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তার জন্যও অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অন্তরের গভীর থেকে বলে 'আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন' তার জন্য ত্রিশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার থেকে ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।[৭৯০]

[৭৯০] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/৮০১২, ১১৩০৪- হাদীসের শব্দাবলী তার- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৭৯৯৯, ৮০৭৯) : এর সানাদ সহীহ। নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৮৪০, বাযযার হা/৩০৭৪, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান হা/৫৭৬, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮৮৬- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫৪। ইমাম হাকিম বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

(৭৯১) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যমীনের বুকে যে কেউ এ কালেমা পাঠ করলে তার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হবে যদিও গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনা রাশির সমতুল্য হয়। (তা হলো) : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"[৭৯১]

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" : বলার ফাযীলাত

عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ؟ " قَالَ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " .

(৭৯২) মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যকার একটি দরজার কথা অবহিত করবো না? মু'আয (রাঃ) বলেন, সেটা কি? তিনি (সাঃ) বললেন : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"[৭৯২]

---

[৭৯১] **হাদীস হাসান** : তিরমিযী হা/৩৪৬০- হাদীসের শব্দাবলী তার, মুস্তাদরাক হাকিম হা/১৮৫৩, ইবনু আবুদ দুনিয়া, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৬৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। হাকিমের বর্ণনায় : **'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি'** বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৭৯২] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২১৯৯৬, ২২০৯৯, ২২১১৫, ১৫৪৮১- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৩৫৭, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৮১। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২২০১৪) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাসান লিগাইরিহি। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .

(৭৯৩) আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা যখনই কোন উঁচু স্থানে উঠতাম তখন আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিতাম। নাবী (সাঃ) বললেন : "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিজেদের উপর দয়া করো। কেননা তোমরা কোন বধির এবং অনুপস্থিত কাউকে আহবান করছো না। বরং তোমরা এমন সত্ত্বাকে আহবান করছো যিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।" অতঃপর নাবী (সাঃ) আমার কাছে আসলেন, এ সময় আমি মনে মনে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলছিলাম। নাবী (সাঃ) বললেন : হে 'আবদুল্লাহ বিন ক্বাইস! তুমি বলো : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"- কেননা এটি জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার।" অথবা

লিগাইরিহি বলেছেন। এছাড়া মুস্তাদরাক হাকিম হা/৭৭৮৭- ক্বাইস ইবনু সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রাঃ) হতে। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬৮৯৭) বলেন : হাদীসটি আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ের রিজাল সহীহ রিজাল।

নাবী (সাঃ) বলেছেন : "আমি কি তোমাকে এমন একটি কালেমার সংবাদ দিব না যা জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যকার একটি ভান্ডার? তা হলো : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" ।[৭৯৩]

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু" : বলার ফাযীলাত

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ ".

---

[৭৯৩] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৫৯০৫- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৭০৩৭, আবূ দাউদ হা/১৫২৬, তিরমিযী হা/৩৬০১, ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৫ ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

১। **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন : তুমি অধিক পরিমাণে বলবে : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম।" কেননা এটি জান্নাতের ভান্ডার।** (সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৮০, হাদীসটি সহীহ)

২। **"আমি কি তোমাকে এমন একটি কালেমার কথা জানাবো না যা আরশের নীচের জান্নাতের ভান্ডার সমূহের অন্তর্ভুক্ত? তুমি বলবে : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"** (হাকিম, সহীহ আত-তারগীব, হাদীসটি সহীহ)

৩। **আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন : হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডারের সংবাদ দিব না? জবাবে আমি বললাম, হাঁ বলুন তিনি বললেন : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"** (ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু আবুদ দুনিয়া, ইবনু হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৮৫। আহমাদ শাকের বলেন (হা/২১২৯৮) : সানাদ সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৭৯৪) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে বলবে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বাদীর"- সে যেন কোন ব্যক্তিকে আযাদ করলো।[৭৯৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

---

[৭৯৪] **হাদীস সহীহ :** আহমাদ হা/১৮৫১৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান- হাদীসের অংশ বিশেষ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৩৫। আহমাদ শাকির বলেন (হা/১৮৪৪০, ২৩৪৭৩) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : হাদীস সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (হা/১৬৮২২, ১৬৮২৩) বলেন : হাদীসদ্বয় আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ের রিজাল সহীহ রিজাল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **'আমর ইবনু শু'আইব হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : উত্তম দু'আ হচ্ছে আরাফাহ্‌র দু'আ এবং উত্তম হচ্ছে আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণ যা বলতেন : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বাদীর।"** (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান ও গরীব। আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন)

(৭৯৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে একশো বার বলে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"- দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব রয়েছে। তার জন্য একশোটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়, তার থেকে একশোটি গুনাহ মুছে ফেলা হয়, এবং তার জন্য ঐ দিন শয়তান থেকে নিরাপত্তা বিধান করা হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঐদিন তার চাইতে আমলের দিক দিয়ে অধিক উত্তম আর কেউ হতে পারে না ঐ লোক ব্যতীত যিনি এ 'আমল তার চাইতেও বেশি করেন।[৭৯৫]

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ .

(৭৯৬) আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"- দশবার পাঠ করবে সে যেন ঐ ব্যক্তির মত যে ইসমাঈলের বংশ হতে চার জন গোলাম আযাদ করলো।[৭৯৬]

---

[৭৯৫] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৩০৫০, সহীহ মুসলিম হা/৭০১৮- হাদীসের শব্দাবলী উভয়ের, অনুরূপ আহমাদ হা/৮০০৮, তিরমিযী হা/৩৪৬৮।

[৭৯৬] **হাদীস সহীহ :** সহীহ মুসলিম হা/৭০২০- হাদীসের শব্দাবলী তার, তিরমিযী হা/৩৫৫৩।

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যা বলতে হয়

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ .

(৭৯৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কারো নিকট শয়তান এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছেন? এমনকি এ পর্যায়ে সে বলে, তোমার রব্বকে কে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারো কাছে এরূপ পৌছলে সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এরূপ চিন্তা থেকে বিরত থাকে।[৭৯৭]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَكَ ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللهَ ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقْرَأْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ ".

(৭৯৮) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কারোর নিকটে শয়তান এসে বলে, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? সে বলে, আল্লাহ। অতঃপর শয়তান বলেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? তোমাদের কারোর মনে এরূপ ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলে সে যেন

---

[৭৯৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৩০৩৪- হাদীসের শব্দাবলী তার, সহীহ মুসলিম হা/৩৬২।

বলে : আমানতু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি"- এতে তার ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়ে যাবে।[৭৯৮]

ফরয সলাতের পর পঠিতব্য ফাযীলাতপূর্ণ দু'আ ও যিকির

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(৭৯৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সলাতের পর ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ", ৩৩ বার "আল-হামদুলিল্লাহ", ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার"- এ নিয়ে মোট ৯৯ বার হলো, অতঃপর ১০০ পূর্ণ করার জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বাদীর"- পাঠ করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশির সমতুল্যও হয়।[৭৯৯]

---

[৭৯৮] **হাদীস সহীহ** : আহমাদ হা/২৬২০৩, ৮৩৭৬, ২১৮৬৭- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ ইয়ালা হা/৩৮৫৫, ৩৮৬২, বাযযার হা/৮০৩৭, সহীহ আত-তারগীব হা/১৬১০। আহমাদ শাকির বলেন (হা/২৬০৮১) : এর সানাদ সহীহ। শু'আইব আরনাউত্ব বলেন : সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৭৯৯] **হাদীস সহীহ** : সহীহ মুসলিম হা/১৩৮০- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ আহমাদ হা/৮৮৩৪। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৮৮১৯, ১০২১৬) : এর সানাদ হাসান। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রাঃ) হতে মারফুভাবে অন্য বর্ণনায় হাদীসের শেষের অংশটুকু বাদে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে : **"৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ", ৩৩ বার**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالُوا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ.

(৮০০) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি দুটি অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর অভ্যাস দুটি আয়ত্ব করাও সহজ। অবশ্য যারা অভ্যাস দুটি আয়ত্ব করে তাদের সংখ্যা খুবই কম। তা হলো : প্রত্যেক সলাতের পর দশবার "সুবহানাল্লাহ" দশবার "আল্লাহু আকবার' এবং দশবার "আল-হামদুলিল্লাহ" পাঠ করা। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এগুলো তাঁর আঙ্গুল দিয়ে গুনতে করতে দেখেছি। তিনি বলেন : তা মুখ দিয়ে পড়লে হয় একশো পঞ্চাশবার আর আমলের পাল্লায় এর ওজন হয় এক হাজার পাঁচশো বার। আর যখন সে ঘুমাতে যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪

"আল-হামদুলিল্লাহ" এবং ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার।" (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

বার আল্লাহু আকবার একশো বার পাঠ করবে। তা মুখে পড়লে হয় একশো বার আর আমলের পাল্লায় হয় এক হাজার। কাজেই তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রত্যহ দুই হাজার পাঁচশো গুনাহ করবে? সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুটি সর্বদা কেন গণনা করবো না? তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার কাছে এসে বলে : অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো। এমনিভাবে সে যখন বিছানায় যায় তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে এমনভাবে গাফেল করে দেয় যে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়।[৮০০]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ:"مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ".

(৮০১) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছুই তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে থাকবে না।[৮০১]

---

[৮০০] **হাদীস সহীহ** : ইবনু মাজাহ হা/৯২৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৫০৬৫, তিরমিযী হা/৩৪১০, ইবনু হিব্বান হা/২০৫২, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৯৪, তা'লীক্বাতুল হাস্‌সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/২০১৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৮০১] **হাদীস সহীহ** : ত্বাবারানী কাবীর হা/৭৪০৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৯৫, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৯৭২। আল্লামা হায়সামী বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীর ও সাগীর গ্রন্থে একাধিক সানাদে বর্ণনা করেছেন, তার একটি সানাদ জাইয়্যিদ। মুনযিরী বলেন : হাদীসটি নাসায়ী ও ত্বাবারানী একাধিক সানাদে বর্ণনা করেছেন, এর একটি সানাদ সহীহ। শায়খ আবুল হাসান বলেন : বুখারীর শর্তে সহীহ। ইমাম ইবনু হিব্বান ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য, হাদীসটি ফাযায়িলে কুরআন অধ্যায়ে গত হয়েছে।

ফাযীলাতপূর্ণ অন্যান্য দু'আ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.

(৮০২) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি স্বীয় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যদি বলে : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতুল 'আলা আল্লাহি লা হাওয়া ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি"- তবে তাকে বলা হবে, তোমার জন্য (আল্লাহই)

সলাত শেষে পঠিতব্য উল্লিখিত দু'আ ও যিকিরগুলো ছাড়াও ফাযীলাতপূর্ণ আরো বহু দু'আ, যিকির ও আমলের কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার কয়েকটি হলো :

১। **আল্লাহু আকবার [একবার], আস্‌তাগফিরুল্লাহ, আস্‌তাগফিরুল্লাহ, আস্‌তাগফিরুল্লাহ [তিন বার]**। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

২। **আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু, ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল ইকরা-ম**। (সহীহ মুসলিম)

৩। **আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান নার (৭ বার)**। (আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, সানাদ- লা বা'সা বিহী)

৪। **সূরাহ ফালাক্ব ও সূরাহ নাস পাঠ করা**- (আহমাদ হা/১৭৪১৭, ১৭৭৯২, আবূ দাউদ হা/১৫২৩, নাসায়ী ও অন্যান্য)। **মাগরিব ও ফজরের সময় সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক্ব ও সূরাহ নাস- এ তিনটি সূরাহ তিনবার করে পাঠ করবে। এতে যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া যাবে**- (আবূ দাউদ হা/৫০৮২, আলবানী বলেন : হাদীস হাসান, আহমাদ হা/২২৬৬৪- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ হাসান)

৫। **আল্লা-হুম্মাক্‌ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়াকা**- এ দু'আ পাঠ করলে পাহাড় পরিমাণ দেনা থাকলেও আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। (তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪২৯)

৬। **লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ**। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

যথেষ্ট, তুমি নিরাপত্তা অবলম্বন করেছো। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।[৮০২]

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَّنْفَعَنِيْ بِهِ قَالَ قُلْ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ.

(৮০৩) মুস'আব ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক গ্রাম্য লোক নাবী (সাঃ)-কে বলেন, আমাকে এমন দু'আ শিক্ষা দিন যদদ্বারা আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি (সাঃ) বললেন, তুমি বলো : "আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউল আমরু কুল্লুহু।"[৮০৩]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ

---

[৮০২] **হাদীস সহীহ** : তিরমিযী হা/৩৪২৬- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু হিব্বান হা/৮২২, তা'লীকুর রাগীব ২/২৬৪, মিশকাত হা/২৪৪৩, তা'লীক্বাতুল হাস্সান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮১৯, তাখরীজ আল-কালিমুত তাইয়্যিব হা/৫৯, সহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৫। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

[803] **হাদীস সহীহ** : সহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭৬। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

(৮০৪) শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করবে সেই রাতে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সকালে পাঠ করলে ঐ দিন মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তা হলো : "আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইকা ওয়া আবূউ বিযামবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।"[৮০৪]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ " .

(৮০৫) 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : "বিসমিল্লাহি লা ইয়াযুররু মা'আ ইসমিহি শাইয়্যুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্সামা-য়ি ওয়াহুয়াস্ সামি'উল 'আলীম।"- যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন ভোরে এবং

---

[৮০৪] **হাদীস সহীহ :** সহীহুল বুখারী হা/৫৮৩১- হাদীসের শব্দাবলী তার, আবূ দাউদ হা/৫০৭০, সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৭৪৭।

প্রতি রাতে সন্ধ্যায় এই দু'আ তিনবার পাঠ করে তাহলে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।[৮০৫]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ "

(৮০৬) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) তাকে বলেছেন : আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখাবো না, যা তুমি বিছানায় ঘুমানোর সময় পাঠ করবে? যদি তুমি ঐ রাতে মৃত্যু বরণ করো তবে তোমার মৃত্যু ইসলামের উপর হবে। আর যদি (জীবিত অবস্থায়) ভোরে উপনীত হও তাহলে কল্যাণ লাভ করবে। তা হলো : "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়া ফাও্ওয়াযতু আমরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহ্বাতান ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা-মানজাআ মিনকা ইল্লা-ইলাইকা, আ-মানতু বিকিতাবিল্লাযী আনযালতা ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।"[৮০৬]

---

[৮০৫] **হাসান সহীহ** : তিরমিযী হা/৩৩৮৮, আবূ দাউদ হা/৫০৮৮- হাদীসের শব্দাবলী তার, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৮০৬] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/২৩৯, ৬৯৩৪, তিরমিযী হা/৩৩৯৪- হাদীসের শব্দাবলী তার। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীস সহীহ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(৮০৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম একশো। যে ব্যক্তি এই নামগুলো মুখস্ত করলো (বা পড়লো) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮০৭]

[৮০৭] **হাদীস সহীহ** : সহীহুল বুখারী হা/৬৮৪৩- হাদীসের শব্দাবলী তার, অনুরূপ শব্দে **সহীহ মুসলিম হা**/৬৯৮৬, তিরমিযী হা/৩৫০৬- ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি **হাসান সহীহ**। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়াও আহমাদ **হা/৭৫০২- তাহক্বীক্ব** শু'আইব আরনাউত্ব : হাদীস সহীহ, তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির (হা/১০৪২৯, ১০৪৮০) : সানাদ সহীহ। ত্বাবারানী 'আদ-দু'আ' হা/১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, হুমাইদী হা/১১৩০, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা হা/৭৬৫৯, ইবনু হিব্বান হা/৮০৮, মুস্তাদরাক হাকিম হা/৪১- যাহাবীর তা'লীক্বসহ, বায়হাক্বীর সুনান, আসমা ওয়াস সিফাত এবং শু'আবুল ঈমান, বাগাভী হা/১২৫৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ : আলোচ্য হাদীসে আল্লাহ তা'আলার নাম শুধু কাগজে লিখে মুখস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো : (১) ভালভাবে নামগুলো মুখস্ত করা, (২) নামগুলোর অর্থ অনুধাবন করা, (৩) নামগুলোর দাবী অনুযায়ী আল্লাহর 'ইবাদাত করা- এটা দু'ভাবে হতে পারে : (ক) আল্লাহর নামসমূহের ওয়াসিলাহ দিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সেই নামগুলোর ওয়াসিলায় তাঁর কাছে দু'আ করো।" আপনি যা চান তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নাম নির্বাচন করে সেই নামটি উল্লেখ করে দু'আ করবেন। যেমন, ক্ষমা চাওয়ার সময় বলবেন : ইয়া গাফূর! ইগ্‌ফিরলী- 'হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করুন।' (খ) আপনার ইবাদতের মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই, যা আল্লাহর নামগুলোর দাবীকে আবশ্যক করে। যেমন, রহীম নামের দাবী হলো রহমাত করা। সুতরাং আপনি এমন 'আমল করুন, যা আল্লাহর রহমাত নাযিলের কারণ হয়। এটাই হলো নামসমূহ মুখস্ত করার অর্থ। (ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

[পরিশিষ্ট–১]

যা জানা জরুরী

যা জানা জরুরী

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু' প্রকার (১) সহীহ, (২) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার।

১। **সহীহ লিযাতিহী :** যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিযাতিহী। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

২। **হাসান লিযাতিহী :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চারটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিযাতিহী হাদীস বলা হয়।

৩। **সহীহ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ) :** যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয়।

৪। **হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান) :** অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিযাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নাবাবী বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মাঝে) সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

প্রধানতঃ দু'টি কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়। (১) সানাদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া, (২) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দ্বীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো

১। **মু'আল্লাক** : যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

২। **মুনকাতি** : হাদীসের সানাদে যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।

৩। **মুরসাল** : যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারেন, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন,

যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল; তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাক্‌র রাজী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাজী বর্ণনা করেছেন কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪। **মু'দাল** : হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

৫। **মুদাল্লাস** : সানাদের ত্রুটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শায়খের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শায়খের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদ্‌লীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

৬। **শা'য** : একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

৭। **মা'রূফ** : যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।

৮। **মুনকার** : মা'রূফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিযুক্ত।

৯। **মাতরূক** : যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান

করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি মনে তাওবাহ্ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। **মাওযু বা বানোয়াট** : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে তবে তার হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

১১। **মুবহাম** : যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষ-গুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সাহাবী ব্যতিত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। **মুদ্‌রাজ** : যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অথবা করেছেন এরূপ বলা অনুচিত

ইমাম নাবাবী (রহঃ) 'আল-মাজমু'আহ শারহুল মুহাজ্জাব' গ্রন্থে (১/৬৩) বলেন : "হাদীস বিশারদ মুহাক্কিক 'আলিমগণ ও অন্যান্যরা বলেছেন কোন হাদীস দুর্বল হলে তাতে এ কথা বলা যাবে না যে

(قال رسول الله (ص) أو فعل، أو أمر أو نهى أو حكم ...) – রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অথবা করেছেন অথবা নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা নিষেধ করেছেন অথবা হুকুম করেছেন ইত্যাদি যা সিগায়ে জাযাম (দৃঢ় অর্থবোধক শব্দ) দ্বারা প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে এ কথাও বলা যাবে না যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন অথবা বলেছেন, কিংবা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি যা এর সমার্থবোধক শব্দ। অনুরূপভাবে তাবিঈ এবং তার পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও এমন কথা বলা যাবে না, যদি হাদীসটি দুর্বল হয়ে থাকে। এসবের কোনটিতেই সিগায়ে জাযাম ব্যবহার করা যাবে না। বরং এর

প্রত্যেকটিতেই এ কথা বলতে হবে (رُوِي عنه، أو نُقل عنه، أو حُكي عنـــه...، أو يُذكر.....)– তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সূত্রে নাক্বল করা হয়েছে, তার সূত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, অথবা উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি শব্দ, যা সিগায়ে তাম্‌রীয-এর অর্থ প্রকাশ করে, সিগায়ে জাযাম নয়। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, সিগায়ে জাযাম গঠিত হয়েছে সহীহ্ ও হাসান হাদীসের জন্য। আর সিগায়ে তাম্‌রীয গঠিত হয়েছে এ দু'টো ছাড়া অন্যগুলোর জন্য। তাই সিগায়ে জাযামকে সহীহ্ হাদীস ছাড়া অন্যক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা অনুচিত। কেননা তা বিশুদ্ধতার অর্থ দেয় ... ।"
(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)

ইবনু সালাহ বলেছেন : যখন তুমি সানাদবিহীনভাবে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করবে, তখন তাতে বলবে না যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই এই বলেছেন। এছাড়াও অনুরূপ অর্থবোধক আলফাযুল জাযিমাহ্। কেননা এরূপ শব্দ প্রমাণ করে যে, নাবী (সাঃ) সত্যিই তা বলেছেন। তাই দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে বলবে :

(رُوِيَ عن رسول الله كذا كذا، أو بلغنا عنه كذا كذا)

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সূত্রে এই এই বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সূত্র দিয়ে আমাদের নিকট এই এই পৌঁছেছে।" এ ধরনের কথা হাদীসটি সহীহ্ ও দুর্বল হওয়ার মাঝে সংশয়ের হুকুম দেয়। তাই যে হাদীসের বিশুদ্ধতা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে, সে ক্ষেত্রে তুমি বলবে (قال رسول الله) "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন।" **(মুক্বাদ্দামাহ সহীহ আত-তারগীব)**

ফাযায়িলে আ'মালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস মোতাবেক আমল করা জায়িয কিনা?

'আক্বীদাহ ও আহকামের ক্ষেত্রে যেমন হালাল, হারাম, বেচা-কেনা, বিবাহ, ত্বালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ আহ্‌লি 'ইল্‌ম ও তাদের ছাত্রদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, ফাযায়িলে 'আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস আমল করা জায়িয। তাদের ধারণা এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেনই বা এমনটি

হবে না, ইমাম নাবাবী তার কিতাবে এ সম্পর্কে ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন? কিন্তু তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা স্পষ্টই প্রশ্নের সম্মুখীন। কেননা এ বিষয়ে যে মত পার্থক্য আছে তা জানা বিষয়। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : "হাদীসের উপর 'আমালের ক্ষেত্রে আহকাম অথবা ফাযায়িলের মধ্যকার কোন পার্থক্য নেই। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই শারী'আত।" সেজন্যই কতিপয় মুহাক্কিক 'আলিম বলেছেন, দুর্বল হাদীসের উপর কোনক্রমেই আমল করা যাবে না। আহকামের ক্ষেত্রেও নয়, ফাযীলাতের ক্ষেত্রেও নয়। যেমন শায়খ জামালুদ্দীন কাশিমী (রহঃ) তার "কাওয়ায়িদুল হাদীস" (পৃষ্ঠা ১১৩) গ্রন্থের মধ্যে একদল ইমামের মতামত উল্লেখ করেছেন। যাঁরা কোন অবস্থাতেই দুর্বল হাদীসের উপর আমল করাকে বৈধ মনে করেননি। যেমন ইবনু মা'ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ বাক্‌র আল-'আরাবী ও আরো অনেকে। তাঁদের দলে ইবনু হায্‌ম এবং আল্লামা শাওকানীও রয়েছেন।

হাফিয ইবনু রাজাব "শারহুত-তিরমিযী" (ক্বাফ ২/১১২) গ্রন্থে বলেন : "ইমাম মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ গ্রন্থের মুকাদ্দিমাহতে উল্লেখিত ভাষ্যগুলোর বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, যাদের থেকে আহকামের হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে তারগীব (উৎসাহমূলক) এবং তারহীবের (ভীতিমূলক) হাদীসগুলোও বর্ণনা করা যাবে না।"

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন : নিঃসন্দেহে এটাই সঠিক এবং তা কয়েকটি কারণে :

প্রথমত : বিনা মতভেদে 'আলিমগণের নিকট দুর্বল হাদীস দুর্বল ধারণা বা অনুমানের অর্থ বহন করে। তাই ঐকমত্যে এর উপর আমল জায়িয নয়। অতএব যে ব্যক্তি এর থেকে ফাযায়িলে আমল সম্পর্কিত দুর্বল হাদীসকে পৃথক করবে তাকে অবশ্যই এর দলীল দিতে হবে। হায় আফসোস, কোথায় পাবেন দলীল!

আল্লাহ তা'আলা তো একাধিক আয়াতে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমল করাকে অপছন্দ করেছেন সেখানে কিভাবে বলা যায় দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে?

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

অর্থ "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়।" **(সূরাহ আন-নাজম ২৭-২৮)**

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ

অর্থ "তারা কেবলমাত্র অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।" **(সূরাহ আন-নাজম ২৩)**

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন :

اياكُمْ وَ الظن، فَإن الظن أكْذَبُ الحَدِيْث

অর্থ "তোমরা অনুমান করা থেকে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীস) কথা।" **(বুখারী ও মুসলিম)**

দ্বিতীয়ত : আমি তাঁদের বক্তব্যে বুঝেছি ফাযায়িলে আমল দ্বারা তারা এমন আমলকে বুঝাচ্ছেন যা শারী'আত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যা দ্বারা শারীঈ দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি হাদীসটি দুর্বলও হবে। যেখানে 'আমালের কোন নির্দিষ্ট সাওয়াবের উল্লেখ থাকবে, যা উক্ত আমলকারী লাভ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে । তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের এরূপ অর্থই বুঝেছেন কতিপয় 'আলিম। যেমন 'আলী আল-ক্বারী (রহঃ)। তিনি "মিরক্বাত" গ্রন্থে ৯২/৩৮০) বলেছেন :

"ফাযায়িলে 'আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস মোতাবেক আমল করা যাবে যদি হাদীসটি বেশি দুর্বল না হয়। যেমন এ ব্যাপারে ইজমা' হওয়ার কথা বলেছেন ইমাম নাবাবী। তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে **এমন ফাযায়িল যা কিতাব অথবা সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত।**"

এমনটি হলে তদানুযায়ী 'আমল করা যাবে যদি দলিলযোগ্য অন্য কোন সহীহ বর্ণনা দ্বারা আমলটি শারী'আত সম্মত বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ মতের জমহুর প্রবক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে এরূপ উদ্দেশ্য করেননি। কেননা আমরা দেখেছি, তাঁরা এমন কতগুলো দুর্বল হাদীসের উপর আমল করেছেন যা অন্য কোন প্রমানযোগ্য হাদীস দ্বারা

সাব্যস্ত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ইক্বামাতের জবাবে 'আক্বামাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বাক্য বলাকে মুস্তাহাব মনে করা। অথচ এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। আর এই হাদীস ছাড়া দলিলযোগ্য অন্য কোন হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়নি। এ সত্ত্বেও তারা এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন। অথচ মুস্তাহাব হচ্ছে পাঁচটি আহকামের অন্যতম একটি। যা অবশ্যই প্রমাণযোগ্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হয়।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : আমি লোকদেরকে যে দিকে আহবান করছি তা হচ্ছে এই যে, দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না, চাই ফাযায়িলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্তাহাবগুলোর ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক।

জেনে রাখুন! যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযায়িলের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও হাদীস হতে কোনই দলীল নেই। দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এমন ধরনের একটি দলীলও তাদের কোন 'আলিমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র একে অপর হতে কতিপয় উক্তি বা ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। যা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ভাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ্ব লক্ষণীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেন "দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীস দ্বারা নয়।"

অতঃপর তিনি মুহাক্কিক জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী হতে নাক্বল করেন যে, তিনি বলেছেন : "আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, দুর্বল হাদীস দ্বারা শরী'আতের পাঁচটি আহকাম (তথা ফারয, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম) সাব্যস্ত হয় না।"

লক্ষ্য করুন! ইবনুল হুমাম বলেন : দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সকলের ঐক্যমতে পাঁচটি আহকামের কোনটিই সাব্যস্ত হয় না। যার মধ্যে মুস্তাহাবও রয়েছে। অতএব তার কথায় দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। তিনি আদ-দাওয়ানী হতে যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক। কারণ ধারণা বা অনুমানের দ্বারা কোন আমল করা হতে শারী'আতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যেটি সম্পর্কে আপনারা অবহিত হয়েছেন। যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযীলাতের ক্ষেত্রে আমল

করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা ধারণার বশবর্তী হয়েই তার উপর শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে বলে মত প্রদান করেছেন। যা সম্পূর্ণ আল্লাহর নির্দেশনা বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) 'আল-ক্বায়িদাতুল জালীলাহ ফিত্ তাওয়াস্সুল ওয়াল ওয়াসীলাহ' (৮২ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে বলেছেন :

"শারী'আতের মধ্যে যঈফ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করা জায়িয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সহীহ বা হাসান পর্যায়ভুক্ত এরূপ প্রমাণিত না হবে। তবে ইমাম আহমাদ ও আরো কতিপয় 'আলিম ফাযীলাতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসকে বর্ণনা করা জায়িয বলেছেন যদি মূল আমলটি শারঈ সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা প্রমাণিত হয় এবং উক্ত সাব্যস্ত হওয়া আমলটির ফাযীলাতে বর্ণিত হাদীসটি মিথ্যা নয় বলে জানা না যায়। আর এরূপ হলে হয়তো সাওয়াবটি সত্য বলা জায়িয হতে পারে।

কোন ইমামই বলেননি যে, যঈফ হাদীস দ্বারা কোন বস্তুকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসাবে সাব্যস্ত করা জায়িয, যে ব্যক্তি এরূপ বলবেন তিনি ইজমার বিপরীত কথা বলবেন।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) আরো বলেন : "ইমাম আহমাদ এবং তার ন্যায় কোন ইমাম শারী'আতের মধ্যে এ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর করেননি। যে ব্যক্তি ইমাম আহমাদ হতে এরূপ বর্ণনা করেছে যে, তিনি দুর্বল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (যেটি সহীহও নয় আবার হাসান পর্যায়ভুক্তও নয়)। তিনি ভুল করেছেন।"

(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ, সহীহ জামিঈস সগীর, মুক্বাদ্দামাহ সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ১ম খণ্ড ৫০-৫২, ও অন্যান্য)

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর নিকট দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার শর্তাবলী

হাফিয শাখাবী (রহ) বলেন, আমি আমার শায়খকে বার বার বলতে শুনেছি, দুর্বল হাদীসের উপর তিনটি শর্তে আমল করা যাবে

১। হাদীসটি যেন বেশী দুর্বল না হয়। অতএব মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

২। যে 'আমালের ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে সেই আমলটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে। অতএব যে 'আমালে কোন ভিত্তিই নেই সেই 'আমালের ক্ষেত্রে ফাযীলাত বর্ণিত হয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার সময় এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি শারী'আত হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে, তা রাসূল (সাঃ)-এর রেফারেন্সে বলতে হবে। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রাসূল (সাঃ) তার উপর আমল করার জন্য বলেছেন।

শর্তগুলোর ব্যাখ্যা

প্রথম শর্তে বলা হয়েছে : ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে। এই ফাযীলাত অর্জনের বিষয়টি কোন আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কোন আমল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্য হতে কোনটি কম দুর্বল আর কোনটি বেশী দুর্বল তা আগে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর যেটি কম দুর্বল সেটির উপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু কোনটি সহীহ, কোনটি দুর্বল, কোনটি কম দুর্বল এবং কোনটি বেশী দুর্বল তা পার্থক্য করার দায়িত্ব কার? সন্দেহ নেই; নিশ্চয় এ বিষয়ে যারা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ তাঁদেরকেই তা করতে হবে দু'টি কারণে :

১। পৃথক না করলে যঈফকে সহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে মনে করে তার উপর আমল করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপের ন্যায় বিপদেও পড়তে হতে পারে।

২। অনুরূপভাবে কম দুর্বলকে বেশী দুর্বল হতে পৃথক করতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি ফাযীলাতের ক্ষেত্রেও বেশী দুর্বল হাদীসের উপর আমল করে উল্লেখিত একই বিপদে না পড়ে। কিন্তু এরূপ পার্থক্যকারী বিজ্ঞ আলিমদের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে : যে কর্মটির ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে সে কর্মটির মূল থাকতে হবে। অর্থাৎ তা সহীহ্ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় মূলহীন 'আমালের জন্য ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না।

উল্লেখ্য দুর্বল হাদীস দ্বারা 'আলিমদের ঐকমত্যে কোন আমলই সাব্যস্ত হয় না। যদিও সেটি মুস্তাহাব হয়। অতএব আমলই যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে আমল এবং ফাযীলাত উভয়টি যে হাদীসের মধ্যে একই সাথে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীস দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফাযীলাত সাব্যস্ত হতে পারে না। যদিও হাদীসটি কম দুর্বল হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে মূলটি সহীহ্ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে : কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে, তবে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হতে পারে তিনি দুর্বল কথাটি বলেননি। ফলে তাঁর উপর আমল করতে গিয়ে মিথ্যারোপ করার মত বিপদে পড়তে হতে পারে।

সম্মানিত পাঠক! যখন নাবী (সাঃ)-এর হাদীস ভেবে কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে না, তখন তার উপর কোন স্বার্থে আমল করবেন? এটি কি ভেবে দেখার বিষয় নয়? এছাড়া সহীহ্ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীসগুলোর একচর্তুথাংশ হাদীসের উপর কি আমরা আমল করতে সক্ষম হয়েছি? সবিনয়ে এ প্রশ্নটি আপনাদের সমীপে রাখছি। **(আকমাল হুসাইন অনূদিত- যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮)**

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বহু 'আলিমকে আমরা এই শর্তগুলোর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখছি। তারা কোন হাদীস সহীহ্ না যঈফ তা না জেনেই তার উপর আমল করছেন। আর যখন হাদীসটির দুর্বলতা অবহিত হন তখন দুর্বলতার পরিমান তারা জানতে চান না। সেটি কি কম দুর্বল না বেশি দুর্বল? অতঃপর সেই দুর্বল হাদীস মোতাবেক 'আমালের পক্ষে এমনভাবে প্রচারণা করেন ঠিক যেমনটি করতেন হাদীসটি সহীহ্ হলে! সেজন্যই মুসলমানদের মাঝে এমন অনেক ইবাদাত বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোটেই সহীহ্ নয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা এমন বহু সহীহ্ ইবাদাত থেকে সরে গিয়েছে যা প্রমানযোগ্য সানাদসমূহের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। **(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)**

কতিপয় পরিভাষা

১। **মুতাওয়াতির** : মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারনত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

২। **খবরু ওয়াহিদ** : আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার

(ক) মাশহূর : আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) 'আযীয : সেই হাদীসকে বলা হয় যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু' জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) গরীব : যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

৩। **মারফূ** : নাবী (সাঃ)-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। **মাওকূফ** : সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় মাওকূফ।

৫। **মাক্বতূ** : তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

৬। **মুত্তাসিল** : যে মারফূ বা মাওকূফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

Contents

৭। **মাহ্ফূয** : যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৮। **মাজহূল** : যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহূল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। : **জাহালাত** যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

১০। **তাবে'** : তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

১১। **শাহিদ** : শাহিদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সাহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

১২। **মুতাবা'আত** : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। এটি দুই প্রকার

(ক) মুতাবা'আতু তাম্মাহ : যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'আত তাম্মাহ' বলা হয়।

(খ) মুতাবা'আতু কাসিরাহ : যদি সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা' বলা হয়।

১৩। **মুসাহ্হাফ** : আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শায়খের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এর পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

[পরিশিষ্ট–২]

ফাযায়িলে আ'মাল সম্পর্কিত

প্রচলিত যঈফ ও মাওযু হাদীস

ফাযায়িলে কালেমা

(১) আদম (আঃ) যখন গুনাহ্ করে ফেললেন, তখন তিনি বললেন : হে আমার প্রভূ! তোমার নিকট মুহাম্মাদকে সত্য জেনে প্রার্থনা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ্ বললেন : হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে কিভাবে চিনলে? অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি? আদম বললেন : হে আমার প্রভূ! আপনি আমাকে যখন আপনার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ থেকে রূহ প্রবেশ করালেন, তখন আমি আমার মাথা উঁচু করেছিলাম। অতঃপর আমি আরশের খুঁটিতে লিখা দেখেছিলাম "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" আমি জেনেছি যে, আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি ছাড়া অন্য কাউকে আপনি আপনার নামের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। (আল্লাহ্ বললেন), হে আদম! তুমি সত্যিই বলেছো। নিশ্চয় তিনি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি। তুমি তাকে হাক্ব ও সত্য জানার দ্বারা আমাকে ডাক। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো। মুহাম্মাদ যদি না হতো আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

বানোয়াট : হাকিম, তার সূত্রে ইবনু আসাকির, এবং বায়হাক্বী 'দালায়িলুন নাবুয়্যাহ গ্রন্থে মারফূ' হিসেবে আবুল হারিস 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহ্রী সূত্রে 'আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের বহুল প্রচলিত 'ফাযায়েলে আমাল' গ্রন্থে (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ২৮)। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার বিরোধীতা করে বলেন : বরং হাদীসটি মিথ্যা ও বানোয়াট। সানাদে 'আবদুর রহমান দুর্বল। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহ্রী, তিনি কে তা জানি না।

শায়খ আলবানী বলেন : এই ফিহ্রীকে 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে এ হাদীসটির কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেছেন : হাদীসটি বাতিল। ইমাম বায়হাক্বী বলেন : এটি 'আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল। হাফিয ইবনু কাসির তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন 'আত-তারীখ' গ্রন্থে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী 'আল-লিসান' গ্রন্থে ইমাম যাহাবীর সাথে ঐক্যমত পোষণ করে বলেন : হাদীসটি বাতিল। ইমাম ইবনু হিব্বান বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনু রাশিদ সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস জাল করার দোষে দোষী।

তিনি লাইস, মালিক ও ইবনু লাহিয়্যাহর উপর হাদীস জাল করতেন। তার হাদীস লিখা হালাল নয়।

ইমাম হাকিম কর্তৃক এ হাদীসের বর্ণনা তার বিপক্ষেই গেছে। কারণ হাকিম সহীহ বললেও তিনি 'আল- মাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহ মিনাস সামি' গ্রন্থে বলেন : 'আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনু আসলাম তার পিতা হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। একই কথা আবূ নু'আইমও বলেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এই 'আবদুর রহমান ইবনু আসলাম দুর্বল হবার বিষয়ে সকল মুহাদ্দিসগণ একমত হয়ে এ কথা বলেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন : আপনি যদি হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতদের কিতাবগুলো খুঁজেন, তাহলে তাকে যঈফ বলেননি এমনটি পাবেন না। বরং তাকে 'আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইবনু সা'দ অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। ইমাম ত্বাহাবী বলেন : তার হাদীস জ্ঞানীজনদের নিকটে চরম পর্যায়ের দুর্বল। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি না জেনে হাদীসকে উলটপালট করে ফেলতেন। তিনি বহু মুরসাল এবং মাওকুফ বর্ণনাকে মারফূ' করে ফেলেছেন। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে তার প্রাপ্য।

শায়খ আলবানী বলেন : সম্ভবত হাদীসটি ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এসেছে। ভুল করে 'আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ মারফূ' করে ফেলেছেন। কারণ আলোচিত ফিহরী সূত্রেই হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আবূ বাকর আজুরী 'আশ-শারী'আহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪২৭) তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবূ মারওয়ান 'উসমানী সূত্রে 'উসমান ইবনু খালিদ হতে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারা দু'জনই দুর্বল। ইবনু আসাকিরও অনুরূপভাবে মাদীনাহবাসী এক শায়খ হতে ইবনু মাস'উদের সাথী থেকে বর্ণনা করেছেন। সেটির সানাদে একাধিক মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারী রয়েছে।

মোটকথা, নাবী (সাঃ) হতে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটিকে দুই হাফিয তথা ইমাম যাহাবী এবং ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বাতিল বলে হুকুম লাগিয়েছেন। দেখুন, সিলসিলাহ্ যঈফাহ হা/২৫।

নিচের হাদীসটিও এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ করে। তা হলো ঃ

"আদম হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে করলেন, তখন জিবরীল অবতরণ করলেন। অতঃপর আযানের মাধ্যমে ডাকলেন : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (দুইবার), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (দুইবার)। আদম বললেন : মুহাম্মাদ কে? জিবরীল বললেন : তিনি নাবী কুলের মধ্য হতে আপনার শেষ সন্তান।" (হাদীসটি দুর্বল : ইবনু আসাকির। এর সানাদ দুর্বল। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদের 'আলী ইবনু বাহরামকে আমি চিনি না। এছাড়া সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সুলায়মান নামে দুইজন বর্ণনাকারী আছেন। একজন কূফী; তার সম্পর্কে ইবনু মান্দাহ বলেন : তিনি মাজহুল। আর দ্বিতীয়জন হলেন খুরাসানী। ইমাম যাহাবী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। এ হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত জাল হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী।

কারণ ঐ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, আদম (আঃ) দুনিয়াতে অবতরণের পূর্বে জান্নাতেই নাবী (সাঃ)-কে চিনতেন। অথচ এটি প্রমাণ করছে যে, তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে দুনিয়াতে অবতরণের পরেও চিনেননি। এ দুর্বল হাদীস পূর্বের জাল হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহণ করছে। দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪০৩)

(২) তোমরা বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ইস্তিগফার পাঠ করো। কেননা শয়তান বলে, আমি মানুষকে গুনাহ দ্বারা ধ্বংস করেছি আর মানুষ আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ইস্তিগফার দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছে।

বানোয়াট : আবূ ইয়ালা, দুররে মানসূর ও জামিউস সাগীর। শায়খ আলবানী হাদীসটি বানোয়াট বলেছেন যঈফ জামিউস সাগীর গ্রন্থে। হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ২১)।

(৩) শিশুরা কথা বলতে শিখলে প্রথমেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা শিখাও। আর যখন মৃত্যুর সময় আসে তখনও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তালকীন করাও। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে এবং শেষ কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লল্লাহ হবে' যদি সে হাজার বছরও জীবিত থাকে তাকে কোন গুনাহের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে না।

বানোয়াট : এর সানাদে ইবনু মাহমুদীয়্যাহ এবং তার পিতা দু'জনেই মাজহূল (অজ্ঞাত)। এবং সানাদে ইবরাহীম ইবনু মুহাজিরকে ইমাম বুখারী দুর্বল বলেছেন। হাদীসটি রয়েছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ৩৮)।

(৪) যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! কারো যদি পঞ্চাশ বছরের গুনাহ না থাকে তাহলে? তিনি বললেন : তাহলে মা-বাবা, তার আত্মীয়স্বজন ও সাধারণ মুসলমানদের গুনাহ মাফ হবে।

বানোয়াট : দায়লামী ও ইবনু নাজ্জার। হাদীসটি উল্লেখ করার পর মাওলানা যাকারিয়্যাহ লিখেছেন : আল্লামা সুয়ূতী বলেন : হাদীসটির সবগুলো সূত্রই অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং এর বর্ণনাকারীরা মিথ্যুক। হাদীসটি রয়েছে তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিকির হা/৩০।

(৫) যে ব্যক্তি খালিস অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং সম্মানের সাথে তা বাড়ায় আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। বলা হলো : যদি তার চল্লিশ বছরের গুনাহ না থাকে তাহলে? তিনি বললেন : তাহলে তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

বানোয়াট : হাদীসটি রয়েছে তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিকির হা/৩০। হাদীসটি বর্ণনার পর নীচে আরবীতে লিখা রয়েছে : মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির উপর জাল হবার হুকুম লাগিয়েছেন। অথচ উক্ত কিতাবে এসব জাল হবার হুকুম বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি!

(৬) যে ব্যক্তি সব কিছুর পূর্বে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং সব কিছুর শেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইউবকী ওয়া ইউফসী কুল্লা শাইয়িন' বলবে, তাকে চিন্তা-ভাবনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে।

বানোয়াট : ত্বাবারানী 'কাবীর' গ্রন্থে আব্বাস ইবনু বাক্কার যাব্বী হতে..। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদটি জাল। সানাদের এই আব্বাসকে ইমাম দারাকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যুক। হাফিয ইবনু হাজারও তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ হা/৪২৭।

(৭) যে বক্তি কোন শিশুকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা পর্যন্ত লালন পালন করবে, আল্লাহ তার হিসাব কিতাব নিবেন না।

বানোয়াট : ইবনু আদী, ইবনু নাজ্জার। শায়খ আলবানী বলেন : এর সানাদ জাল। সানাদে বর্ণনাকারী 'আবদুল কাবীর ও তার ওস্তাদ শাযকুনী তারা উভয়ে মিথ্যার দোষে দোষী। হাদীসটি ইবনুল জাওযী মাওযু'আত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। এ হাদীস আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেই সানাদে আশ'আস ইবনু কালাঈ রয়েছে। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন : তিনি জাল হাদীস নিয়ে এসেছেন। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ্ হা/১১৪।

(৮) ইবনু আব্বাস হতে মারফুভাবে বর্ণিত : মহান আল্লাহর একটি নূরের খুঁটি আছে। যার নিচের অংশ সাত যমীনের নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মাথার অংশ আরশের নীচে অবস্থিত। কোন বান্দা যখন বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল" তখন সেই খুঁটি দুলতে থাকে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ বলেন : শান্ত হও। খুঁটি বলে : হে রব্ব! কেমন করে শান্ত হবো অথচ আপনি এর পাঠককে ক্ষমা করেননি। (তখন আল্লাহ বলেন : তুমি শান্ত হও, কেননা আমি এর পাঠককে ক্ষমা করে দিয়েছি)। ইবনু আব্বাস বলেন : অতঃপর নাবী (সাঃ) বলেন : যে ঐ খুঁটি দুলাতে চায় সে যেন বেশি বেশি তা পাঠ করে।

বানোয়াট : ইবনু শাহীন হা/২। এর সানাদে 'উমার ইবনু সাবাহ খুরাসানী হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেন : সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে হাদীস জাল

করতো। আর ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। হাদীসটি ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন তার 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে (৩/১৬৬) দারাকুতনীর সানাদে। অতঃপর বলেন : ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, এতে 'উমার ইবনু সাবাহ একক হয়ে গেছে। ইবনুল জাওযী আরো বলেন : হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু উনাইস হিশাম হতে, তিনি হাসান হতে আনাস থেকে। সানাদের যায়েদ ইবনু আবূ উনাইস হচ্ছে ইয়াহইয়ার ভাই। তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসায়ী বলেন : ইয়াহইয়া মাতরূক। আল্লামা সুয়ূতী 'লাআলী মাসনুআহ' গ্রন্থে এর কতিপয় শাহিদ উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রত্যেকটি শাহিদই দুর্বল। ইবনু আরাক্ব এর দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন 'তানযীয়াতুশ শারী'আহ' গ্রন্থে (২/৩১৯)।

(৯) আরশের সামনে একটি নূরের খুঁটি আছে। যখন কোন ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তখন ঐ খুঁটি দুলতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, থেমে যাও। ঐ খুঁটি আরজ করে, কিভাবে থামবো; অথচ কালেমা পাঠকারীকে এখনও ক্ষমা করা হয়নি। আল্লাহ বলেন, আচ্ছা আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ঐ খুঁটি থেমে যায়।

খুবই দুর্বল : ইবনু শাহীন হা/১। এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম রয়েছে। তিনি মাতরূক (পরিত্যাক্ত)। এছাড়াও সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাকর মাকদাসী দুর্বল। হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন বাযযার। আল্লামা হায়সামী এটি মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন : 'হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম রয়েছে। সে খুবই দুর্বল।' ইবুল জাওযী হাদীসটিকে তুলে ধরেছেন 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে (৩/১৬৬-১৬৭) আবূ উমার ইবনু হাইওয়াতা হতে। অতঃপর তিনি বলেন : সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম গিফারীকে ইবনু হিব্বান হাদীস জালকরণের দোষে দোষী করেছেন। এছাড়া 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাকর সম্পর্কে ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন : তিনি কিছুই না। আর মূসা ইবনু হারুন বলেন : লোকেরা তার হাদীস বর্জন করেছেন।

হাদীসটি আরো উল্লেখ করেছেন সুয়ূতী আল-লাআলী মাসনুআহ গ্রন্থে (২/৩৪৪) এবং ইবনু আরাক্ব 'তানযীয়াতুশ শারী'আহ গ্রন্থে, এবং যাহাবী মিযানুল ই'তিদাল (২/৩৮৮) গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম এর জীবনীতে, ইবনু হিব্বান মাজরুহীন (২/৩৬, ৩৭), মুনযিরী আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (২/৪১৬) এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি গরীব। এবং ইবনু হাজার 'মুখতাসার যাওয়ায়িদে বাযযার' গ্রন্থে, তিনি বলেন : হাদীসটির এই সানাদ ছাড়া অন্য কোন সানাদ জানা যায়নি। 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম শক্তিশালী নন।

হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ১২)

(১০) যে কোন ব্যক্তি দিনে রাতে যে কোন সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে তার আমলনামা হতে গুনাহসমূহ মিটে যায় এবং তার স্থলে নেকীসমূহ লিখে দেয়া হয়।

খুবই দুর্বল : ইবনু শাহীন হা/৫, আবূ ইয়ালা, অনুরূপ তারগীব। এর সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে উসমান ইবনু 'আবদুর রহমান ওক্কাসী হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। আল্লামা হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১০/৮২) গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়ালা। এর সানাদে উসমান ইবনু 'আবদুর রহমান মাতরূক।

এটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ১১)

(১১) যে ব্যক্তি দশবার এই দু'আ পাঠ করবে তার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লিখা হবে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহিদান আহাদান সমাদান লাম ইয়াত্তাখিস সহিবাতান ওয়ালা ওয়ালাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।" তিরমিযীর বর্ণনায় চল্লিশ লাখ নেকীর কথা রয়েছে।

খুবই দুর্বল : ইবনু শাহীন হা/৬। এর সানাদে খলীল ইবনু মুররাহ দুর্বল। বরং ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর গ্রন্থে (৩/১৯৯) বলেন : তার ব্যাপারে আপত্তি আছে (ফীহি নাযৃর)। এছাড়া সানাদে আযহার ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং তামীম দারীর মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) হয়েছে। যেমন রয়েছে আত-তাহযীব গ্রন্থে (১/২০৫)। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী তার জামি' গ্রন্থে এবং তিনি বলেন : এই হাদীসটি গরীব, হাদীসটির এই সানাদ ছাড়া অন্য কোন সানাদ আমরা অবহিত নই। আর খলীল ইবনু মুররাহ হাদীসবিশারদ ইমামগণের নিকটে শক্তিশালী নন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে এবং ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ পৃঃ ৬০, ত্বাবারানী কাবীর হা/১২৭৮। সুয়ূতীর জামিউল কাবীর (১/৮০৭) এ কথাটুকু অতিরিক্ত সহ : **আল্লাহ তার জন্য চল্লিশ লাখ নেকী লিখেন**। অতঃপর তিনি এটি দুর্বল হওয়া সম্পর্কে ইমাম তিরমিযীর উক্তি উল্লেখ করেন। হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার 'ইলালুল মুতানাহিয়া (পৃঃ ৫৭৮-৫৭৯) গ্রন্থে ইবনু আদী হতে আনাস সূত্রে উল্লেখ করে বলেন : বর্ণনাটি সহীহ নয়। সানাদে খলীল ইবনু মুররাহ, ইয়াযীদ এবং আবূ মারইয়াম প্রত্যেকেই দুর্বল।

হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ৩৪)

(১২) যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়বে তার জন্য বিশ লাখ নেকী লিখা হবে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু আহাদান সমাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।"

খুবই দুর্বল : ইবনু শাহীন হা/১১, ত্বাবারানী, আবদু ইবনু হুমাইদ মুসনাদ ২/২৭৬, তারগীব। আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন : 'এর সানাদে ফায়িদ আবুল ওয়ারাক হাদীস বর্ণনায় মাতরূক।' ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন : তিনি কিছুই না। হাদীসটি আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন : গরীব। ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার ই'লালুল মুতানাহিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন : সহীহ নয়।

হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ৩৫)।

(১৩) হে লোক সকল! যে ব্যক্তি কোন কিছুতে আশ্চার্যিত হয়ে বলে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মহান আল্লাহ তার এই কালেমা থেকে একটি গাছ সৃষ্টি করেন, ঐ গাছে দুনিয়া যতদিন অবশিষ্ট থাকবে অনুরূপ সংখ্যক পাতা থাকবে। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য ঐ গাছের প্রত্যেকটি পাতা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে। সাহাবীদের কোন একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! যদি সে কোন কিছুতে আশ্চার্যিত হয়ে এ কালেমা পড়ে তবে আল্লাহ তাকে এটি দান করবেন। কিন্তু যদি সে আশ্চার্যিত না হয়ে ইখলাসের সাথে এ কালেমা পাঠ করে তাহলে কি হবে? নাবী (সাঃ) বললেন : যদি সে বিস্ময় ব্যতীত ইখলাসের সাথে এ কালেমা পাঠ করে তাহলে মহান আল্লাহ তার এ কালেমা পাঠের দ্বারা একটি সবুজ পাখি সৃষ্টি করবেন। যে পাখি জান্নাতে চরে বেড়াবে, জান্নাতে ফলমূল খাবে এবং জান্নাতের নহর থেকে পানি পান করবে। আল্লাহ যখন ঐ বান্দার রূহ কবয করবেন, তখন ঐ পাখি বলবে : হে আমার ইলাহ! আপনি আমাকে তার তাসবীহ থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার রূহকে আমার সাথে স্থাপন করে দিন। ফলে আল্লাহ ঐ বান্দার রূহকে উক্ত পাখির (হাওসিলাহ্‌র) সাথে স্থাপিত করবেন। ফলে সে এর দ্বারা জান্নাতসমূহে ঘুরে বেড়াবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত। যখন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন মহান আল্লাহ ঐ রূহকে ঐ ব্যক্তির শরীরে সংস্থাপন করবেন।

খুবই দুর্বল : ইবনু শাহীন হা/৮। বরং বাহ্যিকতা হাদীসটি বানোয়াট বুঝাচ্ছে। হাদীসের সানাদে খিদাশ ইবনু মুহাম্মাদ এবং তার দাদা খিদাশ ইবনু 'আবদুল্লাহ দু'জনেই অজ্ঞাত (মাজহুল)। বরং খিদাশ ইবনু মুহাম্মাদকে হাদীস জালকরণে সন্দেহ করা হয়। ইবনু শাহীনের আরেক বর্ণনায় রয়েছে : **যে ব্যক্তি আশ্চার্যিত না হয়ে বলে :**

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সেটাকে নিয়ে একটি পাখি আরশের নীচে উড়তে থাকে এবং তাসবীহ পাঠকারীদের সাথে তাসবীহ পড়তে থাকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত। এ তাসবীহ পাঠের সওয়াব ঐ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠকারীর জন্য লিখা হয়। (ইবনু শাহীন হা/৯)

(১৪) কোন বান্দা ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলে তা সাথে সাথে উপরে উঠে যায় কোন বাধাই তাকে প্রতিহত করতে পারে না। যখন তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ্ তা পাঠকারীর প্রতি দৃষ্টি দেন। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিলেই তাকে দয়া করা আল্লাহর উপর অপরিহার্য হয়ে যায়।

মুনকার : ইবনু শাহীন হা/১০। এর সানাদে আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া হাদীস বর্ণনায় মুনকার। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খতীব বাগদাদী 'তারীখে বাগদাদ' (১১/৩৯৪) আবূ হুরাইরাহ হতে। হাদীসটিকে শায়খ আলবানী বর্ণনা করেছেন সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ গ্রন্থে হা/৯১৯, এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি মুনকার। সুয়ূত্বী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন জামিউল কাবীর এবং ইবনু বিশরান আর-আমালী গ্রন্থে।

(১৫) জান্নাতের চাবিসমূহ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

দুর্বল : আহমাদ, মিশকাত, জামিউস সাগীর, তারগীব। তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ১০)। বাযযার বলেন, শাহর হাদীসটি মু'আয থেকে শুনেননি। শায়খ আলবানী বলেন : এই সানাদটি দুর্বল। শাহর স্মৃতি খারাপ হওয়ার কারণে দুর্বল। অতঃপর সানাদটি মুনকাতি। শাহর ও মু'আযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এছাড়া সানাদে ইসমাঈল ইবনু 'আইয়্যাশ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি শামবাসীদের ছাড়া অন্যদের সূত্রে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

আর এটি তারই অর্ন্তভুক্ত। কেননা তার শায়খ ইবনু আবূ হুসায়ন মাক্কী। যঈফাহ হা/১৩১১। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেন : এর সানাদ মুনকাতি। হায়সামীও তাই বলেছেন। তবে হাদীসের অর্থ সহীহ। মুসনাদ আহমাদ হা/২২০০১, তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকির।

(১৬) 'লা ইলাহা ইল্লাহ' ওয়ালাদের না কবরে ভয় থাকবে না হাশরে। যেন ঐ দৃশ্য এখন আমার সামনে ভাসছে যে, তারা যখন নিজের মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর থেকে উঠবে এবং বলবে, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের উপর থেকে দুঃখ চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ওয়ালাদের না মৃত্যুর সময় ভয় থাকবে না কবরে।

দুর্বল : ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, জামিউস সাগীর। এর সানাদ দুর্বল এবং মাতান মুনকার। হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ১৩)।

(১৭) যে ব্যক্তি ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করবে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট করে উঠাবেন। আর যেদিন এ কালেমা পাঠ করবে সেদিন তার চাইতে উত্তম আমলদার ব্যক্তি কেবল সেই হবে, যিনি তার চাইতে বেশি এ কালেমা পাঠ করবেন।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী। এর সানাদে 'আবদুল ওয়াহাব ইবনু যাহাক হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। তাকে মুহাদ্দিসগণ খুবই দুর্বল বলেছেন। হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ৩৭)।

(১৮) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হতে না কোন আমল বাড়তে পারে আর না এ কালেমা কোন গুনাহকে ছাড়তে পারে।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, হাকিম, কানযুল উম্মাল। ইমাম যাহাবী বলেন, সানাদে যাকারিয়্যা দুর্বল। এছাড়া মুহাম্মাদ ও উম্মু হানীর মধ্যে একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

(১৯) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে মাঝখানে কোন পর্দা থাকে না।

দুর্বল : তিরমিযী, জামিউস সাগীর। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ বর্ণনাটি গরীব। এর সানাদ মজবুত নয়। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন যঈফ তিরমিযী হা/৩৫১৮।

(২০) জীবিত লোকেরা এ কালেমা পাঠ করলে এ কালেমা তাদের গুনাহসমূহ সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়।

দুর্বল : আবূ ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, এটি দীর্ঘ হাদীসের সারসংক্ষেপ। এর সানাদে যায়েদাহ ইবনু আবুর রিকাদ রয়েছে। তাকে সিকাহ বলেছেন কাওয়ারী। আর ইমাম বুখারী ও অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। অনুরূপ রয়েছে মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে। হাদীসটি রয়েছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ৩২)

(২১) একদা আবূ যার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা কি নেকীর কাজ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এটাতো সমস্ত নেক আমলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

দুর্বল : আহমাদ হা/২১৩৭৯ : তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির। এর সানাদে একাধিক নাম উল্লেখহীন অজ্ঞাত লোক রয়েছে। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ

দুর্বল। কেননা আবূ যার সূত্রে বর্ণনাকারীরা অজ্ঞাত। হাদীসটি বর্ণিত আছে তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে আমাল' (অধ্যায় : ফাযায়েলে যিকির, হাদীস নং ৩৩)

(২২) নাবী (সাঃ) বলেন : একবার মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যদ্দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করবো এবং আপনাকে ডাকবো। আল্লাহ বলেন : তুমি বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহ! এটাতো আপনার সকল বান্দাই পড়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলেন : তুমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে থাকো। মূসা (আঃ) আরজ করলেন : হে আমার রব! আমিতো এমন বিশেষ কিছু চাচ্ছি, যা একমাত্র আমাকেই দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন : হে মূসা! সাত আকাশ এবং সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পাল্লাই ঝুলে যাবে।

দুর্বল : নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, হাকিম। হাদীসটি ইবনু আজলানও বর্ণনা করেছেন যায়েদ ইবনু আসলাম হতে মুরসালভাবে। যদিও ইমাম হাকিম ও যাহাবী এর সানাদকে সহীহ বলেন কিন্তু আলবানী একে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন যঈফ তারগীব হা/৯২৩।

(২৩) শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ মাজলিসে কোন অমুসলিম আছে কি? আমরা বললাম কেউ নাই। তখন তিনি দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা হাত উঠাও এবং বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠিয়ে রেখে তাই বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্হামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এ কালেমা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং এ কালেমার উপর জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আপনি তো কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। এরপর নাবী (সাঃ) বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

দুর্বল : আহমাদ হা/১৭০৫৭, ত্বাবারানী, তারগীব, হাকিম। আহমাদ শাকির বলেন : বর্ণনাকারী রাশিদ ইবনু দাউদের কারণে এর সানাদটি হাসান। তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন ইমাম ইবনু মাঈন ও আবূ যুর'আহ। ইমাম হাকিম বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। তবে ইমাম যাহাবী এই রাশিদের কারণে তার বিরোধীতা করে বলেন, দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন আর দাহীম বলেছেন নির্ভরযোগ্য সিকাহ। তবে দাহীমের নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করণ গ্রহণ করা যায়। সুতরাং এটি হাসান স্তরে

উপনীত হয়ে যায়। আল্লামা হায়সামী বলেন : একাধিক ইমাম তাকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বলেছেন, যদিও তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। এছাড়া অবশিষ্ট রিজাল নির্ভরযোগ্য। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন যঈফ আত-তারগীব হা/৯২৪।

(২৪) হাদীসে কুদসীতে রয়েছে : আল্লাহ বলেন : আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যে ব্যক্তি আমার একত্বকে স্বীকার করল সে আমার দুর্গে প্রবেশ করলো। আর যে ব্যক্তি আমার দুর্গে প্রবেশ করলো যে আমার আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো।

দুর্বল : যঈফ জামিউস সাগীর হা/৪০৪৭।

(২৫) যে ব্যক্তি এমনভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তার অন্তর তার জবানকে সত্য বলে স্বীকার করে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

সানাদ দুর্বল : আবূ ইয়ালা হা/৭২ : তাহক্বীক্ব হুসাইন সালীম আসাদ : সানাদ যঈফ।

(২৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখতে পেলাম। প্রথম লাইন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দ্বিতীয় লাইন- যা আমরা আগে প্রেরণ করেছি (দান-খয়রাত ইত্যাদি) তার প্রতিদান পেয়েছি, আর যা কিছু আমরা দুনিয়াতে পানাহার করেছি, তা দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর যা কিছু ছেড়ে এসেছি, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তৃতীয় লাইন- উম্মাত গুনাহগার এবং রব ক্ষমাকারী।

দুর্বল : যঈফ জামিউস সাগীর হা/২৯৬২, ইবনু নাজ্জার, রাফেঈ।

(২৭) নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে ঈমানের জন্য খালেস করেছে, নিজ অন্তরকে পবিত্র করেছে, জবানকে সত্যবাদী রেখেছে, নিজের নফসকে প্রশান্ত করেছে, নিজ স্বভাবকে ঠিক রেখেছে, নিজের কানকে (সত্য) শ্রবণকারী বানিয়েছে, নিজের চোখকে দৃষ্টিপাতকারী বানিয়েছে।

দুর্বল : আহমাদ হা/২১৩১০, আবূ নু'আইম আল-হিলয়্যা, এবং বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান। তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ দুর্বল । সানাদে বাক্বিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস। সানাদে তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। এছাড়া এর সানাদে রয়েছে খালিদ ইবনু মা'দান। তিনি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ যার হতে তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টিও স্পষ্ট নয়।

(২৮) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এবং কাউকে হত্যা করেনি। সে আল্লাহর দরবারে (গুনাহের বোঝা) হালকা অবস্থায় হাজির হবে।

দুর্বল : ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়াদি। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ইবনু লাহিয়্যা যঈফ।

(২৯) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আপন ঈমানকে তাজা করতে থাকো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপন ঈমানকে কিভাবে তাজা করবো? তিনি বললেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশি বেশি পড়তে থাকো।

দুর্বল : বাযযার, হাকিম, আবূ নু'আইম, আহমাদ হা/৮৭১০- তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/৯২৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : **যঈফ**। হাদীসের সানাদে রয়েছে সাদাকাহ ইবনু মূসা। তাকে ইবনু মাঈন, ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্যরা যঈফ বলেছেন। আবূ হাতিম রাযী বলেন : তার হাদীস লিখা হতো, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হতো না, সে শক্তিশালী নয়।

(৩০) আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আল্লাহর আজমত নিজের অন্তরে বসাও তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।'

দুর্বল : আহমাদ হা/২১৭৩৪ : তাহক্বীক্ব শু'আইব : সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ আজরা অজ্ঞাত রাবী।

ফাযায়িলে সলাত

* উযুর ফাযীলাত

(৩১) কোন বান্দা উত্তমরূপে উযু করলে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যায়।

মুনকার : যঈফ আত-তারগীব হা/১৩২।

(৩২) কোন ব্যক্তি সলাতের জন্য উযু করলে আল্লাহ্ এর দ্বারা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন। বাকী রইলো তার সলাত, সেটা নফল হিসেবে গণ্য হবে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৩৩।

(৩৩) আবূ গুত্বায়িফ আল-হুযালী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। যুহরের আযান দেয়া

হলে তিনি উযু করে সলাত আদায় করলেন। আবার 'আসরের আযান দেয়া হলে তিনি পুনরায় উযু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উযু করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন : যে ব্যক্তি উযু থাকাবস্থায় উযু করে, তার জন্য দশটি নেকি লিপিবদ্ধ করা হয়।

দুর্বল : যঈফ আল-জামি'উস সাগীর, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে : হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীক্বীর উপর। তিনি দুর্বল। এছাড়াও বায়হাক্বীর 'সুনানুল কুবরা', তিনি বলেন : 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীক্বী শক্তিশালী নন। আর আপনারা তো লক্ষ্য করেছেন যে, হাদীসের মূল বিষয় তার উপরই বর্তাচ্ছে। হাফিয 'আত তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি স্মরণ শক্তিতে দুর্বল। মিশকাতের তাহক্বীক্বে আবূ গুতাইফকে অজ্ঞাত বলা হয়েছে।

(৩৪) উযু থাকাবস্থায় উযু করা নূরে উপর নূর।

ভিত্তিহীন : যঈফ আত-তারগীব হা/১৪০।

(৩৫) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে নাবী (সাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তোমরা খিলাল করো। কেননা তা পরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের দিকে ডাকে। আর ঈমান তার সাথীকে নিয়ে জান্নাতে থাকবে।

খুবই দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৫৩। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **যে ব্যক্তি পানি দ্বারা আঙ্গুলগুলো খিলাল করে না আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন সেগুলো জাহান্নামের আগুন দ্বারা খিলাল করাবেন।** (খুবই দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৫৪)

(৩৬) গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দী হওয়া থেকে।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৬৯।

* মিসওয়াক করার ফাযীলাত

(৩৭) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে নাবী (সাঃ) সূত্রে বর্ণিত। মিসওয়াক ছাড়া সলাত আদায়ের উপর মিসওয়াক করে সলাত আদায়ের ফাযীলাত সত্তর গুণ বেশি।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৪৮।

(৩৮) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন : মিসওয়াক করে দুই রাক'আত সলাত আদায় করা আমার নিকট বিনা মিসওয়াকে সত্তর রাক'আত সলাত আদায়ের চেয়ে প্রিয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৪৯।

(৩৯) জাবির হতে নাবী (সাঃ) সূত্রে বর্ণিত। মিসওয়াক করে দুই রাক'আত সলাত বিনা মিসওয়াকে সত্তর রাক'আত সলাতের চেয়ে উত্তম।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১৫০।

* পাগড়ী পরে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

(৪০) পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশবার সলাত আদায়ের সমতুল্য। পাগড়ীসহ একটি জুমু'আহ পাগড়ী ছাড়া সত্তরটি জুমু'আহর সমতুল্য। ফিরিশতাগণ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় জুমু'আহতে উপস্থিত হন এবং পাগড়ীধারীদের প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে রহমাত কামনা করেন।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১২৭। **আলবানী বলেন, হাদীসটি জাল। আলী** আল-ক্বারী মাওযু'আত গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি বাতিল।

(৪১) পাগড়ী সহ দুই রাক'আত সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে সত্তর রাক'আত সলাত আদায় করার চাইতেও উত্তম।

বানোয়াট : জামিউস সাগীর, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১২৮। **এটি দুর্বল** ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হাদীস। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীসটি **জাল**। ইমাম আহমাদ বলেন, এ হাদীসটি বাতিল।

(৪২) পাগড়ীসহ সলাত আদায় করা দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১২৯। হাদীসটিকে শায়খ আলবানী, ইমাম সাখাবী, ইবনু হাজার আসকালানী, শায়খ আল-ক্বারী এবং ইমাম সুয়ূতী জাল বলেছেন। **আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : এ হাদীসসহ উপরের হাদীসটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে কোন সন্দেহ নেই। কারণ জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের চাইতেও পাগড়ী পরে সলাত আদায়ে অধিক সওয়াব হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নয়। কারণ পাগড়ী সম্পর্কে সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে এটি মুস্তাহাব। এমনকি পাগড়ী পরা অভ্যাসগত সুন্নাত, ইবাদাতগত সুন্নাত নয়। কাজেই এরূপ ফাযীলাতের হাদীস বাতিল হবারই উপযোগী।**

(৪৩) নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতারা জুমু'আহর দিনে পাগড়ীধারীদের উপর দয়া করেন।

বানোয়াট : ত্বাবারানী, যঈফাহ হা/১৫৯।

* আযানের ফাযীলাত

(৪৪) যে ব্যক্তি আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে সঠিক নিয়্যাতে এক বছর আযান দিবে তাকে ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতের দরজার উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হবে : তুমি যার জন্য ইচ্ছে সুপারিশ করো।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৮৪৪। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ

১। **মুয়াজ্জিনের মাথার উপর রহমানের হাত রয়েছে...।** (খুবই দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৫৮)

২। **লোকেরা যদি জানতো আযান দেয়ার মধ্যে কী (ফাযীলাত) রয়েছে তাহলে এজন্য তারা তরবারী দ্বারা পরস্পর লড়াই করতো।** (দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৫৭)

৩। **নিশ্চয় মুয়াজ্জিন তার ক্ববর থেকে আযান দিতে দিতে উঠবে।** (খুবই দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৬০)

৪। **যখন কোন অঞ্চলে আযান দেয়া হয়, সেদিন ঐ অঞ্চলকে আল্লাহ আযাব থেকে নিরাপদে রাখেন।** (দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/১৬৫)

(৪৫) যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এক বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৮৪৯।

(৪৬) যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে সাত বছর আযান দিবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত।

দুর্বল : তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৮৫০। শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন। ত্বাবারানী, ইবনু বিশরান, খাতীব 'তারীখ'। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। 'উকাইলী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেন : সানাদে দুর্বলতা আছে। ইমাম বাগাবীও সানাদকে দুর্বল বলেছেন। সানাদে জাবির হল ইবনু ইয়াযীদ আল জো'ফী। সে দুর্বল। উপরন্তু কোন কোন ইমাম বলেছেন : সে মিথ্যাবাদী ও রাফিযী ছিল।

(৪৭) তিন ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন মিশকের উপর থাকবে। (১) যে গোলাম আল্লাহর এবং নিজ মুনিবের হাক্ব ঠিকমত আদায় করে। (২) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে এবং তারা তার উপর সন্তুষ্ট। (৪১) যে ব্যক্তি দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য আযান দিবে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা ১৬১।

(৪৮) ক্বিয়ামাতের দিন মুয়াজ্জিনদেরকে জান্নাতী উটনীগুলোর উপর আরোহণ করিয়ে একত্র করা হবে, তাদের সবার আগে থাকবে বিলাল। তারা আযানের দ্বারা তাদের আওয়াজ উঁচু করবে। সকলে তাদের দিকে তাকাবে। বলা হবে, তারা কারা? তাদের উত্তরে বলা হবে, তারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর মুয়াজ্জিন। লোকেরা ভয় পাবে কিন্তু তারা ভয় পাবে না। লোকেরা চিন্তিত হবে কিন্তু তারা চিন্তিত হবে না।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৭৭৪।

(৪৯) ক্বিয়ামাতের দিন বিলাল একটি আরোহীর উপর আরোহণ করে আসবে। যার গদী হবে স্বর্ণের আর লাগাম হবে মতি ও ইয়াকুতের। মুয়াজ্জিনরা তার অনুসরণ করবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। এমনকি যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন আযান দিবে তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৭৭৫।

(৫০) আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম, তাতে মতির তৈরি বহু উঁচু টিলা, যার মাটি মিশকে আম্বার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার জন্য হে জিবরীল? তিনি বললেন, এটি মুয়াজ্জিন ও আপনার উম্মাতের ইমামদের জন্য।

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৮২৬।

(৫১) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশা নিয়ে আযান দিবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশা নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে তার সাথীদের ইমামতি করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

দুর্বল : যঈফাহ হা/৮৫১।

(৫২) সওয়াব প্রত্যাশী মুয়াজ্জিন রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায়। সে আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে যা চায় তা আল্লাহর নিকট কামনা করে।

দুর্বল : যঈফাহ হা/৮৫২।

(৫৩) সওয়াব প্রত্যাশী মুয়াজ্জিন রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায় যতক্ষণ পর্যন্ত আযান শেষ না করবে। তার জন্য কাঁচা ও শুকনা বস্তু সাক্ষ্য দিবে। সে যখন মারা যাবে তখন তার ক্ববরে কীট জন্মিবে না।

খুবই দুর্বল : যঈফাহ হা/৮৫৩।

(৫৪) যে ব্যক্তি তর্জনী অঙ্গুলি দুটির ভিতরের অংশ দ্বারা মুয়াজ্জিন কর্তৃক আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ...বলার সময় দুই চোখ মাসাহ করবে; তার জন্য রাসূলের সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

দুর্বল : যঈফাহ হা/৭৩।

(৫৫) যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের মুখে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি শুনে বলে : মারহাবা বিহাবীবী ওয়া কুররাতি 'আইনী

মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্দিল্লাহ- অতঃপর সে তার বুড়ো আঙ্গুল দুটো চুমু খায় এবং ঐ দুটো চোখে ঠেকায় সে অন্ধ হবে না এবং তার চোখ উঠবে না।

ভিত্তিহীন : ইমাম সাখাবী বলেন : উল্লিখিত দুটি হাদীসই সহীহ নয় এবং একটির সানাদও নাবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌছায় না- (ফিকহুস সুন্নাহ)।

আবদুল হাই লাখনোভী হানাফী বলেন : আযান ও ইক্বামাতের সময় এবং যখনই নাবী (সাঃ)-এর নাম শুনা যায় তখনই দুই নখে চুমু খাওয়া হাদীসে কিংবা সাহাবীদের আসারে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই ঐরূপ করার কথা যে বলে সে ডাহা মিথ্যুক আর একাজ জঘণ্য বিদ'আত। (যাহরাতু রিয়াযিল আবরার পৃঃ ৭৬)

সুতরাং আযান ও ইক্বামাতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' শুনে বিশেষ দু'আ সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো বর্জণীয়।

* মাসজিদে যাওয়ার ফাযীলাত

(৫৬) আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন : সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে যাওয়া আল্লাহর পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৭। ১৯৮-২০০

(৫৭) নাবী (সাঃ) বলেন : কোন ব্যক্তিকে তোমরা মাসজিদে আসা-যাওয়া করতে দেখলে তার ঈমানদারীর সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন : "মাসজিদ তারাই নির্মাণ করে যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২০৩।

(৫৮) আনাস হতে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন : মাসজিদ নির্মাণকারীরা আল্লাহর পরিবারভুক্ত।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২০৪।

* মাসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা

(৫৯) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার উম্মাতের সওয়াবসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, এমনকি কোন ব্যক্তি কর্তৃক মাসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা দূর করার সওয়াবও। অপর দিকে আমার উম্মাতের পাপরাশিও আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি তাতে কুরআনের কোন সূরাহ বা আয়াত শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আর দেখিনি।

দুর্বল : আবূ দাউদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব, এ সূত্র ছাড়া হাদীসটির অন্য কোন সূত্র আমরা অবহিত নই। ইবনু খুযায়মাহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

* সলাতের ফাযীলাত

(৬০) সলাত জান্নাতের চাবি।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২১২।

* জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

(৬১) যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত মাসজিদে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করবে এমনভাবে যে তার 'ইশার সলাতের প্রথম রাক'আত ছুটে যায়নি। এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফরমান লিখে দেন।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২২৩।

(৬২) যে ব্যক্তি অন্যের কষ্ট হবে ভেবে প্রথম কাতারে দাঁড়ায় না আল্লাহ তাকে প্রথম কাতারের সওয়াবই দান করবেন।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/২৬০।

ফজর সলাতে ফাযীলাত

(৬৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের সলাতের দিকে গেলো, সে ঈমানের পতাকা হাতে নিয়ে গেলো। আর যে ভোরে (সলাত আদায় না করে) বাজারের দিকে গেলো, সে শয়তানের পতাকা হাতে নিয়ে গেলো।

খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ, যঈফ আত-তারগীব হা/২২৯।

* জুমু'আহর ফাযীলাত

(৬৪) বরকতময় মহান আল্লাহ জুমু'আহর দিন কোন মুসলিমকে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/৪২৬, যঈফাহ হা/৩৮৪।

(৬৫) প্রত্যেক জুমু'আহর দিন আল্লাহ ছয় লক্ষ লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। যাদের সবার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো।

মুনকার : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬১৪।

(৬৬) যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিনে রোযা অবস্থায় সকাল করবে, রোগীর সেবা করবে, একজন মিসকীনকে পানাহার করাবে এবং মৃত ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার জন্য কিছু দূর পর্যন্ত খাটকির পিছনে যাবে, চল্লিশ বছর গুনাহ তার অনুসরণ করবে না।

বানোয়াট : ইবনু 'আদী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬২০।

(৬৭) যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন গোসল করবে তার সমস্ত গুনাহ ও ত্রুটি মিটিয়ে দেয়া হবে।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/৪৩১।

(৬৮) জুমু'আহ হচ্ছে ফকীরদের হাজ্জ। অন্য বর্ণনা মতে, মিসকীনদের হাজ্জ।

বানোয়াট : সিলসিলাহ্ যঈফাহ্ হা/১৯১।

* সলাতের প্রথম ও শেষ ওয়াক্তের ফাযীলাত

(৬৯) সলাতের প্রথম ওয়াক্তে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর শেষ ওয়াক্তে রয়েছে ক্ষমা লাভের সুযোগ।

বানোয়াট হাদীস : তিরমিযী, বায়হাক্বী। আলবানী হাদীসটিকে বানোয়াট বলেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

মাঝের ওয়াক্তের রয়েছে রহ্মাত। এটিও বানোয়াট। যঈফ আততারগীব হা/২১৭, ২১৮।

(৭০) সলাতের শেষের ওয়াক্তের উপর প্রথম ওয়াক্তের ফাযীলাত ঠিক তেমন যেমন দুনিয়ার উপর আখিরাতের ফাযীলাত।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/২১৯।

* ফজরের পূর্বে দুই রাকআত সলাতের ফাযীলাত

(৭১) ইবনু 'উমার হতে মারফুভাবে বর্ণিত। তোমরা ফজরের পূর্ব দুই রাক'আত ছেড়ে দিও না। কেননা তাতে রাগায়িব আছে। আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : ফজরের পূর্বের দুই রাকআতের হিফাযাত করবে কেননা তাতে রাগায়িব আছে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩১৬।

* যুহরের পূর্বে চার রাক'আতের ফাযীলাত

(৭২) আবূ আইয়ূব হতে মারফুভাবে বর্ণিত। যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত রয়েছে সালাম ছাড়া। এগুলোর জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২০।

(৭৩) 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখছি, আপনি এই সময়ে (যুহরের পূর্বে) সলাত আদায় করতে ভালবাসেন, কিন্তু কেন? নাবী (সাঃ) বললেন : এ সময় আকাশের

দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, বরকতময় আল্লাহ এ সময় তার সৃষ্টির দিকে রহমাতের নজরে তাকান এবং এ সলাতকে আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) হিফাযাত করতেন।

খুবই দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২১।

(৭৪) যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত আদায় করলো সে যেন সেগুলো দ্বারা রাতের তাহাজ্জুদ পড়লো আর যে তা 'ইশা সলাতের পর আদায় করলো তা কদরের রাতে আদায় করার মতই। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত 'ইশার পরে চার রাক'আতের মতই আর 'ইশার পরে চার রাক'আত সলাত আদায় করা ক্বদরের রাতে সলাত আদায় করার মতই।

খুবই দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২২, ৩৩৬।

* আসরের পূর্বে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

(৭৫) যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাক'আত সলাতের হিফাযাত করলো তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২৭।

(৭৬) যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করবে, তার দেহকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩২৮, ৩২৯।

(৭৭) আমার উম্মাতের লোকেরা যতদিন পর্যন্ত আসরের পূর্বে এই চার রাক'আত সলাত আদায় করবে, এজন্য তারা জমিনের বুকে নিশ্চিত ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় চলাফেরা করবে।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩০।

* মাগরিব ও 'ইশার মাঝখানে সলাতের ফাযীলাত

(৭৮) কোন ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকআত সলাত আদায় করলে এবং এর মাঝে কোনরূপ মন্দ কথা না বললে তাকে এর বিনিময়ে বার বছরের 'ইবাদাতের সওয়াব দেয়া হবে।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে : পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

উভয়টি খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ, রাওযুন নাযীর, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/৪৬৯, তিরমিযী, ইবনু নাসর, ইবনু শাহীন 'আত-তারগীব'। ইমাম তিরমিযী বলেন,

হাদীসটি গরীব। আমরা এটিকে 'উমার ইবনু আবূ খাস'আম ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে অবহিত নই। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি, 'উমার ইবনু আবূ খাস'আম হাদীস বর্ণনায় মুনকার। তিনি তাকে খুবই দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন, তার দুটি মুনকার হাদীস রয়েছে। যার অন্যতম এ হাদীসটি। আর দ্বিতীয় হাদীসের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু গাযওয়ান রয়েছে। তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন : তার হাদীস বানোয়াট হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যঈফ জামি' হা/৫৬৬১, ৫৬৬৫, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪৬৮, ৪৬৯।

(৭৯) যে ব্যক্তি মাগরিব ও 'ইশার সলাতের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ রাক'আত সলাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরি করে দিবেন।

বানোয়াট : তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি জাল। যঈফ আল-জামি' হা/৫৬৬২, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ হা/৪৬৭। আল্লামা বুসয়রী বলেন : হাদীসের সানাদে ইয়াকূব রয়েছে। সে দুর্বল এ ব্যাপারে সকলে একমত। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : সে বড় বড় মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত, সে হাদীস জাল করতো। ইমাম ইবনু মাঈন এবং আবূ হাতিমও তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : জেনে রাখুন, মাগরিব এবং 'ইশার মধ্যে রাক'আত সংখ্যা উল্লেখ করে উৎসাহমূলক যেসব হাদীস এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। বরং এর একটি অন্যটির চাইতে বেশি দুর্বল। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাক'আতের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে সলাত আদায় করেছেন তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু তাঁর বাণী হিসেবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা খুবই দুর্বল। তার উপর আমল করা জায়িয হবে না।

(৮০) যে ব্যক্তি মাগরিব ও 'ইশার মাঝে সলাত আদায় করলো তা আওয়াবীনের সলাত।

দুর্বল : ইবনু নাসর, ইবনুল মুবারক-মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির হতে মুরসালভাবে। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি' হা/৫৬৭৬, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪৬১৭।

(৮১) মাগরিবের পর ছয় রাক'আত আদায় করলে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তার গুনাহ সমূদ্রের ফেনাররাশির পরিমাণ হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৩।

(৮২) কেউ মাগরিবের ফরয সলাতের পর কোন কথা না বলে দুই কিংবা চার রাক'অত সলাত আদায় করলে তার সলাতকে ইল্লীয়ূনে উঠানো হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৫।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এ সলাতকে আওয়াবীন সলাত নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কোন হাদীসেই একে এ নামে অবিহিত করা হয়নি। তাই মাগরিবের পরের সলাতের নাম আওয়াবী বলা ভিত্তিহীন। বরং সহীহ হাদীসে চাশতের সলাতকে আওয়াবীন সলাত বলা হয়েছে।

* 'ইশার সলাতের পর সলাত

(৮৩) যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে 'ইশার সলাত আদায় করার পর মাসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই চার রাক'আত সলাত আদায় করলো, তা ক্বদরের রাতে সলাত আদায় করার মতই হলো।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৭।

* বিতর সলাতের ফাযীলাত

(৮৪) যে ব্যক্তি মুকীম ও সফর উভয় অবস্থায় বিতর সলাত ছেড়ে দেয় না তার জন্য শহীদের সমান সওয়াব লিখা হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৮। এক বর্ণনায় একে লাল উটের চাইতে উত্তম বলা হয়েছে। যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩৯। এক বর্ণনায় রয়েছে : বিতর হক্ব বা সত্য যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর সত্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর সত্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যঈফ আত-তারগীব হা/৩৪০।

* তাহাজ্জুদ সলাতের ফাযীলাত

(৮৫) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দিনের নফল সলাতের চাইতে রাতের নফল সলাতের মর্যাদা বেশি। যেমন প্রকাশ্য দানের চাইতে গোপন দানের মর্যাদা বেশি।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৩৬০।

(৮৬) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে হালকা পানাহার করে রাত জেগে সলাত আদায় করবে, সকাল পর্যন্ত তার নিকট সুন্দরী হুরেরা অবস্থান করবে।

বানোয়াট : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৩৬৯।

(৮৭) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে যার উপর থেকে এক ধরনের পোশাক বের হয়। তার নীচ থেকে এমন একদল স্বর্ণের ঘোড়া বের হয়, যার লাগাম ও আসন মনিমুক্তা খচিত। ঐ

ঘোড়া পেশাব পায়খানা করে না। তার ডানা ততদূর বিস্তৃত যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। জান্নাতের অধিবাসীরা সেই ঘোড়ায় আরোহণ করবে এবং তারা যেখানে যেতে চায় তাদেরকে নিয়ে ঘোড়া সেখানেই উড়ে যাবে। তখন তাদের চাইতে কম মর্যাদার লোকেরা জিজ্ঞেস করবে, হে আমাদের রব! তোমার এ বান্দারা এতো উঁচু মর্যাদার অধিকারী হলো কী করে? তাদেরকে জবাবে বলা হবে : ওরা যখন রাত জেগে সলাত আদায় করতো তোমরা তখন ঘুমাতে, ওরা যখন (নফল) সওম পালন করতো তোমরা তখন পানাহার করতে, ওরা যখন দান করতো তোমরা তখন কার্পণ্য করতে আর ওরা যখন লড়াই করতো তোমরা তখন কাপুরুষতা দেখাতে।

বানোয়াট : ইবনু আবুদ্ দুনিয়া। যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৫৫।

(৮৮) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সকল মানুষকে একই মাঠে সমবেত করা হবে। তখন বলা হবে : তারা কোথায় যারা বিছানা ত্যাগ করতো? তখন ঐ লোকেরা উঠে দাঁড়াবে, তবে তাদের সংখ্যা কম হবে। তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর অবশিষ্ট লোকদের হিসাবের জন্য ডাকা হবে।

দুর্বল : বায়হাক্বী। যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৫৬।

* ইশরাক ও চাশতের সলাতের ফাযীলাত

(৮৯) যে ব্যক্তি বারো রাক'আত যুহার (চাশতের) সলাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ বানিয়ে দিবেন।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

(৯০) জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে, যার নাম যুহা। ক্বিয়ামাতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে : যারা নিয়মিত যুহার সলাত আদায় করতো তারা কোথায়? এটা তোমাদের দরজা। আল্লাহর অনুগ্রহে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী। শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আত-তারগীব' গ্রন্থে। যঈফ আত-তারগীব হা/৪০৮।

(৯১) সাহল ইবনু মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (রঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন ব্যক্তি ফজরের সলাত আদায় করার পর যুহার (ইশরাকের) সলাত আদায় পর্যন্ত তার জায়গাতেই

বসে থাকলে এবং এ সময়ে কেবল উত্তম কথা ছাড়া অন্য কিছু না বললে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়, গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনারাশির চেয়ে অধিক হলেও।

দুর্বল : যঈফ আবূ দাউদ হা/১২৮৭, মিশকাত।

(৯২) নাবী (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূর্য একটু উপরে উঠার পর ভাল করে উযু করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় অথবা সে ঐরূপ নিস্পাপ হয়ে যায় যখন তার মা তাকে জন্ম দেয়।

দুর্বল : আহমাদ, দারিমী। যঈফ আত-তারগীব হা/৪০৪।

কতিপয় বিদআতী ও ভিত্তিহীন সলাত

রজব মাসে সলাতুর রাগায়িব

(৯৩) ইমাম গাযযালী এবং 'আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমু'আহ্‌র দিন মাগরিব ও 'ইশার মাঝখানে কেউ যদি ১২ রাক'আত সলাত (তাদের বর্ণিত বিশেষ নিয়মে) আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, গাছের পাতা ও বালুকারাশির মত অসংখ্য হয়।

বানোয়াট : (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩৫১, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন ১/১৫৩-১৫৪)

এ সলাতের নাম সলাতুর রাগায়িব। এ সম্পর্কে নাওয়াব খান বলেন : এ সলাত কোন সহীহ কিংবা হাসান অথবা যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই- (বাযলুল মানফা'আহ ৪৩ পৃষ্ঠা)। বরং মুহাক্কিক 'আলিমগণ একে বিদ'আত বলেছেন।

মুহাদ্দিস আবূ শা-মাহ 'আলবা-য়িস' নামক গ্রন্থে বলেন : ইহইয়া উলূমে এ সলাতের বর্ণনা থাকায় অনেকে ধোঁকায় পড়েছেন। কিন্তু হাদীসের হাফিযগণ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে জাল ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাফিয আবুল খাত্তাব বলেন : সলাতুর রাগায়িবের হাদীসটি জাল করার অপবাদ 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহযামের উপর দেয়া হয়। (ইসলা-হুল মাসজিদ, উর্দূ অনুবাদ ১২৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন : এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মসনুআহ ২য় খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা শামী হানাফী বলেন : এই সলাত আদায় করা বিদআত। মুনয়্যার দুই ব্যাখ্যাকার বলেন : এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সবই জাল হাদীস। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৪২)।

এই সলাত ৪৮০ হিজরীর পর আবিস্কৃত হয়েছে। (ঐ ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী, হাফিয যাহাবী, হাফিয ইরাক্বী, ইবনুল জাওযী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম নাবাবী ও সুয়ূতী প্রমুখ ইমামগণ উক্ত হাদীসকে জাল বলেছেন। (আমরু বিল ইত্তিবা আননাইয়ু আনিল ইবতিদা-আ ১৬৭ পৃষ্ঠা ২নং টীকা আসসুনান অলমুবতাদাআত ১২৪ পৃষ্ঠা)

* শবে-বরাতের হাজারী সলাত

(৯৪) ইমাম গাযযালী ও 'আবদুল কাদির জীলানী বর্ণনা করেছেন : শা'বানের ১৫ই রাতে যদি কেউ একশ' রাকআত সলাতে এক হাজার বার সূরাহ ইখলাস পড়ে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ৭০ বার দৃষ্টিপাত করবেন এবং প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে তার ৭০টি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

বানোয়াট : (ইহইয়া ১/৩৫১, গুনইয়াতুত ত্বালিবীন ১/১৬৬-১৬৭)

ইমাম সিদ্দীক হাসান খান বলেন : এ সলাতের প্রমাণ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। (বাযনুল মানফা'আহ ৪৩ পৃষ্ঠা)

সিরিয়ার মুজাদ্দিদ আল্লামা মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসিমী (রহ.) বলেন : ১৫ই শা'বানের রাতে ৪৪৮ হিজরীতে 'হাজারী সলাতের' বিদআত আবিস্কৃত হয়েছিল। যাতে একশত রাকআত সলাতে এক হাজার বার 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' পড়া হয়। ইবনু অয্‌যাহ বলেন, ইবনু মুলায়কাহ্‌কে বলা হলো, যিয়াদ নুমাইরী বলতেন, শা'বানের ১৫ই রাত লাইলাতুল ক্বদরের মত। এ কথা শুনে ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ বলেন : আমার হাতে যদি লাঠি থাকতো তাকে পিটাতাম। যিয়াদ হল বক্তা। হাফিয আবুল খাত্তাব বলেন : কিছু অজ্ঞাত পরিচয় লোক শা'বানের ১৫ই রাতের সলাত সংক্রান্ত জাল হাদীস তৈরি করে লোকদের উপর একশ' রাকআত সলাতের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। (ইসলাহুল মাসাজিদ উর্দূ তরজমা ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা)

এ সলাত সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী কতিপয় হাদীস বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, সবগুলো হাদীসই জাল ও বানোয়াট। (আল্‌লাআ-লিল মাসনু'আহ ২/৫৭-৫৯)

কিছু সালাফ বা পূর্ববর্তী 'আলিম বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সব কাজ করেননি তাকে ভাল মনে করে করা ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি। ঐরূপ বাড়াবাড়ি আমলের জন্য আল্লাহ তা'আলা কখনই কোন সাওয়াব দেন না যা তাঁর রাসূল করেননি কিংবা হুকুম দেননি। ঈমানের মিষ্টতা, ইহসানের বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের মাহাত্ম্য বাড়াবাড়ি না করার মধ্যে আছে। (বাযলুল মানফা'আহ ৪৪ পৃষ্ঠা)

*** আরো কিছু বিদআতী সলাত**

সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ও রাতে ইমাম গাযযালী এবং 'আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) কতিপয় বিশেষ সলাতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন রবিবার দিনে ৪ এবং রাতে ২০ রাকআত, সোমবার দিনে ২ অথবা ১২ এবং রাতে ৪ রাকআত, মঙ্গলবার দিনে ১০ রাতে ২ কিংবা ১২ রাকআত, বুধবার দিনে ১২ এবং রাতে ২ অথবা ১৬ রাকআত, বৃহস্পতিবার দিনে ২ রাকআত এবং রাতেও ২ রাকআত, শুক্রবার দিনে ২ কিংবা ৪ এবং রাতে ১২ কিংবা ১৩ রাকআত এবং শনিবার দিনে ৪ এবং রাতে ১২ রাকআত সলাত। (ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন, মাওঃ ফযলুল করীমর অনূদিত ১/৩৪৫-৩৪৮, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন মাওঃ মেহরুল্লা অনূদিত ২/৫৯-৬৭)

উক্ত দুই মনীষী বলেন, উপরোক্ত সলাতসমূহ তাদের গ্রন্থে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পড়লে বহু অকল্পনীয় নেকী পাওয়া যাবে। কিন্তু মজার কথা এ যে, ঐসব সলাত এবং ওর সওয়াবের প্রমাণে তারা একটি সহীহ হাদীসও পেশ করেন নাই। তাই আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ) উক্ত দুই মনীষী বর্ণিত সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের বিশেষ সলাত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন : সব হাদীসগুলোই জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মাসনুআহ ২/৪৮-৫২)

তাই হিজরী তের শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন : ঐ সলাতগুলো কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না- (বাযলুল মানফা'আহ লিয়ীযাহিল আরকা-নিল আরবা'আহ ৪২ পৃষ্ঠা)। তিনি আরো বলেন : এসব সলাত সূফী ও সাধকগণ সময় কাটাবার জন্য আবিষ্কার করেছেন। তারপর তারা ঐসবের জন্য এমন সব নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য তৈরি করেন যে, মুহাক্কিক ও গবেষক 'আলিমগণ ওগুলোকে বিদ'আত বলতে বাধ্য হয়েছেন- (ঐ- ৪৪পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ূতী ১০ই মুহাররমের আশূরার রাতে ৪ রাকআত এবং ঈদুল ফিতরের রাতে ১০ রাকআত ও দিনে ৪ রাকআত এবং হাজ্জের দিন যুহর ও 'আসরের মাঝে ৪ রাকআত ও দিনের যে কোন সময় ২ রাকআত এবং ঈদুল আযহার রাতে ২ রাকআত সলাত আদায়ের অকল্পনীয় ফাযীলাতপূর্ণ হাদীস পেশ করে প্রমাণসহ মন্তব্য করেছেন যে, সবগুলো হাদীসই জাল ও বানোয়াট। (আল-লাআলিল মাসনুআহ পৃঃ ৫৪, ৬০-৬৩, সূত্র : আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা)

ফাযায়িলে সিয়াম ও রমাযান

* রমাযান মাসের ফাযীলাত

(৯৫) নাবী (সাঃ) বলেছেন : রমাযানের সম্মানার্থে জান্নাত সাজানো হয় বছরের প্রথম থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত। অতঃপর যখন রমাযানের প্রথম দিন আসে তখন আল্লাহ্‌র আরশের নীচ থেকে জান্নাতের পাতার ভেতর দিয়ে একটি বাতাস (হূরদের উপর দিয়ে) বয়ে যায়। তখন সুনয়না বিশিষ্টা হূরেরা এ দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে বলতে থাকেন : প্রভূ হে! এ মাসে তুমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য স্বামী নির্দিষ্ট করে দাও। যাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায় এবং তাদের চোখও ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সানাদ দুর্বল : ইবনু খুযায়মাহ। ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তফা আযমী বলেন : এ হাদীসের সানাদ দুর্বল, উপরন্তু জাল। সানাদে জারীর ইবনু আইয়ূব আর বাজালী রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

(৯৬) সালমান ফারসী বর্ণিত মারফু হাদীস : যে ব্যক্তি রমাযান মাসে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় একটি নফল কাজ করলো, সে ঐ ব্যক্তি মত যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করলো, সে ঐ ব্যক্তি মত যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করেছে। ... যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ্ তাকে হাওযে কাওসার থেকে পানি পান করাবেন। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না। এটাতো এমন মাস যার প্রথম ভাগ রহমত, মাঝের দিক ক্ষমার এবং শেষের দিক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। যে ব্যক্তি এ মাসে নিজ দাসদাসীর কাজগুলো হালকা করে দিবে

আল্লাহ এর প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

মুনকার : ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাক্বী। হাদীসের সানাদে আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদআন দুর্বল। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসের সানাদটি আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদআন এর কারণে দুর্বল। কারণ তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমাম তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ বলেন : তার স্মৃতি দুর্বলতার কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

(৯৭) রমাযান মাসে প্রথম (দশক) রহমাতের, দ্বিতীয় (দশক) মাগফিরাতের আর তৃতীয় (দশক) জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির।

মুনকার : 'উকায়লীর আয-যুআফা, ইবনু আদী, দায়লামী, ইবনু আসাকির। যুহরী কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি ভিত্তিহীন। শায়খ আলবানী বলেন : ইবনু আদী বলেছেন, সানাদে সালাম হলো সুলায়মান ইবনু সিওয়ার। সে মুনকারুল হাদীস। এছাড়া সানাদে মাসলামাহ, তিনি পরিচিত নন। ইমাম যাহাবীও অনুরূপ বলেছেন। মাসলামাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিন মাতরুকুল হাদীস।

(৯৮) নিশ্চয় আল্লাহ রমাযান মাসের প্রথম দিনের সকালে কোন মুসলিমকে ক্ষমাহীন অবস্থায় রাখেন না।

বানোয়াট : খাতীব ৫/৯১, এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী আর-মাওযু'আত ২/১৯০। সানাদে সালাম আত-তাবীলকে একাধিক হাদীসবিশারদ ইমাম মিথ্যাবাদী ও হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। সানাদে আরেকজন হলেন তার ওস্তাদ যিয়াদ ইবনু মায়মুন, যিনি নিজেই হাদীস জাল করার কথা স্বীকার করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। সানাদে সালাম মাতরূক এবং যিয়াদ মিথ্যুক।

(৯৯) যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে তখন মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাকান। আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার দিকে তাকান সেই বান্দাকে তিনি কখনোই শাস্তি দিবে না। এমনিভাবে মহান আল্লাহ প্রতি রাতে দশ লক্ষ লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন।

বানোয়াট : ইসবাহানীর তারগীব ২১৮০/১। যিয়াউল মাক্বদাসী 'আল-মুখতার' গ্রন্থে বলেন : হাদীসের সানাদে 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ সন্দেহভাজন। ইনুল জাওযী হাদীসটি তার 'আল-মাওযুআত' গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন : হাদীসটি জাল, সানাদে বহু অপরিচিত লোক রয়েছে এবং 'উসমান সন্দেহভাজন ও জালকারী। সুয়ূতী তার এ বক্তব্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন 'আল-লাআলী গ্রন্থে।

(১০০) মাদীনাহয় রমাযান উদযাপন অন্য শহরে এক হাজার বার রমাযান উদযাপনের চাইতেও উত্তম।

বাতিল : ত্বাবারানী, ইবনু আসাকির। শায়খ আলবানী বলেন : এ সানাদটি নিকৃষ্ট। সানাদের 'আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী 'মীযান' গ্রন্থে বলেন : তিনি কে তা জানা যায়নি, তার বর্ণনাটি বাতিল এবং সানাদ অন্ধকার। আল্লামা হায়সামী 'আবদুল্লাহকে দুর্বল বলেছেন। আবূ নু'আয়মের আখবারু আসবান গ্রন্থে ইবনু 'উমার থেকে এর শাহিদ বর্ণনা রয়েছে। শায়খ আলবানী বলেন : সেটির সানাদও দুর্বল। সানাদে 'আসিম ইবনু 'আমির আল-উমরী দুর্বল। বরং ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস।

(১০১) মাক্কাহতে রমাযান উদযাপন মাক্কাহ ব্যতীত অন্যত্র এক হাজার বার রমাযান উদযাপনের চাইতেও বেশি ফাযীলাতপূর্ণ।

দুর্বল : বাযযার, ইবনু 'উমার হতে। এর সানাদে 'আসিম ইবনু আমির সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। যঈফাহ্ হা/৮৩১।

* রোযার ফাযীলাত

(১০২) প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, শরীরের যাকাত হলো রোযা।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, ইবনু আবূ শায়বাহ, ইবনু আদী 'কামিল'। হাদীসটি দুর্বল দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ্ হা/১৩২৯, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২০৭২।

(১০৩) রোযা ধৈর্যের অর্ধাংশ।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

(১০৪) রোযা রাখে সুস্থ থাকো।

দুর্বল : ত্বাবারানী, আবূ নু'আইম 'ত্বীব' এবং সিলসিলাহ যঈফাহ্। শায়খ আলবানী ও হাফিয ইরাক্বী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

(১০৫) শীতের রোযা ঠাণ্ডা গনীমাত স্বরূপ।

দুর্বল : আহমাদ, বায়হাক্বী, আবূ 'উবাইদ 'গরীব'।

(১০৬) রোযা ঢাল বিশেষ যতক্ষণ না তা ভঙ্গ করা হয়।

দুর্বল : ইবনু খুযায়মাহ : তাহক্বীক্ব ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তফা আ'যমী, হা/১৮৯২। সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/২৬৪২।

(১০৭) যে ব্যক্তি একদিন এমন রোযা রাখলো যা সে ভঙ্গ করেনি, তার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়।

দুর্বল : ত্বাবারানী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন। সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/১৩২৭।

(১০৮) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে এমন দূরত্বে রাখবেন যেমন কোন কাক বাচ্চা অবস্থায় উড়া শুরু করে উড়তে উড়তে বৃদ্ধ অবস্থায় মারা যায়।

দুর্বল : আহমাদ। হাদীসের সানাদে ইবনু লাহিয়্যাহ দুর্বল। আযদী বলেন, তার হাদীস সঠিক নয়। ইবনু কাত্তান বলেন, মাজহুলুল হাল। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

(১০৯) যে ব্যক্তি মাক্কাহতে রমাযান মাস পেয়ে তাতে রোযা রাখলো, ক্বিয়াম করলো এবং সাধ্যমত ইবাদাত করলো, আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে অন্যত্র এক লক্ষ রমাযান মাসের সওয়াব দিবেন এবং প্রতি দিনের বিনিময়ে একটি গোলাম আযাদের এবং প্রতি রাতের বিনিময়ে আল্লাহর পথের দু'জন অশ্বারোহীর সওয়াব দিবেন। তাকে প্রতিদিন ও প্রতি রাতের বিনিময়ে এভাবেই সওয়াব দিতে থাকবেন।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/৮৩২। হাদীসের সানাদে 'আবদুর রহীম রয়েছে। ইবনু মাঈন বলেন : তিনি মিথ্যাবাদী, খবীস। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদ নন। আবূ হাতিম বলেন : এ হাদীসটি মুনকার, আর 'আবদুর রহীম মাতরূকুল হাদীস। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি জাল।

(১১০) একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : হে বিলাল! তুমি কি জানো, রোযাদারের সামনে আহার করা হলে তার হাড়সমূহ তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতাকুল তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন।

বানোয়াট : ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান ও ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক'। হাদীসের সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান রয়েছে। ইবনু আদী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম যাহাবী বলেন : তার জাহালাত রয়েছে, তিনি সন্দেহভাজন, নির্ভরযোগ্য নন। আযদী বলেন : তিনি মিথ্যুক এবং মাতরূক। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি জাল। সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/১৩৩১।

(১১১) রোযারদারের ঘুম হচ্ছে ইবাদাত, তার নীরবতা তাসবীহ্, তার দু'আ হচ্ছে মুসতাজাবাত (গৃহীত) এবং তার আমল বহুগুনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

দুর্বল : ইবনু শাহীন 'আত-তারগীব ফী ফাযায়িলে আ'মাল ওয়া সাওয়াবু জালিকা' হা/১৪১। এর সানাদে মা'রূফ ইবনু হাসান আবূ মুআয, 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর এবং আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ-এরা সকলেই দুর্বল। হাদীসটি বায়হাক্বী শু'আবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন : হাদীসটি দুর্বল। এছাড়াও দায়লামী, ইবনু নাজ্জার। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন 'যঈফ জামিউস সাগীর' ২/১৭।

* ইফতারের পূর্বে দু'আর ফাযীলাত

(১১২) ইফতারের মুহূর্তে রোযাদারের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

দুর্বল হাদীস : ইবনু মাজাহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৯২১। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

(১১৩) তিন ব্যক্তির দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদারের, যতক্ষণ না সে ইফতার করে, ন্যায় পরায়ণ শাসক এবং মজলুমের দু'আ।

সানাদ দুর্বল : তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান, আহমাদ। তিরমিযী একে হাসান বললেও শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন। কেননা সানাদে আবূ মুদাল্লা উসূলী কায়দা অনুযায়ী একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। এরূপ ব্যক্তির হাদীস হাসান হয় না। তাছাড়া হাদীসটি অন্য একটি হাদীসের বিপরীত। তা হলো : **"তিন ব্যক্তির দু'আ সন্দেহাতীতভাবে কবূল হয়। (১) পিতা মাতার দু'আ (২) মুসাফিরের দু'আ (৩) মজলুমের দু'আ।"** হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী 'আদুবুল মুফরাদ', আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, তায়ালিসি, আহমাদ ও ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক গ্রন্থে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান লি গাইরিহি বলেছেন।

(১১৪) ইবনু আবূ মুলায়কাহ বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমরকে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেই রহমত চাই যা প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে আছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

সানাদ দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ, কালিমুত ত্বাইয়্যিব হা/১৬৩। এর সানাদে ইসহাক্ব দুর্বল বর্ণনাকারী।

* ই'তিকাফের ফাযীলাত

(১১৫) ই'তিকাফকারী বহু পাপ থেকে বিরত থাকে এবং তাকে এতো বেশি নেকী দেয়া হয় যত বেশি নেকী অন্য কাউকে অন্য সব রকম ভাল কাজের জন্য দেয়া হয়ে থাকে।

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ, মিশকাত। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

(১১৬) যে ব্যক্তি রমাযানের দশদিন ই'তিকাফ করলো সে যেন দুই হাজ্জ ও দুই 'উমরাহ করলো।

বানোয়াট : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, ত্বাবারানী। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, হাদীসের সানাদ দুর্বল। এর সানাদে তিনজন বর্ণনাকারী দোষণীয়। এক. মুহাম্মাদ ইবনু জাযান, তিনি মাতরূক (পরিত্যাক্ত)। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার থেকে কেউ হাদীস লিখবে না। দুই. আনবাসা ইবনু 'আবদুর রহমান। ইমাম বুখারী বলেন, সকলেই তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাতরূক এবং হাদীস জাল করণে সন্দেহভাজন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তার নিকট এমন কতগুলো বানোয়াট হাদীস রয়েছে যার কোন ভিত্তি নেই। সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ্ হা/৫১৮।

* ঈদের রাতের ফাযীলাত

(১১৭) যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) জাগ্রত থাকবে, সে ব্যক্তির অন্তর ঐদিন মরবে না যেদিন অন্য অন্তরগুলো মরে যাবে।

বানোয়াট : ত্বাবারানী। এর সানাদে 'উমার ইবনু হারূন রয়েছে। তাকে অধিকাংশ ইমাম দুর্বল বলেছেন। ইবনু মাঈন ও সালিহ জাযারাহ বলেন : তিনি মিথ্যুক। ইবনুল জাওযীও অনুরূপ কথা বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/৫২০।

(১১৮) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রি জাগরণ করবে, সেই ব্যক্তির অন্তর ঐদিন মৃত্যুবরণ করবে না যেদিন অন্য অন্তরগুলো মৃত্যুবরণ করবে।

বানোয়াট : যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ। হাদীসের সানাদে বাক্বিয়্যাহ তাদলীসের কারণে মন্দ ব্যক্তি। কারণ তিনি মিথ্যুকদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যদের থেকে বর্ণনা করতেন। অতঃপর তার এবং নির্ভরযোগ্যদের মাঝে মিথ্যুকদের ফেলে দিয়ে তাদলীস করতেন। তিনি তার যে শাইখকে সানাদ থেকে ফেলে দিয়েছেন তিনিই যে সেই সব মিথ্যুক শাইখদের একজন তা দূরবর্তী কথা নয়। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৫২১। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

(১১৯) যে ব্যক্তি চারটি রাত (ইবাদাত করণার্থে) জাগরণ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তারবিয়ার রাত (জিলহাজ্জের আট তারিখের রাত), আরাফাহ্র রাত, কুরবানী দিবসের রাত এবং ঈদুল ফিতরের রাত।

বানোয়াট : ইবনু নাসর 'আল-আমালী। এর সানাদে 'আবদুর রহীম রয়েছে। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন : তিনি মাতরূক। ইয়াহইয়া বলেন : তিনি মিথ্যুক। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি মাতরূক। এছাড়া সানাদে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ দুর্বল। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ্ হা/৬২২।

* ১৫ই শা'বানের রোযা

(১২০) 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ১৫ই শা'বানের রাত আসলে তোমরা ঐ রাতে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে এবং ঐ দিনে সিয়াম পালন করবে।

বানোয়াট : মিশকাত (১৩০৮), তা'লীকুর রাগীব (২/৮১), যঈফাহ্ (২১৩২)।

ফাযায়িলে হাজ্জ ও কুরবানী

* কুরবানীর ফাযীলাত

(১২১) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : কুরবানীর দিন আদম সন্তানের কোন কাজই মহান আল্লাহর নিকট কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিক পছন্দনীয় নয়। কুরবানীদাতা ক্বিয়ামাতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের অন্তরকে পবিত্র করো।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, তিরমিযী, বায়হাকী 'সুনান', 'শুআব'। ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও গরীব বলেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

(১২২) যায়দ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানী কী? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে কি আমাদের জন্য নেকি রয়েছে? তিনি বলেন : প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছোট) লোমের পরিবর্তে কী রয়েছে? তিনি (সাঃ) বললেন : লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে সাওয়াব রয়েছে।

খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭৬। আহমাদ হা/১৮৭৯৭। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আবূ দাঊদ এর নাম হল, নাকীহ ইবনু হারিস। তিনি মাতরূক এবং হাদীস জালকরণের দোষে দোষী। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনু মাজাহর তাখরীজ গ্রন্থে বলেন : এছাড়া সানাদে 'আয়িযুল্লাহকে ইমাম আবূ যুর'আহ এবং 'উক্বাইলী দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন : তার হাদীস সহীহ নয়।

উল্লেখ্য, হাফিয ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) বলেন : কুরবানীর ফাযীলাত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না।

* জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের রোযার ফাযীলাত

(১২৩) এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের (নফল) ইবাদাত আল্লাহর নিকট যিলহাজ্জ মাসের দশ দিনের ইবাদাত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই দশ দিনের প্রতিটি রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য এবং প্রতিটি রাতের ইবাদাত ক্বদরের রাতের ইবাদাতের সমতুল্য।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সানাদের নাহ্হাস ইবনু কাহ্‌ম এর স্মৃতিশক্তি ভাল নয়। ইয়াহইয়া তার সমালোচনা করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

* হাজীগণের দু'আর ফাযীলাত

(১২৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌র যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা তাঁর নিকট দু'আ করলে তিনি তাদের দু'আ কবূল করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, মিশকাত, নাসায়ী। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের সালিহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

(১২৫) 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর নিকট তিনি 'উমরাহ্ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং বলেন : "হে আমার ভাই! তোমার দু'আতে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের কথা ভুলে যেও না।"

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ, যঈফ আবূ দাঊদ, তিরমিযী। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আসিম দুর্বল।

* তালবিয়া পাঠের ফাযীলাত

(১২৬) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে কোন ইহরামকারী কুরবানীর দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করে এবং মধ্যাহ্ন থেকে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার গুনাহগুলোসহ অস্ত যায়। ফলে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেমন (নিষ্পাপ অবস্থায়) তার মা তাকে প্রসব করেছিল।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/৫০১৮। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ এবং 'আসিম ইবনু 'উমার ইবনু হাফস এর দুর্বলতার কারণে এর সানাদ দুর্বল । ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ

বলেন, 'আসিম ইবনু 'উমার ইবনু হাফসকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

* তাওয়াফের ফাযীলাত

(১২৭) যে ব্যক্তি পঞ্চাশবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত নিস্পাপ হয়ে যাবে।

দুর্বল : তিরমিযী। তিনি একে গরীব বলেছেন। আলবানী বলেছেন, এটি দুর্বল।

(১২৮) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন : "যে ব্যক্তি সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে এবং কোন কথা না বলে এ দু'আ পড়বে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ –তার দশটি গুনাহ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করবে এবং ঐ অবস্থায় কথা বলবে সে তার পদদ্বয় শুধু রহমাতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে; যেমনি কেউ স্বীয় পদদ্বয় পানিতে ডুবিয়ে রাখে।

দুর্বল : মিশকাত হা/২৫৯০, তা'লীকুর রাগীব। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এর সানাদে হুমাইদ ইবনু আবূ সাভিয়্যাহ মাক্কী রয়েছে। ইবনু 'আদী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস নেই।

* বৃষ্টিতে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের ফাযীলাত

(১২৯) দাউদ ইবনু 'আজলান (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ 'ইক্বাল-এর সঙ্গে বৃষ্টিতে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম। তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে এলাম। তখন আবূ 'ইক্বাল বললেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর সঙ্গে বৃষ্টিতে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমে এসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছি। অতঃপর আনাস (রাঃ) আমাদেরকে বলেছেন, এখন থেকে নতুন করে নিজেদের আমলের হিসাব রাখো। কেননা তোমাদের পূর্বের গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের এরূপ বলেছেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করেছি।

খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ, বায়হাকী। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা আবুল হাসান সিন্দি ইবনু মাজাহর হাশিয়াতে বলেন : আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের দাউদ ইবনু 'আজলানকে দুর্বল বলেছেন ইবনু মাঈন, ইমাম আবূ দাউদ, হাকিম ও নুককাশ এবং বলেছেন সে আবূ 'ইক্বাল এর সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আর তার শায়খ আবূ 'ইক্বাল এর নাম হল হিলাল ইবনু যায়দ। তাকে ইমাম আবূ হাতিম, বুখারী, নাসায়ী, ইবনু 'আদী ও ইবনু হিব্বান দুর্বল বলেছেন এবং বলেছেন, সে আনাস সূত্রে এমন বানোয়াট জিনিস বর্ণনা করে থাকে যা আনাস কখনোই বর্ণনা করেননি। অতএব এ অবস্থায় তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না।

* রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের ফাযীলাত

(১৩০) হুমায়দ ইবনু আবূ সাবিয়াহ বর্ণনা করেন : আমি ইবনু হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আত্বা ইবনু আবী রাবাহ-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। আত্বা বলেন, আমার নিকট আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন : (রুকনে ইয়ামানীতে) সত্তরজন মালাক নিযুক্ত আছেন। অতএব যে ব্যক্তি বলবে : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ – তখন ফিরিশতারা বলেন : আমীন। (অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখিরাতের। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।)

আত্বা (রহ.) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজরে আসওয়াদ) পৌছলে ইবনু হিশাম বলেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! এই রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কি অবহিত আছেন? আত্বা (রহ.) বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন : "যে কেউ তার বরাবর হয়, সে যেন দয়াময় আল্লাহর হাতের মুখোমুখী হয়।"

দুর্বল : মিশকাত হা/২৫৯০, তা'লীকুর রাগীব। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এর সানাদে হুমাইদ ইবনু আবী সাভিয়্যাহ মাক্কী রয়েছে। ইবনু 'আদী

বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস নেই।

* বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরাহ্র জন্য ইহরাম বাঁধার ফাযীলাত

(১৩১) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৩২, যঈফাহ হা/২১১, তা'লীকুর রাগীব, আবূ দাউদ, ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী 'কাবীর', দারাকুতনী, বায়হাক্বী এবং আবূ ইয়ালা। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম 'আত-তাহযীবুস সুনান কিতাবে বলেন, বহু হাফিয বলেছেন, এর সানাদ মজবুত নয়। হাদীসের সানাদে উম্মু হাকীম অপরিচিত। আল্লামা মুনযিরী ও হাফিয ইবনু কাসীর ইযতিরাব বলে হাদীসটির ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।

(১৩২) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে- তা তার জন্য পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্র কাফ্ফারা হবে। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য বের হলাম।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, এর পূর্বেটিতে এর সূত্রগত হয়েছে, আবূ দাউদ। এর সানাদ মজবুত নয়। কেননা সানাদে উম্মু হাকীম এবং ইয়াহইয়া ইবনু আবী সুফয়ান রয়েছে। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

* আরাফাহর ময়দানে দু'আর ফাযীলাত

(১৩৩) 'আব্বাস ইবনু মিরদাস সালামী বলেন, তাঁর পিতা (কিনানাহ) তাঁকে তাঁর পিতার ('আব্বাস) সূত্রে অবহিত করেছেন : নাবী (সাঃ) আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দু'আ করেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হল : আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে যালিম ছাড়া। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর অত্যাচারিতের বদলা নিব। নাবী (সাঃ) বলেন : হে পালনকর্তা! আপনি ইচ্ছা করলে অত্যাচারিতকে জান্নাত দিতে এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন উত্তর এলো না। ভোরে তিনি (সাঃ) মুযদালিফাতে আবার দু'আ করলেন। এবার তাঁর দু'আ কবূল হল। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী (সাঃ) হেসে ফেললেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবূ বাক্র (রাঃ) ও 'উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি এমন মুহূর্তে কখনও

হাসেননি, তাহলে কিসে আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি (সাঃ) বলেন : আল্লাহর শত্রু ইবলিশ যখন জানলো মহান আল্লাহ আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি নিয়ে নিজ মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগল- হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ। তখন তার অস্থিরতার প্রত্যক্ষ আমাকে হাসিয়েছে।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৬০৩, তা'লীকুর রাগীব। আবূ দাউদ, আহমাদ। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা আবুল হায়াত সিন্দি ইবনু মাজাহর শরাহ গ্রন্থে বলেন : আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু কিনানাহ রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস সহীহ নয়। আল্লামা সুয়ূতী কিতাবের হাশিয়াহতে এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, ইবনুল জাওযী একে 'মাওযূ'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করে এই কিনানহকে দোষী করেছেন। কারণ সে হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। আর ইবনু হিব্বান দ্বিধায় পড়ে একবার তাকে 'আস-সিকাত' গ্রন্থে এবং আরেকবার 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনু মাজাহর তাখরীজ গ্রন্থে বলেন : এছাড়া সানাদের ক্বাহির ইবনু সারিয়্যি সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে সালিহ। ইবনু শাহীন তাকে সিকাহ বলেছেন। যাহাবী বলেছেন, সত্যবাদী। আর ইয়াকূব ইবনু সুফয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু কিনানার হাদীস খুবই মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ শিথিল। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে।

* মাক্কাহর ফাযীলাত

(১৩৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এই উম্মাত যতদিন পর্যন্ত এই হারাম শরীফের যথাযোগ্য মর্যাদা দিবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা এর মর্যাদা বিনষ্ট করবে, তখন তারা ধ্বংস হবে।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭২৭। আল্লামা দামায়রী বলেছেন, এই হাদীসটি দুর্বল। আলবানীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

* মাদীনাহর ফাযীলাত

(১৩৫) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : উহূদ একটি পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি। এটি জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় জাহান্নামের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। শায়খ আলবানী আরো বলেন : কিন্তু হাদীসের প্রথমাংশটি খুবই বিশুদ্ধ, সেজন্যই আমি (আলবানী) একে বর্ণনা করেছি সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে। হাদীসটির সানাদে দুটি দোষ রয়েছে । (১) ইবনু মিকনাফ। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে অজ্ঞাত। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে প্রশ্ন রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, সে দুর্বল। (২) সানাদে ইবনু ইসহাকের আন্ আন্ শব্দযোগ বর্ণনা। কারণ সে একজন মুদাল্লিস।

* উমরাহ্র ফাযীলাত

(১৩৬) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হাজ্জ হচ্ছে জিহাদ আর 'উমরাহ হচ্ছে নফল।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, যঈফাহ্ হা/২০০। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। সানাদের 'উমার ইবনু কায়সকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, ফাল্লাস, আবূ যুর'আহ, বুখারী, আবূ হাতিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া সানাদের হাসান সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নিতান্তই হাদীসে মুনকার। মূলতঃ তারা উভয়েই মাতরূক। হাদীসটি ইবনু আবী হাতিমও 'আল-ইলাল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

(১৩৭) যে ব্যক্তি হাজ্জ করে আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারাত করলো সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় যিয়ারাত করলো।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ।

(১৩৮) যে ব্যক্তি আমার ও আমার পিতা ইবরাহীমের কবর একই বছর যিয়ারাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বানোয়াট।

(১৩৯) হাজরে আসওয়াদ যমীনে আল্লাহর শপথ। এর সাথে মুসাফাহা করা ইবাদত।

দুর্বল।

(১৪০) হাজীদের ফাযীলাত সম্পর্কে যদি লোকেরা জানতো তাহলে তারা হাজীদের পা ধুয়ে দিতো।

বানোয়াট : ইবনু তাহির মাওযু'আত।

(১৪১) হাজী সাহেব ঘর থেকে বের হলেই আল্লাহর হিফাযাতে চলে যায়। সে হাজ্জ সম্পন্ন করার আগে মারা গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তার আগে পরের সব গুনাহ মাফ করে দেন। এ রাস্তায় একটি দিরহাম দান করা ৪ কোটি দিরহাম ব্যায় করার সমান।

বানোয়াট : হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হাদীসটি বানোয়াট।

(১৪২) যে ব্যক্তি হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ করতে গিয়ে মারা যায়, তার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং হিসাব-নিকাশ হবে না। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো।

বানোয়াট : আবূ ইয়ালা, উকাইলী ইবনু আদী, খতীব বর্ণনা করেছে 'আয়িশাহ হতে মারফুভাবে। সুগানী বলেন, হাদীসটি জাল।

(১৪৩) যে ব্যক্তি মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাঝ পথে হাজ্জ কিংবা 'উমরাহ করতে গিয়ে মারা যাবে হাশরের ময়দানে তার কোন হিসাব দিতে হবে না এবং তার কোন আযাব হবে না।

দুর্বল : হাদীসের সানাদে রয়েছে 'আবদুল্লাহ বিন নাফি'। ইমাম বুখারী, নাসায়ী ও ইবনু মাঈন বলেন : সে দুর্বল।

(১৪৪) যে ব্যক্তি কোন হাজীকে ৪০ কদম এগিয়ে দিলো, তারপর তার সাথে মুয়ানাকা করে বিদায় জানালো, উভয়ের পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বানোয়াট : হাদীসের সানাদে মিথ্যাবাদী রাবী আছে।

(১৪৫) যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর সাফা-মারওয়া সায়ী করলো, আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে ৭০ হাজার মর্যাদা দান করবেন।

বানোয়াট : হাদীসের সানাদে একজন মিথ্যুক রাবী এবং দুইজন মাজরীহ রাবী রয়েছে।

(১৪৬) একজন বান্দার পেটে যমযমের পানি এবং জাহান্নামের আগুন একত্রিত হতে পারে না। কোন বান্দা বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করলে আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে এক লাখ সওয়াব দান করেন।

বানোয়াট : ইমাম যায়লায়ী বলেন, হাদীসের সানাদে মিথ্যুক রাবী আছে।

(১৪৭) যে ব্যক্তি মাক্কাহ ও মাদীনাহয় মারা যাবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব এবং সে ক্বিয়ামাতের দিন শান্তিতে উপস্থিত হবে।

বানোয়াট : হাদীসের এক সানাদে 'আবদুল গফুর বিন সায়ীদুল ওয়াসেতী মিথ্যুক এবং আরেক সানাদে মূসা বিন 'আবদুর রহমান মিথ্যুক। ইবনুল জাওযী একে বানোয়াট হাদীসের মধ্যে গন্য করেছেন।

(১৪৮) যে ব্যক্তি মাদীনাহ্য় গিয়ে আমার যিয়ারাত করবে সে ক্বিয়ামাতের দিন আমার পাশে থাকবে।

বানোয়াট : হাদীসটিকে বানোয়াট বলেছেন ইবনু তাইমিআহ, ইবনুল জাওযী, ইমাম নাববী ও অন্যরা।

ফাযায়িলে সদাক্বাহ

(১৪৯) নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন দান সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন? তিনি বললেন, রমাযান মাসের দান-খয়রাত।

দুর্বল : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী সদাকা ইবনু মূসা হাদীস বিশারদগণের মতে দুর্বল। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল।

(১৫০) দান-খয়রাত আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রশমিত করে এবং লাঞ্ছিত মৃত্যু রোধ করে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : সত্তর ধরনের অপমৃত্যু রোধ করে।

দুর্বল : তিরমিযী। তিনি একে গরীব বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯০৯।

(১৫১) কারো নিজ জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশো দিরহাম দান করার চাইতে অধিক উত্তম।

দুর্বল : আবূ দাউদ। শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি দুর্বল। তাহক্বীক্ব মিশকাত, যঈফাহ।

(১৫২) তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, বিপদাপদ উহাকে অতিক্রম করতে পারে না।

দুর্বল : ত্বাবারানী, রাজীন। আলবানী এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৮৭।

(১৫৩) তোমাদের যাকাত আদায় করার মধ্যেই ইসলামের পূর্ণতা রয়েছে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৪৫৭।

(১৫৪) যাকাত হলো ইসলামের সেতু।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৪৫৪ ।

(১৫৫) মুসলিমের সদাক্বাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করে, অপমৃত্যু রোধ করে এবং এর দ্বারা আল্লাহ তার অহংকার দূর করে দেন ।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ তারগীব তারগীব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : **"সদাক্বাহ সত্তরটি মন্দ দরজা প্রতিবন্ধক।"** (দুর্বল, যঈফ আত-তারগীব হা/৫২১)

(১৫৬) যে ব্যক্তি তার ভাইকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে, পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সাত খন্দক দূরে সরিয়ে রাখবেন। এর প্রত্যেকটি খন্দক অপর খন্দক থেকে দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ ।

বানোয়াট : ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, হাকিম, বায়হাক্বী। যঈফ তারগীব হা/৫৫৩ ।

(১৫৭) একদা সা'দ ইবনু 'উবাদাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন, তার জন্য কোন দান উত্তম হবে? তিনি (সাঃ) বললেন, পানি। সুতরাং সা'দ একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এটা সা'দের মায়ের জন্য ।

সানাদ দুর্বল : আবূ দাউদ, নাসায়ী। **শায়খ আলবানী বলেন** : এর সানাদ দুর্বল। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯১২ ।

(১৫৮) কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে একটি কাপড় পরালে সে আল্লাহর হিফাযাতে থাকবে যে পর্যন্ত না উহার একটি টুকরাও তার গায়ে থাকবে ।

সানাদ দুর্বল : আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ। **শায়খ আলবানী বলেন** : সানাদ দুর্বল। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯২০ ।

(১৫৯) যে কোনো মুসলমান বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে কোনো মুসলমান অভুক্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল-ফলাদি খেতে দিবেন। আর যে কোনো মুসলমান পিপাসু মুসলমানকে পানি পান করাবে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে জান্নাতের 'সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয়' পান করাবেন ।

সানাদ দুর্বল : আবূ দাউদ, তিরমিযী। **শায়খ আলবানী বলেন** : এর সানাদ দুর্বল। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯১৩ ।

(১৬০) মহান আল্লাহ যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন তখন পৃথিবী হেলতে দুলতে লাগলো। তখন আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করে তাকে মজবুত করলেন। এরপর পৃথিবী স্থির হলো। পাহাড়ের শক্তি দেখে ফিরিশতারা অবাক হয়ে

গেলো। তারা বললো, হে আমাদের রব! আপনি কি পাহাড়ের চাইতে শক্তিশালী কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন : হাঁ, লোহা। তারা বললো, লোহার চাইতেও কি কোন মজবুত জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন : হাঁ, আগুন। তারা বললো, আগুনের চাইতেও কি কোন মজবুত জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন : হাঁ, পানি। তারা বললো, পানির চাইতেও কি কোন মজবুত জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন : হাঁ, বাতাস। তারা বললো, বাতাসের চাইতেও কি কোন মজবুত জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন : হাঁ। তা হলো, আদম সন্তানের ঐ দান যা সে ডান হাতে দান করেছে কিন্তু বাম হাত জানতে পারেনি।

দুর্বল : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। ইমাম যাহাবী বলেন, এর সানাদে সুলায়মান ইবনু আবূ সুলায়মানকে চেনা যায়নি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯২৩।

(১৬১) বানী ইসরাঈলের এক দরবেশ একটি ইবাদাত খানায় ষাট বছর ধরে আল্লাহর ইবাদাত করলো। এর ফলে দেশে বৃষ্টিপাত হলো এবং শস্য উৎপন্ন হলো। অতঃপর দরবেশ তার ইবাদাত খানা থেকে বেরিয়ে এলো। সে ভাবলো, নীচে নেমে গিয়ে যদি আল্লাহর যিকির করি এবং বেশি করে সৎ কাজ করি তাহলে ভাল হবে। তার কাছে তখন একটি বা দু'টি রুটি ছিল। সেটা নিয়েই সে নীচে নেমে এলো। পথিমধ্যে এক মহিলার সাথে তার দেখা হলো। সে তার সাথে কথা বলতে লাগলো এবং মহিলাও তার সাথে কথা বলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দরবেশ মহিলাটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। অতঃপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। জ্ঞান ফেরার পর সে কূয়ায় গোসল করতে নামলো। এ সময় তার কাছে এক ভিক্ষুক এলো। দরবেশ তাকে ইশারা করলো সে যেন রুটি দুটো নিয়ে যায়। অতঃপর দরবেশ মারা গেলো। দরবেশের ষাট বছরের ইবাদাত ঐ ব্যভিচারের বিপরীতে ওজন করা হলো। এতে তার নেক আমলের তুলনায় ব্যভিচারের পাল্লাটি ভারি হয়ে গেলো। অতঃপর তার নেক আমলগুলোর সাথে দানকৃত রুটি দুটো ওজন করা হলো। এতে ব্যভিচারের তুলনায় তার নেক আমলের পালা ভারী হয়ে গেলো এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

খুবই মুনকার : ইবনু হিব্বান। যঈফ তারগীব হা/৫২৭।

(১৬২) একবার দু' ব্যক্তি মরুভূমি দিয়ে চলছিল। একজন ছিল দরবেশ আরেকজন মন্দ লোক। পথিমধ্যে দরবেশ পিপাসায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। তার সাথী তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলো, আল্লাহর শপথ! এই সৎ বান্দা যদি পিপাসায় মারা যায়, অথচ আমার কাছে পানি আছে, তাহলে আল্লাহর কাছে আমি কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবো না। আর যদি আমার পানি থেকে তাকে পানি পান করাই তবে আমাকেই পিপাসায় মরতে হবে। কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর সে আল্লাহর উপর ভরসা করে দরবেশকে পানি পান করানোর সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর সে দরবেশের শরীরে কিছু পানি ছিটিয়ে দিলো এবং কিছু পানি পান করালো। এরপর মরুভূমি পাড়ি দিলো। ক্বিয়ামাতের দিন এই মন্দ লোকটাকে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হবে। ফিরিশতাগণ তাকে ঠেলতে আরম্ভ করবেন। এমন সময় সে ঐ দরবেশকে দেখতে পাবে। সে বলবে, ওহে দরবেশ! আমাকে চিনতে পেরেছো? দরবেশ বলবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি সেই লোক মরুভূমিতে যে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। দরবেশ বললে, হ্যাঁ, তোমাকে চিনতে পেরেছি। অতঃপর দরবেশ ফিরিশতাদেরকে বলবে, তোমরা থামো। ফিরিশতাগণ থামবেন। অতঃপর দরবেশ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! এই লোক আমার দিকে কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল এবং আমাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছিল, সেটা আমি জানি। হে আমার রব! ওকে আমার ক্ষমতায় সোপর্দ করুন। আল্লাহ বলবেন : ওকে তোমার ক্ষমতায় সোপর্দ করলাম। তখন সে আসবে এবং তার সেই ভাইয়ের হাত ধরবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী। যঈফ তারগীব হা/৫৬২।

(১৬৩) নাবী (সাঃ) বলেন : আমি মি'রাজের রাতে জান্নাতের দরজায় লিখা দেখেছি : সদাক্বাহর সওয়াব দশগুণ আর ধারের সওয়াব আঠারো গুণ।

দুর্বল : যঈফ তারগীব হা/৫৩৫।

ফাযায়িলে ইল্‌ম

(১৬৪) আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত রাখবে সে ক্বিয়ামাতের দিন একজন ফকীহ আলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

বানোয়াট : ইবনু 'আবদুল বার বলেন, হাদীসটি জাল। কেউ বলেছেন, বাতিল। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, কথাগুলো হাদীস হিসেবে খুবই পরিচিত। অথচ এর কোন সহীহ সানাদ নেই।

(১৬৫) আমার উম্মাতের মতপার্থক্য রহমাত স্বরূপ।

ভিত্তিহীন : ইমাম মানাবী বলেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই। বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ ১/৭৬-৭৮।

(১৬৬) আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব।

(১৬৭) 'আলিমগণের কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতে উত্তম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : 'আলিমের কালি ও শহীদের রক্ত ওজন করা হবে। কালির ওজন রক্তের ওজনের চাইতে বেশি হবে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : আলিমের দোয়াতের এক ফোটা কালি আল্লাহর কাছে শহীদের শত কাপড়ের রক্তের চাইতে অধিক পছন্দনীয়।

বানোয়াট : যঈফ ও মাওযু হাদীস সংকলন, পৃঃ ১৮৫।

(১৬৮) কোন জাতির পীর বুযুর্গ বা মুরব্বী, সেই জাতির নাবী সাদৃশ্য।

বানোয়াট : ইবনু হাজার বলেন, এটি নির্লজ্জ মিথ্যা হাদীস।

(১৬৯) আমার উম্মাতের আলিমগণ বাণী ইসরাইলের নাবীগণের মতো।

ভিত্তিহীন : ইবনু হাজার ও ইমাম যারকানী বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই।

(১৭০) এক প্রশ্নকারী নাবী (সাঃ)-কে ইলমে বাতিন (গোপন ইলম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেন : আমি জিবরাইল (আঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। জিবরীল (আঃ) বললেন : এই ইলম আমার এবং আমার বন্ধু-বান্ধব, ওলীয়ে কামেল, সূফী-দরবেশদের মধ্যকার এক গোপন রহস্য। তাদের অন্তকরণে এই ইলম এমন সযত্নে রাখা হয়েছে যে, কেউ এ সম্পর্কে অবহিত নয়। এমনকি নিকটবর্তী ফিরিশতা এবং প্রেরিত নাবীও জানেন না।

বানোয়াট : হাফিয ইবনু হাজার বলেন, হাদীসটি মিথ্যা ও জাল। **যঈফ ও মাওযূ** হাদীস সংকলন, পৃঃ ১৮০।

(১৭১) আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের ফাযীলাত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর যদি কেউ ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় তা পালন করে; তাহলে আল্লাহ তাকে সওয়াব দান করবেন যদিও বিষয়টি মূলতঃ ফাযীলাতপূর্ণ নয়।

বানোয়াট : ইবনুল জাওযীর মাওযূ'আত। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। এর সানাদে আবূ রিজা একজন মিথ্যুক। হাফিয সাখাবী বলেন, সে অজ্ঞাত লোক।

(১৭২) কোন ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধানে বের হলে যে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে অবস্থানরত থাকে।

দুর্বল : তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কোন কোন বর্ণনাকারী এ হাদীসটি মারফুভাবে বর্ণনা করেননি। তাহক্বীক্ব আলবানী : যঈফ।

(১৭৩) যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, এটা তার জন্য পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারাহ হয়ে যায়।

বানোয়াট : তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সাদান দুর্বল। সানাদে বর্ণনাকারী আবূ দাউদর নাম নুফাই। তিনি দুর্বল। তাহক্বীক্ব আলবানী : মাওযূ।

(১৭৪) একজন ফকীহ শয়তানের জন্য হাজার (মূর্খ) আবেদ অপেক্ষা বিপদজ্জনক।

বানোয়াট : তিরমিযী। ইমাম তিরমযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আলবানী একে খুবই দুর্বল বলেছেন।

(১৭৫) প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং যে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী।

খুবই দুর্বল : তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু ফাদল হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

(১৭৬) মুমিন কখনো কল্যাণকর কথা শুনে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

দুর্বল : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। তাহক্বীক্ব আলবানী : যঈফ।

(১৭৭) চীন দেশে গিয়ে হলেও ইলম অন্বেষণ করো।

বাতিল : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪১৬।

(১৭৮) ইলম দুই প্রকারের। এক. ঐ ইলম যা অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে উপকারী ইলম। দুই. ঐ ইলম,যা কেবল জিহ্বার উপর থাকে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/৬৮।

(১৭৯) যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণ করে এবং তা অর্জন করে নেয়, মহান আল্লাহ তার জন্য দুইটি নেকী লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে কিন্তু তা হাসিল করতে পারে না, মহান আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/৫০।

(১৮০) একদা নাবী (সাঃ) বলেন : হে আবূ যার! তুমি যদি সকালবেলায় গিয়ে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত শিক্ষা করো তাহলে সেটা তোমার জন্য একশো রাক'আত সলাত আদায়ের চাইতে উত্তম। আর যদি সকালবেলায় ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করো, চাই ঐ সময় তা আমল করা হোক বা না হোক, তাহলে সেটা এক হাজার রাক'আত (নফল) সলাত আদায়ের চাইতে উত্তম।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ ও অন্যান্য। তাহক্বীক্ব আলবানী : যঈফ।

(১৮১) 'আলিমের মৃত্যু এমন মুসীবত যার কোন প্রতিকার নেই এবং এমন ক্ষতি যা অপূরণীয়। আর 'আলিম এমন এক তারকা যে (মৃত্যুর কারণে) আলোহীন হয়ে গেছে। একজন 'আলিমের মৃত্যু অপেক্ষা একটি সম্প্রদায়ের মৃত্যু অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

খুবই দুর্বল : বায়হক্বী, যঈফ আত-তারগীব হা/৭৩।

(১৮২) যখন মহান আল্লাহ কোন বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে দীনের বুঝ দান করেন এবং সঠিক কথা তার অন্তরে ঢেলে দেন।

মুনকার : বাযযার, ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীবহা/৪৪।

(১৮৩) ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ যখন আপন বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য নিজের কুরসীতে উপবেশন করবেন তখন 'আলিমদেরকে বলবেন : আমি নিজ ইলম ও হিলম থেকে তোমাদের এজন্য দান করেছিলাম যে, আমি চাচ্ছিলাম তোমাদের ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো এবং আমি এ ব্যাপারে কোন পরওয়া করি না।

বানোয়াট : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীবহা/৬১।

(১৮৪) 'উলামার দৃষ্টান্ত ঐসব তারকার মত যাদের দ্বারা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া যায়। যখন তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে যায় তখন পথচারীর পথ হারানোর সম্ভবনা থাকে।

দুর্বল : আহমাদ, যঈফ আত-তারগীব হা/৬০।

(১৮৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লোকদের শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছায় ইলমের একটিমাত্র অধ্যায় শিখে আল্লাহ তাকে সত্তর জন নাবীর প্রতিদান দেন।

বানোয়াট।

(১৮৬) যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা দেয় সে তার গোলাম হয়ে যায়।

জাল : ইবনু তাইমিয়াহ বলেন : এটি জাল।

সুন্নাত আঁকড়ে ধরা

(১৮৭) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে যখন অরাজকতা ও গোমরাহী দেখা দিবে, তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে সে একশো শহীদের সওয়াব পাবে।

খুবই দুর্বল : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৩২৬। হাদীসের সানাদে ইবনু কুতাইবাহ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, সে হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। ইমাম দারাকুতনী বলেন, মাতরূকুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন, দুর্বল। আযদী বলেন, হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট। উক্বায়লী বলেন, তিনি অধিক পরিমাণে সন্দেহ প্রবণ ছিলেন। এছাড়া তার শায়খ ইবনুল মুনযির অপরিচিত।

(১৮৮) আমার উম্মাতের কলহ-বিপর্যয়ের সময় আমার সুন্নাতকে ধারণকারীর জন্য একজন শহীদের সওয়াব রয়েছে।

দুর্বল : ত্বাবারানী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৩২৭।

ফাযায়িলে কুরআন

(১৮৯) হাদীসে কুদসীতে রয়েছে : আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে মশগুল থাকার কারণে যিকির ও দু'আ করার সুযোগ পায় না আমি তাকে দু'আ করনেওয়ালাদের চেয়ে বেশি দান করি। আর আল্লাহর

কালামের সম্মান সমস্ত মাখলুকের উপর সেরূপ যেরূপ আল্লাহর সম্মান সকল মাখলুতের উপর।

দুর্বল : তিরমিযী, জামিুস সাগীর হা/২৯২৬, যঈফাহ হা/১৩৩৫।

(১৯০) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা ঐ জিনিস অপেক্ষা আর কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহর তা'লার অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারবে না যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হতে বাহির হয়েছে। (অর্থাৎ কুরআন)।

দুর্বল : হাকিম, জামি'উস সাগীর হা/৪৮৫২। তাহক্বীক্ব আলবানী : যঈফ।

(১৯১) আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম করিও। এই আমলের দ্বারা আসমানে তোমাদের আলোচনা হবে আর এই আমল যমীনে তোমার জন্য হিদায়াতের নূর হবে।

খুবই দুর্বল : বায়হাক্বী, জামি'উস সাগীর হা/৪৯৩১। তাহক্বীক্ব আলবানী : খুবই দুর্বল।

(১৯২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কুরআন শিক্ষা করো, অতঃপর তা পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং তা পাঠ করে আর তাহাজ্জুদে তা পাঠ করতে থাকে তার উদাহর সেই খোলা থলির ন্যায় যা মেশকের দ্বারা পরিপূর্ণ, যার খোশবু সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করলো অতঃপর কুরআন তার সিনায় থাকা সত্ত্বেও সে ঘুমিয়ে থাকে, তার উদাহরণ সেই মেশকের থলির ন্যায়, যার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

দুর্বল : তিরমিযী, জামিউস সাগীর হা/২৮৭৬। তাহক্বীক্ব আলবানী : দুর্বল।

(১৯৩) সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এই কুরআনুল কারীম চিন্তা ও অস্থিরতা (সৃষ্টি করার) জন্য নাযিল হয়েছে। তোমরা যখন তা পাঠ করো কাঁদিও। যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করো। আর কুরআন সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করো। কারণ যে ব্যক্তি তা সুমিষ্ট আওয়াজে পাঠ করে না সে আমাদের অর্ন্তভুক্ত নয়।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : দুর্বল। আবূ দাউদ আহমাদ। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ রাফি' এর নাম হল, ইসমাঈল ইবনু রাফি'। সে দুর্বল, মাতরূক।

(১৯৪) ফাযালাহ্ ইবনু 'উবায়দ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : গায়িকার মালিক তার গায়িকার গান যতটুকু মনোযোগ দিয়ে শোনে, আল্লাহ উঁচু স্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৭, তা'লীকুর রাগীব, যঈফাহ্ হা/২৯৫১।

(১৯৫) কুরআন বহনকারী ও না বহনকারীর মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য এরূপ যেমন সৃষ্টিজগতের উপর সৃষ্টিকর্তার।

বানোয়াট : হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এটি মিথ্যা হাদীস।

* সূরাহ ফাতিহার ফাযীলাত

(১৯৬) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সূরাহ ফাতিহা সকল রোগের নিরাময়।

দুর্বল : দারিমী, দায়লামী, বায়হাক্বী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি' হা/৩৯৫৪, ৩৯৫৫।

(১৯৭) উম্মুল কুরআন অন্য সকল সূরাহ্র স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কিন্তু অন্যান্য সূরাহ উম্মুল কুরআনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

সানাদ দুর্বল : হাকিম, দারাকুতনী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন যঈফ আল-জামি' হা/১২৭৪। বর্ণনাটি মুরসাল।

সূরাহ ফাতিহার ফাযীলাত সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত 'নেয়ামুল কোরআন' নামক গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) সূরাহ ফাতহা লিখিয়া ও ইহার 'মালিকি ইয়াওমিদ দীন' আয়াতটি ৭ বার লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করতঃ যে ফলের গাছে গাছ ধরে না, তাহাতে ঐ পানি ছিটাইয়া দিলে ফল ধরিবে।

(২) ইহা প্রত্যহ শেষ রাতে ৫১ বার পড়িলে সংসার উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে ও সকল কাজ সহজ হইবে।

(৩) প্রত্যহ ফরয নামাযের পর বিসমিল্লাহ সহ ৭ বার পড়িলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দিবেন এবং ১০০ বার পড়িলে অতি সত্বর বাসনা পূর্ণ হইবে।

(৪) প্রত্যহ ৩১৩ বার পড়িলে যেকোন কঠিন মতলব হউক না কেন তাহা পূর্ণ হইবে।

(৫) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ইহা ১২৫ বার পড়িবে, নিঃসন্দেহে তাহার মতলব পূর্ণ হইবে।

(৬) কারারুদ্ধ ব্যক্তি ১২১ বার পড়িয়া হাতকড়া ও পায়ের বেড়ির উপর ফুঁক দিলে শীঘ্রই তাহার মুক্তির ব্যবস্থা হইবে।

(৭) যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ সহ ফজরের নামাযের পর ৩০ বার, যোহরের নামাযের পর ২৫ বার, আসরের নামাযের পর ২০ বার, মাগরেবের পর ২৫ বার ও এশার নামাযের পর ১০ বার পড়িবে আল্লাহ তাহার রুযী বেশি করিয়া দিবেন, তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, মতলব পূর্ণ হইবে ও দোয়া কবুল হইবে। ইত্যাদি।

সূরাহ্ ফাতিহা সম্পর্কে এ ধরনের আরো অনেক মনগড়া ফাযীলাত ও তদবীর উক্ত কিতাবে রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

* সূরাহ্ বাক্বারাহ্‌র ফাযীলাত

(১৯৮) যে ব্যক্তি রাতের বেলায় নিজ ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করে শয়তান তিন রাত সে ঘরে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনের বেলায় নিজ ঘরে সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করে শয়তান তিন দিন সে ঘরে প্রবেশ করবে না।

হাদীস দুর্বল : ইবনু হিব্বান, আবূ ইয়ালা, 'উক্বায়লী 'যুআফা'। এর সানাদে খালিদ ইনু সাঈদ দুর্বল। ইবনু কাত্তান তাকে অজ্ঞাত বলেছেন। উক্বায়লী বলেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

* আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত

(১৯৯) আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা ইবনু 'ইমরানের নিকট ওয়াহী করেন যে, তুমি প্রত্যেক ফরয সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। যে ব্যক্তি এটা করবে আমি তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর ও যিকিরকারী জিহবা দান করবো এবং তাকে নাবীদের পুণ্য ও সিদ্দীকদের আমল প্রদান করবো,...।

খুবই মুনকার : তাফসীরে ইবনু মারদুবিয়া, ইবনু কাসীর।

(২০০) একদা একটি জ্বিন 'উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়ে 'উমার (রাঃ)-কে বললো, যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার বাড়ি থেকে শয়তান গাধার মত চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়।

দুর্বল : কিতাবুল গারীব, এর সানাদ মুনকাতি, বিচ্ছিন্ন।

(২০১) আয়াতুল কুরসী হলো, কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

হাদীস দুর্বল : আহমাদ, যঈফ আল-জামি'। শায়খ আলবানী, হায়সামী ও হাফিয (রহঃ) এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন।

(২০২) আয়াতুল কুরসী হলো, সমস্ত আয়াতের প্রধান (নেতা)।

হাদীস দুর্বল : হাকিম, তিরমিযী, যঈফ আল-জামি' হা/৪৭২৫। ইমাম তিরমিযী, শায়খ আলবানী ও অন্যরা একে দুর্বল বলেছেন।

(২০৩) যে ব্যক্তি সূরাহ্ হা-মীম আল-মু'মিন 'ইলায়হিল মাসীর' পর্যন্ত (১-৩ আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী সকালে পাঠ করবে, সে এর উসিলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর হিফাযাতে থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর হিফাযাতে থাকবে।

দুর্বল হাদীস : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

(২০৪) যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে এবং যাফরান রংয়ের দ্বারা ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে লিখে জিহবা দিয়ে চাটবে সে কখনো ভুলবে না।

বানোয়াট।

(২০৫) যে ব্যক্তি উযুসহ চল্লিশবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে আল্লাহ্ তাকে ৪০ বছরের সওয়াব দান করবেন এবং ৪০টি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং ৪০জন হুরের সাথে তার বিবাহ দিবেন।

বানোয়াট : হাদীসের সানাদে মাকাতিব ইবনু সুলাইমন মিথ্যুক।

আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত সম্পর্কে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) দৈনিক ফজরের আগে একবার পাঠ করলে তার রোজগারে বরকত ও রুজী বৃদ্ধি হবে। এই আয়াত যে কোন নিয়তে বাইরে যাবার পূর্বে পাঠ করে বের হলে তার উদ্দেশ্য পুরা হবে।

(২) এক গ্লাস বৃষ্টির পানিতে ইহা পঞ্চাশ বার পাঠ করে প্রতিবারে ফুঁক দিয়ে পান করলে মেধা শক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা পুস্তকে এসব মিথ্যা ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ মিন জালিকা।

* বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াতের ফাযীলাত

(২০৬) কুরআনের এমন দুটি আয়াত রয়েছে যে আয়াত দুটি (ক্বিয়ামাতে) শাফাআত করবে এবং সেই আয়াত দুটি আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয়। তা হলো, সূরাহ বাক্বারাহ্র শেষের দুই আয়াত।

অত্যন্ত দুর্বল : দায়লামী। হাফিয ইবনু হাজার ও শায়খ আলবানী এর সানাদকে খুবই দুর্বল বলেছেন।

* সূরাহ্ আলে-ইমরানের ফাযীলাত

(২০৭) যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিনে সূরাহ আল-'ইমরান পাঠ করে আল্লাহ্ তার প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত রহমাত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বানোয়াট হাদীস : ত্বাবারানী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৪১৫।

* সূরাহ্ মুলক এর ফাযীলাত

(২০৮) একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক সাহাবী একটি ক্ববরের উপর তার তাঁবু খাটান। তিনি জানতেন না যে, তা একটি ক্ববর। তিনি হঠাৎ অনুভব করেন যে, ক্ববরে একটি লোক সূরাহ আল-মুলক তিলাওয়াত করছে। সে তা পাঠ করে শেষ করলো। অতঃপর ঐ সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি ক্ববরের উপর তাঁবু খাটাই। আমি জানতাম না যে, তা একটি ক্ববর। হঠাৎ অনুভব করি, এক ব্যক্তি সূরাহ আল-মুলক পড়ছে এবং তা শেষ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এ সূরাহটি প্রতিরোধকারী, মুক্তিদানকারী। এটা ক্ববরের আযাব থেকে পাঠককে মুক্তি দান করে।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনু নাসর, আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা'- ইয়াহইয়া বিন 'আমর বিন মালিক হতে...। আলবানী বলেন : এর সানাদে 'আমর বিন মালিক সন্দেহভাজন এবং ইয়াহইয়া দুর্বল। বলা হয়, হাম্মাদ বিন যায়িদ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। যেমন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে এবং মীযান গ্রন্থে তার কতগুলো মুনকার হাদীস তুলে ধরা হয়েছে, যার অন্যতম এ হাদীসটি।

সূরাহ মুলক এর ফাযীলাত সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত 'পাঞ্জে সূরা ও অজিফা' ও 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা' প্রভৃতি পুস্তিকায় কতিপয় মনগড়া উক্তি :

(১) যে ব্যক্তি সূরাহ মুলক ৪১ বার পাঠ করবে তাতে তার বিপদ দূর হয় এবং দেনা পরিশোধ হয়।

(২) নতুন চাঁদ উঠার সময় এ সূরাহ পাঠ করলে পূর্ণ মাস নিরাপদে থাকবে। এ সূরাহ তিনদিন দৈনিক তিনবার পাঠ করে চোখের উপর দম করলে চক্ষু রোগ ভাল হয়, ইত্যাদি।

(৩) এই সূরা ৪১ বার খালেস নিয়তে পাঠ করলে আল্লাহ তাকে সব ধরনের বালামুসিবত থেকে রক্ষা করবেন।

(৪) ক্ববরস্থান যিয়ারতের সময় এই সূরা পাঠ করলে মুর্দার কবরের আযাব থেমে যায়।

(৫) জাফরানের কালি দিয়া এই সূরা লিখে তাবিজ আকারে গলায় পরিধান করলে যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ইত্যাদি।

* সূরাহ্ কাহাফ -এর ফাযীলাত

(২০৯) আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সূরাহ্র সংবাদ দিব না, যার মাহাত্ম আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে রয়েছে এবং তার পাঠকের জন্যও রয়েছে অনুরূপ পুরস্কার? যে তা পাঠ করবে তার এক জুমু'আহ হতে আরেক জুমু'আহর মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে, উপরন্তু অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। তারা বললো, হ্যাঁ আপনি বলুন! তিনি বললেন, তা হলো সূরাহ্ কাহাফ।

খুবই দুর্বল : দায়লামী। সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৩৩৬

(২১০) যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন সূরাহ্ কাহাফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত প্রত্যেক এমন ফিত্নাহ্ হতে নিরাপদ থাকবে যা সামনে ঘটবে। এতে যদি দাজ্জাল আর্বিভূত হয় সে তার থেকেও নিরাপদ থাকবে।

খুবই দুর্বল : জিয়া 'আল-মুখতার'। এর সানাদে রয়েছে ইবরাহীম মুখায়রামী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। সে বিশ্বস্তদের সূত্রে বাতিল হাদীস বর্ণনা করে। দেখুন, সিলসিলাহ্ যঈফাহ হা/১৩৩৬।

(২১১) যে ব্যক্তি সূরাহ্ কাহাফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফিত্নাহ্ হতে নিরাপদ থাকবে।

শায : তিরমিযী। আলবানী বলেন, উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি শায কিন্তু ভিন্ন শব্দে হাদীসটি সহীহ। এতে তিন আয়াত কথাটি ভুল। সঠিক হলো দশ আয়াত। দেখুন, সিলসিলাহ্ যঈফাহ হা/১৩৩৬।

* সূরাহ্ ইয়াসীন -এর ফাযীলাত

(২১২) আনাস হতে মারফূ'ভাবে বর্ণিত : প্রত্যেক বস্তুরই একটি অন্তর রয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্তর হলো সূরাহ্ ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরাহ্ ইয়াসীন (একবার) পাঠ করবে আল্লাহ্ তাকে দশবার কুরআন খতমের নেকী দিবেন।

বানোয়াট হাদীস : তিরমিযী, দারিমী, সিলসিলাহ্ যঈফাহ হা/১৬৯। হাদীসটি আবূ বাক্র এবং আবূ হুরাইরাহ হতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের সানাদও খুবই দুর্বল। সামনে তাদের বর্ণনা আসছে।

(২১৩) যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত নিস্পাপ অবস্থায় সকালে জাগরিত হয় এবং যে ব্যক্তি সূরাহ দুখান পাঠ করে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

খুবই দুর্বল : আবূ ইয়ালা। ইবনুল জাওযীর 'মাওযু'আত' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : এই হাদীসের সবগুলো সূত্রই বাতিল। হাদীসটির কোনই ভিত্তি নেই। যুবাইদী বলেন, বায়হাক্বী এটি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন : এর সানাদ খুবই দুর্বল।

(২১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুটির জন্য রাতে সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

সানাদ দুর্বল : ইবনু হিব্বান, এর সানাদ মুনকাতি। ইবনু আবূ হাতিম ও হাফিয ইবনু হাজার বলেন : জুনদুব হতে হাসানের এ হাদীস শ্রবণ সঠিক নয়।

(২১৫) সূরাহ ইয়াসীন হলো কুরআনের দিল বা অন্তর। যে ব্যক্তি এটাকে আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও আখিরাতের আশায় পাঠ করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তোমরা এ সূরাহটি ঐ ব্যক্তির সামনে পাঠ করো যে মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটপট করছে।

সানাদ দুর্বল : আহমাদ।

(২১৬) তোমরা মৃত্যু পথযাত্রীর উপর সূরাহ ইয়াসীন পড়ো।

দুর্বল : আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম, বায়হাক্বী, ত্বায়ালিসি, ইবনু আবূ শায়বাহ। হাদীসটি আলবানী ইওয়াউল গালীল গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি দুর্বল। এর তিনটি দোষ রয়েছে : (১) আবূ 'উসমানের জাহালাত। (২) তার পিতার জাহালাত। (৩) ইযতিরাব বা উলটপালট। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সানাদ দুর্বল এবং মতন অজ্ঞাত। দেখুন, ইরওয়া হা/৬৮৮।

(২১৭) নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমার উম্মাতের প্রত্যেকেই এ সূরাহটি মুখস্ত করুক এটা আমি কামনা করি।

সানাদ দুর্বল : বাযযার। এর সানাদে ইবরাহীম ইবনুল হাকাম দুর্বল।

(২১৮) মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরাহ ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ তা আসান করে দেন।

দুর্বল : হাদীসটি কোন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী হতে মুত্তাসিল ও মারফূভাবেও বর্ণিত হয়েছে এ শব্দে : তোমরা যখন পাঠ করবে...। কিন্তু এটি যঈফ মাক্বতূ'। কতিপয় মাতরূক ও সন্দেহভাজন বর্ণনাকারীও হাদীসটিকে মুত্তাসিল ভাবে বর্ণনা করেছেন এ শব্দে : "কোন মৃত্যুপথযাত্রীর নিকটে সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করা হলে আল্লাহ তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন।" এটি বর্ণনা করেছেন আবূ নু'আইম 'তারীখে

আসবাহান' গ্রন্থে মারওয়ান ইবনু সালিম হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু 'আমর হতে, তিনি শুরাইহ হতে, তিনি আবূ দারদা হতে মারফূ'ভাবে। সানাদের এই মারওয়ান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি বিশ্বস্ত নন। ইমাম সাজী ও আবূ 'আরুবাহ বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। তারই সূত্রে হাদীসটি দায়লামী বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, আবূ দারদা ও আবূ যার বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন। যেমনটি আত-তালখীস গ্রন্থে রয়েছে।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন : সূরাহ ইয়াসীনের বিশেষ ফাযীলাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে প্রমাণিত হয়নি। অথচ সুয়ূতীর অনুকরণ করতে গিয়ে শাওকানী ধারণা করেছেন যে, সূরাহ ইয়াসীনের ফাযীলাত সম্পর্কিত কতিপয় বর্ণনা সহীহর শর্তে রয়েছে। তাই তাদের দু'জনের বিরোধীতা করে শায়খ 'আবদুর রহমান মুআল্লিমী ইমানী (রহঃ) বলেন : হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় হাসানের উপর। তিনি আবূ হুরায়রাহ হতে হাদীসটি শুনেননি। সুতরাং খবরটি মুনকাতি। শুধু তাই নয়, বরং হাসান পর্যন্ত হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে সমালোচনাও রয়েছে। তার একটি সানাদে আবূ বাদর শুজা' ইবনু ওয়ালিদ রয়েছেন। তিনি সত্যবাদী কিন্তু সংশয় রয়েছে। বুখারী তার কেবল একটি হাদীস এনেছেন। যাতে তার শায়খ তার মুতাবাআত করেছেন। অনুরূপ মুসলিম তার মুতাবাআত বর্ণনা এনেছেন মাত্র। তার একটি সানাদে রয়েছেন মুবারাক ইবনু ফাযালাহ ও আবুল 'আওয়াম। মুবারক ভুল ও তাদলীসকারী। আর আবুল 'আওয়াম এর মতপার্থক্য ও সন্দিহান প্রচুর। তার অন্য সানাদে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া। তিনি হাদীস জালকারী এবং আগলাব ইবনু তামীম ও জাসরাহ বিন ফারক্বাদ। আর এ সমস্ত সানাদাবলী আবূ বাদরের। যার সম্পর্কে সুয়ূতী ধারণা করেছিলেন যে, তা সহীহ্র শর্তে রয়েছে। আর আপনারা তো এইমাত্র অবহিত হলেন যে, সানাদটির কি (বাজে) অবস্থা। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

সূরাহ ইয়াসীনের ফাযীলাত সম্পর্কে 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা'সহ কতক পুস্তিকায় কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) বুযুর্গ লোকগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদে ও রোগের সময় এ সূরা পাঠ করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে, নিশ্চয়ই সে রোগ মুক্তি পাবে ও বিপদ মুক্ত হবে।

(২) কোন কঠিন কাজের সময় সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করলে আল্লাহ তা সহজ করে দেন।

(৩) এই সূরা যেকোন মকছুদ পূর্ণ হবার জন্য পাঠ করলে আল্লাহর মেহেরবানীতে মকছুদ পূর্ণ হবে। এই সূরা লিখে তাবিজ বানিয়ে রোগাগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় কিংবা বিপদগ্রস্ত লোকের গলায় মাদুলিতে ভরে বেঁধে দিলে খুবই উপকার হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

* সূরাহ আর-রহমান -এর ফাযীলাত

(২১৯) প্রত্যেক জিনিসেরই একটি শোভা আছে। কুরআনের শোভা হলো, সূরাহ আর-রহমান।

মুনকার হাদীস : বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান, অনুরূপ মিশকাত হা/২১৮০। এর সানাদের আহমাদ বিন হাসান রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। খাত্বীব 'তারীখ' গ্রন্থে বলেন, তিনি অস্বীকৃত। ইমাম যাহাবী তাকে 'যু'আফা ওয়াল মাতরুকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মানাবী যদিও তাইসির গ্রন্থে একে হাসান বলে নিজেরই পরিপন্থি কাজ করেছেন কিন্তু বর্ণনাটি আসলে মুনকার।

সূরাহ আর-রহমান এর ফাযীলাত সম্পর্কে 'পাঞ্জে সূরাহ ও অজিফা'সহ কতক পুস্তকে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) নতুন চাঁদ উঠার সময় এ সূরাহ পাঠ করলে পূর্ণ মাস নিরাপদে থাকবে। এ সূরাহ তিনদিন দৈনিক তিনবার পড়ে চোখের উপর দম করলে চক্ষু রোগ ভাল হয়।

(২) ঘুমের মধ্যে এ সূরাহ পাঠ করতে দেখলে হাজ্জ করার সৌভাগ্য হবে।

(৩) অন্তরের সাথে খাস নিয়তে এ সূরাহ পাঠ করলে তার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয়।

(৪) সাদা রংয়ের বরতনে সূরাহটি লিখে বিধৌত পানি পান করালে প্লীহাগ্রস্থ রোগী আরোগ্য হয়।

(৫) সূরাহটি ১১ বার পাঠ করলে যেকোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(৬) ফাবিআইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাযযিবান' পড়ে নীল সুতায় ৩১টি গিরা দিয়ে সূতা গর্ভবতীর গলায় দিলে সন্তান নিরাপদে থাকে ও সহজে ভূমিষ্ট হয়।

(৭) ফাবিআইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাযযিবান' আয়াতটি তিনবার পাঠ করে কোন মজলিসে বা হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হলে সেখানে সম্মান ও উত্তম ব্যবহার লাভ হবে।

* সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ -এর ফাযীলাত

(২২০) যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব অনটন গ্রাস করবে না।

দুর্বল হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৮৯।

(১২১) যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরাহ আল-ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব গ্রাস করবে না, ... ।

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৯০।

(১২২) যে ব্যক্তি সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাকে গাফেলদের অর্ন্তভুক্ত লিখা হবে না এবং সে ও তার বাড়ির সদস্যরা অভাবে পতিত হবে না।

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৯১।

সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ এর ফাযীলাত সম্পর্কে 'নূরানী পাঞ্জেগানা অজিফা'সহ কতক পুস্তকে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) এ সূরাহ নিয়ম করে দৈনিক পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে ব্যবসায়ে লোকসান হবে না বরং লাভবান হবে।

(২) ফজর ও এশার নামাজান্তে দৈনিক পাঠ করলে তাহার জীবনের অভাব অনটন দূর হয়ে সচ্ছলতা ফিরে আসবে।

(৩) এই সূরা লিখে তাবিজ বানাইয়া গর্ভবতীর প্রসব বেদনার সময় কোমরে বাঁধিয়া দিলে অতি সহজে সন্তান প্রসব হয়।

(৪) ধনী হতে ইচ্ছা করলে এই সূরা নিম্ন লিখিত নিয়মে আমল করতে হবে, জুমআর দিন হতে সাত দিন পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তিয়া নামাজান্তে ২৫ বার এই সূরা পাঠ করবে, .. ।

(৫) দৈনিক এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে বিবাহ কার্য ও মামলা মোকাদ্দমা এবং যাবতীয় সমস্যার সম্মানজনক ফল লাভ করবে।

(৬) 'ফাছাব্বিহ বিছমি রাব্বিকাল আযীম' ৪৪৪৪ বার পাঠ করলে মনের আশা আল্লাহ পূর্ণ করেন।

* সূরাহ হাশরের শেষের তিন আয়াতের ফাযীলাত

(২২৩) নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলবে 'আউযু বিল্লাহিস্ সামি'ইল 'আলীমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম, অতঃপর সূরাহ হাশরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকবেন। ঐ দিন সে মারা গেলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পাঠ করবে, সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে।

হাদীস দুর্বল : তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আলবানী বলেন : যঈফ।

* সূরাহ ক্বিয়ামাহ -এর ফাযীলাত

(২২৪) যে ব্যক্তি প্রতি রাতে 'লা উকসিমু বি ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ' পাঠ করবে, সে ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জল থাকবে।

বানোয়াট হাদীস : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৯০।

* সূরাহ্ তাগাবুন -এর ফাযীলাত

(২২৫) যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তার মাথার জোড়ে সূরাহ তাগাবুনের পাঁচটি আয়াত লিখিত থাকে ।

মুনকার হাদীস : ত্বাবারানী- ইবনু 'উমার হতে মারফূ'ভাবে ।

* সূরাহ্ যিলযাল -এর ফাযীলাত

(২২৬) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সূরাহ যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান ।

মুনকার হাদীস : তিরমিযী, হাকিম ও উক্বায়লীর যু'আফা। হাদীসের একটি সানাদে ইয়ামান রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম হাকিম এটির সানাদকে সহীহ বলায় তার বিরোধীতা করে ইমাম যাহাবী বলেন, বরং সানাদের ইয়ামানকে হাদীস বিশারদ ইমামগণ দুর্বল বলেছেন। হাদীসের আরেকটি সানাদে রয়েছে হাসান বিন সালাম। উক্বায়লী বলেন, তিনি অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, হাসানের বর্ণনাটি মুনকার।

(২২৭) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সূরাহ যিলযাল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ ।

দুর্বল : তিরমিযী। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

* সূরাহ্ ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে কতিপয় দুর্বল হাদীস

(২২৮) এ সূরাহ পাঠ করলে প্রত্যেক জিনিস হতে রক্ষা করা হবে। (নাসায়ী, হাদীস দুর্বল)

(২২৯) যে ব্যক্তি এ কালেমা দশবার পড়বে সে জান্নাতে যাবে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহিদান হামাদান সমাদান লাম ইয়াত্তাখিয সহিবাতান ওয়ালা ওয়ারাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ"। (আহমাদ- দুর্বল হাদীস)

(২৩০) সূরাহ ইখলাস একবার পাঠ করলে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হয়। (আহমাদ, দুর্বল হাদীস)

(২৩১) সূরাহ ইখলাস ৫০ বার পড়লে ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হয়, অন্য বর্ণনায় রয়েছে : ২০০ বার পড়লে ২০০ কিংবা ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হয়, আরেক বর্ণনায় রয়েছে : ২০০ বার পড়লে আল্লাহ তার জন্য ১৫০০ নেকী লিখেন যদি সে দেনাদার না হয়। (সবগুলোই দুর্বল)

(২৩২) ঘরে প্রবেশের সময় সূরাহ ইখলাস পড়লে আল্লাহ ঘরের বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদের অভাবমুক্ত করেন। (ত্বাবারানী- দুর্বল হাদীস)

(২৩৩) প্রত্যেক ফরয সলাতের পর সূরাহ ইখলাস ১০ বার পড়লে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে এবং যেকোন হুরের সাথে ইচ্ছা বিবাহিত হবে। (আবূ ইয়ালা- দুর্বল হাদীস)

(২৩৪) দিন রাত সব সময় চলাফেরা ও উঠা বসায় সূরাহ ইখলাস পাঠ করার কারণে মু'আবিয়াহ ইবনু মু'আবিয়ার জানাযায় জিবরীলসহ সত্তর হাজার ফিরিশতা অংশগ্রহণ করেন এবং তার মৃত্যুর দিন আকাশের সূর্য্য খুবই উজ্জলভাবে উদিত হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনাবলীও দুর্বল।

সূরাহ ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন'সহ কতক গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) এই সূরাহ ফজর ও মাগরিবের সময় পড়িলে শেরেকী গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়, ঈমানের দুর্বলতা নষ্ট হয় এবং বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২) কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কিংবা অর্পূণ বাসনা পূর্ণ করার জন্য বিসমিল্লাহসহ এক হাজার বার লিখিতে হয়। (ইহা বহু পরিক্ষীত)

(৩) যে ব্যক্তি সর্বদা প্রাতে এ সূরাহ পড়িবে তাহার মঙ্গল হইতে থাকিবে, আল্লাহ তার নেগাহবান থাকিবেন, ইহা প্রত্যেক বালার দাওয়া।

(৪) এ সূরাহ মাটির বাসনে ৭ বার বিসমিল্লাহ সহ লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইলে রোগ আরোগ্য হয়।

(৫) ইহা বিসমিল্লাহ সহ ৩১৩ বার লিখিলে মতলব পূর্ণ হয়।

(৬) এশার নামাযের পর দাঁড়াইয়া ১০১ বার পড়িলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়।

(৭) আল্লাহর গযব বন্ধ করার জন্য ইহাই যথেষ্ট।

(৮) যে ব্যক্তি কুবরস্থানে যাইয়া সূরাহ ইখলাস ১১ বার পাঠ করিয়া মৃত ব্যক্তিগণের রূহের উপর বখশাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি কুবরস্থানের সকল কুবরবাসীগণের সম-সংখ্যক নেকী লাভ করে।

সূরাহ নাস -এর ফাযীলাত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন' গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া উক্তি :

(১) এই সূরাহ লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সকল প্রকারের বেদনা, যাদু ও বদ নযর দূর হয়। কাগজে লিখিয়া ছোট শিশুর গলায় বাধিয়া দিলে বদ নযর লাগিতে পারে না। হাকিমের নিকট যাইবার সময় পড়িলে তার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২) জুময়ার নামাযের পর উপরোক্ত প্রত্যেকটি সূরাহ ৭ বার পড়িলে পরবর্তী জুময়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকা যায়।

(৩) সূরাহ নাস ও ফালাক ৪১ বার পড়িয়া যাদুগ্রস্ত লোকের উপর কিংবা যে কোন রোগীর উপর ৭ বার ফুঁক দিলে আরোগ্য লাভ হয়।

(৪) এই সূরাহ ১০০ কিংবা ১০০০ বার পড়িলে শয়তানি খেয়াল দূর হয়।

সূরাহ ফালাক্বের ফাযীলাত সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন'সহ কতক গ্রন্থে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন উক্তি :

(১) বালক-বালিকা, দাস-দাসী ও গরু-ঘোড়ার কানে এই সূরাহ পড়িয়া ফুঁক দিলে তাহাদের অবাধ্যতা ও অসৎ স্বভাব দূর হয়।

সূরাহ নাস্‌র সম্পর্কে 'নেয়ামুল কোরআন' কিতাবে কতিপয় মনগড়া উক্তি ঃ

(১) এ সূরাহ আঙ্গের মধ্যে খোদাই করে জালের সাথে বেঁধে দিলে জালে অত্যধিক মাছ ধৃত হয়।

(২) এ সূরাহ কাঠের মধ্যে খোদাই করে দোকানে লটকাইয়া রাখলে গ্রাহক সংগ্রহ হয়।

'নেয়ামুল কুরআন', 'নূরানী পাঞ্জেগানা ওজিফা'সহ বাজারের প্রচলিত কতিপয় পুস্তকে আরো কিছু সূরার ফাযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

সূরাহ কাওসার -এর ফাযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) জুময়ার রাত্রে এই সূরাহ এক হাজার বার ও দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িলে স্বপ্নে রাসূল (সাঃ)-এর যিয়ারত লাভ হয়।

(২) নির্জন স্থানে বসিয়া ৩০০ বার পড়িলে শত্রু দমন হয় এবং শত্রুর উপর জয় লাভ হয়।

(৩) রুযী বৃদ্ধি ও মান-ইজ্জত লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য এবং জেল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক হাজার বার পড়িবে।

(৪) গোলাপ পানির উপর পড়িয়া প্রত্যহ ঐ পানি চোখে দিলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

সূরাহ মাউন -এর ফাযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর এ সূরাহ পড়িয়া ফুঁ দিলে জিনিসপত্র নিরাপদ থাকে।

(২) যে ব্যক্তি যোহরের নামাযের পর এই সূরাহ ৪১ বার পড়িবে, নিশ্চয় অল্লাহতায়ালা রুযী-রোযগার বৃদ্ধি করিবেন।

সূরাহ কুরাইশ -এর ফাযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) দুশমনের উপর জয় লাভের জন্য ফজরের নামাযের পর একশত বার দরূদ শরীফ পড়িয়া এক হাজার বার এই সূরাহ পড়িবে এবং পুনরায় একশত বার দরূদ শরীফ পড়িবে ও শত্রুর উপর জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে। এই নিয়মে ৭ দিন পড়িবে।

(২) খাদ্যের উপর এই সূরাহ পড়িয়া ফুঁক দিয়া খাইলে খাদ্যে কোন অজ্ঞাত খারাপ বস্তু থাকিলে তাহাতে ক্ষতি হইবে না।

সূরাহ্ ফীল-এর ফাযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) শত্রুর সম্মুখে এই সূরাহ পড়িলে শত্রুর উপর জয় লাভ করা যায়।

সূরাহ্ ক্বদর -এর ফাযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) কোন কাজে যাত্রা করিবার পূর্বে এই সূরাহ পড়িয়া গেলে ঐ কাজে আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভ হয় ও ফল শুভ হইয়া থাকে।

(২) এই সূরার আমল দ্বারা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

(৩) এক মুষ্ঠি আমন ধানের চালের উপর ২১ বার এই সূরাহ পড়িয়া সন্ধ্যার সময় ঘরের সামনে ছড়াইয়া রাখিবে। মোরগ ঘরে যাইবার সময় ঐ চাউল খাইতে থাকিবে। রাতকানা রোগী ঐ চাউল খাইবে। আল্লাহর ফযলে রাতকানা দোষ ভাল হইবে।

(৪) কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে প্রত্যহ ফজরের সময় এই সূরাহ ৩ বার পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিলে ইনশাআল্লাহ এই রোগে আক্রান্ত হইবে না।

(৫) সর্বদা এই সূরাহ পাঠ করিলে বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায় ও আল্লাহর রহমত লাভ হয়।

(৬) যে ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই সূরাহ পড়িবে শত্রু ও বন্ধু সকলেই তাকে সম্মান করিবে।

(৭) নদীর তীরে বসিয়া এই সূরাহ পড়িতে থাকিলে নদী পার হওয়ার উপায় জুটিয়া যায়।

সূরাহ্ মুজ্জাম্মিল -এর ফাযীলাত সম্পর্কে মনগড়া উক্তি :

(১) এই সূরা দৈনিক পাঠকারী রাসূল (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে। কোন সময় পাপ কার্য করতে মন চাবে না। এই সূরা লিখে তাবীজ গলায় পড়লে কঠিন রোগ আরোগ্য হয়। কঠিন কার্যসমূহ সহজে সম্পন্ন হয়। যে কোন বিপদের সময় এই সূরা পড়লে বিপদ দূর হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

(২) কোন লোক এই সূরা স্বপ্নে পাঠ করতে দেখলে তাহার মনোবাসনা পুরা হবে এবং সুখে সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করবে। ইত্যদি।

উল্লেখিত উক্তিগুলো দলীল প্রমাণহীন। কাজেই কুরআন-সুন্নাহর দলীল বিহীন এসব মনগড়া ও মিথ্যা ফাযীলাত বর্জনীয়।

ফাযায়িলে দরূদ

(২৩৫) যে ব্যক্তি আমার ক্ববরের নিকট আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে; আমি তা শুনতে পাই আর যে ব্যক্তি আমার উপর দূর থেকে দরূদ পাঠ করে তা পৌছে দেয়ার জন্য একজন ফিরিশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

বানোয়াট : সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩।

(২৩৬) যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিনে আমার প্রতি আশিবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার আশি বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। কেউ তাঁকে বললো : আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠ করবো হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : বলো : হে আল্লাহ! তুমি দয়া করো তোমার বান্দা, তোমার নাবী, তোমার রাসূল উম্মী নাবীর উপর এবং একবার গিরা দিবে।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২১৫।

(২৩৭) যে দু'আর পূর্বে নাবী (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পড়া হয় না তা আকাশ ও যমীনের মাঝে লটকে থাকে।

দুর্বল : ফাযলুস সলাত 'আলা ন্নাবী (সাঃ) হা/৭৪।

(২৩৮) আবূ বাকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন : আমি যখন মারা যাবো তখন আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আমার কাছে তোমাদের আমল পেশ করা হবে। আমি তা ভাল দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করবো আর যদি অন্য কিছু দেখি তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইবো।

সানাদ দুর্বল : ফাযলুস সলাত 'আলা ন্নাবী (সাঃ) হা/২৫।

(২৩৯) কেউ নাবী (সাঃ)-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তার প্রতি সত্তর বার সলাত পড়েন।

মুনকার মাওকুফ : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩০।

(২৪০) কেউ আমার প্রতি সলাত পাঠ করলে আমিও তার জন্য সলাত পড়ি এবং এটি ছাড়াও তাকে দশটি নেকী দেয়া হয়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩২।

(২৪১) যে ব্যক্তি আমার প্রতি দৈনিক এক হাজার বার দরূদ পাঠ করবে; জান্নাতে তার বাসস্থানটি না দেখানো পর্যন্ত সে মরবে না।

মুনকার : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৩।

(২৪২) আবূ কাহেল বলেন, একদা রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন : হে আবূ কাহেল! যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রত্যেক দিনে তিনবার দরূদ পাঠ করবে এবং প্রত্যেক রাতে তিনবার দরূদ পাঠ করবে আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহ রেখে; আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় তাকে ঐ রাতে এবং ঐ দিনে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া।

মুনকার : আবূ 'আসিম, ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৪।

(২৪৩) যে ব্যক্তি এ বলে দু'আ করবে : জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু (অর্থ : আল্লাহ পুরস্কার দিন মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আমাদের পক্ষ হতে যেই পুরস্কারের তিনি যোগ্য)- এ দু'আ সত্তর জন ফিরিশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় (অর্থাৎ এক হাজার দিন পর্যন্ত এর সওয়াব লিখতে লিখতে ফিরিশতারা হয়রান হয়ে যান)।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৬।

(২৪৪) আনাস হতে মারফুভাবে বর্ণিত। পরস্পরকে ভালবাসে এমন দুই বান্দা যখন একে অন্যের সাথে সাক্ষাত করে এবং উভয়ে নাবী (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করে; তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের আগের এবং পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৭।

(২৪৫) যে ব্যক্তি বলে : "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া আনযিলহু মাক্ব'আদাল মুক্বাররাব ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ"- তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩৮।

দৃষ্টি আকর্ষণ : বাজারে প্রচলিত কতিপয় পুস্তকে ভিত্তিহীন ফাযীলাত বর্ণনা সহকারে কতিপয় মনগড়া দরূদ উল্লেখ রয়েছে। দরূদগুলো ভিত্তিহীন বিধায় নির্দিষ্টভাবে সেগুলোর পক্ষে কোন হাদীস গ্রন্থের রেফারেন্স উল্লেখ নেই। যেমন **দরূদে লাকী, দরূদে হাজারী, দরূদে তাজ, দরূদে মাহী, দরূদে খায়ের. দরূদে তুনাজ্জিনা, দরূদে ফুতুহাত, দরূদে রুইয়াতে নাবী (সাঃ) ইত্যাদি**। কোন সহীহ হাদীস এমনকি যঈফ হাদীসেও এসবের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই এসব মনগড়া দরূদ পাঠ করলে ফাযীলাত পাওয়া যাবে না। এছাড়া ফাযীলাত পেতে হলে মৌলভী, পীর বা পীরের কোন খাস মুরিদকে ডেকে এনে ঘরে ঘরে মিলাদ পড়াও শিরনি বিলাও- প্রচলিত এসব কাজের কোন ভিত্তি নেই। নিছক ব্যবসা ও জন সাধারণকে ধোঁকা দিয়ে পয়সা হাতানোর জন্য এসবের প্রচলন। নাবী (সাঃ)-এর যুগে কিংবা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনদের যুগেও এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই এগুলো ফাযীলাতের কাজ নয় বরং গুনাহের কাজ। এগুলো স্পষ্ট শিরক ও বিদ'আতের নামান্তর।

এমনিভাবে গানের সূরে ছন্দ মিলিয়ে **'ইয়া নাবী সালামু'আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু 'আলাইকা ইয়া হাবীব সালালামু 'আলাইকা....ইত্যাদি বলারও কোন ভিত্তি নেই।** কাজেই এগুলো বর্জনীয়। বরং যেসব দরূদ নাবী (সাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কেবল সেগুলো পাঠ করলেই দরূদ পাঠের ফাযীলাত অর্জন করা সম্ভব।

এছাড়া কতিপয় পুস্তকে অমুক দরূদ ও অমুক দু'আ এতো বার (যেমন ২৫, ৮০ ইত্যাদি) পাঠ করলে নাবী (সাঃ)-কে স্বপ্নে যিয়ারাত করা যাবে, বহু পরিক্ষীত, ইত্যাদি মনগড়া কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার, স্বপ্নে নাবী (সাঃ)-কে দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে ঐসব বানোয়াটি 'আমল, মনগড়া তদবীর এবং এ বিষয়ে পীর বুযূর্গের কথিত কিচ্ছা কাহিনীর কোন শারঈ ভিত্তি নেই।

সুতরাং এসব বজর্ন করাই শ্রেয়। যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকাশিত বইতে এসব মনগড়া 'আমলকে ফাযীলাত লাভের 'আমল বলে প্রচার করছেন আশা করি, তারা এগুলো বর্জন করে সহীহ হাদীসে বর্ণিত দরূদগুলোই প্রকাশ করবেন, এটাই ঈমানী দায়িত্ব। অন্যথায় মিথ্যা প্রচারের কারণে বড় গুনাহের বোঝা বহন করতে হবে- কাজেই সতর্ক হোন।

ফাযায়িলে তিজারাত

(২৪৬) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ যেকোন মুমিন পেশাদার ব্যক্তিকে পছন্দ করেন।

দুর্বল : ত্বাবারানী, বায়হাক্বী। তারগীব হা/১০৪৩।

(২৪৭) হালাল উপার্জন অন্যান্য ফরযের পর অন্যতম ফরয।

দুর্বল : ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, যঈফ জামি'উস সাগীর।

(২৪৮) হালাল মাল তালাশ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আল-জামি'।

(২৪৯) আবূ সাঈদ খুদরী হতে মারফূভাবে বর্ণিত। যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করে নিজের খাওয়া ও পরায় ব্যয় করে অথবা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টিকে খাওয়ায় কিংবা পরায় তবে সেটা তার জন্য যাকাত হিসেবে গণ্য।

দুর্বল : ইবনু হিব্বান, যঈফ আল-জামি'।

(২৫০) সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার উপার্জন পবিত্র।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আল-জামি'।

(২৫১) যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সন্ধ্যা করলো যে, কাজ করতে করতে সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করলো যেন তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেছে।

দুর্বল : ত্বাবারানী, যঈফ আল-জামি'।

(২৫২) তোমরা সকাল বেলায় রিযিক্ব অন্বেষণ করো। কেননা সকাল বেলায় বরকত ও নাজাত রয়েছে।

দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব।

(২৫৩) সকালের ঘুম রিযিক্বের প্রতিবন্ধক।

খুবই দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব।

(২৫৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে তিনজন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হলো : শহীদ, সচ্চরিত্রবান এবং আল্লাহর ইবাদাতকারী ও মুনিবের হিতাকাঙ্খি পরাধীন ব্যক্তি।

দুর্বল : তিরমিযী, ইবনু হিব্বান।

(২৫৫) সত্যবাদী ব্যবসায়ী আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।

বানোয়াট : আনাস হতে বর্ণিত হাদীস। **যঈফ** আত-তারগীব।

(২৫৬) উত্তম যিকির হচ্ছে গোপন যিকির আর উত্তম রিযিক্বি হচ্ছে যা যথেষ্ট।

দুর্বল : সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাসের হাদীস। **যঈফ** আত-তারগীব।

(২৫৭) ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। দোকানে বা বাজারে আল্লাহকে স্মরণকারীর জন্য তার প্রত্যেকটি চুলের জন্য ক্বিয়ামাতের দিন নূর হবে।

খুবই দুর্বল : যঈফ আত-তারগীব।

(২৫৮) ব্যবসায়ীদের মধ্যে যখন চারটি অভ্যাস এসে যায় তখন তার উপার্জন পবিত্র হয়ে যায়। কেনার সময় ঐ বস্তুর বদনাম করে না, বিক্রির

সময় বস্তুর খুব প্রশংসা করে না, বেচাকেনার সময় হেরফের করে না এবং বেচাকেনায় কসম করে না।

দুর্বল : যঈফ আল-জামি' ।

(২৫৯) মহান আল্লাহ মানুষের রিযিক্বসমূহ বণ্টন করেন সূর্যদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে।

বানোয়াট : যঈফ আত-তারগীব।

ফাযায়িলে নিকাহ, খাদ্য-পানীয় লিবাস, হুদূদ ও অন্যান্য

(২৬০) বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাক'আত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাক'আতের চাইতে উত্তম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : বিরাশি রাক'আতের চাইতে উত্তম।

বাতিল ও বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬৩৯, ৬৪০।

(২৬১) যে কোন যুবক অল্প বয়সে বিয়ে করলে তার শয়তান চিল্লিয়ে বলে হায় অপমান! সে তার দীনকে আমার থেকে বাঁচিয়ে নিলো।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৬৫৯।

(২৬২) তোমরা নীল বর্ণ বিশিষ্ট নারীকে বিয়ে করো। কেননা তাদের মধ্যে বরকত রয়েছে।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৭৩৮।

(২৬৩) তোমরা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করো। কেননা তারা কথাবার্তার দিক দিয়ে বেশি মিষ্ট, রেহেমকে বেশি প্রশস্তকারী এবং ভালবাসার দিক দিয়ে অধিক স্থায়ী।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৭৩৬।

(২৬৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক ঘণ্টা ন্যায় বিচার করা ষাট বছর যাবৎ রাতে নফল সলাত আদায় ও দিনে সওম পালনের চাইতে উত্তম।

মুনকার : ইসবাহানী, যঈফ আত-তারগীব।

(২৬৫) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ সেই আড়ম্বরহীন ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে নিজের পোশাকের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না (বরং সাদামাটা পোশাক পরে)।

দুর্বল : বায়হাক্বী। যঈফ আত-তারগীব হা/১২৬১।

(২৬৬) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যাশা করে যে, আল্লাহ তার ঘরে কল্যাণ বাড়িয়ে দিন, সে যেন দিনের খাওয়ার পূর্বে ও পরে উযু করে (অর্থাৎ হাত ধুয়ে নেয়)।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী। যঈফ আত-তারগীব হা/১৩০৫।

(২৬৭) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, সে বিসমিল্লাহ না বলেই খাবার শুরু করেছে। অতঃপর খাওয়ার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে লোকটি বললো : বিসমিল্লাহ আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু। এ দেখে নাবী (সাঃ) বললেন : এ লোক বিসমিল্লাহ না বলা পর্যন্ত শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল। এখন শয়তানের পেটে যেসব খাবার ঢুকেছে তা সে বমি করে বের করে দিয়েছে।

দুর্বল : যঈফ সুনান আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম।

রোগ ও রোগী দেখার ফাযীলাত

(২৬৮) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয় কোন অপরাধের কারণেই বান্দার প্রতি দুঃখ পৌঁছে থাকে, চাই তা বড় হোক বা ছোট। আর আল্লাহ যা ক্ষমা করে দেন তা এর চাইতেও অধিক। এর সমর্থনে নাবী (সাঃ) এ আয়াত পাঠ করেন : "তোমাদের প্রতি যে বিপদ আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে, আর আল্লাহ তো ক্ষমা করে দেন অনেক।" (সূরাহ শূরা,আযাত ৩০)

দুর্বল : তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। এর দোষ হচ্ছে এটি 'উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওয়াযা'এর রিওয়ায়াত। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বনী মাররাহর জনৈক শায়খ। তারা দু' জনেই অজ্ঞাত। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫৮।

(২৬৯) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে সওয়াবের আশায় তার কোন মুসলিম ভাইকে দেখতে যায় তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে।

সানাদ দুর্বল : আবূ দাউদ। আলবানী বলেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ফাযল ইবনু দালহাম ওয়াসিতী রয়েছে। তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল, যেমনটি হাফিয 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫২।

(২৭০) যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, আকাশ থেকে একজন ফিরিশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন : মোবারক হও তুমি এবং মোবারক হোক তোমার এই পথ চলা। তুমিতো জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে নিলে।

দুর্বল : ইবনু মাজাহ। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ সিনান হাদীস বর্ণনায় শিথিল। তারই সূত্রে এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৭৫।

(২৭১) কোন বান্দার গুনাহ যখন অধিক হয় এবং সেগুলো কাফফারাহ করার মত কোন নেক আমল না থাকে, তখন আল্লাহ তাকে বিপদ দ্বারা চিন্তিত করেন যাতে তার সেসব গুনাহের কাফফারাহ হয়ে যায়।

দুর্বল : আহমাদ। এর সানাদে লাইস ইবনু আবূ সুলাইম দুর্বল রাবী। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৮০।

(২৭২) যখন তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে তখন তাকে তোমার জন্য দু'আ করতে বলবে। কেননা তার দু'আ ফিরিশতাদের দু'আর মত।

দুর্বল মুনকার : ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী। এর সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে মাসলামাহ ইবনু 'আলী সন্দেহভাজন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, এই হাদীসটি বাতিল, জাল। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৮৮, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১৪৫।

(২৭৩) যে রুগ্ন অবস্থায় মারা গিয়েছে সে শহীদ হয়ে মারা গেছে, তাকে ক্ববরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাকে জান্নাতের রিযিক্ব দেয়া হবে।

খুবই নিকৃষ্ট : এর সানাদ খুবই বাজে। সানাদে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ সন্দেহভাজন। ইবনুল জাওযী এই হাদীসটি তার মাওযু'আত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৯৫।

(২৭৪) যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার বাবা-মায়ের কিংবা তাদের কারো একজনের কবর যিয়ারাত করবে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং নেকি লিখা হবে।

বানোয়াট।

(২৭৫) তোমার তোমাদের মৃতদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের মাঝে দাফন করো। কেননা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে মৃতদেহকে কষ্ট দেয়া হয়। যেমন জীবিতরা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়।

বানোয়াট।

(২৭৬) সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর কাছে এবং শুক্রবারে নাবীগণ ও বাবা-মায়ের কাছে আমলনামা পেশ করা হয়। তাদের (আত্মীয় বা সন্তাদের) আমল ভাল দেখলে তারা খুশি হন এবং তাদের চেহারা আরা উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

বানোয়াট।

(২৭৭) তোমাদের আমলনামাসমূহ তোমাদের মৃত আত্মীয়দের কাছে পেশ করা হয়। তারা তোমাদের আমল ভাল দেখলে খুশি হয় আর খারাপ দেখলে বলে : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যেভাবে হিদায়াত দিয়েছো সেভাবে তাদেরকেও হিদায়াত দান না করা পর্যন্ত মৃত্যু দিও না।

দুর্বল।

(২৭৮) কেউ কবরস্থান অতিক্রমকালে ১১ বার সূরাহ ইখলাস পড়ে মৃতদেহে এর সওয়াব পৌছে দিলে কবরবাসীদের পরিমাণ সওয়াব তাকেও দেয়া হয়।

বানোয়াট।

(২৭৯) যে কবরস্থানে সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করা হয় সেদিন কবরবাসীর আযাব হালকা করা হয় এবং তার আমলনামায় ঐরূপ নেকি লিখা হয়।

বানোয়াট।

ফাযায়িলে জিহাদ

(২৮০) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সবচেয়ে বড় জিহাদ। নাবী (সাঃ) মাক্কাহ বিজয়ের অভিযানে বেরিয়ে বলেন : আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে পর্দাপণ করলাম।

মুনকার : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৪৬০। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এর সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। শাইখ যাকারিয়া বলেন, হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটির সানাদে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে।

(২৮১) সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে গমন আল্লাহর পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

বানোয়াট : ত্বাবারানী কাবীর, ইবনু আসাকির, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২০০৭। হাদীসের সানাদে হুসইন বিন আলী রয়েছে। সে একজন মিথ্যাবাদী। এছাড়া ক্বাসিম বিন আবদুর রহমান বিতর্কিত।

(২৮২) আল্লাহর পথে শুধু তরবারী দ্বারা আঘাত করাই জিহাদ নয়। বরং যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা ও সন্তানাদির জন্য ব্যয় করে সেও জিহাদকারী, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে প্রার্থনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করে সেও জিহাদকারী।

দুর্বল : ইবনু আসাকির, আবূ নু'আইম। এর সানাদে রুবাই ইবনু সাবাহ স্মরণশক্তিতে দুর্বল এবং সানাদে সাঈদ বিন দীনার অজ্ঞাত ব্যক্তি।

(২৮৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পথে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাকে জাহান্নাম থেকে পাঁচশো বছরের দূরত্বে রাখা হবে।

খুবই দুর্বল : ইবনু আসাকির, যঈফাহ হা/২৩৫৪। এর সানাদে আবান মাতরূক রাবী এবং মুসাইয়াব বিন ওয়াজিহ দুর্বল রাবী।

(২৮৪) আল্লাহর পথে যিকির করার ফাযীলাত (দানের) উপর সাতশো গুণের চেয়েও অধিব বৃদ্ধি করা হবে।

দুর্বল : আহমাদ, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৫৯৮)। হাদীসের সানাদে ইবনু লাহিয়্যা এবং যিয়াদ ইবনু ফায়িদ দুর্বল রাবী নামক দুর্বল রাবী রয়েছে।

(২৮৫) আল্লাহর পথে মুমিনের অন্তর যখন কম্পিত হয় তখন তার গুনাহসমূহ তেমনিভাবে ঝরে যায় যেমনিভাবে খেজুর আঁটি থেকে ঝড়ে যায়।

বানোয়াট : সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৬২১।

(২৮৬) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা আমার কাছে চল্লিশবার হাজ্জ করার চাইতে প্রিয়।

দুর্বল : তারীখে দারিয়া। হাদীসের সানাদে রয়েছে মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াজেহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন, সত্যবাদী তবে অধিক ভুল করেন। জাওযানী বলেন, তার ভুল ও সংশয় বেশি।

(২৮৭) নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মাতের জন্য ভ্রমণ রয়েছে। আমার উম্মাতের ভ্রমণ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আর নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মাতের সন্ন্যাসবাদ রয়েছে। আর আমার উম্মাতের সন্ন্যাসবাদ হলো শত্রু বিনাসের জন্য পাহারা দেয়া।

খুবই দুর্বল : ত্বাবারানী, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৪৪২।

(২৮৮) যে লোক আল্লাহর পথে অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে নিজ ঘরে বসে থাকে, সে প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাতশো দিরহামের সাওয়াব পাবে।

আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং এর জন্য খরচও করে সে প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ দিরহামের সাওয়াব লাভ করবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন– "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন"।

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৮৯, আবূ দাউদ (২৫০৩), দারিমী (২৪১৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে খলীল ইবনু 'আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনু 'আব্দুল হাদী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, ইবনু মাজহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। আর হাদীসের সানাদে ইনকিতা হয়েছে।

(২৮৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ) লোকদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে একটি হাদীস শুনেছি, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমাদের সাহচর্যের সঙ্গে কৃপণতা ঐ হাদীস তোমাদেরকে শুনানো হতে বিরত রেখেছে। তাই কারো ইচ্ছা হলে এখন তা নিজের জন্য গ্রহণ করুক অথবা বর্জন করুক। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক রাত প্রস্তুত থাকে (এর বিনিময়ে) সে এক হাজার রাত সাওম পালন ও সলাত আদায়ের সমপরিমাণ নেকি পাবে।

খুবই দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫১, তিরমিযী (১৬৬৭), নাসায়ী (৩২৬৯, ৩২৭০), আহমাদ (৪৪৪, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৯), দারিমী (২৪২৪), বায়হাকী 'সুনান' (৩/৫, ৯/৩৯), 'শু'আবুল ঈমান' (৬২৮৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, এর সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলামকে ইমাম আহমাদ, ইমাম মাঈন ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। এছাড়া হাদীসের সানাদে ইনকিতা রয়েছে। যাদুল মা'আদের তাখরীজে শুআইব আরনাউত্ব ও 'আব্দুল কাদীর আরনাউত্ব বলেছেন, হাদীসের সানাদে মুসআব ইবনু সাবিত হাদীসে শিথিল।

(২৯০) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযান ব্যতীত অন্য মাসে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে মুসলিমদের সীমান্তে একদিন প্রস্তুত থাকা একশত বছরের 'ইবাদাত-সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও অধিক পূণ্যের কাজ। আর রমাযান মাসে সাওয়াবের আশায় আল্লাহর পথে মুসলিমদের সীমান্তে

একদিন প্রস্তুত থাকা আল্লাহর নিকট অতি উত্তম ও অধিক পূণ্যের কাজ। তিনি বলেছেন : এক হাজার বছরের 'ইবাদাত-সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও। অতঃপর আল্লাহ যদি তাকে সুস্থ নিরাপদে তার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে আনেন, তাহলে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লিখা হবে না। তার জন্য সাওয়াব লিখা হবে এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর পথে প্রস্তুতি থাকার নেকি লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।

বানোয়াট : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫২, বায়হাকী (৪/২৫০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ালা এবং 'আমর ইবনু সুব্হ দুর্বল। আর মাকহুল উবাই ইবনু কাফ-এর সাক্ষাত পাননি। পাশাপাশি সে মুদাল্লিস এবং আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনা করেছে। হাফিয যাকিউদ্দীন মুনযিরী তারগীব গ্রন্থে বলেছেন, 'উমার ইবনু সুব্হ হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। হাফিয ইমামুদ্দীন ইবনু কাসীর বলেছেন, এই হাদীসটি বানোয়াট, সানাদের 'আমর ইবনু সুব্হ একজন অন্যতম মিথ্যাবাদী। সে হাদীস জাল করণে পরিচিত।

(২৯১) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির জুহানী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ সৈন্যদলের প্রহরীদের উপর দয়া করেন।

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫৩, যঈফাহ্ (৩৬৪১)। দারিমী (২৪০১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ যায়িদাহ আবূ ওয়াকিদ লাইস দুর্বল। ড. মুস্তফা বলেন, হাদীসের সানাদে ইনকিতা হয়েছে।

(২৯২) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে একরাত পাহারা দেয়া কোন ব্যক্তির স্বীয় পরিবারের নিকট অবস্থান করে এক হাজার বছর সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও উত্তম। এক বছর হচ্ছে তিনশ' ষাট দিনে, যার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

বানোয়াট : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫৪, যঈফাহ্ (১২৩৪), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৪), তবে ভিন্ন শব্দে তা প্রমাণিত হয়েছে : সহীহাহ (১৮৬৬)। 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা'' (১৪৯), আবূ ইয়ালা 'মুসনাদ' (৩/১০৬০) এবং ইবনু আসাকির (৭/১১২/১)। হাদীসের সানাদের সাঈদকে কতিপয় ইমাম সন্দেহভাজন বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। আবূ হাতিম বলেছেন, তার হাদীস

সত্যপন্থীদের হাদীসের সাদৃশ্য নয়। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে আনাস সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আবূ নু'আইম বলেছেন, সে আনাস সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। 'উক্বাইলী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণ করা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে আনাস সূত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করে যা অনুসরণযোগ্য নয়। ইবনে মাজাহতে এই হাদীস ছাড়া তার অন্য কোন হাদীস নেই।

(২৯৩) আবূ দারদা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নৌপথে একটি জিহাদ স্থলপথে দশটি জিহাদের সমান। আর সমুদ্রে যার একটু মাথা ঘুরবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহর পথে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫৫, যঈফাহ্ (১২৩০)। এর সানাদ কয়েকটি দোষের কারণে নিকৃষ্ট। তা হল, (১) সানাদের লাইস ইবনু আবী সুলাইম, সংমিশ্রনকারী। (২) সানাদে মু'আবিয়াহ ইবনু ইয়াহইয়া দুর্বল। (৩) সানাদে বাক্বিয়্যাহ হল ইবনুল ওয়ালীদ। সে দুর্বল ও অজ্ঞাত লোকদের সূত্রে তাদলীস করত।

(২৯৪) আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সমুদ্রের একজন শহীদ স্থল (যুদ্ধের) দু'জন শহীদের সমতুল্য আর সমুদ্রপথে যার মাথা ঘুরবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় স্থলপথে যে রক্তে রঞ্জিত হয়। দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রমকারী আল্লাহর আনুগত্যে সারা দুনিয়া সফরকারীর সমতুল্য। মহান আল্লাহ মৃত্যুর মালাক (ফেরেশতা)-কে সকলের রূহ কবযের দায়িত্ব দিয়েছেন, কেবল সামুদ্রিক যুদ্ধের রূহ ব্যতীত। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাদের রূহ কবয করেন। স্থলপথের শহীদের ঋণ ব্যতীত সকল গুনাহ তিনি ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সামুদ্রিক যুদ্ধের শহীদের সমস্ত গুনাহ এবং ঋণও তিনি ক্ষমা করে দেন।

খুবই দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫৬, ইরওয়াউল গালীল (১১৯৫)। এর সানাদে দুটি ত্রুটি রয়েছে। (১) সানাদে 'উফাইর ইবনু মা'দান। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম তার পিতা সূত্রে বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে তার উল্লেখ করে বলেছেন, সকলের ঐকমত্যে সে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেছেন, তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। আল্লামা বুসয়রীও 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে তাকে দোষী করেছেন (ক্বাফ ১৭৩/১)। (২) সানাদে কায়স ইবনু মুহাম্মাদ কিনদী। ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি, তথাপিও তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে,

সে দলিলের অযোগ্য, বিশেষত 'উফাইর সূত্রে। তাই তিনি বলেছেন, 'উফাইর ইবনু মা'দানের সূত্রে বর্ণনা ছাড়া তার অন্য বর্ণনা গণ্য করা হয়।

(২৯৫) স্থলভাগের শহীদেও ঋণ ও আমানাত ব্যতীত সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অপরদিকে সমুদ্র জিহাদে শহীদেও সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হয় এমনকি ঋণ ও আমানাতের গুনাহ্ও।

দুর্বল : ইবনু নাজ্জার, আবূ নু'আইম, যঈফাহ হা/৮১৬। এর সানাদে ইয়াযীদ আর-রুকাশী যঈফ রাবী।

(২৯৬) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : শীঘ্রই তোমরা কয়েকটি রাজ্য জয় করবে এবং অচিরেই তোমরা এমন একটি শহর বিজয় করবে, যাকে কাযবীন নামে অভিহিত করা হবে। যে ব্যক্তি সেখানে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) অবস্থান করবে তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার স্তম্ভ হবে, যার উপর থাকবে সবুজ যবরজাদ পাথর, তার উপর থাকবে লাল ইয়াকুত পাথরের গম্বুজ। তাতে সত্তর হাজার সোনার দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় থাকবে একজন করে সুনয়না স্ত্রী হুর।

বানোয়াট : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫৮, যঈফাহ্ (৩৭১)। হাদীসটি ইবনুল জাওযী 'মাওযু'আত' (২/৫৫) তে উল্লেখ করে বলেছেন, এটি বানোয়াট। সানাদের দাউদ হাদীস জালকারী। সে এই হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী। এছাড়া বর্ণনাকারী রাবী' দুর্বল এবং ইয়াযীদ মাতরূক। আল্লামা মিযযী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। এটি দাউদের বর্ণনা ব্যতীত অন্য কারো থেকে চেনা যায় না। আল্লামা সুয়ূতী তার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন 'আল-লাআলী' গ্রন্থে (১/৪৬৩)। আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন, এর সানাদ ধারাবাহিকভাবে দুর্বল বর্ণনাকারীদের অবস্থানের কারণে দুর্বল। তারা হল, ইয়াযীদ ইবনু আবান, রাবী' ইবনু সাবীহ, এবং দাউদ ইবনু মুহাব্বার। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে দাউদের জীবনীতে বলেছেন, ইমাম ইবনে মাজাহ স্বীয় সুনান গ্রন্থে এই জাল হাদীসটি স্থান দিয়ে মন্দ কাজ করেছেন।

(২৯৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর নিকট শহীদের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : শহীদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার (জান্নাতী) দুই স্ত্রী এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যেন তারা স্তন্যদানকারিণী রমণী, যারা দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে অনাবাদী জঙ্গলে হারিয়ে ফেলেছে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে

থাকবে একটি চাদর, যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু হতে উত্তম।

খুবই দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৬০, তা'লীকুর রাগীব (২/১৯৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের হিলাল ইবনু আবী যায়নাব এর দুর্বলতার কারণে এই সানাদটি দুর্বল। ড. মুস্তফা বলেন, যাহাবী ও ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন।

(২৯৮) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির জুহানী (রাঃ) হতে নাবী (সাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন : (১) তীর প্রস্তুতকারী, যে তা সৎ নিয়্যাতে তৈরি করে; (২) তীর নিক্ষেপকারী এবং (৩) কাউকে তীর দিয়ে সাহায্যকারী।

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৬৩, তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ (২২৫), যঈফ আবী দাঊদ (৪৩৩)।

(২৯৯) মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে একজন মুজাহিদকে বিদায় জানিয়ে তাকে সকাল অথবা সন্ধ্যায় তার সওয়ারীতে তুলে দেয়া আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু হতেও অধিক পছন্দনীয়।

দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৬৭, ইরওয়াউল গালীল (১১৮৯)। আহমাদ (১৫২১৬), হাকিম এবং বায়হাকী (৯/১৫০)। সানাদের যাব্বান ইবনু ফায়িদ সম্পর্কে হাফিয (রহঃ) 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইবনু লাহী'আহ এবং তার শায়খ যাব্বান ইবনু ফায়িদ দু'জনেই দুর্বল।

(৩০০) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আকসাম ইবনু জাওন খুযাঈকে বলেন : হে আকসাম! তুমি তোমার গোত্র ব্যতিরেকে অন্য গোত্রের সঙ্গে মিশে জিহাদ কর, এতে করে তোমার চরিত্র সুন্দর হবে।

খুবই দুর্বল : যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৬৮। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল মালিক ইবনু মুহাম্মাদ সুন'আনী এবং ইবনু সালামাহ 'আমিলী উভয়েই দুর্বল। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, ইবনু আবী হাতিম বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, সানাদের 'আমিলী মাতরূক এবং হাদীসটি বাতিল। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, 'আমিলী মিথ্যাবাদী। তার নাম হল, হাকাম ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু খাত্তাব।

(৩০১) 'আবদুল খাবীর ইবনু সাবিত ইবনু ক্বায়িস ইবনু শাম্মাস (র) হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তার দাদা) বলেন, একদা উম্মু খাল্লাদ নামক এক মহিলা মুখমণ্ডল আবৃত অবস্থায় তার নিহত পুত্রের কথা জিজ্ঞেস করতে নাবী (সাঃ)-এর কাছে এলেন। নাবী (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবী মহিলাকে বললেন, তুমি মুখমণ্ডল আবৃত অবস্থায় তোমার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছো। তিনি বললেন, যদিও আমার ছেলেকে হারিয়েছি, কিন্তু আমার লজ্জা–শরম তো হারাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমার ছেলের জন্য দু'জন শহীদের সমান সওয়াব রয়েছে। উম্মু খাল্লাদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কিসের জন্য? তিনি বললেন : কারণ তাকে আহলে কিতাব হত্যা করেছে।

দুর্বল : আবূ দাউদ হা/২৪৮৮- তাহক্বীক্ব আলবানী : যঈফ।

In the light of Quran & Saheeh Hadith

Fazayel-e Aamal
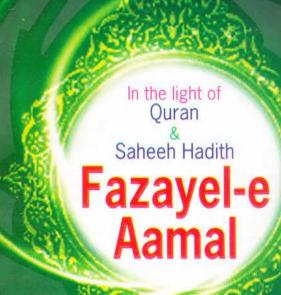
Inquisitors :
Allamah Nasiruddin Albani
Hafiz Ibnu Hazar Askalani
Imam Shamsuddin Az-Zahabi
Allamah Haisami
Allamah Busairi
Shoaib Arnautta
Ahmad Mohammad Shakir
D. Mostafa Al-A'zami
& many scholar's.

Ahsanullah bin Sanaullah